INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, September 17, 1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Buildings, Agartala on Monday the 17th September, 1973 at 11 A. M.

PRESENT

Mr Speaker Shri M. L. Bhowmik in the Chair, Chief Minister, 4 (Four) Ministers, Dy. Speaker, 2 (two) Dy. Minister, and 43 (Fourty three) Members.

QUESTIONS

Mr. Speakar :— To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Radharaman Nath.

Shri Radharaman Nath :— Question No. 1 Sir.

Shri Sailesh Ch. Shome : – Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 1,

প্রশ্ন

১) যে সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকগণকে বিভাগের বিভিন্ন এলাকা সমূহে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও শিক্ষকদের বেতন বিলি বাবদ অর্থ লইয়া যাতায়াত করিতে হয় তাহাদের অধীনে সরকারী গাড়ী দিবার পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি তাই হয়, এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৭৪-৭৫ইং সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক পরিকল্পনায় ইহার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সাব ডিভিশানগুলিতে কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সাব ডিভিশানগুলিতে কত টাকা খরচ হয় সেই সম্পর্কে পৃথক প্রশ্ন করলে জবাব দেব। তবে আজকে এই সভায় আরেকটা প্রশ্ন বিলোনীয়া সম্পর্কে আছে, যথা সময়ে তার উত্তর বলা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এর ব্যবস্থা থাকবে, যদি শত শত টাকা খরচ হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিটি সাবডিভিশানে যাতে গাড়ী দেওয়া যায়, সেইদিকে মন্ত্রী মহোদয় লক্ষ্য রাখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— অর্থ যথেষ্ট খরচ হয় বলেই আমরা আগামী বাজেটে সেটার বরাদ্দ রাখার চেষ্টা করেছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রীরাধারমন নাথ ব্রেকেটেড।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ক্লাশ ১ এবং ২'এর জন্য বেংগলি এণ্ড ইংলিশ টেক্সট বুক এবং ক্লাশ—২'এর জন্য গণিত এখনও শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পূর্ণ সরবরাহ করা হয় নাই ?

২) যদি সত্যি হয়, তাহলে বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইয়াছে এবং ছাত্রদের শিক্ষার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করার কি সুব্যবস্থা শিক্ষা অধিকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ইংরেজী পাঠ্য নহে। ১ম ও ২য় শ্রেণীর বাংলা ও গণিত পুস্তক সরবরাহ করা হইয়াছে।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ২য় শ্রেণীতে অংক বই দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমি প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে তা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত এবং সাবরুম এলাকায় পাঁচটি নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলে অংক বই দেওয়া হয়নি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পর্যান্ত ইনসপেক্টরেট থেকে যে সংবাদ পেয়েছি, তাতে দেখছি যে প্রতিটি স্কুলেই বই সরবরাহ করা হয়েছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই অংক বই যে বিলি করা হয়েছে সেটা এই বছরের কোন মাসে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম. জুন মাসের মধ্যে অংক বই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রথম প্রশ্নোত্তরে বলেছেন দেওয়া হয়েছে, আমরা বলছি দেওয়া হয় নাই, সেইগুলি তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি তাতে দেখছি দেওয়া হয়েছে। তথাপি মাননীয় সদস্য যখন বলছেন আবার সেটা পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে গিলাতলি, জীবন সর্দার পাড়া প্রভৃতি নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোন বই পৌঁছায় নি, এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বারবার বলছি, এখানে যে আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখছি বই দেওয়া হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্য বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা যে কথাটা বলেছেন যে বই পৌঁছেনি, বই যদি না পৌঁছে থাকে তাহলে আমরা খোঁজ করে দেখব।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১ম এবং ২য় শ্রেণীতে শিক্ষা বিভাগ থেকে বই সাপ্লাই করা হয়, সেই বইটা যদি ডেমেজ হয়ে যায়, এটা পাওয়ার স্থান ত্রিপুরায় আছে কি না। বইটা যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে সেই বইটা কোথায় পাবে, এটার ব্যবস্থা সরকার রেখেছেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : – ছাপাখানা ইত্যাদির জন্য বই ছাপতে আমরা অত্যন্ত ট্রাবল ভোগ করছি। তবে আগামী তিন বছর পর্যন্ত চলতে পারে সেইরকম বইয়ের ব্যবস্থা আমরা রেখেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই বই সাপ্লাই দেবার জন্য কাকে, কোন সময়েতে এটার চুক্তি করা হয় এবং এই বই কবে দেওয়ার কথা ছিল এবং কোন সময়ে সেটা পেয়েছেন এবং অনেক দেরীতে পেয়েছেন কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— অংক বই যে, জুন মাসে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যাদেরকে এই বই ছাপবার জন্য এবং সাপ্লাই দেবার জন্য টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল, যথাসময়ে তারা সেই বই সাপ্লাই দেয় নাই, তার জন্য অতিরিক্ত ৪০ হাজার টাকা খেসারত দিয়ে সরকারকে সেই বই ছাপতে হয়েছে, এটা সত্যি কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি বিগত সেশানে এই সভায় বলেছি যে সরকারী প্রেস থেকে যথাসময়ে বই দিতে পারে নাই সেইজন্য অন্যত্র আমাদের বই ছাঁপতে হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭২ ইং মার্চ হইতে ১৯৭৩ ইং মার্চ পর্যান্ত বিলোনীয়ার বিদ্যালয় পরিদর্শক সরকারী কাজের নিমিত্ত জীপ, ট্যাক্সি (বেসরকারী) ভাড়া বাবত কত টাকা খরচ করেছেন?

উত্তর

১) বিগত ১৯৭২ ইং মার্চ হইতে ১৯৭৩ ইং মার্চ পর্য্যন্ত বিলোনীয়া বিদ্যালয় পরিদর্শক সরকারী কাজের নিমিত্ত জীপ (বেসরকারী) ভাড়া বাবত মোট ৫,৮৯৬ টাকা খরচ করিয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সরকার কি কি কাজে এই বেসরকারী ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়া হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— এই বিদ্যালয় পরিদর্শক যে স্কুলগুলিতে বেতন ইত্যাদি পৌঁছে দেন তাতে তাঁকে কোন টি, এ, দেওয়ার প্রভিশন আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে গেলে টি, এ, এর প্রশ্ন আসে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— এ ছাড়া অন্য কোন অ্যালাউন্স দেওয়ার প্রভিশন আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— তাঁর থাকা খাওয়ার খরচের জন্য হলটেজ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— যেখানে বেসরকারী গাড়ী ভাড়া বাবত ৫,৮৯৬ টাকা বৎসরে খরচ হয় সেখানে স্কুল ইনস্পেক্টরকে আমরা একটা গাড়ী অ্যালট করতে পারি কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই একবার বলেছি যে এই জন্য আমরা আগামী বছরে বাজেট বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, প্রতি ট্রিপে কত টাকা খরচ হয়েছিল ? কারণ বিলোনীয়া থেকে শান্তিরবাজার খুব বেশী দূরে নয়। একশ' টাকা করে মাসে হলেও ১২০০ টাকা হওয়ার কথা মাত্র। সেই জায়গায় এত বেশী টাকা খরচ হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— বিলোনীয়ার বিভিন্ন জায়গায় তাকে যেতে হয়েছে এবং এই ভাড়াটা সরকারী হার অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— অন্যান্য বিদ্যালয় পরিদর্শকরা বেসরকারী জীপ ব্যবহার করে থাকেন কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রয়োজন মোতাবেক করে থাকেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অন্যান্য বিভাগের অংকটা দিতে পারবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমার হাতে এখন এই তথ্য নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী অ্যাণ্ড শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২।

প্রশ্ন

১) বিশালগড় কৃষ্ণকিশোর নগরের শ্রীনীলেন্দ্র চৌধুরীকে পুলিশ গত ২০-৪-৭৩ইং তারিখে বিশালগড় থানায় নিয়ে মারপিট করেছে এই মর্মে সরকার কি কোন অভিযোগ পেয়েছেন ;

২) যদি অভিযোগ পেয়ে থাকেন তবে তার তদন্ত হইয়াছে কি এবং তদন্তের ফলাফল কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) অভিযোগটা তদন্ত হইয়াছে এবং অভিযোগটা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শ্রীনীলেন্দ্র চৌধুরী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের অফিসিয়াল প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবার ফলেই তাকে বিশালগড় থানায় নিয়ে মারপিট করা হয়েছে এবং এই অভিযোগ যখন তদন্ত করা হয়েছে তখন যিনি অভিযোগ করেছেন তার কোন সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমরা যতটুকু খবর নিয়েছি তিনি হসপিটালে ভর্ত্তি হয়েছিলেন এবং এই সম্পর্কে হসপিটালে খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে, তাঁর ষ্টেটমেণ্ট নেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং তিনি ব্লাড ক্যান্সারে মারা গেছেন বলে হাসপাতালের রিপোর্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— এই অভিযোগ যখন গিয়েছে তখন তিনি জীবিত এবং তদন্ত হয়েছে তখন অভিযোগকারীর সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই অভিযোগের তদন্ত করা হয়েছে এবং সেই তদন্ত ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত মানে এই নয় যে হাওয়ার উপর তদন্ত হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কাদের নিয়ে তদন্ত হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই অভিযোগ যাদের দিয়ে তদন্ত করানোর কথা সেই রেস্পন্সিবল অফিসারদের দিয়ে তদন্ত করানো হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমি জানতে চাইছি যে সেই অফিসার রবীন্দ্র সোম কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যিনি তদন্ত করতে পারেন তিনিই করেছে। তাঁর নাম বলতে বাধ্য নই।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :— পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোক দিয়ে করানো হয়েছে কিনা এই তদন্ত, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি বলেছি যাকে দিয়ে করানো যায় তাকে দিয়েই করানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়:—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ফোরটি থ্রি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩, স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ ইং সনে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত সিমেন্টের পরিমাণ কত?

২) তন্মধ্যে পি, ডবলিও,ডির জন্য কত পরিমাণ এবং ডাইরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইর মারফতে পাবলিক কনজাম্পশানের জন্য কত পরিমাণ?

৩) মোট বরাদ্দকৃত সিমেন্টের মধ্যে ৩০।৬।৭৩ ইং পর্যন্ত কত পরিমান সিমেন্ট ত্রিপুরায় আনয়ন করা হইয়াছে?

উত্তর

১) ত্রিপুরার জন্য এ পর্যন্ত মোট ১৮,৩০০ টন সিমেন্টের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২) পি, ডবলিও, ডির জন্য ১৯৭৩ সালের থার্ড কোয়ার্টারের বাবতে ১২,১০০ টন এবং এবং ডাইরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লায়ের মারফতে পাব্লিক কনজাম্পশানের জন্য ৬,১০০ টন।

৩) ৮,৫৬১ টন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত সিমেন্টের যে অংশ বাকী রয়েছে, সেটা এখন পর্যন্ত না আনার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—এই সম্পর্কে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে এটা আমাদের এখানে ম্যানুফেকচার করা হয় না, তার যেখান থেকে ম্যানুফেকচার হয়ে আসে, এটা সেখানকার উপর নির্ভর করে। তাছাড়া সিমেন্ট আনার জন্য যদি রেল ওয়াগন প্লেস না করা হয়, তাহলে আমাদের প্রয়োজনায় সিমেন্ট আসতে পারে না এবং যেখানে ম্যানুফেকচার করা হয় সেখানে যদি কোন প্রকারের গোলমাল হয়, তা হলে সিমেন্ট আনা সম্ভব হয় না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এমন কোন রিপোর্ট আছে কিনা যে যেখানে সিমেন্ট ম্যানুফেকচার করা হচ্ছে, সেখানকার গোলমালের জন্য সিমেন্ট আনা সম্ভব হচ্ছে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—তা না হলে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর নিশ্চয়ই এমন একটা বাজে কথা বলতে পারেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবগত আছেন কি যে আমাদের গোমতী হাইডেল প্রজেকটের কাজ এই সিমেন্টের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে এবং এই সংবাদ বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বেরিয়েছে?

মিঃ স্পীকার:—ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—স্যার, এটা রিলিভেন্ট এজন্য যে যারা সিমেন্ট আনছেন, তারা কত পরিমাণ সিমেন্ট আনছেন আর যে কত পরিমাণ সিমেন্ট এখনও আনার বাকী আছে, সবই তাদের জানা আছে। কাজেই আমি সিমেন্ট সম্পর্কে বলতে পারি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—আপনি তো সেপারেট আর একটা কোয়েশ্চান করলেই এটার জবাব চাইতে পারেন?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আচ্ছা, যে সিমেন্ট ত্রিপুরাতে আসছে, তার থেকে কত হাজার টন সিমেন্ট ত্রিপুরা স্পান পাইপ কোম্পানিকে বরাদ্দ করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—এই বিষয়ের উপর তো একটা সেপারেট কোয়েশ্চান রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, সেখানে সরকার এরকম হাজার হাজার টন সিমেন্ট বরাদ্দ করেছে, সেখানে আমাদের গোমতী হাইডেল প্রজেক্টে জন্য কোন সিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া অমরপুর বাজার যখন আগুন লেগে পুড়ে যায় তখন সেখানকার ঘরবাড়ী তৈরী করবার জন্য ৫০০ বস্তা সিমেন্ট ঐখানকার এম. এল. এর হাতে দেওয়া হয়েছিল, সেই সিমেন্ট বা কি ভাবে বিলি করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা এটার সংগে রিলেটেড নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন্ কোন্ এজেন্ট বা ব্যক্তির মাধ্যমে এই সিমেন্ট আনা হচ্ছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা এটার সংগে আসে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আর একটা সেপারেট কোয়েশ্চান যখন আছে, তখন তো এই প্রশ্নটা করতে পারেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে আমাদের ত্রিপুরার জন্য যে সিমেন্ট আসছে, সেটা বাইরে চলে যাচ্ছে, আমি এখানে স্পেসিফিক একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি, সেটা হচ্ছে—সেক্রেটারী মিঃ বড়ুয়া তার গৌহাটির বাড়ী করার জন্য এখান থেকে প্রায় ১১০০ বস্তার মত নিয়ে গিয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :—এটা ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমাদের ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত সিমেন্ট বাইরে যাচ্ছে আর আমরা কিছুই বলতে পারব না, এটা কেমন কথা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা এর সঙ্গে আসতে পারে বলে আমার মনে হয় না। কারণ এখান থেকে গৌহাটিতে সিমেন্ট নিয়ে যাবেন এই রকম কোন মূর্খ আছেন বলে আমার জানা নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সিমেন্ট এখান থেকে নিয়ে গেছে কিনা বা এই রকম যদি কোন ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে তিনি সেটার তদন্ত করবেন কিনা, সেটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, মাননীয় সদস্য 'যদি' দিয়ে আরম্ভ করেছেন, কাজেই আমিও বলতে পারি যে যদি এমন কোন মূর্খ থাকেন, তাহলে তিনি সেটা নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে এই পর্যান্ত প্রায় ৮ হাজার টনের মতো সিমেন্ট ত্রিপুরাতে এসেছে এবং এর মধ্যে পি. ডব্লিউ. ডিকে কতটা দেওয়া হবে আর সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টকে

পাবলিক কনজামশানের জন্য কতটা দেওয়া হবে, তার হিসাবও রয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ সিমেন্ট আসল না, সেটা কি বাতিল হয়ে যাবে, না পরবর্তী বছরের কোটার সংগে অতিরিক্ত হিসাবে আসবে কিনা, এটা আমরা জানতে চাইছি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের এলটেড যেটা আছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে এখানে আনার জন্য। কিন্তু কতগুলি অসুবিধার জন্য সেটা এখন পর্যান্ত আনা সম্ভব হয় নি এবং আমরা আশা করছি যে কিছুদিনের মধ্যেই বাকী সিমেন্ট এসে যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে ১৯৭৩ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার জন্য ১৮,৭০০ টন সিমেন্ট বরাদ্দ করা হয়েছে—এখন আমি জানতে চাইছি এটা কি জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত, না এপ্রিল মাস থেকে এই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কয়েক মাসের জন্য ,

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সাধারণত: ফিনান্সিয়েল ইয়ারটা মিন্ট করে থাকে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে ডাইরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইর মারফতে পাবলিক কনজামশানের জন্য যে সিমেন্ট দেওয়া হয়ে থাকে, তাতে পাবলিক তাদের চাহিদা মত সিমেন্ট পায় না, কাজেই এই কথা চিন্তা করে সিমেন্টের বরাদ্দ যাতে আরও বাড়ে সেজন্য চেষ্টা করবেন কিনা ?

—**শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :—স্যার, এই সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের সময় বলা হয়েছে যে সিমেন্ট আমাদের কনট্রোলে নেই। আমরা শুধু আমাদের চাহিদাটা কি, সটা প্লেস করতে পারি, আমরা কি পরিমাণ সাপ্লাই পাব, সেটা ম্যানুফেকচারদের উপর নির্ভর করে। আর সিভিল সাপ্লাই-র মারফত পাবলিক যাতে তাদের চাহিদা মত সিমেন্ট পায়, সেজন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ১৮,৭০০ মেট্রিক টন ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ এবং তার মধ্যে ৮,৭০০ মেট্রিক টন এসেছে বাকিটা এসে পৌঁছায়নি। সেখানে সিভিল সাপ্লাইর জন্য যে ৬,৮০০ টন আছে তার কতটা ত্রিপুরায় এসেছে এইটুকু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্নটা বুঝলাম না।

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস :—সিভিল সাপ্লাইর যে বরাদ্দ আছে তার কতটা এসেছে ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রী মধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ত্রিপুরায় যে সিমেন্ট আসছে বে-সরকারী কোন ব্যক্তি সেই সিমেন্ট আনতে পারেন কি না ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :—সিমেন্টের জন্য ডিলার নিযুক্ত আছে এবং সেটা মেনুফেকচাররাই ঠিক করে দেয়, তারাই আনে।

শ্রী মধুসূদন দাস :—আমি উত্তরটা বুঝলাম না।

Mr. Speaker :—This should be a separate question. Shri Ananta Hari Jamatia.

Shri Ananta Hari Jamatia :—Starred Question No. 59.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—Starred Question No. 59.

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়ায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশান স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কি ?

২) অনুভব করিয়া থাকিলে কবে পর্যান্ত তথায় স্থাপন করা হইবে ?

৩) না করিয়া থাকিলে উহার কারণ ?

উত্তর

১) মহকুমা শহরগুলিতে ফায়ার সার্ভিস স্থাপনের বিষয় সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

২) তেলিয়ামুড়ায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশান স্থাপনের ব্যাপারও যত শীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা করে দেখা হবে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অনন্তহরি জমাতিয়া :—আমি একটি চিঠি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট দিয়াছিলাম এবং সেই চিঠির উত্তরে বলা হয়েছে বিবেচনাধীন আছে অথচ এখন বলছেন যত শীঘ্র সম্ভব তদন্ত করে দেখা হবে এই কথাটা বুঝলাম না।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার উত্তর দেওয়া হয়েছে তবে এটা আরও কিছু পরিস্কার করে দেওয়া প্রয়োজন। সাব-ডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টারগুলিতে আমরা এখনও করতে পারি নাই। সাব-ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারগুলিতে হয়ে গেলে পর তেলিয়ামুড়ার কথা আমরা বিবেচনা করব।

শ্রী তড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সাব-ডিভিশান হেড কোয়ার্টার-গুলিতে হওয়া দরকার এটা ঠিক কিন্তু তেলিয়ামুড়া অঞ্চলটা যে ভাবে ডেভেলাপ করছে এবং যেহেতু তেলিয়ামুড়া বাজার ঘন ঘন আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে এবং তেলিয়ামুড়া ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থিত সেই কথা বিবেচনা করে সরকার সাব-ডিভিশানগুলির সংগে সংগে তেলিয়ামুড়ার কথাও বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাব-ডিবিশানাল হেড কোয়াটাস গুলি হয়ে গেলে ফার্স্ট প্রেফারেন্স তেলিয়ামুড়ার হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সাব-ডিবিশানাল হেড কোয়াটার্স'গুলিতে হয়ে গেলে পর অন্যান্য স্থানে হবে কিন্তু তেলিয়ামুড়া, বিশ্রামগঞ্জ, শান্তির বাজার এই সবজায়গায় সাব-ডিবিশন্যাল হেড কোয়ার্টার্স'গুলির একই সংগে হতে কি অসুবিধা আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ফায়ার সার্ভিস স্টেশান করতে গেলে ট্রেইণ্ড পার্সন্যাল দরকার, গাড়ীর দরকার, তার উপরে অর্থ বরাদ্দ দরকার সব মিলিয়ে একটা জায়গায় আসলে তখনই এইগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ট্রেনড পার্সন্যাল অর্থাত লোকের অভাব আমাদের দেশে নাই। আর টাকার অভাব এই কথাটা যদি বলেন—এই নীতিটা আমাদের

ভ্রান্ত নীতি। প্রতি বছর ত্রিপুরার বড় বড় বাজার অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, সেটা আমাদের নেশনাল প্রপার্টি নষ্ট হচ্ছে সেই জিনিষটা বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কাজটা তড়ান্বিত করার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব আমি দিয়ে দিয়েছি, তবে এইটুকু বলতে পারি প্রত্যেকটি বাজারের মধ্যে চেষ্টা করব ফায়ার সার্ভিস স্টেশান করার জন্য এবং যারা দোকান দেবে সংগে এক্সটিংগুইসার রাখা যায় কি না এবং এটাকে আইন দ্বারা পরিচালিত করা যায় সেটি চিন্তা করে দেখব।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তেলিয়ামুড়া একটা রিফিউজিদের বাজার এবং তাদের সম্পত্তি প্রতি বছর আগুন লেগে নষ্ট হচ্ছে সেজন্য সরকার থেকে কোন সাহায্য তারা পায় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে অন্য সব সাব-ডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টার্স গুলির সংগে তেলিয়ামুড়ায়ও ফায়ার সার্ভিস স্টেশান করার ব্যবস্থা করা হউক। কারণ, তেলিয়ামুড়া বাজার অন্যান্য স্থানের চাইতে কিছুতেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটকু বিবেচনা করে অবিলম্বে তেলিয়ামুড়ায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশান চালু করার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি এর উত্তর দিয়েছি সাব-ডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টার্স-গুলির পর ফার্স্ট প্রেফারেন্স তেলিয়ামুড়াকে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নম্বর ১০৪

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কোয়েশ্চান নম্বর ১০৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের ছাত্রাবাসটির ছাউনি না থাকার ফলে উক্ত ছাত্রাবাসে কোন ছাত্র থাকতে না পারায় উক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্ররা শিক্ষার জন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করিতেছে ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে অতি সত্বর সরকার হইতে উক্ত ছাত্রাবাসে ছাউনী দেওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে আর কোন অসুবিধা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—ইহা কি সত্য যে ছাত্রাবাসটির ব্যাপারে মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য সেখানে গিয়ে দেখেছিলেন এবং তিনি আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন যে আমি এই ব্যাপারে দেখব।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য কি বলেছিলেন সেই কথা আমার জানা নাই—কথা হচ্ছে শ্রীনাথ বিদ্যা নিকেতনের সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তরকে বলা হয়েছে এবং পূর্ত দপ্তর সংস্কার করেছে। বর্তমানে কোন অসুবিধা নাই।

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কবে কাজটা করা হয়েছে। এই সেশনের আগে, না কবে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সঠিক তারিখটা এখন আমার কাছে নেই। তবে আমার মনে হয় এরই মধ্যে করা হয়েছে। ইন্সপেক্টারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন যে এরই মধ্যে কাজটা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা, বিদ্যা দেববর্মা এবং নিরঞ্জন দেববর্মা (ব্রেকেটেড)।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪০।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪০।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা চালু আছে কি?

২) শতকরা কতজন ছাত্র ছাত্রী ত্রিপুরী ভাষাভাষী হলে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ত্রিপুরা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীর শতকরা হারের ভিত্তিতে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের জন্য স্কুল নির্বাচন করা হয় না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি যে কোন কোন স্কুলে এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সঠিক স্কুলের নাম এখন বলতে পারছি না তবে সাব-ডিভিশন, ওয়াইজ আমি বলতে পারি। যেমন—

সদর বিভাগের ৩০টা স্কুলে, ধর্মনগর বিভাগের ২টা স্কুলে, অমরপুর ৩টা স্কুলে, বিলোনীয়া ২টা স্কুলে এবং উদয়পুর ১১টা স্কুলে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে সংখ্যা লঘুদের যে ভাষা সেই ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য, এই ব্যাপারে একটা কমিশন গঠিত হয়েছিল এবং সেই কমিশনের রিকমেণ্ডেশন ছিল যে একটা স্কুলে যদি ৪০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে, সংখ্যা লঘু এবং একটা ক্লাশে যদি ১০ জন সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী থাকে তাহলে সেখানে সংখ্যালঘুদের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে। এই যে কমিশনের সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত কেন এখানে কার্য্যকরী করা হচ্ছে না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যদি কোন স্কুলে অন্যূন ৪০ জন ছাত্রছাত্রী থাকেন অথবা কোন ক্লাশে ১০ জন যদি থাকে তবে সেখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার কথা বলেছেন। আজকেও এই সম্পর্কে আর একটা প্রশ্ন এসেছে এবং তার উত্তরও যথাসম্ভব দিয়েছি। এইটা জানা আছে বলেই এইটাকে কার্য্যকরী করার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শতকরা কতজন ছাত্রছাত্রী হলে এই ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়, এর উত্তরে মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে এই নীতিতে স্কুলগুলি বাছাই করা হয় না। এই নীতিতে যদি না হয় তাহলে মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি জানাবেন যে কোন নীতিতে স্কুলগুলি বাছাই করা হয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে শতকরা হিসাবে স্কুলগুলি বাছাই করা হয় না। কমিশন তার রিপোর্টে বলেছে যে ৪০ জন অথবা ১০ সেইটা শতকরা হিসাব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বলতে চান যে তারা যে স্কুলগুলি নিয়েছেন সেই স্কুলগুলি লিংগুইষ্টিক মাইনরিটি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ীই নিয়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সেই সুপারিশ অনুযায়ীই নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে অন্যান্য জায়গায় বিশেষ করে যেখানে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা যেখানে বলা যেতে পারে যে ১০০ জনের মধ্যে ৯০ জনই সংখ্যালঘু ছাত্র সেখানে এই স্কুলগুলিতে চালু না করে যেখানে কম আছে সেই সমস্ত এলাকায় চালু করার কারণ কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমরা সমস্ত স্কুলগুলিতেই নেওয়ার চেষ্টা করছি এইভাবে। এইটা আমাদের বিবেচনাধীন আছে। সুতরাং যেখানে সুবিধামত ভাবে শিক্ষক অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়া গেছে সেই সব স্কুলে নেওয়া হয়েছে এবং আমরা সবগুলিতেই নেওয়ার চিন্তা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব হলো না আমি বলেছি যে ট্রাইবেল কন্‌সেন্ট্রেটেড এ্যারিয়াতে সেই সমস্ত জায়গায় স্কুলগুলিতে তার মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা না করে অন্য জায়গাতে যেখানে ট্রাইবেল নেই বা কম আছে সেখানে স্কুলগুলিতে বাছাই না করার কারণ কি। যেমন আমি বলছি অমরপুর না করে সদরে করার কারণ কি। ছাওমনু ব্লকে না করে অথবা কাঞ্চনপুর ব্লকে না করে অন্য জায়গায় করার কারণ কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত এ্যাকস্‌ক্লুসিভলি ট্রাইবেল এলাকাতে সব জায়গায়ই কিছু কিছু করা হয়েছে এবং মিকস্‌ড এলাকাতেও করা হয়েছে। সুতরাং এইগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে তা নয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে যদি স্কুলগুলির নির্বাচন এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে করা হয় তবে এমন কয়টা স্কুল আছে ত্রিপুরাতে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপাততঃ আমার কাছে এই তথ্য নেই যে কয়টা আছে। তবে আমরা সবগুলিকেই এই আওতায় আনার চেষ্টা করছি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ১৯৬৯ সনে সর্ব-ভারতীয় লিংগুইষ্টিক মাইনরিটি কমিশন যে ভিজিট দিয়েছিল ত্রিপুরাতে সেই সময় ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল যে ১৩০০ স্কুলের মধ্যে ১২০০ স্কুলে সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এই সরকার নিয়েছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : —১৯০০ এর মধ্যে ২২০ কি না, সেই কথা আমার জানা নেই।

শ্রীঅনিল সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলা হয়েছিল যে কি পাহাড়ে উপজাতি-দের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এর উত্তরে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে এই তথ্য আমার কাছে নেই। অথচ আবার বলেছেন যে লিংগুষ্টিক মাইনরিটির কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী চালু করা হয়েছে, ব্যাপারটা কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে আপাতত আমার কাছে নেই। দপ্তরে আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে ত্রিশটা স্কুলের মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি একটা স্কুলের নাম বলতে পারেন না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে এখন এই তথ্য নেই।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন কোন স্কুলে এই সুপারিশ কোন সন থেকে কার্য্যকরী করা হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার কোন সন থেকে কার্য্যকরী করা হচ্ছে নতুন করলে জানাবো।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন। আমি বলতে চাই যে ৩০টা স্কুলে যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে এই ৩০টা স্কুলের মধ্যে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য কোন নির্দিষ্ট শিক্ষক আছেন যিনি ত্রিপুরী ভাষা জানেন অথবা এইরকম ত্রিপুরী ভাষাভাষী শিক্ষক সেখানে নিযুক্ত করা হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত স্কুলের মধ্যে যারা ত্রিপুরী ভাষা জানেন তাদেরকেই নিযুক্ত করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা : -মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলতে পারেন এমন একজন শিক্ষকের নাম যিনি ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দিচ্ছে পারেন?

শ্রীবুলুকুকী :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে যতগুলি স্কুলের মধ্যে ত্রিপুরাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যে সংখ্যা তিনি দিয়েছেন, আর কতগুলি স্কুল বাকী রয়েছে যেগুলিতে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় না? অথবা এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখেছেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই সম্পর্কে তদন্ত করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, প্রাইমারী স্কুলে ত্রিপুরা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য কত বই ছেপে প্রাইমারী স্কুলগুলির মধ্যে বিলি বন্টন করেছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেটা প্রশ্ন আকারে আসলে বলতে পারব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষা দপ্তরে কি অর্গেনাইজেশন আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তরে যে ত্রিপুরী ভাষায় প্রাইমারী প্রথম এবং দ্বিতায় শ্রেণীর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে তা সরকার থেকে স্কুলগুলিকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— যে ৩০টি বিদ্যালয়ে এখন ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেই ৩০টি বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা আরম্ভ করার আগে কোন প্রারম্ভিক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের দিক থেকে করান হয়েছে কিনা? যদি না করানো হয়, তাহলে কিভাবে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবেন সেই রকম কোন ট্রেনিং দেওয়ার পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা? যদি না থাকে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— যারা শিক্ষকতা করেন, তারা ত্রিপুরা ভাষাও শিক্ষা করেন এবং তারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী সেটা রপ্ত করেন, এই ব্যবস্থা আমাদের আছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমার প্রশ্নোত্তর হলনা স্যার। যদি ট্রেনিংএর ব্যবস্থা না থাকে সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা? তার উত্তর আমি পাই নাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— টিচার্স ট্রেনিং যেভাবে দেওয়া হয়, তার মধ্যে ভাষা শিক্ষা কিভাবে দেওয়া হবে তারও একটা হিসাবপত্র থাকে, সেইভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চাচ্ছেন যে টিচার্স ট্রেনিং এর যে ব্যবস্থা আছে, সেখানে কি করে ত্রিপুরী ভাষায় পড়াবে তার শিক্ষাও সেখানে দেওয়া হচ্ছে এই কি তিনি বলতে চাচ্ছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কথা হচ্ছে যে টিচার্স ট্রেনিং যেগুলি হয়, তার সংগে যে সমস্ত পাঠ্য থাকে সমস্ত সাবজেক্টই ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা সেখানে আছে। ত্রিপুরা ভাষায় যাহাদের শিক্ষকতা করতে হয়, তাদের ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— ত্রিপুরী ভাষা যাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তারা কি ত্রিপুরী ভাষাভাষী না অন্য ভাষাভাষী শিক্ষকও আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রধানতঃ ত্রিপুরী ভাষাভাষী শিক্ষককে দেওয়া হয়, তবে তার অভাবে অন্য ভাষাভাষী শিক্ষক যারা আছে, তাদের দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরায় মোট হোমগার্ডের সংখ্যা কত তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব,	ত্রিপুরায় মোট হোমগার্ডের সংখ্যা ৩০৭০ জন। সদর—১১৮৪ জন, খোয়াই—২৩৯ জন, কমলপুর—৪৫ জন, সোনামুড়া

	—২২০ জন, কৈলাশহর—১১৪ জন ধর্মনগর—১৮২ জন, উদয়পুর—১০১ জন, অমরপুর—১৯ জন, বিলোনীয়া—২৮৬ জন, সাবরুম—৫০ জন।
২) হোমগার্ডদের কাজ কি ?	হোমগার্ড পুলিশের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার এবং জরুরীকালীন অবস্থায় যথা—বিমান আক্রমণ, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা এবং মহামারী ইত্যাদিতে জনসাধারণের সাহায্যার্থে তাহাদিগকে নিয়োজিত করা হয়।
৩) হোমগার্ডদের কি কারণে সরকারী কর্মচারী বলে বিবেচনা করা হয় না ?	হোমগার্ড সেই সমস্ত লোকদের নিয়ে গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা যাহারা তাহাদের অবসরকালীন সময় জাতির স্বার্থে ব্যয় করে। মূলতঃ স্বেচ্ছাসেবক হোনার বিধায় তাহাদিগকে সরকারী কর্মচারী বলে গণ্য করা হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি হোমগার্ডের ডিউটি কয় ঘন্টা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা ডিপেণ্ড করে অবস্থা বিবেচনায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, হোমগার্ডের কাজে আসা না আসা এটা কি তাদের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা তাদের ডিউটির মধ্যেই আছে এই জন্য তাদের যে ট্রেনিং দেওয়া হয় যখন, তখনই বলে দেওয়া হয় যে যখন দরকার হবে তখনই তা দের আসতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি, পুলিশের অনেকগুলি কাজ হোমগার্ড নিজেরা তারা নিজেরা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি আগেই বলেছি যে তারা পুলিশের সহায়করূপে কাজ করে থাকে ইমার্জেন্সীর কোন একটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননী মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যখন রিক্রুটমেন্ট হয়, তখন হোমগার্ড থেকে ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন কোন ক্ষেত্রে হোমগার্ড থেকে পুলিশে রিক্রুট করা হয় যদি তারা পুলিশের নিয়মাবলী ফুলফীল করে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বি. এস. এফ এবং অন্যান্য যে সমস্ত সিকিউরিটি প্যারপাসে অর্গেনাইজেশন আছে, গভর্ণমেন্ট থেকে তাদের এই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা যে হোমগার্ড থেকে প্রথম প্রেফারেন্স দেওয়া হবে, যারা এই কাজ করছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— তার জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে তারা ট্রেণ্ড হয়ে থাকে, যদি পুলিশের নিয়মানুসারে যোগ্য বিবেচিত হয় তাহলে কেসটাকে দেখা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— গভর্ণমেন্ট কোন ইন্সট্রাকশন দিয়েছেন কিনা, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বা বি. এস. এফ'এর যারা চার্জে আছেন যে রিক্রুটমেন্টের সময়ে তারা যদি ইলিজিবল ফর দি পোষ্ট, তাদের ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স দিতে হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বি, এস, এফ বা অন্যান্য যেগুলি আছে, সেগুলির সংগে গভর্ণমেন্টের রিক্রুটমেন্টের যোগাযোগ নেই, যেখানে আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্ট কন্ট্রোল করে সেখানে নির্দেশ দেওয়া আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বেসরকারী কলেজ টেক অভারের আইন অনুসারে কৈলাশহর ও আগরতলার বেসরকারী কলেজের পরিচালনা ভার কি সরকার গ্রহণ করেছেন ? এবং	১) হ্যাঁ।
২) গ্রহণ না করে থাকলে তার কারণ কি ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই কলেজটি গ্রহণ করার সময়ে এই কলেজের প্রাক্তন যিনি স্থায়ী প্রিন্সিপাল ছিলেন তার প্রশ্নটি আলোচনার মধ্যে এসেছিল কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এখানে দুটি কলেজের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় কৈলাশহর কলেজের কথা তিনি বলছেন। কৈলাশহর কলেজটি টেক ওভার করার সময়ে এই প্রশ্নটা আসে নি। তবে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে সেখান থেকে ইউনিভারসিটি বলেছিলেন তাঁকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র দেওয়ার জন্য। এখন ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে বলছেন এটা অন্য কোথায় ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ইউনিভারসিটির সুপারিশ যেটা একটু আগে তিনি বলেছিলেন, জানিনা সেই সুপারিশটা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ইউনিভারসিটি এটা টেক ওভার করার সময়ে কোন শর্ত আরোপ করেন নি। কথা ছিল অতীতে যখন সেই কলেজের মধ্যে গণ্ডগোল হয় তখন ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষ বলছিলেন যে সাময়িকভাবে এখান থেকে যেন তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

Mr. Speaker :— Question hour is over. Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which are not answered orally.

ADJOURNMENT MOTION.

Mr, Speaker :— Shri Jitendra Lal Das, M. L. A. has given a Notice of Adjournmens Motion on the subject—

"নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার আমাদের একটা কলিং অ্যাটেনশান ছিল।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন আগে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না স্যার, কলিং অ্যাটেনশান আগে হবে। তারপর অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন আসবে।

মিঃ স্পীকার :— নর্ম্যালী কোয়েশ্চান আওয়ারের পরেই কলিং অ্যাটেনশান থাকে। যখন অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশান থাকে সেটা মোর ইম্পোর্টেন্ট দ্যান কলিং এটেনশান নোটিশ। দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ নট শোন ইন দি অর্ডার পেপার ফার্ষ্ট জেনারেলী।

Mr. Speaker :— Shri J. L. Das, M. L. A. has given a notice of adjournment motion on the subject— "নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে" I have consulated the Rules of admissibility of such motion. One of the criteria which guide admissibility of much motion is that matters to be admissible must be urgent. Urgency is determined not by the ordinary manner of the term but there is a technical use of the rule. The matters to be urgent must have arisen suddenly in the nature of emergency. I am of opinion that Shri Das's Motion is a matter which is not arisen suddenly but is a continuing process. But his motion is an important one is which public interest is also involved Therefore, I am of opinion that Chief Minister may please make a statement on this subject and the date on which will make such a statemen will be fixed in consultation with the proposer of the Motion and Chief Minister, if he so desires can make his statement now or afterwards.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিষয়টা যেহেতু পাবলিক ইন্টারেস্টের প্রশ্ন সেই হিসাবে এই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখতে রাজী আছি এবং সেটা মাননীয় স্পীকার যখনি বলবেন তখনি আমি দিতে পারব এবং এখনও আমি তৈরী।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :- স্যার, এটা তো একটা ডিস্কাশান হওয়ার কথা। কারণ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিঃ স্পীকার :—সেইজন্যই তো আমি অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন হিসাবে নয়, আলোচনার জন্য আমি হাউসের কাছে উপস্থিত করেছি। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করতে এখননি রাজী আছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। তাহলে সেটা আফটার রিসেস আলোচনা হোক। আমি টাইমটা ঠিক করে দেব কতক্ষণ আলোচনা হবে।

[illegible] :—স্যার, তাহলে এটা কি অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন [illegible] ক্যানসেল হয়ে আলোচনা হবে?

মিঃ স্পীকার :—না, আমি বলিনি অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন হিসাবে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেণ্ট করবেন। তার উপর আলোচনা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তিনি কোন আইনে আলোচনা করবেন?

মিঃ স্পীকার :—সে পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস আছে। সেজন্যই আমি বলছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, উনি একটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন এনেছেন। উনি চাইছেন হাউসের সমস্ত বিজনেস বন্ধ রেখে তার এই মোশন আলোচনা করা হোক। আপনি এটা রিজেক্টও করছেন না অ্যাকসেপ্টও করছেন না। আবার বলছেন আলোচনা হতে পারে। এটা কি হয়?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি বলেছি যে এটা একটা কনটিনিউয়িং প্রসেস এবং সাডেনলী এরাইজ করেছি। অতএব আমি এটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন হিসাবে গ্রহণ করছি না। আমি করছি এই জন্য যে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সেজন্য আমি বলেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করলে একটা ষ্টেটমেণ্ট দিতে পারেন এবং সেই ষ্টেটমেণ্টের উপর আলোচনা হবে। দিস ইজ মাই পয়েণ্ট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে কোন মোশন নাই। একটা ষ্টেটমেণ্ট করার জন্য তো অ্যাসেম্বলীর রুলস আছে যে একজন মেম্বার চাইছেন যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একটা ষ্টেটমেণ্ট করুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি পার্লামেন্টারী প্র্যাক্টিস আলোচনা করেই এই প্রস্তাব রেখেছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু এটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন হিসাবে আসছে না কাজেই আমি স্পীকার মহোদয়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে আমি যে কোন সময়ে ষ্টেটমেণ্ট দিতে রাজী আছি। কিন্তু যদি অ্যাডজোর্ণমেণ্ট ক্যানসেল হয়ে থাকে তাহলে এর উপর আলোচনা হতে পারে না যদি ষ্টেটমেণ্ট করতে হয় তাহলে একটা মোশন এনে তারপর ষ্টেটমেণ্ট করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—দ্যাট ইজ রাইট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমার একটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন ছিল। আপনি লিখেছেন যে দি ম্যাটার ডাজ নট রিলেট টু ম্যাটার অব রিসেণ্ট ইনসিডেণ্ট। বিশালগড়ের ঘটনার পর আর কি কোন আমাদের বিধানসভার অধিবেশন হয়েছে যে রিসেণ্ট অকারেন্স নয়? স্যার, আমার বক্তব্য তো আগে শুনুন।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা, বলুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনি লিখেছেন যে—the matter does not relate to a matter of recent incident. এই বিশালগড়ের ঘটনার পর আমাদের বিধান সভার আর কোন অধিবেশন হয়েছে কি যে এটা রিসেন্ট অকারেন্স নয় ? এই ফার্ষ্ট টাইম অধিবেশন বসছে এবং এই সুযোগে বিশালগড়ে ২২শে জুন যখন নাকি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ, আমাদের মায়েরা বোনেরা মিছিল করে আসছিল তাদের খাদ্য ও জিনিষ পত্রের দাবী জানাতে * * *

(at this stage Shri Chakraborty walked out along with his party M.L.As including 2 independent M. L. As from the House in protest of Speaker's decision. disallowing to motion)

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—স্যার, আমার এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশনটার কি হল ?

মিঃ স্পীকার :—সেটাতো আমি বাতিল করে দিয়েছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—স্যার, বাতিল যদি করে থাকেন, তাহলে আলোচনাটা হবে কি করে ?

মিঃ স্পীকার :—আমি বলেছি তো যে আমি সেটা এ্যাক্সেপ্ট করি নি এ্যাজ এ্যাডজোর্ণ মোশন হিসাবে, তবে আমি আপনাকে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—স্যার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি একটা মোশান আনলাম, তাছাড়া আমি আমার দলের একমাত্র সদস্য...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে যদি আপনি আলোচনা করতে চান, তাহলে আপনি দয়া করে আমার চেম্বারে যাবেন, আমি আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেব।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—স্যার, এটা একটা গুরুপূর্ণ ব্যাপার, কাজেই এর সম্পর্কে একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আপনি বলেছেন যে এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী একটা ষ্টেটমেন্ট করবেন তারপর এই সম্পর্কে আলোচনা হবে। কিন্তু আমরা বলছি কোন প্রকার মোশান ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ষ্টেটমেন্ট কি করে দেবেন ?

মিঃ স্পীকার :—মুখ্যমন্ত্রী তা বলেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না স্যার, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যেহেতু কোন মোশান নাই, আমি ষ্টেটমেন্ট দেব না।

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট এ ফেক্ট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মোশান ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট করতে চান ? এটা কি করে হবে ? কিন্তু এই সভার একজন সদস্য হিসাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে মোশান ছাড়া এই বিধান সভায় কোন কিছু বলা যাবে না। উদাউট মোশান, তিনি কোন বক্তব্যই রাখতে পারেন না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমার বক্তব্যটা বোধ হয় আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের কাছে ঠিক মত ক্লিয়ার করতে পারি নি। আমার কথা হল আমি ষ্টেটমেন্ট করতে রাজী আছি যে কোন সময়ে, কিন্তু সেটার জন্য প্রসিডিউর দরকার, একটা মোশান এনে আমাকে বলতে হবে। এখন তা যদি অন্য কোন মেম্বার একটা মোশান এনে আমাকে বলেন তাহলে আমি এখনও ষ্টেটমেন্ট করতে রাজী আছি।

---

* * Expunged as ordered by the Chair.

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—স্যার, বিষয়টা আমি উপ্থাপন করেছি আজকের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। একমাত্র এ্যাডজার্ণ মোশানের মারফতেই এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয় আমি আলোচনা করতে পারি। কাজেই এটা একটা এ্যাডজার্ণ মোশান হিসাবেই আলোচনা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—আমি বলেছি যে আপনার এ্যাডজার্ণ মোশান আমি ডিস এ্যালাউ করেছি তবে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে, জনস্বার্থের বিষয় বিবেচনা করে আলোচনা করার সুযোগ আমি আপনাকে দিয়েছি। এটা উইদিন দি পারসেন্ট অব দি পার্লামেন্টারী প্রেক্টিস আমি এ্যালাউ করেছি। ...

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, এই যে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হল, এটা কিভাবে দেওয়া হয় ? তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে চীফ মিনিষ্টার নিজেই একটা রিজলিউ-শান অথবা একটা মোশান এনে তার উপর ষ্টেটমেন্ট করবেন, অথবা যে সদস্যের এ্যাডজোর্ণ মোশানটা ডিস এ্যালাউ হবে, সেজন্য একটা মোশান এনে এই আলোচনার সূত্রপাত করবেন ? আপনি কোনটা সাজেস্ট করছেন ?

মিঃ স্পীকার :— আমি তো উনাকে কিছু সাজেস্ট করি নি, আমি যা বলেছি, সেটা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি।

শ্রী তড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে মুখ্যমন্ত্রী একটা মোশান এনে তার উপর একটা ষ্টেটমেন্ট করবেন তারপর সেটার উপর ডিসকাশান হবে, এই তো ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে অবস্থাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে মাননীয় সদস্য শ্রী দাস যে একটা এ্যাডজোর্ণ মোশান এনেছেন, সেটা বাতিল করে দিয়েছেন। সুতরাং হাউসের সামনে অন্য কোন মোশান নাই যে মোশানের উপর তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন, এই তো স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— তাহলে স্যার, আমার বক্তব্য রাখার আপাততঃ কোন যোগ নাই ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— স্পীকার রিকোয়েষ্টেড দি চীফ মিনিষ্টার এ্যাণ্ড দি চীফ মিনিষ্টার এ্যাকসেপটেড ইট। কাজেই এখন চীফ মিনিষ্টার নিজে রিজলিউশান করে বা মোশান করে আনবে, সেটা হাউসের মধ্যে ডিসকাস্ড করা হবে। এটাই হচ্ছে ডিসিশান অব দি স্পীকার।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— স্যার, আমি ক্লিয়ার হলাম না তো।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— স্পীকার যখন বলছেন যে এটা একটা জরুরী ব্যাপার, কাজেই এটা ডিসকাস্ড করা যেতে পারে এবং তার জন্য যে প্রসেস আছে সেটা হচ্ছে যে একটা মোশান আনতে হবে। আর এটার জন্য আপনি চীফ মিনিষ্টারকে ভার দিয়ে দিয়েছেন। এখন চীফ মিনিষ্টার এট এ্যানি টাইম একটা ষ্টেটমেন্ট করতে পারেন। কাজেই এখন ডিসকাশান করতে গেলে একটা রিজলিউশান এনে তার উপর ষ্টেটমেন্ট করবেন এবং সেই ষ্টেটমেন্টের উপর হাউসে ডিসকাশান হবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, আপনি যখন বলেছেন এর সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য, তখন বিসেস পিরিয়ডে সবাই বসে এটার কি প্রসিডিউর আছে, সেটা জেনে একটা ডিসিশান নিলে ভাল হয় বলে আমি মনে করি। এখন তো আমরা এটা ছেড়ে দিয়ে নূতন আইটেম নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার, কেউ বলছেন বিসেস আওয়ারে বসে আলোচনা করা হবে কি প্রসিডিউর আছে, আবার মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু বলছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা রিজলিউশান এনে সেটার উপর ষ্টেটমেণ্ট করবেন তারপর আলোচনা হবে। এখন কোনটা ঠিক?

মিঃ স্পীকার :— শেষেরটা।

শ্রীযতুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— আমার মনে হয় যে সদস্য মহোদয় এ্যাডজোর্ণ মোশানটা এনেছিলেন সেটা বাতিল করে দিয়ে আর একটা সাবষ্টিটিউট মোশান আনার জন্য স্পীকার মহোদয় তাকে সাজেশান দিয়েছেন। সেটা একটা সট ডিসকাশানও হতে পারে। এখন এটা যদি মাননীয় সদস্য এগ্রি করেন, তাহলে তিনি সেটা মুভ করতে পারেন। এটা হচ্ছে সাবষ্টিটিউট সাজেশান ফ্রম দি স্পীকার। তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেণ্ট দিতে পারেন এবং এখানে আলোচনা হতে পারে।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— মোশানটাকে রিজেক্ট করেছেন করে আপনি অল্টারনেটিভ সাজেশান করেছেন কিন্তু whether the Mover is agreed or not that is not my point আপনি বলেছেন মিনিষ্টার একসেপ্ট করেছেন তিনি ষ্টেটমেণ্ট করবেন। কিন্তু এখন প্রসেসটা কি হবে...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, সট ডিসকাশন আনার একটা প্রসেস আছে। এক্ষনই যদি আমি দাঁড়িয়ে বলি যে আমি একটা সট ডিশকাশান নোটিশ আনতে চাই, তাহলে হাউস সেটি মানতে পারে না। আমি এক্ষণই এত কথা বলতে পারি না। এর জন্য একটা রুলস আছে এবং সেই রুলসটা আমাকে ফলো করতে হবে..

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমার বক্তব্যের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে আমি এত বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য এখনই রাখতে পারি না পরেও বলতে পারি এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাটাই আমি তার নোটিশ বলে ধরে নিয়েছি...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :— স্যার, মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেণ্ট করবেন কিন্তু তারজন্য তো রুলস থাকতে হবে? এসেম্বলিতে আপনার পার্মিশান ছাড়া কেউ কিছু বলতে পারে না একথা ঠিক কিন্তু...

Mr. Speaker :— If any decision comes from the Chair that is the assent of the House I think, that is the decision of the House...

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— That I agree Sir কিন্তু তার জন্য রুলস আছে প্রসিডিউর আছে। সিম্পলি একটা ষ্টেটমেণ্ট আসার পরই হাউসে ডিসকাশান হতে পারে না—

তার জন্য নোটিশ দিতে হবে নইলে চীফ মিনিষ্টার একদিন একটা ষ্টেটমেন্ট করবেন এবং তার জন্য একজন মেম্বার বলবেন let the statement given by the Chief Minister be discussed এটা যখন এডমিটেড হবে তখনই আলোচনা হতে পারবে। এর জন্য নানা পথ আছে---ষ্টেটমেন্টের এটাও একটা পথ। তাহলে আপনি কি সাজেশান করছেন যে চীফ মিনিষ্টার একটা রিজোলিউশান এনে হাউসে পাশ করিয়ে তারপর ষ্টেটমেন্ট করতে হবে –যে ভাবেই আসুক সেটি আইনের ভিতর হতে হবে।

মিঃ স্পীকার :-- রিজোলিউশান এনে তারপর করতে হবে --রিসেসের পর ঠিক করব। I have received Calling Attention Notices from (interruption)

Shri Jitendra Lal Das :— আমি এই জিনিষটা বুঝলাম না মাননীয় স্পীকার, স্যার...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে আমার চেম্বারে যাবেন আমি আপনাকে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেব।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— আমার এডজোর্ণ মোশান না হলে এই ব্যাপারে আমার আলোচনার কোন স্কোপ আছে কি না এটা আমি বুঝলাম না ..

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছাড়া আলোচনার কোন স্কোপ থাকবে না এটা কি ঠিক ? ...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনি বলছেন এডজোর্ণমেন্ট মোশানের কথা

মিঃ স্পীকার — এডজোর্ণমেন্ট মোশান আমি বাতিল করে দিয়েছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— স্যার, এটা অত্যন্ত ইমপর্টেন্ট বিষয় (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি আলোচনার সুযোগ পাবেন (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে আপনার অবসর সময়ে আমার চেম্বারে আসুন আজকেই বলব...

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— আজকেই রিসেসের পর আলোচনা হবে যদি এই প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দেন তাহলেই আপনার সংগে আমি দেখা করতে রাজী আছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আপনার এডজোর্ণমেন্ট মোশানটা রিজেক্টেড হয়েছে আপনি যদি ডিশকাসান করতে চান সেটা কি ভাবে হবে স্পীকার মহাশয়ের সংগে আলোচনা করে ঠিক করবেন।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আপনি ডিসিশান দিয়েছেন যে চীফ মিনিষ্টার ষ্টেটমেন্ট করবেন এবং সেই অনুযায়ী চীফ মিনিষ্টার ষ্টেটমেন্ট করবেন কিন্তু উনাকে বলার স্কোপ দিতে হবে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— না না, আমি এই বিষয়ে কোন ভুল বলছি বলে আমার মনে হয় না...

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— না স্যার, আপনি ভুল করেছেন আমি এই কথা বলছি না। এই ব্যাপারে দুইটা পথ আছে এবং সেই দুইটার একটা আপনাকে করতে হবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আমি রিকোয়েষ্ট করছি (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য আপনি আসুন আমার চেম্বারে আমি আপনাকে বুঝাবার চেষ্টা করব। Next item of business of the House (interruption)

Shri Jitendra Lal Das :— আমার এডজোর্ণমেন্ট মোশানটা উত্থাপন করতে চাই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভাবে হয় না। আমার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ...

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, I am sorry. Your Adjournment Motion has been disallowed by me. Next item of business (interruption)

Shri Jitendra Lal Das :— এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে দ্রব্য মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার সংগে বেকার সমস্যা যে গুরুতর আকার ধারণ (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার এডজোর্ণমেন্ট মোশান ডিসএলাউড করেছি। অনুগ্রহ করে আপনি বসুন (ইন্টারাপশান)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— আজকে সাধারণ মানুষ (ইন্টারাপশান) কাজেই আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। আজকের দিনে এই সমস্ত...

মিঃ স্পীকার :— আপনি পরে বলতে পারবেন। আমি এই কথা (ইন্টারাপশান)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যদি না আমার এডজোর্ণমেন্ট মোশানটা আনতে পারি তাহলে আমি সভাকক্ষ ত্যাগ করছি (শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাসের সভাকক্ষ ত্যাগ)

Mr. Speaker :— Obituary reference to the passing away of Shri S. Mohan Kumarmangalam.

Hon'ble Members, you are aware that Late S. Mohan Kumarmangalam Union Minister for Steel succube to death as a result of plane accident near Delhi in the night of 31st may, 1973. On receipt of the news of his death, I, on behalf of the members of this Assembly sent a message of condolence to Mrs. Kumarmangalam as follows :—

"Received with shock the news of sudden and sad Demise of Mohan Kumarmangalam (.) His death is irreparable loss to the Nation (.) I on behalf of the Members of The Tripura Legislative Assembly * * and on My own behalf convey Our deepest condolence to You and the family and friends (.) We all pray to god that his Soul may rest in peace in Heaven.

SPEAKER
Tripura Legislative Assembly."

Our message of condolence has been acknowledged by Mrs. Kalyani Kumarmangalam and others as follows :—

"We have received your kind message of sympathy on the sudden demise of S. Mahan Kumarmangalam.

We thank you for remembering us at this moment of our grief. Shri Mohan Kumarmangalam belonged to the nation as to us of the family. Your expressions of warmth and personal regard for Shri Mohan Kumarmangalam and your words of consolation give us the strength to face the future and the hope that the ideals for which he lived will continue to guide all of us"

I shall now make obituary reference to S Mohan Kumaramangalam—

Born in 1st November, 1916, S. Mohan Kumaramangalam started his political carrier in 1931, While he was a student of Etna, he was influenced by Mahatma Gandhi. He passed Bar at-law in 1939 and started his carrier at Madras. He was imprisoned for 3 years 6 month for the last instance and subsequently he was arrested and released in 1951. In the first general election, S, Mohan Kumaramangalam contested as a candidate of Legislative Assembly, Behar and was defeated. There after he engaged himself in the work of Trade Union.

In 1966, he was appointed Advocate General of Madras but he had to relinquish the post as soon as D. M. K, came to the power,

This House keeps on record great reverence and respect to the departed soul.

I would request the members to stand in their seates and keep them silent for two minutes as a mark of respect to the departed saul.

Thank you,

PRESENTATION & ADOPTION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Mr. Speaker :—I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House from the 17th September, 1973 to 21st September, 1973.

I call on Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker designated by me to move the motion "that this House agree with the allocation of time proposed by the Committe'

Shri Usha Ranjan Sen (Deputy Speaker) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move "that this House agree with the allocation of time proposed by the Committe".

Mr. Speaker :—The question before the House is the Motion moved by Shri Usha Ranjan Sen "that this House agree with the aillocation of time proposed by the Committe".

It was put to voice vote and carried.

Intimation by the Speakar regarding President's/Governor's Assent to the BILLS,

Mr. Speaker :—The following Bills received the assent of the President on the dates as mentioned against each.

1.	The Tripura Educational Institution (Taking Over of Management) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 2 of 1973)	21. 4. 1973.
2.	The Motor Vehicls (Tripura Amendment) Bill, 1973 (Tripura Bill No. I of 1973).	28. 4. 1973.

Mr. Speaker :—The following Bills received the assent of the Governor on the dates as mentioned against each.

1.	The Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972).	2. 1. 1973.
2.	The Tripura (Courts) Order Amendment Bill, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1972).	2. 1. 1973.
3.	The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972)	2. 1. 1973.
4	The Tripura Appropriation Bill, 1973 (Tripura Bill No. 7 of 1973).	4. 5. 1973.
5.	The Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973.	29. 5. 1973.
6.	The Tripura Appropriation (Vote on account) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 6 of 1973).	29. 3. 1973

INTIMATION BY THE SPEAKER

Mr. Speaker :—On the 29th March, 1973 in the last Budget Session Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A. made certain allegation regarding the distribution of Agricultural Loan and in support of his allegation he laid on the table of the House a statement of a few names some-where posted with revenue stamps. The allegation of Shri Deb Barma along with the statement laid by him on the table of the House was sent to the Government for enquiry. The matter has been enquired by the Director of Vigilance and nothing has been revealed on enquiry as alleged. This is for information of the Members.

Intimation by the Speaker regarding granting of extension of time for presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973.

Mr. Speaker :—I may like to inform the House that I have already granted extension of time for presentation of the Report of the Select Committee on "The Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973" upto the 20th September, 1973 for and on behalf of the House.

REPORT & LAYING OF THE MASSAGE RECEIVED FROM RAJYA SABHA

Mr Speaker :—Now, I call on the Secretary to report and lay the massage received from the Rajya Sabha regarding ratification of the "The Constitution (Thirtyfirst Amendment) Bill, 1973".

Mr. Secretary :—Mr. Speaker Sir, in pursuance of Rule 86 (2) of the Rules of Procedure & Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly I beg to report to the House that I have received the massage from Rajya Sabha regarding ratification of amendments of the Constitution duly passed by the two Houses of Parliament together with a copy of the Constitution (Thirtyfirst Amendment) Bill, 1973 copies of which have already been circulated to the Hon'ble Members on the 12th July, 1973.

I beg to lay a copy of these documents on the table of the House.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON THE TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION BILL, 1973.

Mr. Speaker :—Next item is the presentation of the Report of the Select Committee on 'The Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973". I would call on Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the Report of the Select Committee on "The Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973".

Shri Usha Ranjan Sen, (Deputy Speaker : Chairman) :—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the Report of the Select Committee-on "The Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973".

Mr. Speaker: —Members are requested to collect their copies of Report from the Notice Office.

MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON THE TRIPURA CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL, 1973.

Mr. Speaker :—Next item in the list of business is the Motion for extension of time for presentation of the Report by the Select Committee on "The Tripura Co-operative Societies Bill, 1973". Now I call on Shri S. C. Shome, Deputy Minister, Chairman of the Committee to move his Motion, "That the time for presentation of the Report by the Select Committee on the Tripura Co-operative Societies Bill, 1973 be extended upto the 31st December, 1973".

Shri S. C. Some Deputy Minister (Chairman) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move "That time for presentation of the Report by the Select Committee on the Tripura Co-operative Societies Bill, 1973 be extended up to the 31st December, 1973".

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Motion moved by Shri S. C. Shome, Deputy Minister "That the time for presentation of the Report by the Select Committee on the Tripura Co-operative Societies Bill, 1973 be extended upto the 31st December, 1973".

It was put to voice vote and carried.

LAYING OF THE ANNUAL REPORT ON THE TRIPURA KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD.

Mr. Speaker :—Next business before the House is laying of the Annual Report on the Tripura Khadi & Village Industries Board. I would call on Shri S. Sen Gupta, Chief Minister to lay on the table "The Annual Reports and Annual Statement of Accounts of the Tripura Khadi and Village Industries Board" for the year 1967-- 68, 1968—69, 1969—70 & 1970—71 together with the Audit Report.

Shri S. Sen Gupta, Chief Minister :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the table of the House 'the Annual Reports and Annual Statement of Accounts of the Tripura Khadi and Village Industries Board" for the years 1967-68, 1968-69, 1969-70 & 1970-71 together with the Audit Report.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect their copies from the Notice Office.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL) PRESENTATION OF DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR THE YEAR 1973-74.

Mr. Speaker :—Now the business before the House is presentation of Demands for Supplementary Grants for the year 1973-74. I call on Shri D. K. Choudhury, Finance Minister to proceed to present before the House the Supplementary Demands for Grants for 1973-74.

Shri D. K. Choudhury (Finance Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the Supplementary Demands for garnts for the year 1973-74.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members are requested to submit their Cut Motions, if any, on the Demands for Supplementary Grants, 1973-74 within 1-00 P. M. on Tuesday the 18th September, 1973.

Members are also requested to collect their copies of the Demands for Supplementary Grants, 1973-74 and Motions relating thereto from the Notice Office.

Mr. Speaker:—Next Business before the House is the laying of the Tripura Public Service Commission (Exemption form consultation) Regulations, 1973. I call on Sri S. Sen Gupta, Chief Minister, to lay on the table "the Tripura Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973.

Shri S. Sen Gupta :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House "The Tripura Public Service Commission (Expemption from Consultation) Regulations, 1973.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect their copies from the Notice Office.

Mr. Speaker :—Next item in the list of Business is Government resolution. I would call on Shri M. Nath, Minister in charge of the Law Department to move his Resolution that—"Whereas the Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the prevention and control of water pollution and for all matters connected therewith, and whereas, Parliament has no power to make laws for the State with respect to the matters afo/esaid except as provided in Article 249 and 250 of the constitution of India;

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the afore said matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the prevention and control of water pollution and all other matters connected therewith including public health and sanitation should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law".

Shri Manoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that whereas the Assemdly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the prevention and control of water pollution and for all matters connected therewith ;

And whereas the subject matter of such a law is relatable to entry 17 read with entry 6 of list II in the Seventh Schedule to the Constitution of India ;

And whereas Parliament has no power to make laws for the State with respect to the matters aforesaid except as provided in article 249 and 2<0 of the Constitution of India ;

And whereas it appers to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 252 of the Consitution of India, this Assembly hereby resolves that the prevention and control of water pollution and all other matters connected therewith including public health and Sanitation should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই রিজোল্যুশান হাউসের সামনে রাখছি। প্রিভেনশন অ্যাণ্ড কনট্রোল অব ওয়াটার পোল্যুশান—আমাদের দেশে ইণ্ডাস্ট্রি, প্রজেক্ট ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ওয়াটার পোল্যুশান হচ্ছে অশুদ্ধ জল পান করে এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানী ঘটচ্ছে এবং অচিরে এইটা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ত্রিপুরাতেও ইণ্ডাস্ট্রি কলকারখানা বৃদ্ধি পেলে ওয়াটার পোল্যুশান আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং পূর্বাহ্নেই আমাদের ভারত সরকার এই ব্যাপারে চিন্তা করছেন এবং অল ইণ্ডিয়াতে একটা নতুন আইন করতে চাইছেন। কাজেই একটা প্রশ্ন হলো প্রিভেনশান অ্যাণ্ড কনট্রোল অব ওয়াটার পোল্যুশান এবং সেনটেশন ইত্যাদি যেটা এ্যান্ট্রি নং ১৭ এর অন্তর্ভুক্ত, আমরা যদি এটা পার্লিয়ামেন্টকে অ্যাসেমব্লি থেকে এ্যাম্পাওয়ার না করি তাহলে আণ্ডার আর্টিকল ২৫২ অব দি কনষ্টিটিউশান অব ইণ্ডিয়ান পার্লিয়ামেন্ট তা করতে পারে না। তাই আমি এই রিজোলুশান এই হাউসের সামনে রাখছি দেশবাসীর স্বার্থে, সমাজের ইন্টারেষ্টে মানুষের কল্যাণের জন্য। কাজেই আমি আশা করবো হাউস তার অনুমোদন দেবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় তার একটা আইন কানুন আছে। এক্ষনি কি আপনি এইটাকে ডিসকাশনে দিতে চান।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা যদি আলোচনা করতে চান, আমার কোন আপত্তি নেই। ইট স্ট্যাণ্ডস অপেন ডিসকাশন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এইটা রুলসে যদি থাকে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হয় রুলসে নেই। রুলসে যদি থাকে আমার কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :—এই রিজোল্যুশনের কপি তো আপনাদের কাছে সাপ্লাই করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই প্রিপেয়ার্ড হয়ে এসেছেন। কাজেই আলোচনা করতে কোন অসুবিধা নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমাদের কোন আপত্তি নেই। রুলসে যদি নিয়ম থাকে যে রিজোল্যুশন মুভ করার পর সময় দিতে হবে রুলসে আছে আফটার ২৪ আওয়ার্স ডিশকাশন হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তা না হলে একটা অসুবিধা থেকে যায়।

মিঃ স্পীকার :—এই রিজোল্যুশনের কপি তো আপনাদের কাছে সার্কুলেট করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই রিজল্যুশান সার্কুলেট করা হয়েছে মাননীয় সদস্য-গণের কাছে এবং আজকে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় আপনারা পেয়েছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—[illegible] বললে আমি সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :—নিশ্চই কভার করবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি বলছিলাম যে রুলসে কভার যদি না করে, কারণ আজকে অপজিশান মেম্বাররা উপস্থিত নেই, যদি রুলসে কোনরকম flow থাকে, তাহলে রিজলুশান কালকে এ্যাকসেপটেড হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী রিজলুশান মুভ করে তাঁর বক্তব্য রাখলেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—আমরা সমর্থন করলাম। আমি শুধু আপনার দৃষ্টিতে আনতে চেয়েছিলাম যে যদি রুলসে কভার করে তাহলে সেটা আজকে নেওয়া হউক আর যদি কভার না করে, সংগে সংগে ১০ মিনিটের মধ্যে রিজলুশান পাশ করে নিতে হবে, সেটা হলে আমার আপত্তি আছে।

মিঃ স্পীকার :—রীসেসের পরে আলোচনা হতে পারে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—রুলসে যদি কভার না করে, তাহলে সেটা বে-আইনি হবে। এখন আপনার যা করার আপনি করুন।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—উনি জানতে চাইছেন রুলস অনুযায়ী টাইম দিতে হবে কি না যদি না দিতে হল তাহলে হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে আমি রিজলুশান ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার উপর আলোচনা হবে না? এটার উপর আলোচনা হওয়া দরকার স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আলোচনা হতে আমার আপত্তি নেই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জল দূষিত হয়, এই সমস্যাটা সারা পৃথিবীতে আছে দেখা গেছে। এর কারণ অনেকগুলি আছে। যেমন ফ্যাক্টরীতে যে বিভিন্নভাবে জল ব্যবহৃত হয়, সেগুলি যখন আদার ওয়াইজ বেরিয়ে আসে তখন সেই জল দূষিত হয় এবং আবহাওয়া দূষিত হয়। সারা পৃথিবীতেই এখন জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। আজকে ত্রিপুরা সরকার জল যাতে দূষিত করতে না পারে তার জন্য এই প্রস্তাব নিয়েছেন এটা সুখের কথা এবং ত্রিপুরাতে জল দূষিত হয় কিনা, কি কি কারণে দূষিত হয় এবং ভবিষ্যতে জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা যদি থাকে তাহলে কি কি কারণে দূষিত হতে পারে সেই বিষয়ে পাওয়ার দেওয়ার সংগে সংগে সায়েন্টিফিক্যালী এ্যানালিসীস করা দরকার। বর্তমানে দূষিত হয় কি না, ভবিষ্যতেও কোন কারণ আসতে পারে কি না, তার শ্রীকণনারী মেজার এখন থেকে নেওয়া দরকার। ত্রিপুরা সরকার যখন ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন

তখন তার জন্য একটা সায়েন্টিফিক এনালাইসিস করা দরকার যে ত্রিপুরাতে এমন কি পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে যার দ্বারা বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কিভাবে জল দূষিত হতে পারে সেটা জেনে নিয়ে আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা যায়। কাজেই আমি এই প্রস্তাবটা সমর্থন করে এই প্রস্তাব রাখছি যে এই অধিকার নেওয়া সংগে সংগে একটা সায়েন্টিফিক এনালাইসিস করা দরকার যে ত্রিপুরাতে কি কি কারণে জল দূষিত হতে পারে। অন্যান্য জায়গায় বড় বড় মিল বা ফ্যাক্টরী আছে যার দ্বারা জল দূষিত হয়। ত্রিপুরাতে তার প্রতিকার আগে থেকে করলে ভাল হয়। আজকে যদি একটা ফ্যাক্টরী কনষ্ট্রাকশন হয় তাহলে কিভাবে জল দূষিত হতে পারে তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আর পানীয় জল যেটা আমরা ব্যবহার করি সেটাও যে দূষিত হচ্ছে এবং তারও যে প্রতিকার হচ্ছে না সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। কোন জায়গায় পাইপ ভেঙ্গে পায়খানার জলের সংগে বা নালার জলের সংগে কানেকটেড হয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় গাড়ীর চাপায় পাইপ ফেটে যায়। সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। সুতরাং আমাদের পানীয় জল যেটা সরবরাহ করা হচ্ছে সেই লাইনগুলি সব সময় চেক করা হচ্ছে কিনা, পানীয় জল দূষিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখা প্রয়োজন এবং অবিলম্বে তার প্রতিকার করা প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন জায়গায় আমার জানা আছে জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করলে কলকাতার মত অবস্থা হয় না। কারণ কলকাতায় যে গোলমাল হয়ে গেছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যদি এখন থেকেই ব্যবস্থা নিই তাহলে ভবিষ্যতে সেই গোলমাল হবে না। সেজন্য এইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তাঁরা যেন এই বিষয়ে দৃষ্টি দেন। যদি কেউ পাইপ নষ্ট করে ওয়াটার সাপ্লাইর জল নষ্ট করে এবং জল দূষিত করে তাহলে তার যেন শাস্তির বিধান করা হয়। এই বলে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি

শ্রী বি. দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকারের তরফ থেকে যে রিজলিউশনটা এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি। এটা পার্লামেন্টে আমরা পাওয়ার দিচ্ছি। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে সুবিধা অসুবিধাগুলি যা আমাদের রয়েছে সেগুলি ভারত সরকারের নজরে আনা উচিত। সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার কতগুলি মোটামুটি সমস্যা আমি তুলে ধরছি। আমাদের আগরতলাতে যে ওয়াটার সাপ্লাই হয়েছে সেটা সারফেস ওয়াটার থেকে আসছে এবং ওয়াটার যেখান থেকে আসছে সেখান থেকে এসে একটা এলার্ম ট্রিটমেন্ট করে তারপর সেখানে বেলারিন মেশানোর কথা। সারফেস ওয়াটার যেটা আসছে সেটা আমাদের হাওড়া রিভারের মধ্যে ১৮ ফুট গভীর একটা কূপ এবং এটা সারফেস ওয়াটার। কিন্তু যখন বৃষ্টি বাদলের দিনে গরু মরে থাকে, মানুষ মরে থাকে, শূয়রে হাগে মানুষে হাগে, সেই ওয়াটার আমাদের খেতে হয়। যখন প্রথম জল আসত, তখন ভালই ছিল। কিন্তু এখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে এই জল খেয়ে লোকের নানা রকম অসুখ দেখা যাচ্ছে। কাজেই সেই দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। তাছাড়া মাননীয় সদস্য শ্রী ভট্টাচার্য যা বলেছেন যে লিকেজ আমরা রাস্তায় রাস্তায় পাব সেই আমাদের যে ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত। ওয়াটার সাপ্লাই যেটা আমরা ড্রিংকিং ওয়াটার হিসাবে ব্যবহার করছি সেটা যাতে ঠিকমত হয় সেই দিক দিয়ে যেন আমরা নজর রাখি। কাজেই

রিজলিউশনটা পাঠানো হোক এটা আমরা সমর্থন করছি, এটা সত্য কথা। কিন্তু সরকারের কাছে আমি এইটুকু তুলে ধরতে চাই যে পিওর ওয়াটার পাচ্ছি কিনা সেদিকে যেন নজর রাখা হয়। আমি শুধু আগরতলার জনসাধারণের কথা বলছি যে এই জল প্রায় সবাই ব্যবহার করছেন। কিন্তু পেটের অসুখ সারছে না এবং যেটা নাকি ছিল না আমাদের ত্রিপুরাতে সেটা আপনারা শুনে রাখুন যে জি, আর, ডি, আর, টা খুব বেশী হচ্ছে এবং সেটা যেহেতু সারফেস ওয়াটারটা পুরোপুরি ট্রিটমেন্ট হয়ে আসছে না সেজন্য জি, আর, ডি, আর, টা প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। কাজেই আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে তুলে ধরছি যে সেই দিক দিয়ে যেন তাঁরা নজর দেন এবং পার্লামেন্টে যে ক্ষমতা আমরা তুলে দিচ্ছি সেখানেও যেন আমাদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্যকে শেষ করছি।

(Mr. Speaker then put the Resolution moved by Sri M. Nath, Law Minister that "Whereas the Assembly considers that it is desirable to have a unifrom law throughout India for the prevention and control of water pollution and for all matters connected therewith.

AND WHEREAS the subject matter of such a law is relatable to entry 17 read with entry 6 of list II in the Seventh Schedule to the constitution of India.

AND WHEREAS Parliament has no power to make laws for the State with respect to the matters aforesaid except as provided in article 240 and 250 of the Constitution of India :

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law ;

NOW, THEREFORF, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the prevention and control of water pollution and all other matters connected therewith including public Health and sanitation should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law" and passed by voice vote.)

Mr. Speaker :—We have finished our to-day's business. Now I have got a request to the Hon'ble Member. আমাদের গতবারের যে অধিবেশন ১২-৩০ মিনিট থেকে সুরু হত এবং ৫-৩০ মিনিটে শেষ হত এবারও কি আমরা সেভাবেই করব না ১১টা থেকে করব ? এ বিষয়ে হাউসের মত কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—অপোজিশন তো এখন হাউসে নাই। তাদের সংগে আলাপ করে এটা করলেই তো ভাল হত মনে হয়।

মিঃ স্পীকার :—লীডার অব দি অপোজিশনের সংগে আমার যে কথা হয়েছে তাতে সে আর এগ্রিয়েবল।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—Then we have no objection.

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on 18th September, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "A"

STARRED QUESTION NO. 274

By **Shri Sunil Chandra Dutta**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের চৌকিদারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ; এবং

(২) সত্য হইলে ত্রিপুরা সরকার সত্বর প্রয়োজনীয় সংখ্যক চৌকিদার নিয়োগ করিবেন কি ?

উত্তর

(১) চৌকিদারের বর্তমান সংখ্যা এবং তাহাদের কার্যাক্রমের পরিমাণ নির্ধারণ না করে চৌকিদারের সংখ্যা যতোপযুক্ত কিনা বলা সম্ভবপর নয়।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 646.

By Shri Anantahari Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

(১) তেলিয়ামুড়া মোহরছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহটির Pucca Construction (building) এর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

(১) হাঁ।

STARRED QUESTION NO. 223

By **Shri Bulu Kuki**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) গত ২৫।৭।৭৩ এ জম্পুই জলার মহিম চৌধুরী পাড়ার শ্রীনকসী রায় দেববর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী মনকুমারী দেববর্ম্মার (চুরি) আত্মহত্যা করেছেন বলে সরকার কোন খবর পেয়েছেন কি ?

(২) যদি খবর পেয়ে থাকেন, ঐ সম্পর্কে কিভাবে তদন্ত করা হয়েছে এবং তদন্তের ফলাফল কি ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ।

(২) উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার কর্তৃক ঘটনার তদন্ত করা হইয়াছে। তদন্তে প্রকাশ মারাত্মক উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে।

STARRED QUESTION NO. 156.

By **Shri Purna Mohan Tripura.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) গত ১০ই মে সদর জিরানীয়া ব্লকের রাধাকিশোর পুরে পুলিশ কি দুইজন যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল ; এবং

(২) গ্রেপ্তার করে থাকলে কি অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে ?

উত্তর

(১) না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 123

By Shri Bidya Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) বিশালগড় রাজনগর ব্লকে গত ৫ই মে কি পুলিশ খাদ্য আন্দোলনকারী মিছিলের উপর লাঠি চার্জ করে ? এবং

(২) যদি লাঠি চার্জ করে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

(১) না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 226

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এর জুলাই পর্যন্ত আগরতলা শহরে পুলিশ গ্রাহ্য অপরাধ কয়টি সংঘটিত হয়েছে এবং তার মধ্যে (ক) খুন, (খ) মারপিট, (গ) ছিনতাই, (ঘ) ডাকাতি এবং (ঙ) চুরির সংখ্যা কত ?

(২) এই সকল অপরাধ সম্পর্কে মোট কত জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে কতজন দণ্ডিত হয়েছেন এবং জেলে আছেন ?

উত্তর

(১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালের জুলাই পর্য্যন্ত মোট ১০৬টি পুলিশ গ্রাহ্য মোকদ্দমা হইয়াছে তন্মধ্যে—

(ক) খুন—৫টি, (খ) মারপিট—৪৯টি, (গ) ছিনতাই—১৭টি, (ঘ) ডাকাতি—১টি, (ঙ) চুরি—৪৫২টি।

(২) উপরোক্ত পাঁচ দফা মোকদ্দমা সংস্রবে মোট—৩৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট ৪৮ জন হাজতে, ৩২৩ জন জামিনে মুক্ত এবং ১৭ জনকে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 252
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত ২৭শে জুলাই খোয়াই বাজারে বি, এস, পির সাথে জনসাধারণের কি কোন সংঘর্ষ হয়, যদি হয়ে থাকে তার কারণ ?

২। এই ব্যাপারে সরকার বি, এস, পির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হঁ্যা। খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজারে পান খরিদের সময় কয়েকজন লোকের সহিত বি, এস, পির লোকদের কথা কাটাকাটির পরিণতিতেই এই সংঘর্ষ বাঁধে।

২। খোয়াই বাজার হইতে বি, এস, পির লোকদিগকে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যথাবিহিত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বি, এস, পির কমাণ্ডাণ্টকে জানান হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 220
By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্ররা ১৯৭৩ এর এই পর্য্যন্ত কয়বার ধর্মঘট করেছেন এবং তাদের দাবী কি ? এবং

২। সরকার তাদের দাবী সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত দাবীগুলির ভিত্তিতে অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্ররা ১৯৭৩এর এই পর্য্যন্ত মাত্র একবার ধর্ম্মঘট করে : —

(ক) দুই মাসের বেতন এবং পরীক্ষার ফি মুকুব ;

(খ) ছাত্রাবাসের বৃত্তি বৃদ্ধি করা ;

(গ) সত্বর ব্যায়ামাগারের কাজ আরম্ভ করা ;

(ঘ) বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ;

(ঙ) বাইসাইকেলের ষ্ট্যাণ্ডের ব্যবস্থা করা ;

(চ) খেলার মাঠের চারিদিকে গ্যালারী দেওয়া ;

(ছ) সুইমিং পুলের মেরামত করা ;

(জ) ছাত্রাবাসে আরও একটি ঘর তৈরী করা ;

(ঝ) ছাত্রাবাসে আরও একজন পাচক নিয়োগ করা :

(ঞ) খেলার মাঠ হইতে ফোনের পোষ্টটি তুলিয়া দেওয়া ; এবং

(ট) সাংস্কৃতিক ভবন তৈরী করা।

২। কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ দাবীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং কয়েকটি দাবী বিবেচনা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 621

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সিভিল ডিফেন্স এর সঙ্গে যুক্ত কর্ম্মচারীদের ত্রিপুরা সরকারের অধীন অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ন্যায় বেতন ও ভাতা দেওয়া হয় কিনা ?

২। না দেওয়া হলে কারণ কি ?

৩। সরকারী কর্ম্মচারীদের ন্যায় বেতন ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিবেন কিনা ?

৪। তাহাদিগকে স্থায়ী কর্ম্মচারী হিসাবে ঘোষণা করার সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। হ্যাঁ, চলিত নিয়মানুসারে।

STARRED QUESTION NO. 429.

By Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমা বড় চন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুলে বর্তমানে কতজন শিক্ষক আছে ?

২। ঐ স্কুলে আরও কতজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে ? এবং

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ঐ স্কুলের শিক্ষকদের জন্য কোয়াটারের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমায় বড় চন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল নামে কোন স্কুল নাই। তবে ভারতচন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল নামে একটি স্কুল আছে এবং ঐ স্কুলে বর্তমানে ৬ জন শিক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছেন।

২। বর্তমানে ঐ স্কুলে আরও একজন শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। বর্তমানে এইরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

STARRED QUESTION NO. 213.

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) সাবরুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে স্থান সঙ্কুলান হয় না একথা সরকার অবগত আছেন কিনা ?

(খ) থাকিলে, অবিলম্বে গৃহনির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হইতেছে না কেন ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 372.

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলনীয়া Girls' H. S. স্কুলে গত এক বৎসর পর্যান্ত কোন Headmistress নাই ; এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের মাধ্যমে পদটি পূরণের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 69

By Shri Susil Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অমরপুর বিভাগের অন্তর্গত চেলাগাং সরকারী গুদামে প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ)/৬০ (ষাট) বস্তা এবং অমরপুর সরকারী গুদামে ১০০ (একশত) বস্তা আটা মনুষ্য খাদ্যের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়া আছে ;

২। সত্য হইলে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 201.

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) গ্রাম ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করিতেছেন কিনা ; এবং

(খ) চিন্তা করিলে তাহা কি কি ?

উত্তর

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ১। মজুতের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরকারী বাজার টক হইতে ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করা হয়।

২) সরবরাহ ও বাজার দর স্থিতিশীল রাখার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।

৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ীগণের চাহিদা অনুযায়ী মাল চলাচল নিশ্চিত করিবার জন্য ওয়াগণের ব্যবস্থা করা হয়।

৪) আইনানুগ আদেশ যথা—Tripura Essential Commodities (Display of stock & sale price) Order, 1971 জারী করা হইয়াছে এবং এই সকল আইনানুগ আদেশ সমূহ কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 249

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১) খরা-বন্যা জনিত দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বকেয়া বেতন, পরীক্ষার ফি, খেলাধুলার ফি মকুব করার কোন প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করে দেখছেন কি?

উত্তর

১) না।

STARRED QUESTION NO. 275

By Shri Sunil Chandra Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতে মোট কতজন স্নাতক শিক্ষক আছেন?

খ) সিনিয়ার বেসিক স্কুলের সকল স্নাতক শিক্ষকই স্নাতক শিক্ষকের স্কেলে বেতন পান কি না?

উত্তর

ক) ১১০৯ জন।

খ) না।

STARRED QUESTION NO. 40.

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমাতে নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় বিদ্যায়তনে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার ভীষণ ক্ষতি হইতেছে;

২) সত্য হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু লেখাপড়ার সুযোগ করার জন্য শিক্ষক নিয়োগের কি ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে;

৩) উক্ত দুই মহকুমার কোন স্কুলে কতজন করে শিক্ষক কম আছে?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 4.

By Shri Radharaman Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে একমাত্র পুলিশ হেড কোয়াটার ছাড়া ত্রিপুরার মফঃস্বলের কোন থানায় জরুরী কালীন অবস্থায় চলাফেরার জন্য কোন সরকারী জীপ গাড়ী নাই ;

২) যদি সত্য হয় তবে থানায় জীপ গাড়ী দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কি ?

৩) যদি করে থাকেন তাহলে প্রতিটি থানায় কবে পর্য্যন্ত জীপ গাড়ী দেওয়া হবে ;

৪) আর যদি প্রয়োজন মনে না করেন তাহলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) না। কোতোয়ালী পুলিশ ষ্টেশনে ২টি জীপ এবং ২টি ভেন আছে। কৈলাশহর পুলিশ ষ্টেশনে ১টি ১ টনার এবং ধর্ম্মনগর পুলিশ ষ্টেশনে ১টি ১ টনার গাড়ী আছে।

২) নির্দিষ্ট থানার এলাকায় মোটর গাড়ী চলার উপযুক্ত সংখ্যক রাস্তা এবং উপযুক্ত অর্থ সংস্থানের উপর অন্যান্য থানায় গাড়ীর ব্যবস্থা করা নির্ভর করিবে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 522

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমার ঝরঝরি গ্রামে একটি J. B. School ছয় মাসাধিক কাল সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুরী দেওয়ার পরও এখনও পর্য্যন্ত কোন শিক্ষক দেওয়া হয় নাই কেন ;

২) ইহা কি সত্য যে জনসাধারণকে প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্তির দ্বারা এই স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষণ কার্য্য চালাইতে হইতেছে ;

৩) সরকারী স্কুলে এই ধরণের ব্যবস্থা সত্য হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) কয়েকটি সর্ত্ত সাপেক্ষে ঝরঝরিয়া এলাকায় একটি নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল খোলার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় জনসাধারণ ঐ সর্ত্ত এখনো পুরণ করিতে পারেন নাই। কাজেই সেখানে কোন শিক্ষক দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

২) সরকারের নিকট এইরূপ কোন রিপোর্ট নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION No. 430

By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার পশ্চিম রাজনগর প্রাথমিক স্কুল গৃহটি বর্ত্তমানে আছে কিনা ?

২) যদি না থাকে ঐ স্কুল গৃহটি নির্মাণের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে কিনা , এবং

৩) এই স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা কত এবং বর্ত্তমানে পড়াশুনা হয় কিনা ?

উত্তর

১) পশ্চিম রাজনগর জুনিয়র বেসিক স্কুলটির বর্ত্তমানে কোন ঘর নাই।

২) হ্যাঁ।

৩) স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪ ও ৪০ এবং স্কুলের পড়াশুনার কাজে পার্শ্ববর্ত্তী একটি সরকারী ক্যাম্প ঘরে রীতিমত চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 250.

By (1) Shri Kalidas Deb Barma (2) Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ Girls Students Boarding এ মোট সীট সংখ্যা কত এবং জুলাই এর ৩১শে ছাত্রী সংখ্যা কত ছিল এবং তার মধ্যে ট্রাইবেল কত ও নন ট্রাইবেল কত তার বোর্ডিং ভিত্তিক হিসাব।

২) ইহা কি সত্য যে খোয়াই গার্লস ইষ্টুডেন্টস বোর্ডিং হাউসে ছাত্রীদের ৩০টি সীট থাকাসত্ত্বেও মাত্র ১৫ জনকে রাখা হইয়াছে।

উত্তর

১) ত্রিপুরায় মোট ৬টি Girls Students Boarding House আছে এবং ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বোর্ডিং ভিত্তিক ট্রাইবেল ও ননট্রাইবেল ছাত্রীদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	মোট আসন সংখ্যা	মোট ছাত্রী সংখ্যা উপজাতি	তপশীলভুক্ত জাতি	অন্যান্য
১।	মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়—	৯২	৫৫	২৫	১২
২।	বিলোনীয়া উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়—	১৫	৮	[illegible]	[illegible]

১	২	৩	৪	৫	৬
৩।	কে: সি: উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়—	৩০	২	২	—
৪।	কৈলাশহর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়—	২০	১৮	২	—
৫।	উদয়পুর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়—	২০	১৫	৫	—
৬।	খোয়াই উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়—	৩০	১৫	—	—

২) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 317

By **Shri Niranjan Deb**

Will the Honble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য জম্পুইজলা সিনিয়ার বেসিক স্কুলটি up-grade হইয়াছে, এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে up-gradation এর পর সেখানে নুতন শিক্ষক কতজন দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৫ জন।

STARRED QUESTION NO. 603.

By **Shri Sunil Ch. Dutta M.L.A.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিগত ১৯৭০ইং, ১৯৭১ইং ও ১৯৭২ ইং সনে আগরতলা পৌর এলাকায় মোটর দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা কত?

উত্তর

১। ১৯৭০, ১৯৭১ এবং ১৯৭২ ইং সনে আগরতলা পৌর এলাকায় মোট ১৪টি মোটর দুর্ঘটনায় মোট ১৪ জন লোক নিহত হইয়াছে। উক্ত দুর্ঘটনাগুলির হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) ১৯৭০ ইং সনে ৪টি দুর্ঘটনায় মোট ৪ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

খ) ১৯৭১ ইং সনে ৬টি দুর্ঘটনায় মোট ৬ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

গ) ১৯৭২ ইং সনে ৪টি দুর্ঘটনায় মোট ৪ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 214.

By **Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

সাব্রুম মহকুমার আমলীঘাট নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকে আগামী শিক্ষা বর্ষে উন্নীত করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?

উত্তর

১। প্রস্তাবটি যথাসময়ে অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 159

By Shri Purna Mohan Tripura M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত জুলাই মাসে কৈলাশহরের চা বাগানগুলিতে রেশন সরবরাহ অনিয়মিত হবার কারণ কি?

২। ইহার ফলে শ্রমিকগণের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা সরকার কিভাবে পূরণ করবেন?

উত্তর

১। ভারত সরকার কর্তৃক চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়ার দরুন।

২। চা বাগানের শ্রমিকদের কোন আর্থিক ক্ষতি হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 165

By Shri Abhiram Deb Darma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মান্দাই বাজার এস, বি, স্কুলটিকে upgrade করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি? এবং

২। জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই সম্পর্কে কোন আবেদন সরকার পেয়েছেন কি?

উত্তর

১। না।

২। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 75.

By Shri Sushil Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অম্পি হাই স্কুলে তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাত্রদের জন্য ১৯৭৩-৭৪ সালে Boarding house করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২। পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হইবে; এবং

৩। না থাকলে তাহার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কিন্তু ১৯৭৩-৭৪ সালে নয়।

২। প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলী সম্পন্ন হইবার পর।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 387.

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি (উচ্চতর মাধ্যমিক ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়) সরকারী পর্যায়ে নেওয়ার জন্য সরকার কি বিবেচনা করিতেছেন ?

২) যদি বিবেচনা করা হইয়া থাকে কখন সরকার ঐ বিদ্যালয়গুলি Take up করবেন ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 176

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কলিকাতায় প্রবাসী ত্রিপুরার ছাত্ররা একটা ছাত্রাবাসের জন্য ১৯৭২ এ সরকারের নিকট আবেদন করেছেন কি ;

২) যদি করে থাকেন, সরকার ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION No. 292.

By Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উদয়পুরের শীলঘাটি জে: বি: স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নীত করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন আবেদন সরকার পাইয়াছেন কি ; এবং

২) পাইয়া থাকিলে কবে তাহাদের আবেদন পূরণ করা যাইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) আবেদনটি অন্যান্য অনুরূপ আবেদনের সহিত যথাসময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 266

By Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফিস রহিত করার জন্য Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Commission এর কোন সুপারিশ ত্রিপুরা সরকার পেয়েছেন কি ? এবং

২) পেয়ে থাকলে এ বিষয়ে সরকার কি চিন্তা করিতেছেন ?

৩) ত্রিপুরার উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা গত শিক্ষা বৎসর পর্যন্ত পরীক্ষার ফিস দিতে বাধ্য ছিল ইহা সরকারের জানা ছিল কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব কোন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায়, ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী তপশিলী জাতি ও তপশিলীভুক্ত উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক দেয় মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফিস স্ব স্ব বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রধানগণের প্রস্তাব অনুযায়ী সরকার হইতে ফেরৎ দেওয়া হইয়া থাকে।

৩) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 236

By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গণ্ডাছড়া সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতির হাত থেকে কি রেশন ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বন্টনের দায়িত্ব সরকার নিয়ে নিয়েছেন ?

২) যদি নিয়ে থাকেন তার কারণ এবং ঐ দায়িত্ব কাকে দিয়েছেন তার নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর

১) -যেহেতু গণ্ডাছড়া সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতির সেক্রেটারী ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং আগে কোন নোটিশ না দিয়ে ন্যায্য মূল্যের দোকানের কাজ স্থগিত রাখে সেজন্য

কার্ডহোল্ডারগণের অসুবিধা দূর করার জন্য ও বন্টন কার্য্য চালু রাখার জন্য গণ্ডাছড়া বাজার নিবাসী শ্রীকুলেশ্বর দাস পিতা লালচাঁদ দাসকে উক্ত দোকানের ডিলারসিপ অস্থায়ীভাবে অর্পণ করা হয়।

২) ১ নং এর অনুরূপ।

STARRED QUESTION NO. 543

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সদর দক্ষিণ বিশালগড় ব্লক অধীন পেঁচুয়ারজলা পঞ্চায়েৎ এলাকায় কোন রেশন সপ খোলা হয় নাই ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

STARRED QUESTION NO. 352.

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় essential commodities এর কোন সরকারী তালিকা আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কোন্ কোন্ দ্রব্য উহার অন্তর্ভূক্ত ?

৩) এই সকল essential commodiites এর মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরকার ১৯৭৩ এর জুলাই ও আগষ্ট মাসে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) i) টর্চ সেল, ii) সেপটি মেচেস্, iii) কাগজ, iv) রেজার ব্লেড, v) ইলেকট্রিক বাল্ব, vi) বেবী ফুড, vii) মোমবাতি, viii) সবপ্রকার সাবান, ix) খাদ্যশস্য (চাউল, গম, আটা), x) সুজী, xi) ময়দা, xii) ডাল (মশুর, মুগ, অরহর, বুট, মটর, কলাই), xiii) লবণ, xiv) চিনি, xv) খাওয়ার তৈল (সরিষার তৈল, রেপসিড তৈল, বাদাম তৈল, নারিকেল তৈল), xvi) ভেজিটেবল অয়েল (ওয়েল ব্রাণ্ডস্), xvii) মটর টায়ারস্ এবং টিউবস্ xviii) সাইকেল টায়ারস্ এবং টিউবস্ xix) সিমেন্ট, xx) কয়লা, xxi) এম্. এস্ রড ঢেউটিন, xxii) এডিবল সীডস, সরিষা, বাদাম, xxiii) কাপড় কাঁচার সোডা, xxiv) হারিকেন ল্যানটার্ণ, xxv) সূতা এবং কনট্রোল্ড ক্লথ।

৩) i) মজুতের উপর নির্ভর করিয়া সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরকারী বাফার স্টক হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ বিক্রী করা হইয়াছে। অধিকন্তু সিমেন্ট এবং মটর টায়ারসও যাহাতে ন্যায্য দামে বণ্টন করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ঐগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে আনা হইয়াছে।

ii) সরবরাহ কার্য্য স্থিতিশীল রাখার জন্য এবং মূল্যস্তর ঠিক রাখার জন্য ব্যবসায়ীগণকে তাহাদের নিজ নিজ হাতে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য আমদানী করার জন্য বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে।

iii) ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে ওয়াগনের ব্যবস্থা করিবার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

iv) সরকারী আদেশসমূহ যথা, Tripura Essential Commodities (Display of Stock & Sale Prices) Order, 1971 প্রভৃতি চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 306

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য "ঝক্-বরক্" উন্নয়ন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তা কত সালে গঠন করা হইয়াছে ; এবং

৩) কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা ;

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 435

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ৯।৮।৭৩ তারিখে এবং ১০।৮।৭৩ তারিখে সোনামুড়া সহর হইতে একদল যুবক পর পর দুই দিন হানা দিয়া দুই মাইল দূরবর্তী রাঙ্গামাটি গ্রামের শ্রীমাণিক দাসগুপ্ত নামক এক ব্যাক্তির নিকট হইতে বল পূর্ব্বক এক হাজার টাকা নগদ লইয়া আসিয়াছে।

২) উক্ত ঘটনার বিষয়ে সোনামুড়া থানায় কোন ডাইরী হইয়াছে কিনা এবং

৩) হইয়া থাকিলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উত্তর

১) হ্যাঁ।
২) হ্যাঁ।
৩) পুলিশ মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছে। তদন্ত কালে ৫ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং আদালতে প্রেরণ করিয়াছে। আরো ৪ জন আসামী আদালতে আত্মসমর্পন করিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 222
By Shri Rakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এর জুলাই পর্য্যন্ত সরকার ত্রিপুরায় কয়লা আমদানীর জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং ঐ ব্যবস্থার ফলে কোন মহকুমায় মোট কত কয়লা আমদানী হয়েছে।

উত্তর

একদিকে যেমন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ত্রিপুরায় কয়লা আনয়নের জন্য খালি ওয়াগনের বরাদ্দ করার ব্যাপারে নিয়ত অনুরোধ করা হইয়াছে তেমনি অন্যদিকে কয়লা খনির মালিকগণকেও সরবরাহ ত্বরান্বিত করায় জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

১৯৭২ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৩ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কি পরিমাণ বিভিন্ন রকমের কয়লা আমদানী করা হইয়াছে তাহা সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের "এ" তে দর্শান হইল—

STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF COAL LIFTED VARIETYWISE IN EACH SUBDIVISION DURING THE PERIOD FROM JANUARY 1972 TO JULY 1973

(Figures in MT)

Name of Sub-Division	Quantity lifted			
	Soft Coke	Brick burning coal	Steam Coal	Hard Coke
1. Sadar	1,34·3	6,240·1	2,521·2	21·9
2. Khowai	—	—	99·5	—
3. Dharmanagar	23·5	109·4	427·9	—
4. Kailasahar	24·0	—	141·8	—
5. Kamalpur	47·1	—	49·7	—
6. Sonamura	—	—	—	—
7. Udaipur	—	—	—	—
8. Amarpur	—	—	—	—
9. Belonia	—	—	—	—
10. Sabroom	—	—	—	—

STARRED QUESTION NO. 263

By Sri Baju Ban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চলতি শিক্ষা বৎসরে বগাফা আশ্রম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে কতজন শিক্ষককে বদলী করা হইয়াছে ; এবং

২) বর্ত্তমানে ঐ স্কুলে Subject wise শিক্ষক আছেন কি ?

উত্তর

১) ৯ (নয়) জন।

২) হঁ্যা।

STARRED QUESTION NO. 106

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, খোয়াই বেহালাবাড়ী হাই স্কুল গৃহ, ছাত্রাবাস এবং Teachers কোয়ার্টার নির্ম্মানের জন্য সরকার হইতে টাকা মঞ্জুর হওয়ার পরও উক্ত গৃহগুলি নির্ম্মানের কাজ এখনও সুরু হয় নাই ?

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে অতি সত্বর উক্ত গৃহগুলি নির্ম্মানের জন্য সরকার হইতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 178

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ৯১০ সনের জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্য লোক সেবা আয়োগ (State Public Service Commission) যে সমস্ত অফিসার ইন্টারভিউ দিয়াছেন তাহাদের নাম ও পদবী।

২) ঐ সময়ের মধ্যে এই আয়োগের (Commission) পরামর্শ ক্রমে কোন নিয়োগ বিধি তৈরী হইয়াছে কি ?

উত্তর

১) ৫৩ জন অফিসার লোক সেবা আয়োগে (Public Service Commission) ইণ্টারভিউ দিয়াছেন। অফিসারদের নাম ও ঐ সময়ে তাহারা যে সব পদে নিযুক্ত ছিলেন উহা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২) ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগের (T. P. S. C.) পরামর্শ ক্রমে ঐ সময়ে নিম্ন লিখিত সংশোধন নিয়োগ বিধি তৈরী করা হইয়াছে ;—

ক) ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস রুল ১৯৬৭ (৩য় সংশোধন)

খ) ত্রিপুরা জুনিয়র সিভিল সার্ভিস রুল ১৯৬৯ (২য় সংশোধন)

STARRED QUESTION NO. 178.

ANNEXURE—'A'

Sl. No.	Name of officers interviewed.	Posts held by them.	Remarks.
1	2	3	4
1.	Shri G. K. Malakar.	Assistant Engineer (Civil).	
2.	Shri S. C. Bhowmik.	Junior Engineer, Assam, C. P. W. D.	
3.	Shri P. L. Roy.	Sectional officer, P. W. D. Tripura.	
4.	Shri S. Chakraborty.	Sectional officer, P. W. D. Tripura.	
5.	Shri B. Bhowmik.	Sectional Officer, P. W. D. Tripura.	
6.	Shri P. Das Gupta.	Sectional Officer, P. W. D. Tripura.	
7.	Shri S. K. Dhar.	Sectional Officer, P.W. D. , Tripura.	
8.	Shri P. K. Roy.	Sectional Offiicer, P. W. D. , Tripura.	
9.	Shri P. K. Dutta.	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
10.	Shri S. Sarkar.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
11.	Shri R. Das Gupta.	Overseer, P. W D. , Tripura.	
12.	Shri A. R. Bhattacharjee.	Overseer, P. W. D., Tripura.	
13.	Shri P. Chakraborty.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
14.	Shri S. R. Dhar.	Overseer. P. W. D, , Tripura.	
15.	Shri N. K. Guha.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
16.	Shri U. Roy Barman,	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
17.	Shri M. K. Sen.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
18.	Shri A. B. Roy.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
19.	Shri A. K. Ghosh.	Junion Lecturer, Tripura Engineering College.	
20.	Shri N. C. Basak.	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
21.	Shri P. Dutta Choudhury.	Junior Engineer, Assam, C. P. W. D.	
22.	Shri K. K. Bhattacharjee.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
23.	Shri G. C. Das.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	

1	2	3	4
24.	Shri A. K. Roy Choudhury.	Research Assistant, Agriculture Deptt. Tripura.	
25.	Shri N. C. Bhowmik.	Assistant Employment Officer, (V. G. Technical), Tripura.	
26.	Shri S. Deb Roy.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
27.	Shri R. Roy.	Overseer, P. W. D. , Tripura.	
28.	Mist. M. Roy.	Assistant Engineer, (Elec.), P. W. D. Tripura.	
29.	Shri R. L. Chakraborty.	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
30.	Shri K. K. Bhattacharjee.	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
31.	Shri M. L. Choudhury.	Sectional Officer, P. W, D. , Tripura.	
32.	Shri C. R. Bhattacharjee.	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
33.	Shri S. S. Chakraborty.	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
34.	Shri A. K. Roy.	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
35.	Miss. U. Das (Dev).	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
36.	Shri S. Gon Choudhury.	Sectional Officer, P. W. D. , Triupra.	
37.	Shri A. K. Roy.	Junior Engineer, Arunachal. C. P. W. D.	
38.	Shri R. K. Chakraborty.	Junior Lecturer, Tripura Engineering College.	
39.	Shri M. Debnath.	Sectional Officer, P. W. D. , Tripura.	
40.	Shri K. Ghosh.	Lecturer in Electrical Engineering Polytechnic Institute, Tripura.	
41.	Shri H. Chakraborty.	Assistant Employment Officer, Tripura.	
42.	Shri R. M. Bhattacharjee.	Assistant Employment Officer, Tripura	
43.	Shri B. Chakraborty.	Statistical Assistant, Directorate of Manpower Planning & Employment Officer, Tripura.	
44.	Shri D. Das.	Labour Inspector, Directorate of Labour, Tripura.	
45.	Shri M. Deb Barma.	Labour Inspector, Directorate of Labour, Tripura.	
46.	Shri P. C. Biswas.	Statistical Inspector, Employment Exchange, Tripura.	
47.	Mrs. L. Sen Gupta.	Statistical Assistant, Directorate of Employment and Craft Training, Assam.	

1	2	3	4
48.	Shri S B. Chakraborty.	Assistant Teacher. Education Department. Tripura.	
49.	Shri S. Majumder.	Labour Technician, G. B, Hospital, Agartala.	
50.	Shri S. K. Banik,	Asstt. Teacher, Education Deptt.	
51.	Shri H. Choudhury.	Engineering Assistant, All India Radio, Agartala.	
52.	Shri A. K. Shinha.	Revenue Inspector, Tripura.	
53.	Shri A. Dey.	Asstt. Teacher, Education Deptt. Tripura.	

STARRED QUESTION NO. 422

By Shri Manindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Tripura Spun pipe Co. গত ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ এর জুলাই পর্য্যন্ত কতটন সিমেন্টের পারমিট পেয়েছেন তার বছর ভিত্তিক হিসাব ;

২) এই সিমেন্ট কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৬৮ইং হইতে ১৯৭৩ইং পর্য্যন্ত সিমেন্ট যে বরাদ্দ আগরতলার "ত্রিপুরা স্পান পাইপ কোম্পানী" কলিকাতা রিজনেল সিমেন্ট অফিসারের নিকট হইতে পাইয়াছেন তাহার হিসাব :—

১৯৬৮...	...	২৫০	মেট্রিক টন।
১৯৬৯...	...	৫০০	,,
১৯৭০...	...	৫০০	,,
১৯৭১...	...	৫০০	,,
১৯৭২...	...	২৫০	,,
১৯৭৩ (জুলাই পর্য্যন্ত		৩০০	মেট্রিক টন।

২) স্পান পাইপ তৈয়ার করার জন্য।

UNSTARRED QUESTION NO.—1249 (postponed)

By Shri Amarendra Sarma.

ANNEXURE 'B'

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা হইতে গত ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে মোট কতজন ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করিয়াছে

(মহকুমা ও বৎসর ভিত্তিক হিসাব) :

২) উল্লিখিত বৎসরগুলিতে পাশ করা কোন্ মহকুমার কতজন ছাত্রছাত্রী ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজে P. U. ও 3 year Degree Course এ ভর্ত্তি হইয়াছে তার মহকুমা, বৎসর ও কলেজ ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১ ও ২) তথ্য সঙ্গীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

বিবরণী নং ১

১২৪৯ নং (স্থগিত) বিধানসভা প্রশ্নের ১ম অংশের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী :—

মহকুমা	হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা				স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা			
	১৯৬৯	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৬৯	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২
সদর	১১৩২	১১৫৩	১৪৪১	৯২৮	১৯৪	৪৭	৩৪	১৮
খোয়াই	৪৬	৬৮	৩৭	৭৫	৬	২	১	১
সোনামুড়া	৩৪	১৩৪	৪৪	২৯	৪	...	১০	...
ধর্ম্মনগর	১৩৯	৩৩৮	২৫৭	২৩৪	১৮	২৫	৪০	১৬
কৈলাশহর	১৭৭	১৯২	১০০	৮৮	১১	১০	৭০	৩
কমলপুর	১১০	১৩০	৭৯	২৯	২৭	১০	...	২
উদয়পুর	২২২	১১৭	২১১	৯২	১৪	১৩	৬১	৩
বিলোনীয়া	১৭৫	২৮৭	৯১	২১১	২৫	৭	...	৯
সাবরুম	৪৪	৩১	৩৬	৫৪	...	৩	২	৬
অমরপুর	১৩	৩৫	১২	১৫	২	২	৩	...
সর্ব্বমোট—	২৬৯২	৩০৮৫	২৩০৮*	১৭৫৫	২৯৭	১১৯	১৮১	৫৮

দ্রষ্টব্য :-- * ১৯৭১ সনে কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়া হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করিয়াছে এরূপ ৫৮৪ জন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখানে দেখানো হয় নাই। কারণ এখন পর্য্যন্ত তাহাদের পরীক্ষা কেন্দ্র/মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই।

বিবরণী নং ২

১২৪৯ নং (স্থগিত) বিধানসভা প্রশ্নের ২য় অংশের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী।

কলেজের নাম	মহকুমা	প্রি-ইউনিভার্সিটি ও ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে ভর্ত্তি হইয়াছে এরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।							
		প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স				ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স			
		১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
এম, বি, বি,	সদর	৩৫	৪০	৩০	৫১	২৪৬	৩০৪	৩৮৯	৩৭০
কলেজ,	সোনামুড়া	২	১	...	১	৪৮	৩৮	৫৩	৫১
আগরতলা	উদয়পুর	৫	৫	৫	৫	৩৫	৩৮	৪৬	৪০
	বিলোনীয়া	৩	১	...	...	২৮	৩১	৩৪	৩০
	সাবরুম	২	...	...	...	১৬	৩২	৩১	২১
	অমরপুর	...	২	...	...	২২	৩৫	৩৮	২৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	খোয়াই	৪	৬	৩	৩	৩৪	৫৬	৪৬	৫২
	কমলপুর	৬	৫	৬	...	২৪	২৬	৩৩	২৯
	কৈলাশহর	১	...	...	১	৩১	৩৮	৪০	৩৯
	ধর্ম্মনগর	৪	৪	৫	২	৩২	৩৩	৪১	৩৮
	মোট	৬২	৬৪	৪৯	৬৩	৫০৭	৬১১	৭৪৩	৬৯৭
বি, বি,	সদর					৬২৬	৫২৬	৫৪০	৩৬৫
সান্ধ্য কলেজ	সোনামুড়া					১৬	১১	২৫	১১
আগরতলা						৫০	৪৮	৩২	২৬
	বিলোনীয়া					৬	৯	৭	২
	সাবরুম					১২	১৩	৯	৫
	অমরপুর					৬	৭	৮	৪
	খোয়াই					৫২	৫৯	৪০	২৭
	কমলপুর					২৯	২৬	২৭	১৫
	কৈলাশহর					১০	১৫	২	৫
	ধর্মনগর					২১	২৭	১৫	২৯
	মোট	...	..	...	...	৮২৮	৭৪১	৭১০	৪৮৯

কলেজের নাম	মহকুমা	প্রি-ইউনিভার্সিটি ও ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে ভর্ত্তি হইয়াছে এরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা							
		প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স				ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স			
		১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মহিলা	সদর	৫৩	৪৬	১০	৩৩	৪৬০	৪৯৫	৪৭৯	৫০৫
কলেজ,	সোনামুড়া	...	...	১	...	৬	৬	৯	৫
আগরতলা	উদয়পুর	১	২	...	...	৮	১৬	১৩	২১
	বিলোনীয়া	১	...	...	...	৩	৩	২	৩
	সাবরুম	...	...	...	...	২	১	৪	৫
	অমরপুর	...	১	...	..	২	৬	২	৫
	খোয়াই	২	১	...	...	১৭	১৪	১৬	১৪
	কমলপুর	২	২	১	...	১৫	১৫	৭	৭
	কৈলাশহর	...	...	...	...	৩	২	৬	১
	ধর্ম্মনগর	২	২	...	১	৮	১৫	১২	১৩
	মোট—	৬১	৫৪	১২	৩৪	৫২৪	৫৭৩	৫৫১	৫৭৯
রামঠাকুর	সদর	৩৮	৫৭	৩৪	২০	৬৪	৯৮	৮৫	১৫৭
কলেজ,	সোনামুড়া	...	...	৩	...	৬	১৪	৭	৯
আগরতলা	উদয়পুর	৬	৩	৮	৩	৯	৭	৬	২০
	বিলোনীয়া	...	১	...	...	...	১	...	৩
	সাবরুম	১	...	...	...	...	১	...	৪

অমরপুর	...	১	...	...	১	২	৩	৫
খোয়াই	২	২	২	...	১৭	৮	৮	১১
কমলপুর	১	৩	১	...	৪	৩	১	৬
কৈলাশহর	...	...	...	...	...	...	...	১
ধর্ম্মনগর	৩	...	..	...	...	...	১	২
মোট—	৫১	৬৭	৪৮	২৩	১০১	১৩৪	১১১	২১৮

কলেজের নাম	মহকুমা	প্রি-ইউনিভার্সিটি ও ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হইয়াছে এরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—							
		প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স				ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স			
		১৯৬৯	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৬৯	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২
		৭০	৭১	৭২	৭৩	৭০	৭১	৭২	৭৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রামকৃষ্ণ	সদর	...	...	৩	...	...	৭	১	২
মহাবিদ্যালয়	সোনামোড়া	...	...	..	...	...	...	...	...
কৈলাশহর।	উদয়পুর	...	...	...	...	...	...	...	...
	বিলোনীয়া	...	...	...	..	৪	১	৭	২
	সাব্রুম	...	...	...	...	...	...	...	...
	অমরপুর	...	...	...	...	...	...	...	..
	খোয়াই	১	...	২	...	...	...	১	৩
	কমলপুর	...	...	...	...	...	২	...	৩
	কৈলাশহর	১২	১৯	২১	২	১৪০	২০০	১৪০	১৩৬
	ধর্ম্মনগর	৫	৪	১৮	৫	৮০	১৬৮	১১২	১৩২
	মোট—	১৮	২৩	৪৪	৭	২২৪	৩৭৪	২৫৬	২৭৪
বিলোনীয়া	সদর	..	...	...	...	...	...	২	৩
কলেজ,	সোনামুড়া	...	...	...	...	৩	২	১	১
বিলোনীয়া.	উদয়পুর	২	...	...	...	১০	১২	৮	৭
	বিলোনীয়া	১৭	৯	৪	৭	১৩৮	২৪১	৫৪	১৭০
	সাবরুম	...	৩	...	৩	৩	১	৭	১০
	অমরপুর	...	...	...	...	...	১	১	...
	খোয়াই	...	...	...	...	...	...	...	...
	কমলপুর	...	...	...	...	...	...	...	...
	কৈলাশহর	...	...	...	...	...	২	...	...
	ধর্ম্মনগর	...	...	...	..	...	...	...	...
	মোট—	১৯	১২	৪	১০	১৫৪	২৫৯	৭৩	১৯১

UNSTARRED QUESTION NO. 200.

(Postponed).

By Shri Pakhi Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Departmnet be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সালে এ পর্যন্ত কতটি কলেজ ও স্কুলে ধর্মঘট হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শিক্ষক সংক্রান্ত দাবীর উপর এ ধর্মঘট হয়েছে তার বিবরণ ;

২। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঐ দাবী স্বীকৃত হয়েছে ?

উত্তর

১। ২টি কলেজ ও ৮৩টি স্কুলে ধর্মঘট হইয়াছে এবং তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্কুলগুলিতে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক দেওয়ার দাবীতে ধর্মঘট হয় :—

(ক) মুহুরীপুর হাই স্কুল, বিলোনিয়া।

(খ) চন্দ্রপুর হাই স্কুল, উদয়পুর।

(গ) বি, কে, ইনষ্টিট্যুশন, বিলোনীয়া।

(ঘ) অরুন্ধতী নগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সদর।

(ঙ) মধুমালা সিনিয় বেসিক স্কুল, সদর।

(চ) জোলাইবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, বিলোনিয়া।

(ছ) অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল,

২। সব সরকারী স্কুলই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক দেওয়া হইয়াছে। জোলাইবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বে-সরকারী হওয়াতে এই স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 485

(Postponed)

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগের অধীনে নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি থেকে কতজন ছাত্র-ছাত্রী যথাক্রমে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ১৯৭২ শিক্ষা বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

২। ত্রিপুরার বিভিন্ন উচ্চ বুনিয়াদী, উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কতজন ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়ার আবেদন জানাতে পেরেছিল এবং এই দুই শ্রণীর কোন শ্রেণীতে কতজন ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। তথ্য সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২। তথ্য সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

৪৮৫ নং (স্থগিত) বিধান সভা প্রশ্নের ১ম অংশের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী—

মহকুমা	ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			৯ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
সদর	৩১৭৭	২১০২	৫২৭৯	৮৯২	৪১৫	১৩০৭
খোয়াই	৫১০	৩০৬	৮১৬	৬৮	১৪	৮২
কমলপুর	৩৬৪	২৩৮	৬০২	৮৫	৫৭	১৪২
কৈলাশহর	৭৫০	৬১৪	১৩৬৪	১৩৬	৮১	২১৭
ধর্ম্মনগর	৭৭৬	৪০৫	১১৮১	২৯০	৪৬	৩৩৬
সোনামুড়া	১৯২	১৪৩	৩৩৫	১৭৫	৮৬	২৬১
উদয়পুর	৬৭১	৪৬৭	১১৩৮	২২৪	১৫৯	৩৮৩
অমরপুর	১৮৫	৮৭	২৭২	১৮	১২	৩০
বিলোনীয়া	৫৮৭	৩২৮	৯১৫	১০৫	৮৫	১৯০
সাব্রুম	২২৬	৭৭	৩০৩	৩৩	১৭	৫০
সর্ব্ব মোট—	৭,৪৩৮	৪,৭৬৭	১২,২০৫	২,০২৬	৯৭২	২,৯৯৮

৪৮৫ নং (স্থগিত) বিধান সভা প্রশ্নের ২য় অংশের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী

মহকুমা	৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করিয়াছে এবং ভর্ত্তি হইয়াছে এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা						৯ম শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করিয়াছে এবং ভর্ত্তি হইয়াছে এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা					
	আবেদন করিয়াছে			ভর্ত্তি হইয়াছে			আবেদন করিয়াছে			ভর্ত্তি হইয়াছে		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
সদর	৩৩২৮	২৪৭০	৫৭৯৮	২৬৯৮	১৮৩৮	৪৫৩৬	১০২৬	৭৩৯	১৭৬৫	৯০৫	৭৩৩	১৬৮৮
খোয়াই	৭৬১	২৭১	১০৩২	৫২৯	১৮৬	৭১৫	১৯৮	১০১	২৯৯	১০১	৫৭	১৫৮
কমলপুর	৪১১	১৯৭	৬০৮	৪০৯	১৯৫	৬০৪	৮৫	৮১	১৬৬	৮২	৭৭	১৫৯
কৈলাশহর	৭১২	৪৪৭	১১৫৯	৬৬৯	৪১৪	১০৮৩	১৩২	১০৬	২৩৮	১০৬	৯৬	২০২
ধর্ম্মনগর	৬৮৯	৩৫৯	১০৪৮	৬৫৮	৩০৩	৯৬১	২৬২	৯১	৩৫৩	২৪৯	৮৯	৩৩৮
সোনামুড়া	২৯১	১৬৫	৪৫৬	২৮৫	১৫৮	৪৪৩	১৫৮	১৫	১৭৩	১৪৯	১৫	১৬৪
উদয়পুর	৪৮০	৩১৭	৭৯৭	৪৬৪	২৮৬	৭৫০	২৫২	৭৩	৩২৫	২১৭	৭৩	২৯০
অমরপুর	২২১	৪৫	২৬৬	২০৪	৪৫	২৪৯	১৮	১৩	৩১	১৭	১৩	৩০
বিলোনীয়া	৫২১	৩২৫	৮৪৬	৫০৪	৩২২	৮২৬	২২০	১১৭	৩৩৭	১৮৫	১১৩	২৯৮
সাব্রুম	২০৫	৭০	২৭৫	২০১	৭০	২৭১	৪৯	২০	৬৯	৪৩	১৯	৬২
সর্ব্ব মোট	৭,৬১৯	৪,৬৬৬	১২,২৮৫	৬,৬২১	৩,৮১৭	১০,৪৩৮	২,৪০০	১,৩৫৬	৩,৭৫৬	২,১০৪	১,২৮৫	৩,৩৮৯

দ্রষ্টব্য : ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী, ঐ শ্রেণীগুলিতে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক আবেদনকারী এবং ভর্ত্তি হইয়াছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় তারতম্যের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী :—

(১) অনেক ক্ষেত্রেই একই ছাত্র/ছাত্রী একাধিক স্কুলে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করিয়াছিল।

(২) ১৯৭১ সনে ও তৎপূর্ব্বে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রছাত্রী এই বছর ভর্ত্তির জন্য আবেদন করিয়াছিল।

(৩) জুনিয়র হাই স্কুল হইতে আগত ছাত্রছাত্রীদেরও এই বিবরণীতে দেখানো হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 36.

By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ এর রেশন কার্ড এর Verification Campaign এ মোট কত জাল (ghost) রেশন কার্ড ধরা পড়েছে, তার ব্লক ভিত্তিক হিসেব ;

২) Verification Campaign এর পর থেকে জুন ১৯৭৩ পর্য্যন্ত মোট কত জনকে নূতন রেশন কার্ড দেয়া হয়েছে, তার ব্লক ভিত্তিক হিসেব ;

৩) রেশন কার্ড issue করার বর্ত্তমান পদ্ধতি কি ?

উত্তর

১) ১,৯৯২টি জাল রেশন কার্ড ধরা পড়েছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্লকের নাম	জাল কার্ডের সংখ্যা
১) আগরতলা মিউনিসিপাল এলাকা (সদর মহকুমা)	২৬
২) মোহনপুর—	৮০
৩) জিরানিয়া—	২১৭
৪) বিশালগড়—	২৮
৫) খোয়াই—	৩৯
৬) তেলিয়ামুড়া—	২২৮
৭) উদয়পুর—	৬৯
৮) বগাফা—	২৭২
৯) সাঁতচান্দ—	৪৬৪
১০) অমরপুর—	২০
১১) ডুম্বুরনগর—	৭
১২) সালেমা—	১
১৩) ছামনু—	১৭
১৪) কৈলাসহর—	১৫
১৫) পানিসাগর—	২৬৫
১৬) কাঞ্চনপুর—	২৪৪

২) ৩৯,৬৮৮টি নূতন রেশন কার্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্লকের নাম	বিলিকৃত রেশন কার্ডের সংখ্যা
১) আগরতলা মিউনিসিপাল এলাকা (সদর মহকুমা)	৩১৮৫
২) মোহনপুর—	৩১১
৩) জিরানিয়া—	৫৭৮
৪) বিশালগড়—	১৬৬৫
৫) খোয়াই—	৩৮১৪
৬) তেলিয়ামুড়া—	৬০২৭
৭) মেলাঘর—	৪৭৮৫
৮) উদয়পুর—	১২১৩
৯) বগাফা—	৯০৩
১০) রাজনগর—	১১০০
১১) সাঁতচান্দ—	১৬২৫
১২) অমরপুর—	৩৮৩১
১৩) ডুম্বুরনগর—	১৪২৩
১৪) সালেমা—	১৩০১
১৫) ছামনু—	১১১১
১৬) কৈলাশহর—	১৪৪২
১৭) পানিসাগর—	৪১৭৪
১৮) কাঞ্চনপুর—	১২০০

২) ভেরিফিকেশন রুলস্ ও পঞ্চায়েত রেজিষ্টার আলোচনায় এবং স্থানীয় তদন্তক্রমে নূতন রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 391.

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কেরোসিন সংকটের কারণ কি ?

২) কেরোসিন সংকট সমাধানের কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

৩) ত্রিপুরায় কতজন কেরোসিন তৈলের ডিলার আছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় কেরোসিন সংকটের কারণ নিম্নরূপ :—

ক) রেলওয়ে কর্মচারীদের "ধীরে চল" নীতি গ্রহণ, তথা ধর্মঘট।

খ) লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে রেল রাস্তার উপর ধ্বস নামায় রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটা।

গ) উত্তর সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃক পেট্রলজাত দ্রব্যের বুকিং এর উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

ঘ) আসাম তৈল শোধনাগারে অন্যান্য পেট্রলজাত দ্রব্যের উৎপাদনের অনুকূলে কেরোসিন উৎপাদনে বাধা আরোপ।

ঙ) আসাম তৈল শোধনাগারে কেরোসিন প্ল্যান্ট বিগড়াইয়া যাওয়া।

২) কেরোসিন সংকট দূরীকরণার্থে এবং কেরোসিনের সরবরাহে উন্নতি সাধনের জন্য কেরোসিনের বুকিং এর উপর হইতে সময় সময় আরোপিত সাময়িক বাধা তুলিয়া নেওয়ার জন্য এবং যথেষ্ট পরিমাণ কেরোসিন যাহাতে পাঠান যায় তজ্জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ট্যাঙ্ক ওয়াগন সরবরাহ করার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। অধিকন্তু যথেষ্ট পরিমাণ কেরোসিন প্রেরণের জন্য ভারত সরকার এবং আসাম ওয়েল কোম্পানী ও ইণ্ডিয়ান ওয়েল করপোরেশন কর্তৃপক্ষকেও ঘনঘন অনুরোধ ও তাগিদ করা হইয়াছে।

ত্রিপুরায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পেট্রলজাত দ্রব্যের বাফার স্টক রাখার জন্য সংগ্রহ ভাণ্ডার প্রসার কল্পে সংস্পৃষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে।

৩) ত্রিপুরাতে ১৬টি কেরোসিন ডিলারস্ (এ্যাজেন্ট) আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 25

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর বিশালগড় থানায় ১৯৭৩ এ কোন্ কোন্ রেশন সপ ডিলারের বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতির অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে—তাদের নাম ও রেশন সপের নাম ও ঠিকানা;

২) হইলে তাহাদের নাম;

৩) ঐ সকল অভিযোগ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন?

উত্তর

১) ১৯৭৩ সনে বিশালগড় থানা এলাকায় নিম্নলিখিত রেশন সপ ডিলারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের নামধাম ও রেশন সপের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ডিলারদের নাম ও ঠিকানা	ন্যায্য মুল্যের দোকানের নাম
ক) শ্রীঅনিল চন্দ্র দেবনাথ কোণাবন, সদর	কোণাবন

খ) শ্রীমেথেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা আমতলী, সদর	আমতলী (বিশ্রামগঞ্জ)
গ) শ্রীবৈষ্ণব চরণ সাহা বাঁশতলী	বাঁশতলী
ঘ) শ্রীঅনিল চন্দ্র দেবনাথ বিশ্রামগঞ্জ	বিশ্রামগঞ্জ ন্যায্য মূল্যের দোকান,
ঙ) শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সাহা চড়িলাম	চড়িলাম
চ) শ্রীগুনেন্দ্র চন্দ্র পাল চৌধুরী, চাম্পামুড়া	চাম্পামুড়া

২) ক) শ্রীঅনিল চন্দ্র দেবনাথ (ডিলার, কোণাবন ন্যায্য মূল্যের দোকান) অরুন্ধুতি-নগর সেন্ট্রাল ষ্টোর হইতে কোন আটা তাহার দোকানে নেন নাই অথচ তিনি ঐ দোকান হইতে কাল্পনিক আটা বিক্রী দেখাইয়াছেন।

খ) শ্রীমেথেন্দ্র দেববর্ম্মা (বিশ্রামগঞ্জ ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার) খাদ্যশস্য চিনি ইত্যাদি বিনা ক্যাশ মেমোতে বিক্রী করিয়াছেন। তিনি জিনিসের দামের নিয়মানুসারে লিষ্ট এবং মজুতের পরিমাণ প্রকাশ্যে টাঙ্গাইয়া রাখেন নাই। তাহার দোকানে কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য এবং চিনি ষ্টক বুকে লিখিত পরিমাণের চাইতে বেশী ছিল।

গ) শ্রীবৈষ্ণব চরণ সাহা (ডিলার বাঁশতলী ন্যায্যমূল্যের দোকান) খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের বিক্রীর ক্যাশ মেমো রাখেন নাই। তিনি অনিয়মিত ভাবে চিনি ও আটা বিক্রী করিয়াছেন।

ঘ) শ্রীঅনিল চন্দ্র দেবনাথ (২নং বিশ্রামগঞ্জ ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার) গত ২০/২/৭৩ ইং তারিখে (পাঁচ) বস্তা গম অরুন্ধুতীনগর সেন্ট্রাল ষ্টোর হইতে নিয়া তাহা গত ২৫/২/৭৩ ইং পর্য্যন্তও ষ্টক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করেন নাই। ঐ দোকানে ৪ (চার) বস্তা আটা পাওয়া গিয়াছিল, যাহা সরকারী ষ্টক হইতে সরবরাহ করা হয় নাই।

ঙ) শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সাহা (চড়িলাম ন্যায্যমূল্যের দোকানের ডিলার) রেশন কার্ডে বিক্রীত খাদ্যশস্য ও চিনির হিসাব, দোকানের পরিদর্শন বহি ইত্যাদি তাহার দোকানে রাখেন নাই। তাহার হেফাজতে কিছু সংখ্যক রেশন কার্ড পাওয়া গিয়াছিল। যদিও বিক্রীর রেজিষ্টারে এই সকল রেশন কার্ডের খাদ্যশস্য ও চিনি বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া লিখিত হয় নাই তথাপি এই কার্ডগুলিতে তাহা দেখানো হইয়াছে।

চ) শ্রীগুনেন্দ্র চন্দ্র পাল চৌধুরী (চাম্পামুড়া ন্যায্যমূল্যের দোকানের ডিলার) তাহার কাছে ৫ (পাঁচ) খানা ভূয়া রেশন কার্ড পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে চালান দিয়েছিল।

৩। উপরিলিখিত ডিলারগণের ডিলারসীপ বাতিল করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 847 (postpond)

By Shri Anil Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের জনসংখ্যার কত অংশ রেশনকার্ড হোল্ডার এবং তাদের মোট সংখ্যা কত ?

২। ১৯৭৩ সালের ফেবরুয়ারী মাসে এই ব্লকে কোন্ কোন্ দোকানের মাধ্যমে কত রেশন কার্ড হোল্ডারকে সর্বমোট কত চাউল এবং আটা সরবরাহ করা হয়েছে ?

৩। যদি কোন রেশনের দোকানে রেশন দেওয়া বন্ধ হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১। ১৯৭১ ইং সনের লোক গণনা অনুযায়ী তেলিয়ামুড়া ব্লকের জনসংখ্যা (বার্ষিক বৃদ্ধি সহ) ১৯৭৩ ইং সনে প্রায় ১,১৪,০০০। ১৯৭৩ ইং সনের ২৮শে ফেবরুয়ারী তারিখ ১,৫৪,২৩৯ লোকের জন্য ২১,৯৩৩টী রেশন কার্ড চালু ছিল।

২। ১৯৭৩ সালের ফেবরুয়ারী মাসে তেলিয়ামুড়া ব্লকে বিভিন্ন ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে রেশন কার্ড হোলডারদের মধ্যে বিলিকৃত চাউল ও গমের মোট পরিমাণ মন্ত্রীর ষ্টেটমেন্টে প্রদত্ত হইল :—

৩। আলোচ্য মাসে সরকার কোন রেশনের দোকানে রেশন দেওয়া বন্ধ করেন নাই।

STATEMENT SHOWING THE NAME OF FAIR PRICE SHOPS UNDER TELIAMURA BLOCK AREA WITH NUMBER OF RATION CARDS, POPULATION, FOODGRAINS ISSUED TO EACH DURING THE MONTH OF FEBRUARY, 1973.

Sl. No.	Name of Fair Price Shop under Teliamura Block Area.	Number of Ration Cards issued.	Population		Quantity of Foodgrains issued (In Kilogram)			Remarks.
			Adult	Minor	Rice	Wheat	Atta	
1	2	3	4		5			6
1.	Teliamura F. P. Shop No. 1.	1165	8144	1333	21000	Nil.	Nil.	
2.	Teliamura F. P. Shop No. 2.	1322	7058	1425	20500	7000	Nil.	
3.	Teliamura F. P. Shop No. 3.	739	4130	423	20500	6400	Nil.	
4.	Kashimamangal F. P. Shop.	273	1934	178	7500	Nil.	Nil.	
5.	Tuichindral F. P. Shop.	719	2689	587	14850	1650	Nil.	
6.	Howaibari F. P. Shop.	117	941	139	8150	Nil.	Nil.	

1	2	3	4		5		6
7.	Moharcharra F. P. Shop No. 1.	371	2441	434	6365	565	Nil.
8.	Moharcharra F. P. Shop No. 2.	353	1709	366	10250	Nil.	Nil.
9.	Totabari F. P. Shop.	437	2578	424	10300	500	Nil.
10.	Ghilatali Bazar F. P. Shop.	708	3291	887	14725	2000	Nil.
11.	Icharbil F. P. Shep.	783	4750	895	11400	Nil.	Nil.
12.	Kalyanpur F. P. Shop No. 1.	429	2755	279	16125	2530	Nil.
13.	Kalyanpur F. P. Shop No. 2.	978	5286	560	15750	Nil.	Nil.
14.	Kalyanpur F. P. Shop No. 3.	753	2143	159	16100	2000	Nil.
15.	Kalyanpur Tea Garden F. P. Shop.	804	7266	640	7880	Nil.	Nil.
16.	Santinagar F. P. Shop.	647	2712	893	8375	Nil.	Nil.
17.	Karailong F. P. Shop.	393	2046	389	7300	1000	Nil.
18.	Laxmipur F. P. Shop.	432	2268	356	10810	900	Nil.
19.	Rankhalpara F. P. Shop.	489	4122	570	14600	Nil.	Nil.
20.	Rupraipara F. P. Shop.	379	2516	252	3500	Nil.	Nil.
21.	Chankhalabari F. P. Shop.	569	1̊957	255	15800	Nil.	Nil.
22.	Moharanipur Baishnab Colony F. P. Shop.	359	1750	272	10500	5000	Nil.
23.	South Moharanipur F. P. Shop.	377	2355	395	3975	Nil.	Nil.
24.	Champlai F. P. Shop.	256	1514	156	4800	Nil.	Nil.
25.	Holidia F. P. Shop.	258	1106	145	11000	Nil.	Nil.
48.	Office tilla F. P. Shop.	538	2142	659	3000	1000	Nil.
49.	North Gokulnagar F. P. Shop.	196	1017	148	3970	Nil.	Nil.
50.	Brikhadapara F. P. Shop.	7	722	134	700	Nil.	Nil.
51.	Promodenagar F. P. Shop.	432	2̥695	369	Nil.	Nil.	Nil.
52.	Ampura F. P. Shop.	556	3235	617	14700	Nil.	Nil.
53.	Chankhala Bazar F. P. Shop.	525	2334	568	24400	Nil.	Nil.
		21,933	1,29,854	24.385			

UNSTARRED QUESTION NO. 73
By Shri Sushil Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরাতে গেজেটেড অফিসারদের কেহ কেহ সরকারী নিয়ম থাকা সত্বেও তাদের এ্যাসেটের তালিকা দাখিল করেন নাই;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ এবং তাদের নাম?

উত্তর

১) হঁ্যা। মুষ্টিমেয় কয়েকজন গেজেটেড অফিসার এখনও তাদের এ্যাসেটের তালিকা দাখিল করেন নাই।

২) যে সকল অফিসার এখনও তালিকা দাখিল করেন নাই তাদের নাম এবং দাখিল না করার কারণ সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

ANNEXURE

Sl. No.	Names of Gazetted Officers with their designation.	Reasons for non-submission.
1	2	3
1.	Shri J C. Paul, Head of the Deptt. of Electrical Engineering, Polytechnic Institute.	They are on deputation to the I. I. T, Kharagpur for higher studies. Department concerned has already written to them for the purpose.
2.	Shri Sukdev Chakraborty, Assistant Professor, Engineering College.	
3.	Dr. K. Debnath, G. D. O. Grade—II.	They have been reminded to submit their return of assets immediately.
4.	Dr. S. C. Singh, G. D. O. Grade-II.	
5.	Dr. S. R. Das Gupta, G. D. O. Grade-II.	
6.	Shri M. L. Majumder, Project Exective Officer, Chaumanu T. D. Block.	
7.	Shri S C. Deb, Sub-Deputy Collector (Revenue), Manu, (Kailasahar).	

UNSTARRED QUESTION NO. 728

By Shri Tarit Mohan Das Gupta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিগত তিন আর্থিক বৎসরের বা শিক্ষা বৎসরে প্রতি বৎসর কতজন বয়স্ক ব্যক্তি সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সাব-ডিভিশন ভিত্তিক সংখ্যা জানাবেন কি? তাহাদের মধ্যে কতজন পুরুষ ও কতজন স্ত্রীলোক এবং আদিবাসী স্ত্রী পুরুষ কতজন?

উত্তর

১) সমাজ শিক্ষা বিভাগে বয়স্ক শিক্ষা সাক্ষরতার হিসাব সরকারের আর্থিক বৎসর অনুসারেই করা হয়। বিগত তিন বৎসরে সাব-ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রফরমায় দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নম্বর	মহকুমা সমূহের নাম	১৯৬৯-৭০ আর্থিক বৎসরে কতজন বয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষ	স্ত্রীলোক	প্রাপ্ত বয়স্ক মোট কতজন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	অমরপুর	৩০৬	১৯০	৪৯৬	ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগের প্রদত্ত ফরম নং "এ" দ্বারাই পরিসংখ্যানের সর্বশেষ হিসাব রাখা হয় এবং যেহেতু সেই ফরমে উপজাতির সংখ্যা স্ত্রী পুরুষ ভিত্তিক স্বতন্ত্র দেখাইবার কোন বন্দোবস্ত নাই, সেইহেতু উপজাতি স্ত্রী, পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেখানো সম্ভব হইল না।
২।	বিলোনীয়া	১২৬	৬৩	১৮৯	
৩।	ধর্মনগর	১৮৩	১৮১	৩৬৪	
৪।	কমলপুর	৪০	১৪৪	১৮৪	
৫।	কৈলাসহর	২৮২	২০৫	৪৮৭	
৬।	খোয়াই	৮০৬	২৫২	১০৫৮	
৭।	সাব্রুম	১৫০	৮৮	২৩৮	
৮।	সদর	১৫৯	১৫৪	৩১৩	
৯।	সোনামুড়া	৩৩	১০২	১৩৫	
১০।	উদয়পুর	৪০	৭২	১০২	
	মোট—	২১২৫	১৪৫১	৩৫৭৬	

১৯৭০-৭১

১	২	৩	৪	৫	৬
১।	অমরপুর	২৬৮	১৮০	৪৪৮	
২।	বিলোনীয়া	১০	৫	১৫	

৩।	ধর্ম্মনগর	৩৩৬	৫০৩	৮৩৯
৪।	কমলপুর	২৪০	২৮৮	৫২৮
৫।	কৈলাসহর	৩৮৪	৩৭২	৭৫৬
৬।	খোয়াই	২৪০	৪৯	২৮৯
৭।	সাবরুম	১২৮	৮	১৩৬
৮।	সদর	১২৬	১৫৯	২৮৫
৯।	সোনামুড়া	২১৬	২০৪	৪২০
১০।	উদয়পুর	২১৪	১৩৮	৩৫২
	মোট—	২১৬২	১৯০৬	৪০৬৮

১৯৭১-৭২

১	২	৩	৪	৫	৬
১।	অমরপুর	২৪৯	১৮৬	৪৩৫	
২।	বিলোনীয়া	১৭৯	১৫৮	৩৩৭	
৩।	ধর্ম্মনগর	৫১৩	৪৫৯	৯৭২	
৪।	কমলপুর	৩৩৫	৩৪৬	৬৮১	
৫	কৈলাসহর	৩৭০	৪০৫	৭৭৫	
৬।	খোয়াই	৬৫২	২০২	৮৫৪	
৭।	সাবরুম	১১৮	১২	১৩০	
৮।	সদর	৩০৭	২১৫	৫২২	
৯।	সোনামুড়া	২৪১	১৮৩	৪২৪	
১০।	উদয়পুর	১১৩	১৪৫	২৫৮	
	মোট—	৩০৭৭	২৩২১	৫৩৮৮	

১৯৭২-৭৩

১৯৭২-৭৩ ইং সনের চূড়ান্ত সংকলন যেহেতু এখনও শেষ হয় নাই তাই ১৯৭২-৭৩ সনের হিসাব দেখানো সম্ভব হইল না।

UNSTARRED QUESTION NO. 81 (postponed)

By Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptartment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ১৯৭২ শিক্ষাবর্ষ শেষে কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে এবং কত সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদী পাঠক্রম শেষ করে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে ?

২। ১৯৭৩ শিক্ষা বর্ষারম্ভে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে কত সংখ্যক নূতন ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি হয়েছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে এই ভর্ত্তির সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—১২,২০৫।

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষে নবম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—২,৯৯৮।

২। ১৯৭৩ সনে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে এরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—৩,৯০৬ এবং নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে এরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—২,৩৮৯।

দ্রষ্টব্য :—

১। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী এবং ঐ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে এইরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার বিরাট তারতম্যের কারণ এই যে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার চেয়ে সাধারণত: উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ভর্ত্তি হইতে চায় এবং প্রকৃত পক্ষে এক বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে।

২। নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ এবং ঐ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে এইরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় তারতম্যের কারণ নিম্নরূপ :—

(ক) জুনিয়র হাই স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী এবং ১৯৭১ সন ও তৎপূর্ব্বে পাশ করা ছাত্রছাত্রী যাহারা কোন না কোন কারণে ১৯৭২ সনে ভর্ত্তি হইতে পারে নাই কিন্তু এই বছর ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাও ধরা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 487 (postponed)

By Shri Amrendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে কতজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে স্থানান্তরে বদলী করা হইয়াছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে এ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যকার হিসাব ;

২। ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে এই পর্য্যন্ত এইসব বদলীর জন্য কত টাকা T. A. এবং D. A. বাবদ দিতে হয়েছে এবং এইসব বদলীর আদেশ সম্পূর্ণ কার্য্যকর হলে আর কত টাকা T. A. এবং D. A. বাবত দিতে হবে ?

উত্তর

১। ১)	সদর মহকুমা—	৩৭২ জন
২)	সোনামুড়া ,,—	১২১ ,,
৩)	উদয়পুর ,,—	১১১ ,,
৪)	অমরপুর ,,—	১০১ ,,
৫)	বিলোনীয়া ,,—	১৬২ ,,
৬)	সাব্রুম ,,—	৭০ ,,
৭)	খোয়াই ,,—	১০০ ,,
৮)	কমলপুর ,,—	১১৬ ,,
৯)	কৈলাশহর ,,—	১৩৫ ,,
১০)	ধর্মনগর ,,—	১১৫ ,,

২। ৩১-১২-৭২ পর্যন্ত খরচ—টা. ৪৬,৪৮৩·০৫

অতিরিক্ত প্রয়োজন—টা. ৩১,৩১৮·৪৮

UNSTARRED QUESTION NO. 137.

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার স্কুল কলেজ সমূহে ১৯৭২ এবং '৭৩ এর জুন পর্যান্ত কত ছাত্র ধর্মঘট ও ক্লাশ বর্জন হয়েছে, তার হিসেব (মহকুমা ভিত্তিক) ;

২। ধর্মঘট ও ক্লাশ বর্জনের কারণ সমূহ ?

উত্তর

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 152

By—Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the S. A. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এর জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন্ মন্ত্রী, TA, DA, H/Rent & Rerquisites এবং বেতন বাবদ কত টাকা সরকার থেকে নিয়েছেন তাঁর হিসাব ?

২। ত্রিপুরার বাহিরে যাতায়াতের জন্য কোন্ মন্ত্রী কত টাকা নিয়েছেন তাঁর হিসাব ?

উত্তর

১। মন্ত্রীর নাম	TA & DA 1972	TA & DA 1973	H/Rent 1972	H/Rent 1973	Perquisites 1972	Perquisites 1973	Pay 1972	Pay 1973
শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী	—	—	—	—	১৮০০/-	১২০০/-	৯,০০০/-	৬,০০০/-
শ্রীএম, নাথ, মন্ত্রী	৬৮১.৫০	৩৭৬/-	—	—	—	—	৯,০০০.-	৬,০০০/-
শ্রীকে, সি, দাস মন্ত্রী	১,২১০.২৫	১,৭৪৭.৭৫	—	—	—	—	৯,০০৭/-	৬,০০০/-
শ্রীডি, কে, চৌধুরী মন্ত্রী	৬১১/-	৭২৫/-	—	—	—	—	৯,০০০/-	৬,০০০/-
শ্রীএইচ, সি, চৌধুরী মন্ত্রী	২'১৬১.৭৫	২৭১.২৫	—	—	—	—	৯,০০৭/-	৬,০০০/-
শ্রীএম, আলী উপমন্ত্রী	১,৭০২.৫৫	১০২৬.৫০	—	—	—	—	৬,৭৫০/-	৪,৫০০/-
শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী, উপমন্ত্রী	৫২৮.৭৫	৮৬০.৭৫	৪,০৫০/-	২,৭০০/-	—	—	৬,৭৫০/-	৪,৫০০/-
শ্রীএস, সি, সোম উপমন্ত্রী	৪৯৩.৫০	১৯৯.৭৫	৪,০৫০/-	২,১০০/-	—	—	৬,৭৫০/-	৪,৫০০/-

২। মন্ত্রীর নাম	১৯৭২	১৯৭৩
শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী	১০,৪৪২/–	৯,২৪২/-
শ্রীএম, নাথ, মন্ত্রী	১,৫০০/-	৩,১২৬/-
শ্রীকে, সি, দাস, মন্ত্রী	৫,৬৪০.২০	১,৪০০/-
শ্রীডি, কে, চৌধুরী, মন্ত্রী	৩,০৯১.২৫	১,১৫০/-
শ্রীএইচ, সি, চৌধুরী, মন্ত্রী	১,৫০০/-	—
শ্রীএম, আলী, উপমন্ত্রী	১,২০০/-	—
শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী, উপমন্ত্রী	৫,১৯৫.৭০	৩০০/-
শ্রীএস, সি, সোম, উপমন্ত্রী	৩,৮১৬.২০	৩,৪১১/-

UNSTARRED QUESTION NO. 337

By—Shri Kálidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) সদর মহকুমার (সদর—'বি') উত্তর কেন্দ্রে মধু চৌধুরী পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য কোন আবেদন করা হইয়াছিল কি না,

২) যদি করা হইয়া থাকে তবে, তাহা কার্যকরী করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি না ;

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রস্তাবটি অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত যথা সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 407

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার privately run aided School এর মধ্যে যে সব School siek (দুর্বল) তা সরকারী পরিচালনায় নেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তার বিবরণ ; এবং

৩) যে সকল স্কুল এই শ্রেণীতে পরে তাদের নাম।

উত্তর

১) সরকার এ সম্বন্ধে এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 311

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিকট Cantin money গ্রহণ করা হয়।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার নীতি কি ?

উত্তর

১) কোন কোন বোর্ডিং হাউসের পরিচালক মণ্ডলী, বোর্ডিং এ ভর্ত্তির সময় ছাত্রদের নিকট হইতে Caution money জমা রাখেন।

২) বিষয়টি বিভিন্ন ছাত্রাবাসগুলির নিজস্ব পরিচালকমণ্ডলীর এক্তিয়ারভুক্ত। এই সম্বন্ধে সরকার কোন নির্দ্দেশ রাখেন নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 74

(Consolidated with U/Q. No. 162+570)

By Shri Sushil Ranjan Saha

By Shri Purna Mohan Deb Barma and

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং সন হইতে ১৯৭৩ সনের অদ্য পর্য্যন্ত কতজন বেকার যুবককে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার দপ্তর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) এই সকল কর্মচারী নিয়োগে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে ;

৩) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যারা Contingent employee হিসাবে আছেন উপরোক্ত সময়ে তাদের মধ্যে থেকে কতজনকে regular establishment এ নিয়োগ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) মোট ২৬৫৮ জন বেকার যুবককে উক্ত সময়ের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিযুক্ত করা হইয়াছে। দপ্তর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২) নিযুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হইয়াছে :—

ক) চাকুরীর যোগ্যতার শর্ত্তাবলী সবার জন্য অপরিবর্ত্তীত রাখিয়া যে সব কর্ম প্রার্থীর পরিবারে কোন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি বা পরিবারের আয়ের কোন ব্যবস্থা নাই এবং যাহাদের পরিবারের আয় নগন্য শুধু সেই পরিবারের কর্ম্ম প্রার্থীদের নিযুক্তির ব্যাপারে বিশেষ নিযুক্তি বোর্ড কর্ত্তৃক অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

খ) অন্যান্য অস্থায়ী বিভাগের কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

৩) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ১৮০৪ জন কন্টিনজেন্ট employee'র মধ্যে মোট ১১৯ জনকে উক্ত সময়ের মধ্যে regular establishment এ নিয়োগ করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 74 (CONSOLIDATED with A. Q. NO. 162 & 578)

DEPARTMENT-WISE AND SUB-DIVISION-WISE BREAK UP OF PERSONS APPOINTED DURING 1972–73.

Sl. No.	Name of Departments Offices.	Name of Sub-Division											NO. of the cantingent staff		
		Sadar	Udaipur	Sabroom	Belonia	Amarpur	Sonamura	Khowai	Kamalpur	Kailasahar	Dharmanagar	Out side Tripura	Total	Existing	Made Regular
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Governor's Secretariat	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	11	10
2.	Civil Secretariat	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	37	22
3.	Food and Civil Supplies	6	1	2	1	7	–	–	–	–	–	2	19	51	2
4.	Election Deptt.	5	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	9	2	1
5.	Distt. & Sessions Judge	19	5	–	3	–	2	1	1	1	3	–	35	8	1
6.	Jail Department	16	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	19	1	–
7.	Forest Department	77	10	3	8	3	6	11	5	9	3	–	135	9	5
8.	A, H. & Vety. Services Dept.	63	2	3	–	1	3	11	2	–	3	–	88	109	–
9.	Deptt. of Labour	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	2
10.	Tripura Public Service Commission	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	10	2
11.	L. S. G. Department	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
12.	Asst. Transport Commissioner	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–
13.	Agriculture Department	84	27	1	10	–	8	10	2	2	5	–	149	25	2
14.	Directorate of Empolyment, Manpower Planning	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–
15.	Printing & Stationery	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	9	1
16.	Directorate of Panchayat	19	1	1	6	1	–	4	–	1	2	–	35	33	3
17.	Co-operative Deptt.	15	–	3	–	–	–	1	–	–	1	–	20	5	3
18.	Industries Deptt.	30	1	–	1	1	1	–	3	–	–	–	37	131	10

UNSTARRED QUESTION NO. 74 (CONSOLIDATED WITH A. Q. NO. 162 & 578)

DEPARTMENT-WISE AND SUB-DIVISION-WISE BREAK UP OF PERSONS APPOINTED DURING 1972-73

Sl. No.	Name of Departments Office	Name of Sub-Division											No. of Contingent staff		
		Sadar	Udai-pur	Sub-room	Belonia	Amar-pur	Sona-mura	Khowai	Kamal-pur	Kaila-sahar	Dharma-nagar	Out side Tripura	Total	Exis-ting	Made Regular
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	Police Organisation	284	30	3	14	–	12	29	4	28	13	–	417	286	1
20.	Education Department	481	71	29	54	9	33	44	43	75	71	–	910	693	70
21.	Publicity Department	16	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	18	33	4
22.	D. M. & Collector (South)	–	24	8	18	15	–	–	–	–	–	–	65	68	8
23.	D. M. & Collector (North)	–	–	–	–	–	–	–	8	18	16	–	42	20	11
24.	D. M. & Collector (West)	57	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	64	134	11
25.	Public Works Deptt.	172	14	1	5	3	6	7	8	5	18	8	248	2	–
26.	Health & F. P. Deptt.	81	4	1	5	1	10	15	10	16	24	2	169	99	–
27.	Tribal Welfare Deptt.	3	–	–	3	–	3	5	1	3	3	–	21	11	7
28.	Director of Civil Defence	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	Fire Service Org.	35	1	–	1	–	–	1	–	5	1	–	44	3	–
30.	Law Department	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
31.	Director of Pilot Research Project in Growth Centre.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
32.	Collector of Excise (West)	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–
33.	Re-habilitation Deptt.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
34.	Statistical Deptt.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
35.	Distt. Registrar (West)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
36.	Settlement & L. R. Org.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
37.	Evaluation Org.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL:	1,576	191	56	129	42	91	145	88	165	163	12	2,658	1,804	179

UNSTARRED QUESTION NO. 179
By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং এবং ১৯৭৩ ইং (জুলাই পর্য্যন্ত প্রমোশন প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও কর্ম-চারীর নাম এবং তাহারা কোন্ কোন পদে অধিষ্ঠিত।

২) সবক্ষেত্রে চাকুরীর প্রাচনত্বের তালিকা (Seniority list) রক্ষা করা হয় কি না

৩) যদি না হয়, তাহার কারণ।

উত্তর

১) ১৯৭২ ইং—১৯৭৩ ইং (জুলাই পর্য্যন্ত) প্রমোশন প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও কর্ম-চারীদের নাম, তাহারা কোন্ কোন্ পদে অধিষ্ঠিত আছে, তাহা সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

২) অফিসার ও কর্মচারীদের চাকুরীর প্রাচীনত্বের তালিকা (Seniority list) রক্ষা করা হয়। কিন্তু পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিনিয়রিটির সঙ্গে স্ব স্ব কর্মচারীর যোগ্যতাও বিবেচনা করা হয়।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

APPENDIX—'A'

Sl. No.	Name of Officer.	Post hold on promotion.
1	2	3
1.	Shri B. R. Sur, IPS (MT)	Inspector General of Police, Tripura.
2.	Shri Mathew John, IPS (MT)	Addl. Superintendent of Police (West).
3.	Shri Anil Deb Barma	Assistant Commandant.
4.	Shri Radhika Mohan Singh	Assistant Commandant.
5.	Shri Kamal Ranjan Das Gupta	Assistant Commandant.
6.	Shri Sunil Kanta Mukherjee	Deputy Superintendent of Police.
7.	Shri Binode Behari Deb Barma	Deputy Superintendent of Police.
8.	Shri Brahmananda Pandey	Deputy Superintendent of Police.
9.	Shri Rama Prasanna Gupta	Deputy Superintendent of Police.
10.	Shri Sailendra Kr. Roy Choudhury	Deputy Superintendent of Police.
11.	Shri Indu Bhusan Ghosh	Inspector of Police.
12.	Shri Chinta Bahadur	Inspector of Police.
13.	Shri Krishnadas Bhattacharjee	Inspector of Police.
14.	Shri Laxmi Kanta Deb Barma	Inspector of Police (Armed)
15.	Shri Sukumar Chatterjee	Inspector of Police (Armed)
16	Shri Sadhan Majumder	Inspector of Police (Armed)
17.	Shri Guman Singh	Inspector of Police (Armed)
18.	Shri Naresh Chandra Dutta	Reserve Inspector.
19.	Shri Sachindra Mandal	Inspector of Police (Armed)
20.	Shri Amritalal Deb Nath	Inspector of Police.
21.	Shri Sushil Bardhan	Inspector of Police (Armed)
22.	Shri Paltu Chandra Roy	Inspector of Police.

1	2	3
23.	Shri Rabindra Das Gupta	Inspector of Police.
24.	Shri Manik Lal Chakraborty	Inspector of Police.
25.	Shri Ramnarayan Chakraborty	Inspector of Police,
26.	Shri Bibhuti Bhusan Chakraborty	Inspector of Police.
27.	Shri Debabrata Majumder	Inspector of Police.
28.	Shri Biswanath Dhar	Inspector of Police.
29.	Shri Haridas Sinha	Inspector of Police.
	NON-GAZETTED.	
30.	Shri Narayan Bhattacharjee	Sub-Inspector of Police.
31.	Shri Girija Kanta Roy	Sub-Inspector of Police.
32.	Shri Nepal Chakraborty	Sub-Inspector of Police.
33.	Shri Binode Behari Das	Sub-Inspector of Police.
34	Shri Ramani Mohan Saha	Sub-Inspector of Police.
35.	Shri Sukhamoy Bhattacharjee	Sub-Inspector of Police,
36.	Shri Jogesh Ghosh	Sub-Inspector of Police.
37.	Shri Paresh Deb Nath	Sub-Inspector of Police.
38.	Shri Suresh Gope	Sub-Inspector of Police.
39.	Shri Sunil Bhattacherjee	Sub-Inspector of Police.
40.	Shri Sujit Dhar	Sub-Inspector of Police.
41.	Shri Sukhendulal Choudhury	Sub-Inspector of Police.
42.	Shri Nepal Saha	Sub-Inspector of Police,
43.	Shri Sachindra Das	Sub-Inspector of Police.
44.	Shri Radha Binode Roy Choudhury	Sub-Inspector of Police.
45.	Shri Sishir Deb Barma	Sub-Inspector of Police (Armed).
46.	Shri Bhupendra Chanda	Sub-Inspector of Police (Armed)
47.	Shri Hareram Debnath	Sub-Inspector of Police (Armed)
48.	Shri Kshitish Dutta	Sub-Inspector of Police (Armed)
49.	Shri Durgesh Roy	Sub-Inspector of Police (Armed)
50.	Shri Bimal Chakraborty	Sub-Inspector of Police (Armed)
51.	Shri Benu Badan Chakraborty	Sub-Inspector of Police (Armed)
52.	Shri Dhirendra Deb Nath	Sub-Inspector of Police (Armed)
53.	Shri Manindra Saha	Sub-Inspector of Police (Armed)
54.	Shri Haribandhu Das	Sub-Inspector of Police (Armed)
55.	Shri Ajoy Bhowmik	Sub-Inspector of Police (Armed)
56.	Shri Subash Singha	Asstt. Sub-Inspector of Police.
57.	Shri Narendra Das	Asstt. Sub-Inspector of Police,
58.	Shri Samarendra Das	Asstt. Sub-Inspector of Police.
59.	Shri Gitendra Basu Roy Choudhury	Asstt. Sub-Inspector of Police.

Sl. No.	Name of Officer	Post hold on promotion
1	2	3
60.	Shri Satyaban Singha	Asstt. Sub-Inspector of Police.
61.	Shri Ajit Biswas	Asstt. Sub-Inspector of Police.
62.	Shri Ardhendu Choudhury	Asstt. Sub-Inspector of Police.
63.	Shri Ranjit Lal Sarkar	Asstt. Sub-Inspector of Police.
64.	Shri Chandra Mohan Singh	Asstt. Sub-Inspector of Police.
65.	Shri Narayan Dey	Asstt Sub-Inspector of Police.
66.	Shri Harendra Das	Asstt. Sub-Inspector of Police.
67.	Shri Amarchan Ghosh	Asstt. Sub-Inspector of Police.
68.	Shri Shib Sankar Chakraborty	Asstt. Sub-Inspector of Police.
69.	Shri Gopal Ch. Debnath	Asstt. Sub-Inspector of Police.
70.	Shri Tapan Acharjee	Asstt. Sub-Inspector of Police.
71.	Shri Subrata Dutta	Asstt. Sub-Inspector of Police.
72.	Shri Dhirendra Paul	Asstt Sub-Inspector of Police
73.	Shri Narayan Misra	Asstt. Sub-Inspector of Police
74.	Shri Runu Chandra Dey	Asstt. Sub-Inspector of Police
75.	Shri Kapil Kanti Nath	Asstt. Sub-Inspector of Police
76.	Shri Paresh Ch. Ghosh	Asstt. Sub-Inspector of Police
77.	Shri Dulal Paul	Asstt. Sub-Inspector of Police
78.	Shri Jadav Ch. Das	Asstt. Sub-Inspector of Police
79.	Shri Phanindra Sarkar	Asstt. Sub-Inspector of Police
80.	Shri P. T. Pillai	Asstt. Sub-Inspector of Police
81.	Shri Narendra Das	Asstt. Sub-Inspector of Police
82.	Shri Bhabotosh Das	Asstt. Sub–Inspector of Police
83.	Shri Nehar Bhattacharjee	Asstt. Sub-Inspector of Police
84.	Shri Ajit Biswas	Asstt. Sub-Inspector of Police
85.	Shri Rakhal Roy	Asstt. Sub-Inspector of Police
86.	Shri Sudarshan Paul	Asstt. Sub-Inspector of Police
87.	Shri Lal Babu Singh	Asstt. Sub-Inspector of Police
88.	Shri Sadar Singh	Asstt. Sub-Inspector of Police
89.	Shri Pramatha Chakraborty	Asstt. Sub-Inspector of Police
90.	Shri Gour Mani Singh	Asstt. Sub-Inspector of Police
91.	Shri Parag Roy	Asstt. Sub-Inspector of Police

1		3
92.	Shri Manik Sen Singh	Asstt. Sub-Inspector of Police
93.	Shri Samir Baran Sen	Head Constable
94.	Shri Chandra Singh	Head Constable
95.	Shri Braja Lal Dey	Head Constable
96.	Shri Pramatha Kr. Bhowmik	Head Constable
97.	Shri Pramatesh Dey	Head Constable
98.	Shri Santi Ranjan Bhowmik	Head Constable
99.	Shri Bachan Singh	Head Constable
100.	Shri Sushil Ch. Deb	Head Constable
101.	Shri Haratosh Dhar	Head Constable
102.	Shri Sukumar Ghosh	Head Constable
103.	Shri Nripendra Chanda	Head Constable
104.	Shri Madhu Singh	Head Constable
105.	Shri Ranjit Singh	Head Constable
106,	Shri Manoranjan Biswas	Head Constable
107.	Shri Premlal Gurung	Head Constable
108.	Shri Dil Bahadur Gurung	Head Constable
109.	Shri Pasupati Nath Ram	Head Constable
110.	Shri Pramode Das	Head Constable
111.	Shri Haripada Choudhury	Head Constable
112.	Shri Mrinal Bhattacharjee	Head Constable
113.	Shri Satish Chakraborty	Head Constable
114.	Shri Haridas Majumdar	Head Constable
115.	Shri Benode Chakraborty	Head Constable
116.	Shri Sudhir Karmakar	Head Constable
117.	Shri Prafulla Sen	Head Constable
118.	Shri Abani Singh	Head Constable
119.	Shri Kalipada Bhattacharjee	Head Constable
120.	Shri Abdul Hakim	Head Constable
121.	Shri Mag Bahadur Roy	Head Constable
122.	Shri Rabindra Raha	Head Constable
123.	Shri Dhirendra Mallik	Head Constable
124.	Shri Pulin Choudhury	Head Constable

1	2	3
125.	Shri Ranjit Kr. Chakraborty	Head Constable
126.	Shri Markush Kunjur	Head Constable
127.	Shri Narayan Sarkar	Head Constable
128.	Shri Kanai Lal Sil	Head Constable
129.	Shri Pranab Chakraborty	Head Constable
130.	Shri Manik Lal Sen	Head Constable
131.	Shri Pabitra Deb Barma	Head Constable
132.	Shri Khagendra Bhattacharjee	Head Constable
133.	Shri Birendra Chakraborty	Head Constable
134.	Shri B. Upang	Head Constable
135.	Shri Dinesh Deb	Head Constable
136.	Shri Haradhan Bhowmik	Head Constable
137.	Shri Monoranjan Bhowmik	Head Constable
138.	Shri Mahendra Baidya	Head Constable
139.	Shri Subodh Roy	Head Constable
140.	Shri Sudhangshn Das	Head Constable
141.	Shri Krishnabandhu Chakraborty	Head Constable
142.	Shri Sitikantha Datta	Head Constable
143.	Shri Jyotish Das	Head Constable
144.	Shri Umesh Deb	Head Constable
145.	Shri Monoranjan Choudhury	Supervisor Grade I (Wireless Operator) Crypto S. I.
146.	Shri Kalidas Dutta Biswas	U. D. Clerk
147.	Shri Jajneswar Karmakar	U. D. Clerk
148.	Shri Subhash Bhattacharjee	U. D. Clerk
149.	Shri Nani Gopal Biswas	U. D. Clerk
150.	Shri Nagendra Sarkar	U, D. Clerk
151.	Shri Pabitra Sen	U. D. Clerk

UNSTARRED QUESTION NO. 466

By Shri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর বিভাগের ফোটামাটি, জইংবাড়ী জে, বি, স্কুলে বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

২। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে ঐ স্কুলগুলিতে শিক্ষক আছে কি :

৩। না থাকিলে, আরও শিক্ষক দেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। ফোটামাটি জে, বি, স্কুল—৫৭

জয়ইংবাড়ী জে, বি, স্কুল—১৬ .

২। হঁ্যা।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 448

By Shri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জম্পুইজলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রীতিমত স্কুলে উপস্থিত না থাকাতে ছাত্রদের পড়াশুনা আদৌ হয় না এবং বছরের অধিকাংশ সময়ই স্কুলটি অচল বা বন্ধ থাকে ?

উত্তর

১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে জানুয়ারী মাস থেকে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১৬৩টি কাজের দিনের মধ্যে ১৬৩ দিনই স্কুলের কাজ নিয়মিত চলেছিল, কাজেই প্রশ্নের পরবর্তী অংশ উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 599.

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগের অধীনে ত্রিপুরার জুনিয়র ও সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়গুলি থেকে (১৯৭২-৭৩ সালে) কতজন ছাত্রছাত্রী যথাক্রমে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিল (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এদের মধ্যে কতজন বিভিন্ন সিনিয়র বেসিক, হাই-হাইয়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়ার আবেদন জানিয়েছিল (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

৩। এই দুই শ্রেণীতে মোট কতজন ভর্ত্তি হতে পেরেছিল (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। তথ্য সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২। তথ্য সংগীয় বিবণীতে দেওয়া হইল।

৩। তথ্য সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

৫১৯ নং বিধান সভা প্রশ্নের ১ম অংশের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী—

মহকুমা	ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী সংখ্যা			৯ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
সদর	৩১৭৭	২১০২	৫২৭৯	৮৯২	৪১৫	১৩০৭
খোয়াই	৫১০	৩০৬	৮১৬	৬৮	১৪	৮২
কমলপুর	৩৬৪	২৩৮	৬০২	৮৫	৫৭	১৪২
কৈলাশহর	৭৫০	৬১৪	১৩৬৪	১৩৬	৮১	২১৭
ধর্ম্মনগর	৭৭৬	৪০৫	১১৮১	২৯০	৪৬	৩৩৬
সোনামুড়া	১৯২	১৪৩	৩৩৫	১৭৫	৮৬	২৬১
উদয়পুর	৬৭১	৪৬৭	১১৩৮	২২৪	১৫৯	৩৮৩
অমরপুর	১৮৫	৮৭	২৭২	১৮	১২	৩০
বিলোনীয়া	৫৮৭	৩২৮	৯১৫	১০৫	৮৫	১৯০
সাবরুম	২২৬	৭৭	৩০৩	৩০	১০	৫০
সর্ব্ব মোট—	৭,৪৩৮	৪,৭৬৭	১২,২০৫	২,০২৬	৯৭২	২,৯৯৮

৫৯৯ নং বিধান সভা প্রশ্নের ২য় ও ৩য় অংশের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী

মহকুমা	৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবেদন করিয়াছে এবং ভর্তি হইয়াছে এইরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা						৯ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবেদন করিয়াছে এবং ভর্তি হইয়াছে এইরূপ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা					
	আবেদন করিয়াছে			ভর্তি হইয়াছে			আবেদন করিয়াছে			ভর্তি হইয়াছে		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
সদর	৩৩২৮	২৪৭০	৫৭৯৮	২৬৯৮	১৮৩৮	৪৫৩৬	১০২৬	৭৩৯	১৭৬৫	৯০৫	৭৩৩	১৬৮৮
খোয়াই	৭৬১	২৭১	১০৩২	৫২৯	১৮৬	৭১৫	১৯৮	১০১	২৯৯	১০১	৫৭	১৫৮
কমলপুর	৪১১	১৯৭	৬০৮	৪০৯	১৯৫	৬০৪	৮৫	৮১	১৬৬	৮২	৭৭	১০৯
কৈলাশহর	৭১২	৪৪৭	১১৫৯	৬৬৯	৪১৪	১০৮৩	১৩২	১০৬	২৩৮	১০৬	৯৬	২০২
ধর্মনগর	৬৮৯	৩৫৯	১০৪৮	৬৫৮	৩০৩	৯৬১	২৬২	৯১	৩৫৩	২৪৯	৮৯	৩৩৮
সোনামুড়া	২৯১	১৬৫	৪৫৬	২৮৫	১৫৮	৪৪৩	১৫৮	১৫	১৭৩	১৪৯	১৫	১৬৪
উদয়পুর	৪৮০	৩১৭	৭৯৭	৪৬৪	২৮৬	৭৫০	২৫২	৭৩	৩২৫	২১৭	৭৩	২৯০
অমরপুর	২২১	৪৫	২৬৬	২০৪	৪৫	২৪৯	১৮	১৩	৩১	১৭	১৩	৩০
বিলোনীয়া	৫২১	৩২৫	৮৪৬	৫০৪	৩২২	৮২৬	২২০	১১৭	৩৩৭	১৮৫	১১৩	২৯৮
সাবরুম	২০৫	৭০	২৭৫	২০১	৭০	২৭১	৪৯	২০	৬৯	৪৩	১৯	৬২
সর্ব্ব মোট—	৭,৬১৯	৪,৬৬৬	১২,২৮৫	৬,৬২১	৩,৮১৭	১০,৪৩৮	২,৪০০	১,৩৫৬	৩,৭৫৬	২,১০৪	১,২৮৫	৩,৩৮৯

দ্রষ্টব্য : ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী, ঐ শ্রেণীগুলিতে ভর্তি হইতে ইচ্ছুক আবেদনকারী এবং ভর্তি হইয়াছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তারতম্যের জন্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী :—

(১) অনেক ক্ষেত্রেই একই ছাত্র/ছাত্রী একাধিক স্কুলে ভর্ত্তির জন্য আবেন করিয়াছিল।

(২) ১৯৭১ সনে ও তৎপূর্ব্বে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্রছাত্রী এই বছর ভর্ত্তির জন্য আবেদন করিয়াছিল।

(৩) জুনিয়র হাই স্কুল হইতে আগত ছাত্রছাত্রীদেরও এই বিবরণীতে দেখানো হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 359

By Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া এন. সি. আই. হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বোর্ডিং হাউসে ৩০ জন ছাত্রের থাকিবার ব্যবস্থা থাকিলেও মাত্র ২৫ জনকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং ৫টি সিট খালি পড়িয়া আছে এ সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কিনা ?

২) ১৯৭৩ শিক্ষাবর্ষে মোট কতজন ছাত্র ঐ বোর্ডিং এ থাকিবার সুযোগ প্রার্থনা করিয়াছিল ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ২৮ জন ছাত্র ১৯৭৩ইং শিক্ষাবর্ষে বোর্ডিং হাউসে ভর্ত্তির সুযোগ প্রার্থনা করিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৫ জন নূতন ছাত্রকে বোর্ডিং হাউসে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ব বৎসরের ১০ জন ছাত্র বোর্ডিং এ থাকিয়া পড়াশুনা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। গত জুলাই ১৯৭৩ সনে আরও ৫ জন ছাত্র বোর্ডিংএ থাকিয়া যাহাতে পড়াশুনা করিতে পারে সেই ব্যবস্থা সরকার হইতে মঞ্জুর করা হয়। এই ৫ জনের জায়গায় যথোপযুক্ত ছাত্রদের ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 183

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এর জুলাই পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন মহকুমায় মোট কতটি ডাকাতি ও নরহত্যা ঘটেছে এবং আত্মহত্যা বা পুলিশের হাতে মৃত্যু ঘটেছে তার হিসাব ; এবং

২) এই সংখ্যা বেশী হয়ে থাকলে তার কারণ।

উত্তর

১ ও ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 529

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ১লা জানুয়ারী ১৯৭৩ইং হইতে ১৫ই আগষ্ট সময় মধ্যে কত লিটার কেরোসিন আমদানী করা হইয়াছে ?

২) মহকুমা ভিত্তিক সরবরাহের হিসাব।

উত্তর

১) ৯,১৮৬ কিলো লিটার।

২) মহকুমা ভিত্তিক সরবরাহের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১)	ধর্মনগর—	১০৯৩ কিলো লিটার।
২)	কৈলাসহর—	৭০১ ,, ,,
৩)	কমলপুর—	৪৬১ ,, ,,
৪)	খোয়াই—	৭৭৪ ,, ,,
৫)	সদর —	৩৮২৩ ,, ,,
৬)	সোনামুড়া—	৩৮৫ ,, ,,
৭)	উদয়পুর—	৪৯০ ,, ,,
৮)	অমরপুর—	৩৯৬ ,, ,,
৯)	বিলোনীয়া—	৭৬৯ ,, ,,
১০)	সাবরুম—	২৯২ ,, ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 357 (Postponed)

By—Shri Ajoy Biswas

QUESTION

1) Name of the Govt. and non-govt. agencies by which cement and G. C. I. sheets have been imported to Tripura during 1970-71 and 72 amount of cement, G.C.I. sheets imported by each of them.

ANSWER

Govt. agency—P. W. D.

Quantity of cement imported by P.W.D.—	Quantity of G.C.I. sheet imported by P.W.D.
1970-9,456·650 M.T.	1970-1.3765 MT
1971-4,514·000 ,,	1971-158·0000 MT
1972-4,217·778 ,,	1972—Nil.

Non-govt. agency :—

Statements showing the names of the stockist with quantity of Cement and G.C.I. sheet imported to Tripura by each of them during 1970, 1971 and 1972 are enclosed herewith vide annexure "A" & "B"

2) The total alloted quota of cement and G. C. I. sheets released to each of them during the period.	Cement and G. C. I. sheets released on P. W. D. account—
	Cement— 1970-8,534·00 MT, 1971-14,719·00 ,, 1972- 3,864·00 ,,
	G. C. I. sheets 1970-200·00 MT, 1971-300·00 ,, 1972-200·00 ,,
	There was no quota system in case of private agencies during the period.
3) Whether there is a difference in any case between the quota received the reasons therefor.	Yes. Due to non-availability of railway wagons and delay in despatch, ete. the full quantity of materials were not received during the year involved.

ANNEXURE—A.

STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF CEMENT IMPORTED TO TRIPURA ON STOCKSTS ACCOUNT.

Sl. No.	Name of stockist.	Quantity imported during 1970	Quantity imported during 1971	Quantity imported during 1972
1	2	3	4	5
1.	M/S. Eastern Pibre, Agartala	96·10 MT	47·40 MT	189·30 MT
2.	M/S. H. C. Roy & Co. Agartala.	756·40 ,,	?54·70 ,,	379·80 ,,
3.	M/S. Amar Chandra Chakraborty Agartala	1,826·25 ,,	649·80 ,,	686·58 ,,
4.	M/S. Palash Ch. Paul & Brothers Agartala	1,136·00 ,i	2,130·00 ,,	165·20 ,,
5.	M/S. D. C. Paul Agartala	47·60 ,,	70·00 ,,	260·30 .,
6.	M/S. Atal Behari Saha & Sons Agartala	Nil	Nil	426·25 ,,
7.	M/S. Raj Mohan Saha & others	285·60 MT	165·75 MT	496·45 ,,
8.	M/S. Radha Madhab Jut Agency	Nil	299·25 ,,	589·45 ,,

9.	M/S. P & K. Imarati Bhander Agartala	Nil	Nil	324·40 ,,
10.	M/S. Kalpana Bulders, Udaipur	Nil	Nil	145·80 ,,
11.	M/S. Phani Bhusan Saha, Udaipur	94·85 MT	117·75 MT	118·80 ,,
12.	M/S. Hara Chandra Roy & Co, Dharmanagar	593·75 ,,	436·75 ,,	237·40 ,,
13.	M/S. Narayan Dutta, Dharmanagar	72·35 ,,	47·40 ,,	165·85 ,,
14.	M/S. Biswas Brothers, Dharmanagar	143 50 ,	213·45 ,,	23·65 .,
15.	M/S. United Traders, Dharmanagar	Nil	Nil	213·60 ,,
17.	M/S. Jain Trading, Dharmanagar	134·00 MT	145·25 MT	Nil

ANNEXURE "B"

STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF G.C.I. SHEETS IMPORTED TO TRIPURA ON STOCKISTS ACCOUNT.

Sl. No.	Name of stockists	Quantity imported during 1970	Quantity imported during 1971	Quantity imported during 1972
1	2	3	4	5
1.	M/S. Tripura Paints & Hardware Stores, Agartala.	95·55 MT	128·57 MT	177·36 MT
2.	M/S. Sujit Banik, Agartala	Nil	Nil	45·48 MT
3.	,, Steel & Iron Trading Syndicate, Agartala	91·92 MT	Nil	75·00 MT
4.	M/S. Steel and Crafts Agartala	67·70 MT	86·34 MT	Nil
5.	M/S. Amar Chakraborty Agartala	152·20 MT	Nil	Nil
6,	M/S. Jain Trading Dharmanagar	20·90 MT	Nil	Nil

UNSTARRED QUESTION NO. 90.

By **Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Total amount of Foodgrains (Rice & Wheat) imported by the Govt. from outside Tripura during 1972 and 1973 (upto June) and a month wise breakup of this amount ;

2. Whether this amount was less then requisitioned by the Government ;

3. If so, how much less in which month ?

ANSWERS

	Rice (in MT)	Wheat (in MT)
1. Import during 1972	14,237	2,123
Import during 1973 (upto June)	22,505	15,000

Monthwise breakup of import

Month	1972 Rice	1972 Wheat	1973 Rice	1973 Wheat
	(in MT)		(in MT)	
January	2,747	455	1,000	—
February	1,490	—	2,000	1,000
March	—	—	4,505	1,000
April	—	—	6,000	2,000
May	—	—	5,000	6,000
June	—	—	4,000	5,000
July	—	—	—	—
August	—	—	—	—
September	4,000	—	—	—
October	2,000	—	—	—
November	2,000	668	—	—
December	2,000	1,000	—	—

Note :—Most of the allotments for March-June 1973 were received from FCI godowns in Tripura.

2. Yes.

3.

Month	1973 Rice: Indent places with Govt. of India	Rice: Allotment made against Indents by Government of India	Rice: Short fall.	Wheat: Indent place with Govt. of India	Wheat: Allotment made against Indents by Govt. India	Wheat: Short fall.
	(FIGURES IN MT)					
January	4,00C	2,000	2,000	2,000	—	2,000
February	5,000	2,000	3,000	2,000	1,000	1,000
March	6,000	3,000	3,000	2,000	1,000	1,000
April	5,000	6,000	(Excess)	2,000	2,000	—
May	6,000	5,000	1,000	4,000	6,000	(Excess)
June	6,000	4,000	2.000	5,000	5,000	—

UNSTARRED QUESTION NO. 44.

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ৩০শে জুন সময়ের মধ্যে সিমেন্ট মিল কর্ত্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ডিলার ব্যতীত কোন ফার্ম ত্রিপুরা সরকারের সুপারিশমূলে কোন সিমেন্ট মিল হইতে সরাসরী ওয়াগণ /এলট করাইয়া ত্রিপুরায় সিমেন্ট আনিয়াছেন কি না ?

২। যদি আনিয়া থাকে তবে আনয়নকারী ফার্ম্মসমূহের নাম এবং কোন ফার্ম কোন মাসে কত পরিমাণ সিমেন্ট আনিয়াছেন তাহার বিবরণ :

৩। কোন বিশেষ কাজের জন্য ঐ সিমেন্ট আনয়ন করিয়া থাকিলে ঐ কাজের নাম এবং উক্ত কাজে এ সিমেন্ট ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। হাঁ।

	ফার্মের নাম	আমদানীর পরিমাণ	কোন মাসে আমদানী হইয়াছে
২।	মেসার্স সোনালী	১,৮৯৪ বস্তা	এপ্রিল ১৯৭৩
৩।	৪৮ আখাউড়া রোড আগরতলা।	১,৪১৪ ,,	মে ১৯৭৩

আগরতলা. ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক নির্মাণ করার জন্য উক্ত সিমেন্ট আমদানী করা হইয়াছে, যতদূর সম্ভব জানা গিয়াছে যে, উক্ত কাজের জন্য সিমেন্ট ব্যবহৃত হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday September, 18,1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building (Ujjwyanta Palace), Agartala on Tuesday, the 18th September, 1973 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker, Shri Manindra Lal Bhowmik, in the Chair, Chief Minister, four Ministers, two Deputy Ministers, Deputy Speaker and 43 Members.

Mr. Speaker :— To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question—Shri Samar Choudhury.

Shri Samar Choudhury :--Short Notice Question No. 677.

Shri Sukhamoy Sengupta—Question No. 677.

প্রশ্ন

১। গত ২৪শে আগষ্ট কৈলাসহর গোলকপুর চা বাগানের শ্রমিক নেতা গণেশ গৌড়কে হত্যার চক্রান্ত হয়েছিল বলে কোন রিপোর্ট সরকার পেয়েছেন কি :

২। যদি পেয়ে থাকেন, ঐ সম্পর্কে আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। গণেশ গৌড় তার জীবন বিপন্ন উল্লেখ করিয়া এস, ডি, ও, কৈলাশহর সমীপে একখানা দরখাস্ত শান্তিরক্ষার জন্য পেশ করিয়াছে।

২। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তবে পুলিশ তদন্তক্রমে দরখাস্তকারীর নিরাপত্তার আইনসঙ্গত সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে গণেশ গৌড় ঐ বাগানের একজন ছাটাই শ্রমিক এবং তার কেস লেবার কোর্টে রয়েছে এবং তার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ম্যানেজার তাকে হত্যার চক্রান্ত করে, এই রকম কোন রিপোর্ট পেয়েছেন কিনা তিনি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি শ্রমিক ছিলেন এবং তাকে ছাটাই করার জন্য সেই ডিসপুট লেবার ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল তার জন্য তাকে মারবার ষড়যন্ত্র করেছে কিনা এই রকম কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নাই। একটা যে দরখাস্ত গৌড় করেছে সেই দরখাস্ততে তার জীবন বিপন্ন বলে জানিয়েছে। যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ২৪ তারিখে বোধ হয় মৌখিক বা লিখিত কোন রিপোর্ট এস, ডি, ও'র কাছে দিয়েছে। তবে থানাতে যে রিপোর্ট করেছে তাতে দেখা যায় যে ১লা তারিখে বোধ হয় রিপোর্ট করেছে। এবং তারপর সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং তার বোধ হয় জমি দখল নিয়ে একটা ব্যাপার ছিল এবং যেহেতু ছাটাই হয়ে গেছে এবং বাগানে কাজ

করেন না সেইহেতু তিনি বে-আইনীভাবে কোন জায়গা দখল করেছিলেন। হয়ত সেখান থেকে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল এবং তিনি দখল নিতে গিয়েছিলেন এবং তাকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই। সেজন্যই তিনি রিপোর্ট করেছেন, তার জীবন বিপন্ন। যাই হোক সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে কোন পক্ষই যাতে সেখানে যেতে না পারে। সেজন্য ১৪৫ দেওয়া হয়েছে যাতে তার উপর কোনরকম হামলা না ঘটে সেজন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কি যে তার স্ত্রীকে জোর করে বাগান থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই রকম কোন রিপোর্ট তিনি বা তার স্ত্রী করেন নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে কোন শ্রমিককে তিনি হাইকোর্টে জেতবার পর তার কেস যদি লেবার কোর্টে যায় তাহলে তাকে ছাঁটাই শ্রমিক বলে গ্রাহ্য করা যায় কিনা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজেই বলেছেন যে তিনি ছাঁটাই শ্রমিক এবং সেই হিসাবে জমিতে বে-আইনী দখল করতে গিয়েছিলেন। আমি জানতে চাই যে যদি কোন শ্রমিকের মামলা কোর্টে থাকে তাহলে তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করাটা কি বে-আইনী নয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই জমিটা তার দখলে ছিল কিনা সেটাই ডিস্‌পুট। সেখানে যদি মালিক পক্ষের জমি হয়ে থাকে তাহলে সেখানে যদি কেউ দখল করতে চায় মালিক পক্ষের সেই অধিকার রয়েছে তাকে বাধা দেওয়ার।

শ্রীসমর চৌধুরী :— গণেশ গোঁড় যে আবেদন করেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এখানে সেখানে গণেশ গোঁড় কার কার কাছ থেকে তার জীবন বিপন্ন বলেছে তাদের নাম জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যাদের নাম করেছে তাদের উপর নোটিশ জারী করা হয়েছে যাতে তারা এই ধরণের কার্য্যকলাপ থেকে বিরত থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যাদের নাম করা হয়েছে তাদের মধ্যে মানেজারের নাম অন্তর্ভূক্ত কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— তাতে ম্যানেজারের নাম আছে কিনা জানা যায় নি। তবে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ম্যানেজারের লোক বলে কথিত দু'একজনের নাম আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৩৫।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৩৫।

QUESTIONS & ANSWERS

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কসমূহের শাখাগুলি হইতে কৃষকদের ঋণ দিয়া সেই সংবাদ সরকারকে সরবরাহ করা হয় কিনা ?

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হইলে কোন্ ব্যাঙ্কের কোন্ শাখা হইতে কত টাকা ঋণ কতজন কৃষককে দেওয়ার সরকারের কাছে আছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কসমূহের শাখাগুলি কৃষকদিগকে ঋণদান সংবাদ নিয়মিতভাবে সরকারকে জানাইতে বাধ্য নয়।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এখানে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন আমি বলিনি। আমি বলেছি জানায় কিনা। এখানে যে ঋণ দেওয়া হয় সেই সংবাদ সব জায়গাতে গভর্ণমেন্টকে জানানো হয়। এখানে জানানো হয় কিনা আমি জানতে চেয়েছিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ব্যাংক এটা সরবরাহ করলেও পারে, না করলেও পারে। আমরা যদি জানতে চাই, তাহলে তারা মাঝে মধ্যে আমাদেরকে জানায়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই রকম কোন সংবাদ নিয়েছেন কি যে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত ব্যাংকগুলি আছে তারা কৃষকদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করে থাকেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা ৩০-৬-৭২ এবং ৩০-৬-৭৩ ইং পর্য্যন্ত তারা কতগুলি ঋণ দিয়েছেন, সেগুলি জানতে চেয়েছিলাম এবং তারা মোটামুটি ভাবে সেটা আমাদেরকে জানিয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তারা যদি জানিয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে জানাতে অসুবিধাটা কোথায় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা জানলে মাননীয় সদস্যরাও জানতে পারেন, তাতে দোষের কোন কিছু নেই। তবে আপনি জানতে চেয়েছেন আমাদেরকে সরবরাহ করা হয় কিনা, তার উত্তর দিতে গিয়ে আমি বলেছি যে তারা আমাদেরকে এই সব সরবরাহ করতে বাধ্য নন। ব্যাংক থেকে আমাদেরকে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

		31-12-72		30-6-73	
		No. of persons	In lakh Rs.	No. of persons	In lakh Rs.
1.	Small & Marginal Farmers	527	R. 0.95	935	Rs. 3.17
2.	Other agriculturists	336	2.56	1335	6.12
3.	Small Scale Industries	23	5.03	20	4.64
4.	Transport Operators	66	14.13	71	12.98
5.	Other profession & self employed persons	315	32.02	517	21.57

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন্ কোন্ ব্যাংক এই ঋণ দিয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমাদের এখানে দুইটি ব্যাংকই আছে, একটা হচ্ছে ইউনাটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইউনাটেড কমার্শিয়েল ব্যাংক। এই দুইটি ব্যাংকই ঋণ দিয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে ব্যাংক থেকে যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, যে হিসাবটা আপনি এখানে দিলেন, তার মধ্যে কৃষকদের কত পার্সেন্ট আর অন্যান্যদের কত পার্সেন্ট ?

শ্রীদেবেন্দ্র. কিশোর চৌধুরী — আমি তো প্রত্যেকটিরই আইটেম-ওয়াইজ হিসাব দিয়েছি। কাকে কতটা দেওয়া হয়েছে সে তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি যে ত্রিপুরাতে এই সমস্ত ব্যাংক থেকে নন-এগ্রিকালচারিষ্টদের বেশী করে লোন দেওয়া হচ্ছে এবং সেই লোনের টাকা তারা সাধারণতঃ ব্লেক মার্কেটে ইউজ করে থাকে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা সেই সব খবর রাখি না। এর সংগে যদি মাননীয় সদস্যদের যোগাযোগ থাকে, এবং আমাদেরকে যদি একটা লিষ্ট দেওয়া হয়, তাহলে আমরা সেটা পেতে পারি ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই যে ট্রেন্সপোর্টের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেই ট্রেন্সপোর্ট যেমন খোয়াইর কথা আমি বলছি সেগুলির অধিকাংশই বর্ডারে ব্লেক করবার জন্য ইউজ করা হচ্ছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ব্যাংক থেকে যখন তাদেরকে ঋণ দেওয়া হয়েছে তখন ব্যাংক সেটিস্‌ফাই হয়েই দিয়েছে। কাজেই এই রকম কোন খবর আমাদের কাছে নাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ব্যাংক যে ঋণ দিয়েছে তার মধ্যে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের সংখ্যা কত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ব্যাংক থেকে কৃষকদের যে ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে আপনি বলছেন সেই সম্পর্কে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে কোন সহ-যোগীতা পাচ্ছে না বলে কোন অভিযোগ করেছেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এই রকম কোন অভিযোগ আমাদের কাছে এসে পৌছায় নি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সোনামুড়াতে ইউনাটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার যে শাখা আছে, সেখান থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে যথেষ্ট পরিমাণ সার ও অন্যান্য জিনিষ পত্র সরকার থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে তারা কৃষকদের ঋণ দিতে পারছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সার এবং ম্যানুরের বাবতে ব্যাংক থেকে যে ঋণ দেওয়া হয়, সেটা ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসারের সংগে যোগাযোগ করেই দেওয়া হয়। এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এই সমস্ত জিনিষপত্রগুলি সাপ্লাই করে থাকে। কাজেই এই সম্পর্কে কিছু জানতে হলে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সোনামুড়া বি. ডি. ও. অফিস থেকে বিভিন্ন এলাকার ডি. এল. ডবলিউদের চাহিদামত স্প্রে মেসিনের জন্য যে রিকুইজিশান দেওয়া হয়েছিল, সেই মত একটি স্প্রে মেসিনও দেওয়া হয়নি বলে ব্যাংক থেকে ঋণ দিতে অসুবিধা হচ্ছে বলে তারা যে অভিযোগ করেছে, সেটা আপনি জানেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রশ্ন করে অন্য সমস্ত ডিপার্টমেন্টের খবরাখবর পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আলাদা প্রশ্ন করুন, তাহলেই জানতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা স্বীকার করবেন কি যে ব্যাংক থেকে যে টাকা দেওয়া হয় তখন কতগুলি কৃষি উৎপাদনে সাহায্য করবার জন্য জিনিষপত্র কেনার জন্য দেওয়া হয় এবং সেই সমস্ত জিনিষগুলির মধ্যে গভর্ণমেন্টকে অনেকগুলি সরবরাহ করতে হয় এবং এই সরবরাহ যদি তারা সময় মত না করেন তাহলে কৃষকেরা ঠিক সময় ব্যাংক থেকে ঋণ পান না এই যে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে কৃষকদের অসুবিধা হচ্ছে, এগুলি দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ— আমি বলেছি যে জনসাধারণ যাতে ঠিকভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারে তার জন্য আমরা অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছি। তবে যদি কোথাও কোন রকমের অসুবিধা হয়ে থাকে তাদের খোঁজ নিয়ে আমরা সেটা জানতে পারব যে সেখানে আদৌ কোন অসুবিধা আছে কিনা। আর ঠিকমত জিনিষপত্র সাপ্লাই করা হয় না, এটাও ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হলে জানতে পারব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার কো-অপারেটিভ ব্যাংকের রিভিয়ু নোটের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কিনা, যেখানে তারা বলেছে যে পাম্পিং সেটের জন্য ব্লককে টাকা না দিয়ে পাবলিককে দেওয়া হয়েছে এবং যার ফলে সেই পাম্পিং সেট আদৌ কেনা হয়েছে কিনা, সেই সম্পর্কে তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, এই প্রশ্নের সংগে এটার কোন যোগাযোগ আছে কিনা, আপনিই চিন্তা করে দেখুন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, ব্লককে টাকা দেওয়া হয় না এবং ব্লক থেকে জিনিষপত্র পাওয়া যায় না। পাবলিককে টাকা দেওয়া এবং গভর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে কো-অপারেটিভের শরিক, কেন না তারা পার্টি করার জন্য টাকা দিচ্ছেন অথচ সেখানে পাম্পিং সেটা কেনা হচ্ছে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— যদি কৃষকদের টাকা দিলে আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়ে এবং সেই সমস্ত কৃষককে নিয়ে আমরা পার্টি করি তাহলে আমরা সেই পার্টিই করব।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গত খরার পর যারা কৃষক তারা হালের গরু, বীজ ধান ইত্যাদি কিনার জন্য কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছিল তাদের সেই সব দরখাস্ত এখনও হাজারে হাজারে পড়ে আছে, তারা ব্যাংক থেকে কোন কৃষি ঋণই পাচ্ছে না ফলে বহু জমি এখন পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। কাজেই কৃষকেরা ঋণ না পাওয়ার জন্য সরকার দায়ী কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা কোন সাপলিমেন্টারীই হতে পারে ?

Shri Nripendra Chakraborty :— Starred Question No. 84,

Shri Manoranjan Nath :— Starred Question No, 84, Sir,

Question.

1. Whether the criminal aud undertrial prisoners are kept in lock up in day time for a long period in the Jail and Sub-Jail of Tripura ;
2. If so, reasens thereof ;
3. If the Jail Code will be revised and amended with refermatory out lock ?

Answer.

1. No.
2. Dees not arise,
3. Revision of Jail Code in general is under active consideration of the Govt.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বর্তমানে যে জেইল কোড আছে সেই জেইল কোডে ক'টা থেকে ক'টা পর্য্যন্ত আণ্ডার ট্রায়েলদের লক্ আপে রাখা হয় (ইন্টারাপশান) স্যার, উনি বলেছেন যে জেইল কোড সংশোধন করা হবে তখন এটা সম্পর্কে আলাদা ভাবে করা হবে। আমি বলছি যে বর্তমানে তো একটা জেইল কোড আছে না নেই—বর্তমানে যে জেইল কোড আছে সেই জেইল কোড অনুসারে বিভিন্ন সাব-জেইল বা জেইলে আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনার্সদের অথবা যারা ট্রায়েল্ড হয়েছে তাদের ক'টা থেকে ক'টা পর্য্যন্ত লক আপে রাখা হয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার মনে হয় এই কোয়েশ্চানটা সেপারেট কোয়েশ্চান তার কারণ অনেকগুলি ধারা আছে সুতরাং এটা এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী .—স্যার, আমার কোয়েশ্চানটা আমি পড়ে দিচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি অর্থ না বুঝে থাকেন তাহলে আমি বাংলা করে দিতে পারি—"Whether the criminal and under trial prisoners afe kept in lock-up in day time for a long period in the Jail and Sub-jail of Tripura"—দিনের বেলায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যারা শাস্তি প্রাপ্ত অথবা আণ্ডার ট্রায়েল কয়েদি তাদের লক আপে রাখা হয়—'লক আপ' মানে তালা বন্ধ করে আটক রাখা হয় কি না ? আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে বর্তমানে যে জেইল কোড আছে তাতে ক'টা থেকে ক'টা লক আপে রাখা হয় এটা কি সাপ্লিমেন্টারী হতে পারে না তবে আর সাপ্লিমেন্টারী কি হতে……

মিঃ স্পীকার :—এটা হতে পারে……

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পারে আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি। If he is not prepared he must say যে আমি prepared নই …

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বোধ হয় মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর ঠিকমত সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নটা বুঝতে পারেন নি সে জন্যই উত্তর দিতে অসুবিধা হয়েছে। তিনি উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীমনো রঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বেংগল জেইল কোডে জেইলের আসামীদের দিনের বেলায় কতক্ষণ লক আপের বাইরে থাকবে তার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বিধান নাই। কিন্তু ৯২২-র দ্বিতীয় ধারার প্রকাশ আছে যে জেইলের কর্তৃপক্ষ কোন বিশেষ বিচারাধীন আসামীকে স্বাস্থ্যের কারণে প্রতিদিন সকাল এবং বৈকালে এক ঘন্টার জন্য পায়ে হাঁটার অনুমতি দিতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে ১২ ঘন্টা ধরলাম দিনের বেলা—ডে টাইম। সেই ১২ ঘন্টার মধ্যে ২ ঘন্টা বাদ দিলে ১০ ঘন্টা লক আপে রাখা হয় এটা মাননীয় মন্ত্রী মানেন কি না ?

শ্রীমনো রঞ্জন নাথ :—এমন কোন খবর আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে আপনি অসত্য জবাব দিয়েছেন—ডে টাইমে রাখা হয় না—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে খোয়াই সাব-জেইলে ১২ ঘন্টার মধ্যে কম পক্ষে ৯/১০ ঘন্টা লক আপে রাখা হয় এটা সত্যি কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যা বলছেন সেটা কি আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনার্স'দের না কনভিক্টেড প্রিজনার্স'দের সম্পর্কে আমি এই কথা বুঝতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনার্স'দের ক' ঘন্টা আর ক্রীমিন্যালসদের ক'ঘন্টা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পূর্বাহ্নেই বলেছি যে ৯২২-এর তৃতীয় ধারায় প্রকাশ আছে যে জেইল কর্তৃপক্ষ কোন বিশেষ বিচারাধীন আসামীকে স্বাস্থ্যের কারণে প্রতিদিন সকাল এবং বৈকালে এক ঘন্টার জন্য পায়ে হাঁটার অনুমতি দিতে পারে। কয়েদী গণকে দিনের বেলায় সূর্য্যোদয়ের পর ১১টা থেকে ১-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত তারা নিজ নিজ কাজে বহাল রাখা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনার্স'দের কাজে বহাল রাখা হয় কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, জবাবটা কি হল ? জেইল কোডে আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনার্স'দের কাজে বহাল রাখা হয় (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—তা'তো তিনি বলেছেন না……

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনার্স'দের কতক্ষণ রাখা হয় আর ক্রিমিন্যালদের কতক্ষণ রাখা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে আণ্ডার ট্রায়েলস প্রিজনার্সরাও এই ভাবে চুপ করে বসে থাকতে চায় না উরা ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক সময় চায় আমাদের কাজ দিয়ে রাখা হউক। কারণ জেলখানার মধ্যে স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য তারা নিজেরাই অগ্রণী হয়ে অনেক সময় তারা কাজ করতে চায়।

(ভয়েস সমাজবাদী জেলখানা)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই সমস্ত সাব-জেইলে এবং জেইলে নাবালক আণ্ডার ট্রায়েলদের কোন রকম সেগ্রীগেশান নাই। তাদের আলাদা করে রাখা হয় না এবং

Mr. Speaker :—This should be a separate question.........

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, ডে টাইমে লক আপে রেখে এবং তাদের সমস্ত দিন ক্রীমিন্যালসদের সংগে রেখে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে গুণ্ডা বদমায়েস হওয়ার জন্য সমস্ত সাব-জেইলগুলিতে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি সাব-জেইলগুলিতে সমস্ত জুভিনাইল আছে তাদের ক্রীমিন্যাল তৈরী করার জন্য সেখানে ট্রেনিং সেন্টার খুলে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে—সারাদিন সেখানে তাদের রেখে দেওয়া হয়। আমি নিজে দেখে এসেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটার জবাব দেবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাব-জেইলে জুভিনাইলদের সেপারেট রাখার কোন বিধান নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি তো সেই কথাই বলছি। সমস্ত জুভিনাইলদের সারা দিন ধরে ক্রীমিন্যালসদের সংগে আটকে রেখে ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছে। একটা স্কুলও নাই কিছু নাই। ক্রীমিন্যালস তৈরী করার জন্য ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি কত আণ্ডার ট্রায়েল জুভিনাইনল আছে যারা সারা দিন ধরে আটক পরে থাকে ? (ইন্টারাপশান)

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you are delivering a speech......

Shri Nripendra Chakraborty :—Sir, he does not know his job তিনি কিছুই জানেন না সাব-জেইল সম্পর্কে (ইন্টারাপশান) he is answering the question (interruption) কোন দিন কোন সাব-জেইল ঘুরে দেখেছেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বেংগল জেইল কোডে জুভিনাইল এণ্ডারদের সাব-জেইলে বা জেইলে পৃথক করে রাখার কোন বিধান নাই।

নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, উনি কোন দিন দেখেন নি—কোন সাব-জেইল ঘুরে দেখেছেন কি ? উনি যে জবাব দিচ্ছেন (ইনটারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বাহাদুর আগেই বলেছিলেন যে এই কোডটাকে সংশোধন করার চেষ্টা হচ্ছে এবং যে প্রোবলেমটা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন সেই প্রশ্নটা রয়েছে এটা সত্যি কথা এবং সেটাকে সংশোধন করার চেষ্টা হচ্ছে। যখন এটা সংশোধন করা হবে তখন এটাকে ইনক্লোড করা হবে এবং এটা যে জরুরী প্রশ্ন এটা সত্যি কথা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬১।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৬১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) তেলিয়ামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং	১) আপাততঃ নাই।
২) পরিকল্পনা থাকিলে কবে পর্যন্ত শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শয্যার অভাবে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ইনডোরে রোগীদের ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রয়োজনীয় ষ্টাফের অভাবে রোগীরা ঠিকমত পথ্য পাচ্ছে না, নার্সিং পাচ্ছে না এইরকম নানা ভাবে রোগীদের সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সেইটা মাননীয় মন্ত্রী মশায়ের জানা আছে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়াতে একটা ১০ বেডেড প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে। আমরা ত্রিপুরায় যে সমস্ত জায়গায় ৬ বেডেড হসপিটাল আছে সেইগুলিকে ১০ বেডেড হাসপাতাল করতে চাইছি এবং তারপরে চিন্তা করা যাবে তেলিয়ামুড়াতে করা যাবে কি না।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে, তেলিয়ামুড়াতে যে ১০ বেডেড হাসপাতাল আছে সেইটা তেলিয়ামুড়া ব্লকের কত লোকসংখ্যার জন্য আছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়াতে যে ১০ বেডেড হসপিটাল আছে, আমাদের ত্রিপুরাতে ৫৫ থাউজ্যাণ্ড পপোলেশনের জন্য একটা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে এবং অল ইণ্ডিয়া বেসিসে যা আছে তাতে দেখা যায় ৩২১ লাখ পপোলেশনের জন্য একটা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নাই। আমি মাননীয় মন্ত্রী মশায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তেলিয়ামুড়াতে কত লোকের জন্য এই সিটগুলি আছে ? এইটা মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়াতে কত লোকসংখ্যার জন্য আছে, আমার কাছে এই তথ্য এক্ষণে নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় স্বীকার করেন কি যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের জনসাধারণের প্রয়োজনানুসারেই এই হাসপাতালে যে বেড আছে তা সাফিসিয়েন্ট নয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ত্রিপুরায় যে সমস্ত ৬ বেডেড হসপিটালগুলি আছে তার এ্যাক্সটেনশন করার পরই আমরা তেলিয়ামুড়ার কথা চিন্তা করবো।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় প্রায় পৌনে দুই লাখ লোকের বাস, এই অবস্থায় সরকার এই হাসপাতালের উন্নয়নের ব্যাপারে বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়াতে ২ লাখ লোকের বাস কি না সেইটা আমার জানা নেই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় সদস্য বলতে চাইছেন যে তেলিয়ামুড়াতে একটি মাত্র ১০ বেডেড হাসপাতাল আছে সেখানে রোগী থাকে প্রতিদিন ৩০ জনের উপর এতে পথ্য সরবরাহের এবং নার্সিং-এর যে সুযোগ সুবিধা সেইটা বিপর্যস্ত হয় এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের যে বেশিও আছে সেই বেশিও অনুযায়ীই ষ্টাফ আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেশিও তো আছেই ১০, সেই বেশিও অনুযায়ীই যদি ষ্টাফ দেওয়া হয়, আর সেখানে প্রকৃতপক্ষে ৩০ জন রোগী থাকে, সরকার তার খরচ দিচ্ছেন। কিন্তু ষ্টাফ যদি বাড়িয়ে না দেওয়া হয় তার জন্য সেখানে অসুবিধা হচ্ছে, সেইটার প্রতি সরকার লক্ষ্য রাখবেন কিনা? রোগী চিকিৎসা সেখানে পাচ্ছে কিন্তু ষ্টাফ ঠিকমত পাচ্ছে না অথচ রোগীরা সেখানে ভর্তি হচ্ছে, কাজেই সেখানে ষ্টাফ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এইটা মন্ত্রী মশায় লক্ষ্য করবেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেশন সম্পর্কে কোন অসুবিধা হয় না তাদের। ষ্টাফের শর্টেজ থাকতে পারে যদি এ্যাক্সট্রা পেশেন্ট রাখা হয়। তবে আমরা চিন্তা করে দেখবো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি রেশনের কথা বলি নাই। আমি বলেছি তাদের ষ্টাফের অভাব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় তো বলেছেন যে ষ্টাফ সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিবেচনা কোনটা সম্পর্কে করা হচ্ছে এই যে থাকার অভাব সেইটাকে অতি তাড়াতাড়ি সেইটার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিবেচনা করছেন না কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে আমরা ত্রিপুরাতে যে সমস্ত ৬ বেডেড হসপিটালগুলি আছে সেইগুলিকে ১০ বেডেড করার পর চিন্তা করবো। আর ষ্টাফ সম্পর্কে বলেছি যে চিন্তা করে দেখা হবে।

শ্রী বি, দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ১০ বেডেড হসপিটাল, সেখানে পেশেনট ভর্তি হচ্ছে প্রতিদিন ২৫-৩০ জন, তারা কি সিট পাচ্ছে কি না, ঔষধ পত্র পাচ্ছে কি না, চিকিৎসা পাচ্ছে কি না, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে মন্ত্রীবাহাদুর জবাব দিয়েছেন যে অল ইণ্ডিয়া প্যেটার্ণ যা আছে তার তুলনায় আমরা এখানে অনেকটা এগিয়ে আছি। কিন্তু হয়তো সেইটা একটুখানি রেশনেলাইজ করার দরকার হতে পারে পপুলেশনের বেসিসে। যেখানে ১০ শয্যা আছে সেখানে বিশ শয্যা করতে হতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেইটা একটু ভাল করে না দেখে, যেখানে ৬ বেডেড হসপিটাল আছে সেগুলিকে একই [illegible]

১০ বেডেড আছে সেখানেও একই প্রশ্ন, যেখানে ২০০ বেডেড আছে সেখানেও একই প্রশ্ন। কাজেই সেইটাকে রেশনালাইজ করার একটা পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি এবং তারপর বলতে পারবো যে এইটাকে ১০ থেকে ২০ বেডেড করতে পারবো কি পারবো না। এতে এখানকার যে এ্যারেঞ্জমেন্ট আছে যদি ২৫/৩০ হয়ে থাকে তার জন্য ডায়েট কিংবা নার্সিং এর কিংবা ঔষধপত্রের কোন অসুবিধা হয় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৮।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরের মধ্যে অমরপুর মহকুমার কতজন চাকুরী হইতে ছাঁটাই হয়েছেন তার হিসাব।	১) ৬ (ছয়) জন।
২) ইহা কি সত্য সরকার ত্রাণ বিভাগের কর্মীদিগকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন ?	২) অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে ত্রাণ বিভাগের কর্মীদিগকে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র হইতে সুপারিশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সরকারী নিদ্দেশ আছে।
৩) ২নং প্রশ্নের উত্তর সত্য হইলে অমরপুরের ছাঁটাই ত্রাণ কর্মীদের একজনের ও চাকুরী না হওয়ার কারণ কি ?	৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় তাহলে কি বলতে চান যে এই যে ৬ জন ছাটাই হয়েছে তাদের মধ্যে যাদের চাকুরী হয়নি বিগত দিনের মধ্যে ত্রিপুরাতে যাদের চাকুরী হয়েছে তাদের অবস্থা এই ৬ জনের অবস্থার চেয়ে খারাপ কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশায়কে আমি অনুরোধ করবো যে রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ৬ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে তারা চাকুরী পাবে কি পাবে না, সেইটা ম্যানপাওয়ার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ম্যানপাওয়ার ডিপার্টমেন্ট যে সিলেক্ট করে সেইটা কিসের ভিত্তিতে করেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ম্যানপাওয়ার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাদের কি আইনকানুন বা রীতিনীতি আছে সবই জানানো যাবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ম্যানপাওয়ার ডিপার্টমেন্ট আজকে তাদের ইচ্ছামত কর্ম বিনিয়োগ করছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেইটা সম্পর্কে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করবেন কি না যে উনার ডিপার্ট-মেন্ট থেকে ৬ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের যে চাকুরী হয় নি সেই সম্পর্কে উনার কি খোঁজ খবর নেওয়ার দরকার আছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে যাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে তাদেরকে যাতে সমস্ত বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কে যতটুকু করার প্রয়োজন তা করা হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—আপনারা সুপারিশ করেছেন কিন্তু ওটা কতটুকু করা হয়েছে সেইটা আমরা জানতে চাই। আজকে অমরপুর সাবডিভিশনের যে ৬ জনকে ছাঁটাই করা হলো তাদের মধ্যে কেন একজনেরও চাকুরী হলো না ? তারা চাকুরী পাওয়ার উপযুক্ত নয় না কি ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা যেহেতু রিলিফ ডিপার্ট-মেন্টে চাকুরী করেছে এবং ইতিমধ্যে ছাঁটাইও হয়েছে সেইটা কিন্তু অমরপুর, সাবরুম বা বিলোনীয়া হিসাবে হয় নি। এইটা সম্পূর্ণভাবে রিলিফ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার, আমরা এক সংগে খুতিয়ে দেখছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে রিলিফ ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হওয়ার পর থেকে কত লোকের চাকুরী হয়েছে এবং তার মধ্যে অমরপুরের লোক কতজন এবং আগরতলার লোক কতজন ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলেভেন্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে রিলিফ ডিপার্টমেনটের যারা এই ৬ জন চাকুরী পেলেন না তারা কি কি যোগ্যতার অভাবে চাকুরী পেলেন না এই পিরিওডের মধ্যে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিলিফ ডিপার্টমেন্টের কাজ এখন ফুরিয়ে গেছে কাজেই রিলিফ ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। এখন চাকুরী দেওয়ার জন্য রিলিফ ডিপার্টমেন্ট দায়ী নয়। সেখানে ব্যবস্থা আছে, উনি যদি জানতে চান পরে জানানো যাবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমার প্রশ্ন তা নয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই পিরিওডের মধ্যে অনেক রিক্রুইটমেন্ট হয়েছে এবং অনেক লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং এই ৬ জন তার মধ্যে পড়লো না কেন ? এইটা মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি না ? হাউসে অ্যাস্যুরেন্স দিয়েছেন তারা যে এদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এই হাউসে অ্যাস্যুরেন্স দেওয়া সত্ত্বেও অমপুরের এত লোকের চাকুরী হওয়া সত্ত্বেও এই ছয় জনের চাকুরী হলো না কেন ? মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি, কি যোগ্যতার অভাবে এত ছেলেকে রিক্রুইট করার সময়েতে এদের কথাটা বিবেচনা করা হলো না। In spite of the fact is that casual assurances had been given in the House ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন রিলিফ ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী। অমরপুর, উদয়পুর ইত্যাদি বলে তাদের বিবেচনা করা হয় না, রিলিফ ডিপার্টমেন্টের কর্মচারা বলে ট্রীট করা হয়। ছাটাই'এর প্রশ্ন এখানে আসে না। কারণ তাদের কাজে যখন নেওয়া হয়, তাদের জানা আছে যে তারপর তাদের কাজ থাকবে না। কাজ ফুরিয়ে গেলে তাদের চলে যেতে হবে। মন্ত্রী বাহাদুর নিজে বলেছেন যে রিলিফ ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী হিসাবে তাদের ট্রীট করা হচ্ছে। রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা অবসর হয়ে গেছেন, যারা চাকুরী চায়, আমাদের কাছে এখন কাজ নেই, যখন কোন কাজ খালি হবে, অন্যান্যদের সংগে তাদের ও যাতে কাজ হয়, সেইজন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেইদিক থেকে আমার মনে হয় না এর উপ ফার্দার কোন সাপ্লিমেন্টারীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে বলেছিলেন যে সমস্ত সাব-ডিভিশান সমান ভাবে দেখা হবে। কিন্তু অমরপুরের ক্ষেত্রে তা দেখা হচ্ছে না। মন্ত্রী বাহাদুর কি বলতে চান যে কোন জেলায়ই রিলিফ ডিপার্টমেন্ট'এর কর্মচারীর চাকুরী হয়নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাই আমি বলেছি ছাঁটাই যখন করা হয়েছে, অমরপুরের কর্মচারী বা বিলোনীয়ার কর্মচারী বা আগরতলার কর্মচারী হিসাবে করা হয়নি।, রিলিফের কর্মচারী হিসাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। তাদের যাতে অন্যান্য কাজে প্রেফারেন্স পাওয়া যায় তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অমরপুর হিসাবে আমরা আলাদা কোন হিসাব রাখি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—রিলিফে যে রিট্রেন্সড কর্মচারী ছিল, তাদের মধ্যে কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমাদের জানামত রিট্রেন্সড ষ্টাফ বলে কিছু নেই। তাদের কাজ ফুরিয়ে যাওয়ায়, কাজ থেকে অবসর হয়ে গেছে। তাদের আমরা রিট্রেন্সড ষ্টাফ বলে মানতে পারি না। কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার পর তাদের কিছু লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং বাকী সবাইকে চাকুরী দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—রিলিফ ডিপার্টমেন্টে কতজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমাদের লোকের ছাটাই হয়নি। ওদের টেম্পোরারী এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। তারা সেখানে জেনেই এসেছে যে এক বছর, ছয় মাস কাজ করার পর তাদের চলে যেতে হবে। যেহেতু একবার চাকুরী পেয়েছিল, আবার যাতে তারা তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারে, তার জন্য সরকার সচেষ্ট এবং তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—একদিনের জন্য চাকুরী দেওয়া হয়েছিল কতজনকে এবং তার মধ্যে কতজন চলে গেছে তা তিনি জানাবেন কি ?

শ্রী[illegible] :—সঠিক সংখ্যা বলতে পারছি না।

শ্রী[illegible] :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা স্বীকার করবেন কি যে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের তুলনায় অনবরত অভুক্ত থেকে সর্বক্ষেত্রে সেখানকার লোক ডিপ্রাইভড্ হচ্ছে তারই একটা নজীর এই রিলিফ ডিপার্টমেন্ট'এর ব্যাপারে আমি তুলে ধরেছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা রিলিফ ডিপার্টমেন্টের প্রশ্নের আওতায় আসে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৩ স্যার,

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৩।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার ভেজাল খাদ্য ও দূষিত পানীয় জল পরীক্ষার জন্য সরকারের কোন দপ্তর আছে কি ;

২) যদি থাকে তবে ঐ দপ্তর ১৯৭২ এবং ১৯৭৩'এর ৩১শে জুলাই পর্যন্ত মোট কতটি ভেজাল দ্রব্য পরীক্ষা করেছেন ;

৩) এবং ভেজাল পাইয়া থাকিলে কত ক্ষেত্রে ভেজালকারীদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) উক্ত সময়ে কোন ভেজাল দ্রব্য পরীক্ষা করা হয় না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী চন্দ্রশেখর দত্ত :—উনি দুই নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন কোন ভেজাল দ্রব্য পরীক্ষা করা হয় নাই। আমরা জানতে চাই এই রকম ভেজাল কেস কি উনাদের দপ্তরে আসেনি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঐ সময়ে আমাদের ডিপার্টমেন্ট সেখানে প্যাবলিক এনালিস্ট ছিল না, কোন স্যাম্পল কালেকশান হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ঐ সময়ের মধ্যে পানীয় জল বিশেষ করে আগরতলার সাপ্লায়ের দূষিত জল ইত্যাদির রিপোর্ট মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে গিয়েছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— এই তথ্য আমার কাছে নেই। নোটিশ ডিম্যাণ্ড করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই তথ্য উনার কাছে নেই। এই ছাত্রদের মধ্যে আগরতলা পানীয় জল দূষিত হওয়া ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনেক রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা এবং বোতলে করে জলও এনে দেখান হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন কোন তথ্য এখন নেই আমার কাছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, গত সেশনের সময়েতে আমি খোয়াই রেশন সপের ভেজাল মিশ্রিত আটা এবং আগরতলার রাস্তার তেল বোতলে করে এনে দিয়েছিলাম; সেইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে কিনা আজ পর্য্যন্ত এবং ভেজাল পেয়েছেন কিনা, পেয়ে থাকিলে ভেজালকারীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে ঐ সময়ের মধ্যে—যে ভেজাল এখানে দেওয়া হয়েছে (১৯৭২-৭৩ ইং) সেই সময়ে আমাদের কোন এ্যানালিষ্ট ছিল না পাবলিক হেল্থ লেবরেটারীতে, ইদানীং ফাস্ট' সেপ্টেম্বর থেকে পাবলিক এ্যানালিষ্ট নিয়োগ করেছি, এবং স্যাম্পল কালেক্শানের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাঁরা এই হাউসের সামনে বলেছেন যে ভেজাল জিনিষ পেলে তাঁরা কলিকাতায় গিয়ে পরীক্ষা করেন, এই ব্যবস্থা তাঁদের আছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সেই কনট্রাক্ট ১৯৭১ ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে ছিল। তারপর আমাদের পাবলিক হেল্থ লেবরেটারী করব, পাবলিক এ্যানালিষ্ট নিয়োগ করব এই চিন্তাধারা নিয়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের নিকট এক বৎসর বা এই রকম একটা টার্মের জন্য চিঠিপত্র লেখা হয়েছে, কিন্তু তিন বৎসরের কম তাঁরা কনট্রাক্ট নিতে রাজী নয়, এই লেখার সময় পর্য্যন্ত পাবলিক এ্যানালিষ্ট আমরা অনুসন্ধান করেছি, ঐ সময়ের মধ্যে আমরা কোন স্যাম্পল কালেক্শান করিনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে সময়েতে দেশে ভেজালকারীর ফাঁসী দেবার কথা, বলা হচ্ছে এই দুই বছর পর্য্যন্ত একটা ভেজাল জিনিষকে পরীক্ষা না করে ভেজালকারীদের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছেন এই সরকার?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমরা চেষ্টা করেছি ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট বা অন্যান্য গভর্ণমেন্টের সঙ্গে চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন ষ্টেটে চেষ্টা করেছি পাবলিক এ্যানালিষ্টের জন্য এবং ফাস্ট' সেপ্টেম্বরে আমরা পাবলিক এ্যানালিষ্ট এপয়েন্ট করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন, গত দুই বছর এই রাজ্যে বহু জিনিষ ভেজাল হয়েছে, এমন কি বিষক্রিয়ায় লোকের মৃত্যু হয়েছে এই পিরিয়ডের মধ্যে, এই সমস্ত রিপোর্ট তিনি পেয়েছেন কি? এই সমস্ত রিপোর্ট হেল্থে আছে কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হঠাৎ করে এখন কোন রিপোর্ট আছে কিনা বলতে পারছি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ভেজাল তেলের জন্য বিলোনীয়া সাবডিভিশনে ব্যাপকভাবে আমাশা রোগ দেখা দিয়েছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ইং থেকে পাবলিক এ্যানালিষ্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি এবং স্যাম্পল কালেকশানের জন্য ডিরেকশান দেওয়া হয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সেকেণ্ড প্ল্যানে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে পাবলিক এনালিষ্টের জন্য। আজকে ১৯৭৩ ইং সনে কেন তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হল তার জবাব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমরা পাবলিক এনালিষ্টের জন্য অনুসন্ধান করেছি এবং রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান আছে এই রকম পাবলিক এনালিষ্ট আমরা পাই নি। ইদানীং আমরা আসাম থেকে এনেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে দৈনিক সংবাদ (১৫ই সেপ্টম্বর) গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে খোয়াই মহকুমার মহরমুড়া গ্রামে ভেজাল খেয়ে মৃত্যু ঘটেছে একই পরিবারের ৪ জনের ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু ভেজাল খেয়ে যে মারা গেছে এমন কোন কথা নয়। ইনসেকটিসাইড বা অন্য কোনভাবে মারা যেতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— ভেজাল প্রতিরোধের জন্য পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন কর্মচারী বিলোনীয়া সাবডিভিশনে নিয়োগ করা আছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতদূর জানা আছে বিলোনীয়া সাবডিভিশনে ইন্‌স্পেক্টর আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— উনার কাজের গাফিলতির জন্য কোন ডেপুটেশন উনার কাছে এসেছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনে করি এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীবি, দাস :— ১৯৭১ এর জুন মাস থেকে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যে কন্‌ট্রাক্ট ছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে। ১৯৭৩ সনের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত যে সময়, এই সময়ে আমরা ভেজাল খাদ্য খেয়েছি এবং দূষিত পানীয় জল খেয়েছি। তাতে ত্রিপুরার জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— এনালিষ্ট ছিল না সেটা কি করে জানাবেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়েছি। এই সময়ে আমাদের কোন পাবলিক এনালিষ্ট ছিল না এবং কোন স্যাম্পল কালেকশান হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আশ্বাস দিবেন কি যে ভেজাল দ্রব্য পরীক্ষা করার জন্য যে যন্ত্র সাবডিভিশনে আছে তাকে সক্রিয় করবেন এবং এটা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জন্যই আমি বলেছি যে পাবলিক এনালিষ্ট আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি এবং এই ডিপার্টমেন্ট থেকে যে স্যাম্পল কালেকশান হয় এই জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

অনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়ে ভেজাল পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে রাজী হয় নাই। কিন্তু আর কোন্ কোন্ স্টেট গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করেছেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার জানা নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— এই কথা কি সত্যি যে আপনারা কোন যোগাযোগ না করেই বলছেন যে আপনারা যোগাযোগ করেছেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি আমরা পাবলিক এনালিষ্টের জন্য চেষ্টা করেছি কিন্তু সেটা আমরা পাই নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন কোন্ কোন্ রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ? এমন একটা রাজ্যের নাম করতে পারবেন কি যে সেই রাজ্যের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করেছেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে সেই চেষ্টা আপনারা করেন নি, এখানে অসত্য বলছেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জন্য আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— প্রশ্নে ভেজালকারীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এটা কি ঠিক যে ধরে দিলেও শাস্তি হয় না? যেমন মাস খানেক আগে একজন ব্যবসায়ী ধর্মনগরে তেলে ভেজাল দিয়েছিল তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কয়েকজন কংগ্রেস নেতার যোগসাজসে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কোন শাস্তি দেওয়া হয় নি, এই রকম জানেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন তথ্য আমার কাছে নাই আমি আগেই বলেছি।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রীপাথী ত্রিপুরা।

শ্রীপাথী ত্রিপুরা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫১।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫১।

প্রশ্ন

১) প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচের জন্য ত্রিপুরা সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তার বিবরণ ;

২) ঐ সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট কত টাকা ব্যয় সংকোচ হবার সম্ভাবনা ?

উত্তর

অত্যাবশ্যক নয় এইরূপ ব্যয়াদির পরিমাণ সংকোচিত করিয়া অর্থ বিভাগ থেকে ব্যয় সংকোচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর কত টাকা ব্যয় সংকোচ করা যাবে তা বর্ত্তমানে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ব্যয় সংকোচের বদলে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি করতে সরকারী আমলাদের জন্য বেশী ব্যয় করা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেটা এক একজন এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। আপনি এখন কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা স্বীকার করবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যর অফিসারেরা বিয়ে বাড়ীতে যাওয়ার জন্যও সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আজকে সরকারী প্রয়োজনে শুধু ভি, এল. ডব্লিউ কেন এর চেয়ে নিম্নতম কর্মচারী পর্য্যন্ত গাড়ী ব্যবহার করতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মাননীয় মন্ত্রীদের বাড়ীর জন্য পর্দা এবং ডানলপিলোর খাট ইত্যাদি কেনা ব্যয় সংকোচের মধ্যে পড়ে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঈর্ষাজনিত প্রশ্ন বলতে হবে কারণ মন্ত্রী যখন আমরা হয়েছি তখন আমাদের আইনমত যা ব্যবহার করার অধিকার আছে তা আমরা করবই।

শ্রীঅনিল সরকার :— রাজ্যপালের বিদায়ের জন্য ২৫,০০০ টাকা খরচ করা, এটা কি ব্যয় সংকোচের মধ্যে পড়ে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে রাজ্যপালের বিদায়ের জন্য যা ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা সরকারী অনুমোদনেই করা হয়েছে। সুতরাং সেটা করা যায় সেই বিবেচনায়ই করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— আপনারা এটাকে আইনত অধিকার বলে মানবেন তাহলে মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ব্যয় সংকোচটাও বে-আইনী ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেই কথা আমি আগেই বলেছি যে এক একজন এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে।

Mr. Speaker :— The question hour is over. I would request the Hon'ble Ministers to lay on the table of the House the replies to the Unstarred questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমার তো একটা কলিং এটেনশান ছিল ?

মিঃ স্পীকার :— আপনার কলিং এটেনশানের আর্জেন্সী নেই। আপনারা তো হাউস থেকে এ্যাবসেন্ট ছিলেন, কাজেই সেটা ফল থ্রু হয়ে গেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ***

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, এটা যদি তাদের কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হত তাহলে নিশ্চয় তারা সেটার জবাব পাওয়ার জন্য বসে থাকতেন? কালকে তো তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে ওয়াক-আউট করে গিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এত বড় একটা খবর বেরিয়েছে কাগজে, এর জন্য তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরই ষ্টেটমেন্ট করা উচিত. আমাদের কেন সেটা করতে হবে? ওদের নেতা, তার বিরুদ্ধে এই রকম একটা করা হয়েছে, এটা আমরাও আশা করতে পারি নি। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই সম্পর্কে হাউসের সামনে একটা ষ্টেটমেন্ট করা উচিত।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, উনারা যার নাম বলছেন, শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ তিনি আমাদেরই কংগ্রেসের একজন নেতা আর কংগ্রেসীরা যখন বিদেশে যায়, তখন নানাদিক থেকে নানা জিনিষ এসে ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু আমরা সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে নেই না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কারা ঘেউ ঘেউ করছে, সেটা তারা বের করছেন না কেন? তাদের হাতে তো পুলিশ রয়েছে, সেই পুলিশ দিয়ে তারা সেটা বের করুন?

Mr. Speakar :— Now are to proceed with the next item of the business. I have received a notice from Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A., which has stated that "The Tripura Legislative Assembly expresses want of confidence in the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sen Gupta".

I shall now request the members who are in favour of leave being granted to rise in their legs.

As 18 members have risen in their places, the leave to move the motion empressing "want of confidence in the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sen Gupta" has been granted.

I shall allot time for discussion of the motion after considering the state of business of the House and intimate the House later on.

Now, I call on Shri Debendra Kishore Choudhury, Finance Minister to lay on the Table (1) Finance Accounts, 1970-71 ; (2) Appropriation Accounts 1970-71 and (3) Report of the Comptroller & Auditor General of India, 1970-71.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House—

i) Finance Accounts, 1970-71,

ii) Appropriation Accounts, 1970-71 &

iii) Report of the Comptroller & Auditor General of India, 1970-71.

Mr. Speaker :— Members are requested to collect their copies from NOTICE OFFICE.

*** Expunged as ordered by the Chair.

Next business of the House is Government Resolution. I call on Shri Monoranjan Nath, Law Minister to move his Resolution—"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the provisio to clause (2) of the Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty-First Amendment) Bill, 1973 as passed by the two Houses of Parliament".

Shri Monoranjan Nath :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move—

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of the Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty-First Amendment) Bill, 1973 as passed by the two House of Parliament".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটা পার্লামেন্টের দুইটি হাউসে —লোকসভাতে ৮/৫/৭৩ ইং তারিখে এবং রাজ্য সভাতে ১০/৫/৭৩ইং তারিখে পাশ হয়ে গিয়েছে—থার্টি ফার্ষ্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৩। ইণ্ডিয়ান কন্‌ষ্টিটিউশানে আছে আর্টিক্যাল ৩৬৮ এ যে প্রাসিডেন্টের এ্যাসেন্ট পাবার পূর্ব্বে নট লেস দেন হাফ অব দি ষ্টেট এ্যাসেম্বলীর মতামত নিতে হবে। তাই সেই প্রয়োজনে এই এ্যাসেম্বলীতে রিজলিউশান আকারে আমি এটা উত্থাপন করেছি। আশা করছি এ্যাসেম্বলী তা অনুমোদন করবেন। এই বিলে কন্‌ষ্টিটিউশানের আর্টিক্যাল ৮১,৩৩০ এবং ৩০১ এ্যামেণ্ড করতে চাওয়া হয়েছে। আমাদের রেটিফিকেশানের প্রশ্ন হচ্ছে আর্টিক্যাল ৮১, এখানে আছে কি ? To increase upper limit of the representatives of the States from 500 to 525 and to decrease limit of the representatives of the Union Territories from 25 to 20. আমাদের নর্থ ইষ্টার্ণ এরিয়া (রি-অরগানিজেশান) এ্যাক্ট পাশ হওয়ার দরুণ কতগুলি নূতন ষ্টেটের উদ্ভব হয়েছে এবং আমাদের লোকসভার সীটগুলি ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে ষ্টেটগুলির জন্য যে ৫০০ সীটের ব্যবস্থা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে সেটা ৬০৬টি সীট হয়ে গেছে। সুতরাং এই অবস্থাতে ষ্টেট রিপ্রেজেন্টটিভ ৫০০ এর স্থলে আমরা ৫২৫টি করতে চেয়েছি। আর ইউনিয়ন টেরিটরিজের সংখ্যা কমে যাওয়াতে তার রিপ্রেজেনটেটিভের সংখ্যা কমিয়ে ২৫ থেকে ২০ করা হচ্ছে। সুতরাং আমি আশা করব এই রেটিফিকেশান এই হাউস এগ্রি করবেন।

Mr. Speaker :—Any Member is willing to participate in the discussion ?

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন আমাদের ত্রিপুরা স্টেট হয়ে যাওয়ার জন্য দরকার নাই—এবং যেটা ২৫ থেকে কমিয়ে ২০ করা হয়েছে। এটা কি ঠিক যে আইনের বিধানের মধ্যে অন্য ইউনিয়ন টেরিটরিজ আছে যেটা ছিল—কারণ আমরা এখন যেটা জানি ইউনিয়ন টেরিটরি বলতে দিল্লী এখন টেরিটরিজ আছে আর গোয়া, পণ্ডিচেরী, আর মিজোরাম আছে, নেফা আছে আর আন্দামান নিকোবর আইল্যাণ্ড উদের মিলিয়ে ২০ হয় না আমাদের ত্রিপুরাকে মিলিয়ে তাদের সংগে ইনক্লোড করা হচ্ছে। এবং এই এমেনডমেন্টের জন্য আমাদের স্টেটের সিটের সংখ্যার কোন তারতম্য হবে কি না সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিস্কার করে বলবেন কি—এই যে ২৫ থেকে কমিয়ে ২০ করা হচ্ছে তাহলে কি আমাদের ত্রিপুরার সিটের সংখ্যার কোন পরিবর্তন হচ্ছে সেটি কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিস্কার করে বলবেন ?

মিঃ স্পীকার :—অন্য কেউ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন ?

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—স্যার এটা পরিষ্কার না হলে ...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু একটা ক্লারিফিকেশান চেয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে—আমার মনে হচ্ছে আপনার কাছ থেকে ক্লারিফিকেশান পাওয়ার পর অন্যেরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই এমেণ্ডমেন্ট হওয়ায় আমাদের ত্রিপুরার পার্লামেন্টের যে একটা সিট আছে তার কোন পরিবর্তন হবে না।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—তাহলে আমার কোন বক্তব্য নাই এতে, I support this Resolution.

মিঃ স্পীকার —আমার মনে হচ্ছে আর আলোচনা হবে না Now, the question before the House is the Resolution moved by Shri Monoranjan Nath, Law Minister "that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of the Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirty-first Amendment) Bill, 1973 as passed by the two Houses of Parliament".

It was put to voice vote and passed.

I would now call on Shri S. C. Some, Deputy Minister to move his motion for consideration of the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 as reported by the Select Committee.

Shri S. C. Some, (Deputy Minister)—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 as reported by the Select Committee be taken into consideration.

Mr. Speaker :—Discussion will start now. Members willing to participate in the discussion—from Rulling and Opposition Parties may submit the list of their names. যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান তারা অনুগ্রহ করে তাদের লিষ্ট আমাকে দিন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—Sir, before you go through any discussion I have one point for clarification. Sir, এখানে যে বিলটা দেওয়া হয়েছে আফটার এমেণ্ডমেন্ট সেটি সাইক্লোষ্টাইলড অবস্থায় এসেছে। কিন্তু সাধারণত যে সব বিল হাউস থেকে পাশ হয় সেগুলি ছাপান থাকে সেগুলি সাইক্লোষ্টাইলড হয়ে নর্মেলী হয় না। কারণ সাইক্লোষ্টাইলড একটা জিনিষ তার মধ্যে কিছু ভুল থাকতে পারে। এটা অরিজিন্যালি এমেণ্ডমেন্ট হয়েছে সিলেক্ট কমিটিতে এখন তাতে যদি কোন ভুল থাকে তাহলে সেটি রিফলেক্ট করবে হোল এ্যাক্টের মধ্যে কাজেই befor it goes to discussion আমি আপনার মাধ্যমে ক্লারিফিকেশান চাইছি এই যে সাইক্লোষ্টাইলড করা হয়েছে তার মধ্যে কোন ভুল আছে কি না এখানে সেগুলি ভাল করে সংশোধন করা হয়েছে কি না। তার কারণ হচ্ছে একটা জিনিষ যখন প্রেসে যায় তাকে ৪ বার ৫ বার করে সংশোধন করা হয় তার পর সেটি ছাপা হয়। এই যে টাইপ করা হয়েছে তার মধ্যে

আমি খুব এটা সংশোধন দেখতে পাচ্ছি না। আমি নিজেও ভাল করে পড়ে আসতে পারি নাই। কাজেই আমার মন্তব্য হচ্ছে এর মধ্যে কোন ভুল নাই সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সিয়ুর হয়েছে কিনা যে এর মধ্যে কোন ছাপার ভুল নাই বা কোন জিনিষ মিস্‌ড হয় নাই ?

Mr. Speaker :— I think Hon'ble Minister will assure the House……

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, একটা জিনিষ টাইপড হয়ে এসেছে—আমরা একটা বিল পাশ করতে যাচ্ছি সেটি ভাল করে দেখা হয়েছে কিনা সেটি সিয়ুর হওয়া উচিত।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যতটুকু সংবাদ নিয়েছি—যারা এই বিল সাইক্লোষ্টাইলড করেছেন তারা এটা খুব ভাল করে দেখেছেন যে তার মধ্যে কোন ভুল ত্রুটি নাই।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—যারা করেছেন বা করিয়েছেন—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজে সেটিস্‌ফায়েড কিনা সেই এ্যাসুরেন্স তিনি আমাদের দিতে পারেন কি না ।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিপার্টমেন্টের কাজ ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের উপরই যথারীতি ন্যস্ত থাকে। তারা যে প্লেস করেন আমরা তাতেই সেটিসফাইড হয়ে থাকি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—তিনি নিজে সেটিস্‌ফাইড কি না ?.. ...

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— হঁ্যা, আমরা সেটিসফায়েড হয়েই এটা করি.. .

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—বেশ।

মিঃ স্পীকার :—রুলিং পার্টি থেকে কারা কারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তার লিষ্ট আমি এখনও পাই নাই। অপজিসনের কাছ থেকে পেয়েছি দুই জনের নাম। Now I will request Shri Bajubau Riyan to start discussion.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটি গত বাজেট সেসনে এই হাউসে এসেছিল এবং এই বিলটিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার জন্য এবং পুংখ্যানুপুংখ্যরূপে দেখার জন্য আমরা সিলেক্ট কমিটি তৈরী করেছিলাম এবং এই সিলেক্ট কমিটিতে যারা মেম্বার আছেন তারা বিভিন্ন অ্যামেণ্ডমেন্ট এনে এবং বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে এ বিলটিকে তারা এখানে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিলটা সম্পর্কে আমার বলার এমন কিছু নেই, তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এই বিলটা যদি আগে আসতো তবে ভাল হতো। কারণ ত্রিপুরাতে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্তর পর্য্যন্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা দেখেছি সেই শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রিপুরার মহারাজার আমলেও ছিল এবং বৃটিশ সরকারের আমলে, বৃটিশরা যে কায়দায় তাদের শোষণের রাজত্ব কায়েম করার জন্য শিক্ষা দিত সেই শিক্ষায়ই আমরা শিক্ষিত হয়েছি। এইটা সুখের কথা যে এত দিনে এই কংগ্রেস সরকারের চৈতন্য উদয় হলো যে কোন দেশকে বাঁচাতে হলে এবং তার প্রশাসনিক কাঠামোকে পরিবর্ত্তন করতে হলে এবং বৃটিশ সরকার যে কায়দায় ২০০ বৎসর ধরে ভারতকে শাষন করে গেছে, সেই শোষণের কবল থেকে যদি মুক্তি পেতে হয় তার শিক্ষা পদ্ধতিকেও পরিবর্ত্তন করতে হবে সেই জিনিষটা এই কংগ্রেস সরকারের মাথায় ঢুকেছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্তর পর্য্যন্ত এতদিন আমরা ছিলাম ওয়েষ্ট বেংগল বোর্ডের আণ্ডারে এবং ওয়েষ্ট বেংগল বোর্ডের আণ্ডারে থাকার ফলে আমাদের এখানে যে সব ছাত্র পড়াশুনা করতেন এবং যে সব শিক্ষকরা শিক্ষকতা করতেন তাদের অনেক সুবিধা

হতো। ছাত্রছাত্রীরা যখন পরীক্ষা দিতে যান তখন দেখা যায় অ্যাডমিট কার্ড এসে পৌঁছায় না, অনেক সময় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এসে পৌঁছায় না এবং অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরার অনেক পরীক্ষাপত্র পশ্চিমবঙ্গের কোন চায়ের দোকানে অথবা মুদির দোকানে কাগজের ঠুংগা হয়ে বিক্রি হয়। কাজেই আমরা এখন এইটুকু আশা করতে পারবো যে এই বিলটি পাশ হওয়ার পর এখানে যে কমিটি গঠিত হবে এই কমিটি যদি সঠিকভাবে ফাংশন করে তাহলে এইসব ভুল ত্রুটির কিছুটা লাঘব হবে। এ ছাড়া এখানে এই বিলটা পাশ হওয়ার পর যে কমিটি গঠিত হবে, সিলেক্ট কমিটি দেখার পরেও আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি যে এই বোর্ডে যারা থাকবেন তাদের বেশীর ভাগই মনোনীত হবেন। কিন্তু এই সরকারের শাসনের ইতিহাস থেকে আমরা যা দেখছি যে সব ক্ষেত্রে মনোনয়নের প্রশ্ন আছে সেই ক্ষেত্রে তারা স্বজন পোষণ করে আসছেন। সেই জন্য আমি সরকারকে এবং এই হাউসকে অনুরোধ করতে চাই যে, যে সব ক্ষেত্রে মনোনয়নের প্রশ্ন আছে সেইটা কিভাবে মনোনয়ন করা হবে এবং যাদেরকে মনোনয়ন করা হবে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে যাতে এখানে উল্লেখ থাকে, এই সব যেন দেখা হয় এবং যাতে আমাদের লক্ষ্য এই দিক থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে রক্ষা করার জন্য এই মনোনয়নের পথ এড়াইয়া চলি এবং আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রত্যেকটা মেম্বারকে মনোনয়ন করতে পারি সেই জন্য আমি এই হাউসকে অনুরোধ করবো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলের, বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের অধীনে যে সব শিক্ষক আছেন তাদের মধ্যে যে অসন্তোষ আমরা লক্ষ্য করেছি সেইটা হচ্ছে বদলী নীতি। সুষ্ঠ বদলী নীতি বর্তমান সরকারের নেই। এবং এই বিলেও সেইটার কোন আভাস আমরা পাই নি। কাজেই যে বোর্ড গঠিত হবে সেই বোর্ড যাতে সুষ্ঠ বদলী নীতি রূপায়ন করতে পারে তাহলে এইটার একটা সমাধান হতে পারে। এবং যদি এই বদলী নীতিটা সরকারের হাতে থাকে বা শিক্ষা দপ্তরের হাতে থাকে তাহলে বর্তমানে যে অবস্থা চালু আছে তাই থাকবে। গত ২৬ বৎসর যাবত আমরা যা লক্ষ্য করেছি, কোন শিক্ষক ভাল পড়াচ্ছেন না অথবা কোন স্কুল থেকে ভাল পাশ করছে কি করছে না, অথবা কোন শিক্ষকের মতামত না নিয়েই তাকে বদলী করা হয়েছে। আমরা এত বছর যা দেখেছি হয়ত কোন শিক্ষকের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বদলী করা হয়েছে। অথবা কোন মন্ত্রীর আত্মীয় বা বড় কোন অফিসারের আত্মীয় বা কোন এম, এল, এর আত্মীয় অথবা তাদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তাকে ওয়েলিং সিষ্টেমে তাদেরকে তেল তোল দিয়ে বদলী করা হয়েছে। তাই আমি এই হাউসের কাছে এই আবেদন রাখছি যাতে এই অসুবিধাগুলি দূর করা হয়। বিশেষ করে ইন্টেরিয়র-এ গ্রামাঞ্চলে যে সব শিক্ষক আছেন তাদেরকে বছরের পর বছর পড়ে থাকতে হয়। বার বার দরখাস্ত করার পরও তাদের বদলীর জন্য কোন চিন্তা করা হয় না। সেই সব আমরা জানি। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশী এ্যাফেকটেড। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে উপজাতি এলাকায় যে সব শিক্ষক শিক্ষকতা করেন এবং এই গ্রামের কাছাকাছি যে সব বাজার থাকে সেই সব বাজার এই সব শিক্ষকদের একটা ক্যাম্প। তারা অনেকে এই সব বাজারে থাকেন এবং বাস করেন। এইসব বাজার থেকে কেহ ৫ মাইল কেহ ১০ মাইল দুই ফার্লং দূরে গিয়ে স্কুল করেন। আমরা দেখেছি এই সব শিক্ষকরা অবসর বিনোদনের জন্য

আকারে বসে ভাল হবেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষক হিসাবে, এই সব শিক্ষকরা গ্রামে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষকের যা করা সেই সুযোগ তারা পাচ্ছে না। কাজেই আমার মনে হয়, যদি এই সব শিক্ষকের যদি এই রকম একটা আশা থাকতো যে ২ বছর বা তিন বছর পরে তাদেরকে বদলী করা হবে তাহলে তারা মনের দিক থেকে অনেকটা উৎসাহ পেতেন এবং নিজেদের কাজে আরও মনোনিবেশ করতে পারতেন। কিন্তু সরকারের সেই দিকে কোন নজর নাই। আমি আর একটা জিনিষ বলতে চাই যে এই শিক্ষা বিলে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্তর পর্যান্ত ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে যে মাতৃভাগায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে সেই সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ রাখা হয় নি। কারণ আমরা দেখেছি মাতৃভাষার মাধ্যমে মাধ্যমে যারা শিক্ষার সুযোগ পায় নি তারা ছাড়া আর কেউ এইটা বুঝতে পারবে না যে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ না পেলে এইটা কতটুকু ক্ষতি হয়। আমরা শুনেছি ত্রিপুরার গভর্ণমেন্টের মুখে, মন্ত্রীদের মুখে আমরা শুনেছি ত্রিপুরাতে উপজাতি ভাষার মাধ্যমে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ বেশ কয়েক বতরস আগেই করা হয়েছে। কিন্তু গত কালকে একটা প্রশ্নের উত্তরের সময় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, ত্রিপুরাতে নাকি ৩০ টা স্কুলে এই সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা প্রশ্ন করেছি একটা স্কুলের নাম বলতে তিনি একটা স্কুলের নামও বলতে পারেন নি। কাজেই আমরা যতটুকু জানি যে ত্রিপুরার একটা স্কুলেও, একটা ছাত্রকেও পড়ানো হচ্ছে না এই চলতি শিক্ষা পদ্ধতিতে। আমি সরকারকে এই জন্য অনুরোধ করবো যে যাতে এই বিলটা পাশ হওয়ার পর সরকারের এই দিকে দৃষ্টি থাকে। কারণ যদি উপজাতি যারা আমরা আছি এবং ত্রিপুরাতে সংখ্যালঘু যারা আছেন যেমন মণিপুরি সবাই যদি একটা স্কুলে ৪০ জন থাকলে এবং একটা ক্লাশে ২০ জন ছাত্র থাকলে এই স্কুলের মাধ্যমে ঐ ভাষায় শিক্ষা চালু করতে হবে এবং সেইটা করতে গেলে পর ঐ ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য সেই ভাষার অক্ষর থেকে সুরু করে, সাহিত্য থেকে সুরু করে, ডিকশনারী থেকে সুরু করে, কবিতা থেকে সুরু করে সেইটা করার জন্য এই সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরাতে অনেক শিক্ষক আছেন যারা উপজাতির ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারেন। তাহলে এখানে অভাবটা কি? সেইটা হচ্ছে, বই পুস্তকের অভাব এবং খরচের অভাব। এই সরকারের কাছে বার বার ডেপু-টেশন দিয়ে এবং অনেক চেষ্টার পরও এই গত ২৬ বছর পরেও উপজাতির কি হরপ হবে সেইটা ঠিক করতে পারেন নি। তবে এখানে বাংলাতে, বাংলা হরপে কয়েকটা বই করা হয়েছে, সেইটা আমি পড়ে দেখেছি এবং সেইটা পড়তে গিয়ে আমি নিজেও কিছু বুঝি নাই। যার ফলে এইটা সহজেই অনুমান করা চলে যে সাধারণ উপজাতি ছাত্ররা এখনও অ, আ শিখে নি। তাই আমি এই বক্তব্য রাখতে চাই যে এই বিল পাশ হওয়ার পর যদি এমন একটা শক্তিশালী বোর্ড গঠিত হয় এবং এই বোর্ডের আওতায় যদি অন্য একটা সাবকমিটি গঠন করা হয় যাতে কি অক্ষর ত্রিপুরায় চালু করলে ত্রিপুরায় সংখ্যালঘুদের ভাষা উন্নতি লাভ করতে পারে এবং সমৃদ্ধি করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত দিনের ইতিহাস আমরা কি দেখছি ত্রিপুরার উপজাতিদের শিক্ষার জন্য, তপশিলী জাতির শিক্ষার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যে ষ্টাইপেণ্ড, বুক গ্রান্ট প্রভৃতি দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে, সেটা আমরা কি দেখছি, যে হিসাবে আমাদের সেটা পাওয়া দরকার, তা পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এই বিধান সভায় এই সরকারকে বলেছি, এই সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি কিন্তু আজকে পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এদিকে সারা ভারতবর্ষের যে শিক্ষা কমিশন আছে এবং ভারতবর্ষের তপশিলী জাতি এবং উপজাতি কল্যাণ কমিশন আছে, তাদের অনেক রিপোর্ট এই ত্রিপুরা সরকারের হাতে আছে কিন্তু জানি না এই কংগ্রেস সরকারের কেন সেই অনুসারে কাজ করছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে বিল সেটা পাশ হলেও সমগ্র জাতি, এই ত্রিপুরায় আমরা যারা আছি আমরা অতীতে ব্রিটিশ আমলে যে কায়দায় শিক্ষা করেছি, তার কিছু পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। কারণ একটা রাজ্যের শিক্ষার পদ্ধতি নির্ভর করবে সম্পূর্ণ ঐ রাজ্যের সরকার চরিত্রের উপর। আমরা কি দেখছি এই সরকারের চরিত্র? এই সরকারের চরিত্র হচ্ছে ধনীকে পোষণ করা এবং গরীবকে শোষণ করা এই হচ্ছে সরকারের চরিত্র। এই যে শোষণ নীতি যেখানে আছে, সেখানে এই বিল পাশ হলেও এই সরকারের কাছে, কংগ্রেস মেম্বাররাও যা আশা করবেন সেটা কার্যে পরিণত হবে না। এইটুকু বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি : ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিলটি সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে, আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কারণ ত্রিপুরা পূর্ণাংগ রাজ্যে উন্নীত হওয়ার পর একদিকে বিবেচনা করতে গেলে আমরা দেখব যে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগ ত্রিপুরা সেকেণ্ডারী এডুকেশান, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিপূর্ণ দায়িত্ব আজকে নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন এবং একটা রাজ্য হিসাবে আমাদের বিবেচনা করতে গেলে এই যে দায়িত্বটা এটা প্রকৃতই যাকে বলা যায় একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মাধ্যমিক শিক্ষার যে পরীক্ষা, সিলেবাস যা কিছু হবে। যেহেতু ত্রিপুরা একটা রাজ্য সেইজন্য তার সমস্ত ব্যবস্থা ত্রিপুরা নিচ্ছে সেইজন্য এটা অভিনন্দন যোগ্য এবং সেইদিক দিয়ে শিক্ষা দপ্তর তার কাজকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে এক আইন আমাদের এ্যাসেম্বলীতে আসার প্রয়োজন ছিল। অনেক আইন আছে যেমন পঞ্চায়েত আইন সেটা নূতন করে পরিপূর্ণভাবে বদল করে নূতনভাবে এখানে আসা উচিত ছিল। কারণ, এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পঞ্চায়েতের কাজকর্মের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেটা আনা এখানে সম্ভব হয়নি। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ তাদের কাজ করেও তাদের একটা নূতন দায়িত্ব নেবার যে আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, সেটা আমার ভাল লেগেছে, তার জন্য তাদের আমি প্রশংসা করি এবং এই প্রশংসার সংগে সংগে এই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করি, সাবধান উচ্চারণ করব এই জন্যে যে আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। যুবমানসের মধ্যে একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যদি কলিকাতার দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যায় কিছু কিছু ছাত্র বা যুবকের মধ্যে যেন তেন উপায়ে পরীক্ষা পাশ করার একটা প্রবণতা

এসে গিয়েছে এবং তার ফলে কাগজে পত্রে সব জায়গায় দেখা যায় যে একটা গণ টুকাটুকির প্রচেষ্টা চলছে এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখছি যে প্রশ্ন পত্র যে করা হয়েছিল সেটা অনেক সময় আউট হয়ে যায়। পরীক্ষার আগেই সেই সমস্ত ছেলেদের কি রকম প্রশ্ন এসেছে সেইগুলি অনেক ছাত্ররাই পেয়ে যায়। এই ধরণের ঘটনা যারা পত্র পত্রিকা পড়েন, এই ধরণের নানা অভিযোগ শোনেন এবং এই রকমও শোনা যায় যে কিছু কিছু কোচিং ক্লাশ গজায় যার মধ্যে প্রশ্ন কর্তাদের যোগাযোগ থাকে তারা অনেক সময় কি রকম প্রশ্নপত্র হয়েছে, সেইগুলি তাদের দিয়ে দেয়। কাজেই আজকে শিক্ষার মূলগত যে আদর্শ এটা হচ্ছে মানুষ তৈরী করা। যারা শিক্ষিত হবে, জীবন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহসের সংগে দাঁড়াতে পারবে সেটাই হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আজকে শিক্ষার উদ্দেশ্য এই নয় যে থ্রী আর'স—রিডিং, রাইটিং এণ্ড এরিথমেটিক শিখিয়ে দিলাম। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে শিক্ষার ভিতর দিয়ে নিজেদের উন্নীত করবে যেমনি, তেমনি তারা সেটা সবার মধ্যে বিনিয়োগ করবে। কাজেই নানা কারণে পরীক্ষার ধারা সেটা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌচেছে সমাজ ব্যবস্থার দরুনই হউক, বা যারা অভিভাবক তাদের চিন্তার জন্যই হউক, অথবা শিক্ষাকে অতি তাড়াতাড়ি যেহেতু দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা চাই শিক্ষাটা দেশ থেকে দেশে, গ্রাম থেকে গ্রামে প্রসারিত এবং প্রভাবিত হউক এবং তার জন্যই অতি তাড়াতাড়ি অনেক বেশী শিক্ষক নিয়োজিত করে শিক্ষাকে পূর্ণাংগ করতে চেয়েছি। কিন্তু, তার মধ্যে যে ধরণের সুপারভিশান বা যে ধরণের উপর থেকে দেখা উচিত ছিল, সেটা হয়নি এবং হয়নি বলেই আজকে শিক্ষার মধ্যে, পরীক্ষার মধ্যে একটা গণ টুকাটুকি হচ্ছে, সমস্ত অবস্থাটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। যুব মানসের মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, প্রশ্ন পত্র যদি কঠিন হয়, তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এই কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে এই যে ত্রিপুরা বোর্ড তাকে কাজ করতে হবে। আজকে তাদেরকে দেখতে হবে অবস্থা যেখানে আছে তার থেকে অনেক উপরে নিয়ে যেতে হবে। সেইজন্য তাদের যে পদক্ষেপ আইনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন এই পদক্ষেপ দৃঢ়, এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হতে হবে। আমি মনে করি সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করে, কি ধরণের লোক দিয়ে এই শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত হবে, এমন একটা জিনিষ যাদের দ্বারা পরিচালিত হবে, তাদের ইন্‌টিগ্রিটি, চরিত্রের দৃঢ়তা অত্যন্ত গভীর হতে হবে। আগে যেখানে গণ টুকাটুকির অভিযোগ আছে, আগরতলায় যে জায়গায় হত, কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেরা দুই একটা নকল করতে পারে তবে আগরতলার অবস্থা কলিকাতা থেকে ভাল। দুই চারজন'এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসত যেহেতু পরীক্ষা কেন্দ্র যদিও আগরতলা, কিন্তু প্রশ্নপত্র বাইরে থেকে আসত এবং উত্তর পত্র আবার বাইরে চলে যায়। সেইজন্য এখানকার ছেলেদের জানা সম্ভব ছিলনা কোথায় প্রশ্ন পত্র ছাপছে বা কাকে তার জন্য ইন্‌ফ্লুয়েন্স করতে হবে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই জিনিষটার সমস্ত দায়িত্ব আজকে ত্রিপুরায় আমরা নিয়ে নিচ্ছি। কাজেই এই কাজ করার মধ্যে তাদেরকে দেখতে হবে। এমন সব লোক থাকবে, এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে কোন অবস্থার মধ্যে কোন রকম বিশৃঙ্খলা বা প্রশ্নপত্র এবং উত্তর পত্রের মধ্যে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

এটাও বুঝি যে কলকাতায় যে সমস্ত জিনিষ হচ্ছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের পক্ষে অসুবিধা। অনেক সময় তাদের প্রশ্নপত্র আসে না, এ্যাডমিট কার্ড আসে না। কিন্তু আমাদের সেটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেটা তৈরী করছি সেটা যেন তেন প্রকারেণ একটা কিছু চালু যেন না হয় এবং আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে যে গভর্ণমেন্ট যখন এই কাজটা হাতে নেবেন তাদের সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র, সমস্ত ভাবে পরিপূর্ণ করে তাদের সেই কাজে হাত দিতে হবে। তাতে যদি সময় লাগে তাহলে সেই সময় তাদের দিতে হবে। অতি তাড়াতাড়ি করে তারা যদি এই জিনিষটাকে তারা করেন এবং শুধু করার জন্যই যদি তারা এই জিনিষটাকে করেন তাহলে আমার মনে হয় যে ভুল করবেন। কারণ এটা যদি আজকের অবস্থা না হত তাহলে আমাদের অতি দ্রুত এই কাজটাকে নেওয়ার জন্য বলতাম। এবং না হলে আমরা গণতান্ত্রিক যে সমালোচনা আছে সেই তীব্র সমালোচনা করব। যদি আমরা অতি সুন্দরভাবে এই জিনি-ষটাকে ষ্টার্ট করতে না পারি, যদি পরীক্ষাটাই নেওয়া আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে আমরা ভুল করব। সেজন্যই আমরা এই বিল পাশ করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার দিক থেকে আমি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি এবং এর সংগে আরও একটা বড় জিনিষ জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে এই জন্য যে পরীক্ষা নেওয়ার আগে আমাদের সিলেবাসটা করা উচিত। যদি আমাদের একটা সেকেণ্ডারী বোর্ড আলাদাই হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরও একটা নূতন করে দেখা উচিত। বাস্তবে যাই গ্রহণ করছি তাই আমরা গ্রহণ করব কিনা সেটাও আমাদের দেখা উচিত। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি পশ্চিম বঙ্গের সিলেবাসের বেলায় এগার শ্রেণী আছে এবং আগামী বছর থেকে সম্ভবত তারা আবার দশম শ্রেণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন। কাজেই আমাদের ক্ষেত্রে এটা কি হবে? আমার মনে হয় যে সরাসরি পশ্চিম বঙ্গকে নকল না করে আমাদের আগেই লক্ষ্য করা উচিত যে আমাদের সিলেবাস কি হবে। আমাদের পরীক্ষাদি নেওয়ার আগে আমরা লক্ষ্য করব যে ত্রিপুরায় শ্রেণীটা কি হবে। আমরা কি দশম শ্রেণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করব অথবা বর্ত্তমানের একাদশ শ্রেণীতেই থাকব? কারণ আমরা যদি দশম শ্রেণীতে ফিরে আসি তাহলে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং এটার সঙ্গে সরকারী শিক্ষা নীতি ওতপ্রোতভাবে যে জড়িত যে আজকে যদি দশমে ফিরে যাই তাহলে ছেলেরা এখন থেকে পাশ করে কলেজে তিনটা শ্রেণী তিন বৎসর পড়ে তারা গ্র্যাজুয়েট হয়, কিন্তু আজকে যদি দশম শ্রেণী হয়, গ্র্যাজুয়েশনের যে পিরিয়ড সেই পিরিয়ডেই থাকবে; তাহলে এক হয় কলেজের মধ্যে চারটা বছর ছাত্রদের পড়তে হবে এবং তাহলে কলেজে অ্যাকমডেশান হবে কিনা? এখন যেহেতু তিন বছরের ছাত্র আছে তাদের মধ্যে কলেজের ছাত্র সংখ্যার শুধু মিল আছে। কিন্তু এই দশম শ্রেণীকে যদি কেটে এনে কলেজে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে কলেজে যে পরিমাণ ছাত্র এবং যে অ্যাকমডেশান সেটার মধ্যে একটা ভীষণ নাড়াচাড়া হয়ে যাবে। তাহলে এই যে দুটো ক্লাস, সেটা কি এই স্কুলগুলির সঙ্গে আর একটি আই, এ, শ্রেণী বা দু'বছরের সিলেবাস তৈরী হবে যেটা স্কুলে পড়ানো হবে এবং পড়িয়ে তাদেরকে কলেজে নেওয়া হবে? তাহলে এই যে সমস্তাগুলি এটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এবং ত্রিপুরার শিক্ষার সংগে তার কি অবস্থা সৃষ্টি হবে আগে

সেটা বুঝে আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যদি আমাদের পরিবর্তন করতে হয় তাহলে করতে হবে। তার সংগে যে হারে আমাদের ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে যে হারে আমরা শিক্ষা দিচ্ছি আগামী ১০ বছরে তার পরিকল্পনা কি হবে এবং তার জন্য উচ্চ শিক্ষা যদি আমরা দিতে চাই তার সংগে বেশিও রেখে আমার মনে হয় যদি সেটা ঠিক করা হয় তাহলে এই বোর্ড অ্যাকটিভ হওয়ার পর তারা পরবর্তী পর্যায়ে অসুবিধাগুলি তারা একটুও অনুভব করবেন না। তা না হলে পরবর্তী পর্যায়ে হঠাত একটা ছুঁচোকে গিলে সেই ছুঁচোকে তারা বের করতে পারবেন না এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য আমার একটা সাজেশান হচ্ছে যে ওয়েষ্টবেঙ্গলকে নকল করা নয়। যদি প্রয়োজন হয় কয়েক বছর ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থা চলবে কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে প্রস্তুতি এখানে পরিপূর্ণ যে প্রস্তুতি তাকে নেবেন এবং আগেই তারা ঠিক করবেন যে আমাদের সিলেবাসটা কি হবে, আমাদের নিজস্ব অবস্থার মধ্যে আমাদের সিলেবাস করতে হবে। আর সেটা যেমন ক্লাশের ক্ষেত্রে সত্যি তেমনি সিলেবাসের পক্ষেও সত্যি। একটা পাঠ্যক্রম কি থাকবে? আজকে যে ভাবে পাঠ্যক্রম তৈরী করা হচ্ছে আমরা কম বেশী পশ্চিম বঙ্গকে নকল করছি এবং সাধারণ শিক্ষা যা সিলেবাস আছে সেইটা করছি। কিন্তু যেহেতু আমরা নুতন এডুকেশন বিল করেছি, কাজেই আমাদের ত্রিপুরার শিক্ষার ব্যবস্থাটাও এর সঙ্গে পর্যালোচনা করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি এবং সেটা শুধু সেকেণ্ডারীর পর্যায়ে নয় সেকেণ্ডারীর পর্যায়ের সংগে প্রাথমিক পর্যায় অংগাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তার সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরার আদিবাসীদের যে শিক্ষা সেটাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে। মফঃস্বলের শিক্ষার ব্যাপারে আজকের দিনে কনষ্টিটিউশনেও এটা স্বীকৃত রয়েছে এবং আমরাও কিছুদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় আমি এটা মনে করি যে আদিবাসী ছেলে যারা তাদের যদি মাতৃ ভাষায় কিছুটা প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাদের শিক্ষাটা সহজতর এবং স্বাভাবিক হবে এবং এটা আজকের দিনে তাদের একটা অংগ এবং দায়িত্বও বটে। এই যারা শিখছে তাদের এই শিক্ষার জন্য যদি কোন ডিফিকালটি হয় যে তাদের যে শিক্ষা যে সিলেবাস আদিবাসী ছেলেরা মাতৃ ভাষায় পড়ছে তাদের সিলেবাসটা এবং সাধারণ যারা ছেলে যাদের মাতৃ ভাষা বাংলা তার সঙ্গে কোন পর্য্যায়ে তার সমতায় আনতে হবে এবং তাদের এই পাঠ্যক্রমের জন্য কোন আলাদা সিলেবাস করার প্রয়োজন আছে কি? ঠিক সেইভাবে কোন-রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা এখানে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আজকে সময় এসেছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কাজেই আজকে ত্রিপুরার আদিবাসী ছেলে যারা যতই আমরা বলি না কেন আজকে বাঙ্গালী সমাজে যে হারে গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে আদি-বাসী সমাজের মধ্যে ঠিক সেই হারে উচ্চ শিক্ষার তারা পৌঁছাতে পারে নি এবং তার জন্য যদি দায়িত্ব থাকে তাহলে আমি মনে করি যারা মেজরিটি কমিউনিটিজ তাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে একটা সমাজের যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের উপরে তোলার জন্য বড় একটা দায়িত্ব হচ্ছে মেজরিটি কমিউনিটিদের। আমার হঠাৎ এই কথাটা বলতে গিয়ে আমার কলেজ জীবনের কথা

মনে পড়ল। সেটা হচ্ছে, আমি যে কলেজে পড়তাম সেটাতে কো-এডুকেশন ছিল এবং প্রিন্সিপ্যাল প্রথম দিন যখন বক্তৃতা করলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে সাক্‌সেস অব দি কো-এডুকেশান ডিফেণ্ডস আপন দি কো-অপারেশন অব দি ইয়ংগার। অর্থাৎ যারা মেজরিটি তারাই হল সেখানকার ছেলে, ছেলে মেয়েদের এক সংগে পড়াশুনাটা নির্ভর করে ছেলেরা কিভাবে সেটাকে গ্রহণ করে, তার উপর। ত্রিপুরার আদিবাসীদের যে শিক্ষা, আদিবাসীদের যে উন্নতি, সেটা নির্ভর করবে মেজরিটি সমাজে যারা আছে, যারা বাংলা শিখছে তাদের উপর। এই দায়িত্বটা সরকারের একক ভাবে নয়। তাদের এই দায়িত্বটা পালন করে নিতে হবে। আজকে আমাদের মাতৃভাষাটা যারা আগ্রহের সংগে আমাদের সংগে একাত্মবোধ হয়ে শিখছে কতকটা মননশীলতার সংগে, তারাও আমাদের সংগে জীবন সংগ্রামে প্রভাবিত হতে পারে এবং সমাজের মধ্যে তারাও নিজেদেরকে আত্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং সেজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যে সিলেবাস, সেটা সরকারের নূতন করে বিবেচনা করা উচিত এবং কোন জায়গায় এসে তার কো-অর্ডিনেশান হবে অর্থাৎ তার একটা মিলন হবে এবং মিলন করে এনে তাকে একটা পর্যায়ে ফেলা হবে, সেটা পর্য্যালোচনা করা উচিত। পর্য্যালোচনা করা উচিত এইজন্য যে শিক্ষার যে আদর্শ আছে, সেটা পরীক্ষার মধ্যে পর্যবসিত রয়েছে। পরীক্ষাটা বড় কথা নয়, কিন্তু আজকে আমাদের দেশের একটা বিশেষ অবস্থার জন্য এইভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এটা আপনারা সবাই জানেন। অবশ্য এক এক দেশে এক এক ভাবে তার কন্‌ভেনশান গঠিত হয়েছে। অন্যান্য ধরণের যে সব দেশ আছে, তারা ঠিক এভাবে পরীক্ষাটা নেন না। এখানে আমরা যে ভাবে পরীক্ষা নেই এবং নাম্বার দেই, তার মধ্যে কয়েকটা গ্রেডাশান করা হয় এবং ক্লাসের মধ্যে দিনের পর দিন যেটা পড়ানো হয়, তার একটা এ্যাসেসমেণ্ট দিয়ে আমাদের ছাত্রদের পরিমাপ করা হয় এবং সেখানে যারা শিক্ষক আছেন তাদের ইন্‌টিগ্রিটি বা চারিত্রিক দৃঢ়তা এত বড় এবং শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমনভাবে প্রসারিত এবং শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে বা ছাত্রদের পরীক্ষার মান সম্বন্ধে এমন একটা সমতা আছে যাতে এক প্রান্তের শিক্ষক যেভাবে নাম্বার দেয় আর এক প্রান্তের শিক্ষকের পরিমাপটা ঠিক সেইভাবে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে আমি নিজেও শিক্ষাক্ষেত্রে দেখেছি যে আমাদের মার্ক সীটটা সাবজেকটিভ হয়ে যায়, অবজেকটিভ সেই জিনিষটা হয় না। সেটা অনেক ক্ষেত্রে মাষ্টারদের ব্যক্তিগত রুচি বা অবস্থা দিয়ে বিচার হয়। আর সেজন্যই আমাদের এখানকার পরীক্ষা ব্যবস্থাটা অন্যান্য জায়গা থেকে ব্যতিক্রম হয়। আমাদের এখানে শুধুমাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করা হয় কিন্তু প্রকৃত মানটা দেখা হয় না, যেহেতু পরীক্ষার নাম্বারটাই হচ্ছে একমাত্র উপযোগ্য। কাজেই মানটাকে অন্যভাবে পরিমাপ করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া আমাদের এখানকার কিছু কিছু ছাত্রের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে, যেখানে আজকে চাকুরীর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যারা ভাল নম্বর পাবে, তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হবে, সরকারী ক্ষেত্রেও এভাবে বলা হয়ে থাকে যে নম্বর যারা বেশী পাবে, তারা চাকরী পাবে। কাজেই এর পর থেকে নম্বর বেশী পাওয়ার প্রবণতাটা আমাদের ছেলেদের মধ্যে বেশী পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে।

আজকে যারা পাশ করতে পারবে না, তারাও মোটামুটি পাশ করার জন্য চেষ্টা করছে, আর যারা কিছু ভাল নম্বর পেতে পারে, তারাও ভাবছে যে আমাকে আরও বেশী নম্বর পেতে হবে এবং সেই নম্বর পেতে হলে আমাকে নকল করতে হবে এবং তাহলে পরেই আমি ভাল নম্বর পাব। কাজেই এই যে একটা অবস্থা আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে, এটা আমাদের সবারই অবলোকন করা দরকার। তবে আমরা এও জানি যে চট করে এর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আনা সম্ভব নয়, পরীক্ষার নম্বর পেয়ে পাশ করার যে রীতি, এটা আমাদের দেশে আরও অনেকদিন পর্যন্ত থাকবে। কাজেই এজন্য আমার নিজের যেটা মনে হচ্ছে, সেটা আমি এখানে বলব। আজকে সেকেণ্ডারী শিক্ষায় যেখানে দেখা যায় শিক্ষার মানের জন্য অনেক জায়গায় নীচের ক্ষেত্রে, ট্রাইবেল ছাত্রদের ক্ষেত্রে তো বটেই, প্রথম থেকে যে সমস্ত পড়ানো উচিত, সেগুলি ঠিকমত পড়ানো হয় না, এবং না পড়িয়ে তাদেরকে সহজভাবে উপরের দিকে তুলে দেওয়া হয় এবং তারপর যখন নাকি তারা উপরের শ্রেণীতে উপস্থিত হয়ে দেখে যে বিরাট একটা সিলেবাস নিয়ে তাদেরকে পড়া-শুনা করতে হবে, তখন তারা আর সেটা হজম করে উঠতে পারে না। কাজেই উপরের শ্রেণীতে উঠার পর তাদের মধ্যে ফেলের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরীক্ষা হচ্ছে তার কোন পরিমাপ শিক্ষা বিভাগের কাছে নাই। বা পঞ্চম শ্রেণীতে যে পরীক্ষা হচ্ছে, তার কোন পরিমাপ সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে নাই। এবং নেই বলে এতদ্দেশে যে সব শিক্ষক আছেন, ত্রিপুরাতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে এবং ছাত্ররা যখন তাদের কাছে পরীক্ষা দেয়, তখন প্রতিটি ছাত্রেরই ফেল করার কথা। কিন্তু এতগুলি ছাত্র যদি ফেল করে যায়, তাহলে শিক্ষা বিভাগ থেকে আবার কি আসবে? কাজেই তারা নম্বর পাক আর না পাক যে প্রশ্নগুলি মাষ্টার মশাইরা করবেন, সেগুলি আগে থেকে ছাত্রদের দিয়ে দিলেন এবং সংগে সংগে বলে দিলেন যে এগুলি তোমরা ভাল করে শিখে নিও এবং শিক্ষার পর সেগুলি লিখে যখন তারা পরীক্ষায় পাশ করছে, তখন তারা উপরের ক্লাসে উঠছে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা যদি তাদের উপযুক্ত দায়িত্ব পালন না করে থাকেন, তাহলে সেটাকে ঢাকবার জন্যই তারা ছাত্রদেরকে উপরের ক্লাসে তুলে দিচ্ছেন। তারপর যখন উপরের ক্লাসে উঠলো, তখন এত ছাত্রের মধ্যে কে কার যত্ন নেয়, ফলে বছর বছর গার্ডিয়ানদের দরবার করতে হয় যে আমরা শিক্ষক রেখে ছাত্রের পড়াশুনার ব্যবস্থা করব, কাজেই তাকে উপরের ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হউক ইত্যাদি। তার ফলে হচ্ছে কি? না তারা উপরের ক্লাসে উঠার পর আর হালে পানি পাচ্ছে না। কাজেই এটার রিমিডি হচ্ছে দু'টো—যারা ফেল করবে জীবনে পাশ করতে পারবে না আর না হয়তো তাকে নকল করতে হবে—এর মধ্যে যার যেটা বেছে নেওয়ার, সে সেটা বেছে নেবে। আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকার বিশেষভাবে নিতে যাচ্ছে, এটা শুধু একটা পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব নয়, এই দায়িত্বটা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন। শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তার একটা পরিপূর্ণরূপ ত্রিপুরার মধ্যে রূপায়িত করা এবং তা যদি হয় আমি মনে করি

প্রাথমিক ক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষার যে মান সেট্টাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আজকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড করতে হয় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা যারা নিচ্ছেন, তাদের হয়তো একটি বছর ক্ষতি হতে পারে কিন্তু এই এক বছর পর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা সমতা এসে যাবে এবং মাষ্টার মশাইরাও বুঝতে পারবেন যে আমি কি পড়াচ্ছি, আমার পরীক্ষা যদি একটা কেন্দ্রীয় বোর্ড থেকে নেওয়া হয় তাহলে আমার ছেলেরা কত নম্বর পাবে। কাজেই আমার নিজের যে ধারণা, যেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের আদিবাসীরা পিছিয়ে আছেন, সেখানে ৫ম শ্রেণী থেকে হাই স্কুলে আসার আগে, আজকে যেমন সমগ্র ত্রিপুরাতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ রয়েছে, ঠিক তেমনি একটা বোর্ডের মারফত সমস্ত ত্রিপুরা ব্যাপী একটা পরীক্ষা নেওয়া উচিত। অবশ্য এর জন্য এই বলে একটা সমালোচনা উঠতে পারে যে তাতে আদিবাসীদের ছেলেরা ফেল করবে বেশী এবং তারা উপরের ক্লাশে উঠতে পারবে না। কিন্তু লক্ষ্যটা সেখানে নয়, লক্ষ্যটা হচ্ছে এক বছর যদি খুব ষ্ট্রীক্ট হওয়া যায়, তাহলে তার একটা বছর নষ্ট করতে হবে। তারপরে মাষ্টারের কাছে দায়িত্ব যাবে এবং মাষ্টারেরা দেখবে যে আমার স্কুলের ছেলেরা এই পরীক্ষা দিয়ে কতটা নম্বর পেল এবং তিনি যে নাম্বারটা দিলেন, সেটা সমস্ত ত্রিপুরাতে নম্বরের যে মান তার সংগে কতটা তফাৎ এবং তাতে জিনিষটা দাঁড়াবে এই নম্বরের বিচারে তাকে প্রাথমিক পর্য্যায়ের যে পড়াটা ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যাস্ত একটু যত্ন নিতে আরম্ভ করবে অর্থাৎ তার সুপারভিশান তার সেকশানে, সেটাকে আরও বাড়াতে হবে। আমরা এখানে যে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ দিতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ছাত্রদের প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করে তোলা, তাহলে সেই শিক্ষা ক্লাশ নাইন, টেন অথবা ইলিভেন দিয়ে হবে না, সেই শিক্ষা আরম্ভ করতে হবে ক্লাশ ওয়ান, টু অথবা ফাইভ থেকে, আর এখানে যে বেইস তৈরী করা হবে তার উপরই নির্ভর করবে আমাদের পরবর্তী পর্য্যায়ের শিক্ষা। কাজেই পরীক্ষার পরিমাপ করবার জন্য আমি মনে করি আমাদের ৫ম শ্রেণীতেই একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। সেটা বোর্ডের আণ্ডারেই করুন আর এ্যাডমিনি- ষ্ট্রেটারের আণ্ডারেই করুন, এটা করেই আজকে পরিমাপ করা উচিত, অন্তত: পরীক্ষার ফলের তার একটা পরিমাপ করা উচিত যে ত্রিপুরাতে প্রাইমারীতে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মানটা মাষ্টারেরা যে নম্বর দিচ্ছে তার সংগে সমস্ত ত্রিপুরার মানটা ঠিকভাবে রক্ষা হচ্ছে কিনা, সেটা দেখার জন্য। এবং সেটা যখন শিক্ষকেরা দেখবেন এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে তাদের গার্ডিয়ানেরা দেখবেন, তখন তারাও বুঝতে পারবেন যে আমাদের ছেলেরা গ্রামে নম্বর পাচ্ছে ৫০/৬০/৭০ আর শহরে তারাই সমান ভালে পরীক্ষা দিল, সেখানে কেউ কেউ পাচ্ছে মাত্র ১০/১২......

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned till 3 P. M. of to-day.

(আফটার রিসেস)

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছিলাম যে কেন প্রাথমিক স্তরেও অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতেই সর্ব্ব ত্রিপুরা ব্যাপি একটা পরীক্ষা নেওয়া উচিত।

যাতে এই যে পঞ্চম শ্রেণীর মান পর্য্যন্ত যে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান তৈরী হয়েছে সেটা যাতে সর্ব ত্রিপুরা ব্যাপী একটা সম পর্য্যায়ে আসে। কারণ এই ছেলেরাই পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে ১১শ বা ১০ম শ্রেণীতে আসে। কাজেই এই যে পরীক্ষার ব্যবস্থা এটা যদি প্রাথমিক ষ্টেজ থেকে একটা সম পর্যায়ে আনার জন্য চেষ্টা না করা হয় তাহলে পরবর্ত্তী পর্যায়ে এসে তাদের মধ্যে একটা সর্টকামিংস থেকে যায়, একটা যে অপূর্তি রয়েছে সেটি তারা পূরণ করতে পারে না। কাজেই যদি পঞ্চম মানের মধ্যে সর্ব ত্রিপুরা ব্যাপি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে বর্ত্তমানের যে ব্যবস্থা এটা দূর হতে পারে। এবং সেটি বিশেষ করে আদিবাসী ছেলেদের শিক্ষার ব্যাপারে করতে হবে। এই বিষয়ে আর একটি চেক রাখার প্রয়োজনীয়তা ৮ম শ্রেণীতে আছে বলে আমি মনে করি। এবং ৮ম শ্রেণীর মান পর্য্যন্ত সর্ব ত্রিপুরা ব্যাপী আর একটি পরীক্ষা হওয়া উচিত সেখানে আর একটি চেক থাকা উচিত এবং সমস্ত ত্রিপুরা ব্যাপি একটা পরীক্ষা হলে স্কুলের খাতা মাষ্টার মশাই যারা আছেন তারাই দেখবেন। কিন্তু, এক জায়গার শিক্ষকেরা দেখবেন না সেক্ষেত্রে এক সাবডিভিশনের খাতা অন্য সাবডিভিশানে অদল বদল করে দেখতে হবে এবং এই জন্য শিক্ষা বিভাগেরও ক'জন বিশেষ পরীক্ষক থাকা উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর তাকে আনতে হবে—৮ম শ্রেণীতে মার্কস দেওয়ার যে মান যা তারা পরীক্ষা করে দেখবে। তাহলে ত্রিপুরার প্রত্যেক জায়গার নম্বার দেওয়ার যে মান তা রক্ষা করা যাবে। আমি আগেই বলেছিলাম যে এটা একটা সাবজেকটিভ এটাকে অবজেকটিভ করতে হবে। সেজন্য প্রত্যেক জায়-গায় এইভাবে পরীক্ষা যদি করা হয় এবং যারা শিক্ষক যারা অভিজ্ঞ তারা সাবডিভিশানে গিয়ে খাতা দেখবেন এবং সেই নাম্বার-এর উপর বেইস করে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড নাম্বার হতে পারে। এবং এই ভাবে যদি করা যায় তাহলে এই বিলটা, যে জন্য করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি এখনও রিপিট করছি এই বিলটা এই জন্য নয় যে আমরা পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। এই বিলটা এই জন্য পেশ করা হয়েছে যে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হয়েছে—শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে এবং সেই শিক্ষাকে পূর্ণাংগ শিক্ষা যাতে হতে পারে তাদের জীবন সংগ্রামে যেন সহযোগীতা করতে পারে এবং সেই সংগে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ ভাবে আদিবাসীদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ আদিবাসীদের প্রাইমারী ষ্টেজে তাদের কি পার্সেন্টাইজ আছে এবং কেন তারা শেষ পর্য্যন্ত হায়ার সেকেণ্ডারী বা পরবর্ত্তী পর্যায়ে শতকরা সেই হারটা রক্ষিত হচ্ছে না। যেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে রক্ষিত হচ্ছে সেটা আজকে শিক্ষা ব্যবস্থায় যাতে আনা যায় সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমি আগে যা বলেছি তাতে এই সর্টকামিংসটা পূরণ করা যাবে এবং ট্রাইবেলদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ইংরেজীর মাধ্যমে শিখেছে তারা অন্য ভাষাভাষী হয়েও অনেক সময় তারা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু ত্রিপুরার আদিবাসীরা শিখছে তবু এমন কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে না আজ পর্য্যন্ত আদিবাসীর ছেলেরা সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে ত্রিপুরায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। এটা ভাবতে গেলে শিক্ষা ব্যবস্থার লজ্জার কথা। কারণ যে যত্ন নেওয়া উচিত ঠিক সেই ভাবে নেওয়া হচ্ছে না। আমার নিজের মনে হয় শহর অঞ্চলের কোন এক জায়গায় শতকরা ৫০ ভাগ আদিবাসী ছাত্রছাত্রী নিয়ে একটা পরীক্ষামূলক স্কুল করে—এটা বাধ্যতামূলক গ্রামাঞ্চলে বা শহরের পাশে একটা স্কুলকে বেছে নেওয়া হোক। এবং তাদের যে সমস্যা যে অবস্থা এবং কি ধরণের অপূর্তি সেটাও অভিজ্ঞ

শিক্ষক রেখে পরীক্ষা করা হউক। কারণ আজকের দিনে যা পড়া হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে ক্লাশে যে ধরণের পড়া হচ্ছে সেটি দিয়ে ছেলেরা কাভার করতে পারে না এবং আদিবাসীদের কাভার না করার আর একটি কারণ হল তাদের টাকা পয়সার অভাব সেজন্য তারা আলাদা শিক্ষক রাখতে পারে না। এবং যারা সমালোচনা করছেন তারা বলছেন যে আজকের দিনে পড়াশুনা হচ্ছে না। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলব যে আগেকার দিনে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন বাড়ী থেকে ইংরেজী ট্রেন্সলেশান করে আনতে হত এবং শিক্ষক মহাশয় সেগুলি দেখতেন ভুল থাকলে ক্যারেক্ট করে দিতেন। বেশী ভুল হলে ছাত্রদের ডাকতেন স্কুলের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের ভুল শুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আজ সে সব রেওয়াজ একদম উঠে গিয়েছে। আমি জানি না এখন কোন বিদ্যালয়ে হচ্ছে কি না—আগরতলায় ক'টা স্কুলে ছাত্রদের বাড়ী থেকে ট্রেন্সলেশান করে আনতে দেওয়া হয় আমি জানি না মফস্বলে আছে কি না। কাজেই যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে আদিবাসী ছেলেরা আসছে। তাদের একটা বাধা হল মাতৃভাষার বাধা সেটা যদিও বা বাংলা দিয়ে অতিক্রম করে উঠল কিন্তু ইংরেজী ভাষার জন্য তার যে দ্বিতীয় বাধার উৎপত্তি হচ্ছে সেটিকে অতিক্রম করার আর কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই পঞ্চম শ্রেণী থেকে তাদের জন্য এইভাবে একটা নির্দিষ্ট স্কুলে এই ব্যবস্থা ধাপে ধাপে করা উচিত। এবং এই সিষ্টেম যদি করা হয় বিভিন্ন হোষ্টেলে তারা থাকল কিন্তু তারা একই স্কুলে পড়বে—এই ব্যবস্থা করে তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এবং এটা যদি হয় তাহলে যে দায়িত্ব আমরা নিতে যাচ্ছি সেটি পূর্ণাংগ হবে. সার্থক হবে। এটা শুধু পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নয় ত্রিপুরার ছেলেদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যেটি শিক্ষার মূল আদর্শ—তারা যেন জীবন সংগ্রামে সাহসের সংগে দাঁড়াতে পারে এবং এই আইন করে দিয়ে, সিলেবাস তৈরী করে পড়াশুনার ব্যবস্থা করার জন্য এই সরকারকে এই অধিকার এই আইনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং আমি আশা করবো যে সরকার সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এই কাজে তারা অগ্রসর হবেন এবং যথেষ্ট উন্নতি করবেন। আমার বিশ্বাস তাদের এই যে প্রচেষ্টা সেইটা সফল হবে। এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং শেষ করতে গিয়ে বলতে চাই যে আজকে যে রিপোর্ট এখানে প্লেচ করা হয়েছে সেইটা খুব গুরুতর। সেইজন্য আমাদের এখানে যদি কোন রিপোর্ট সিলেক্ট কমিটি থেকে আসে সেইটা ছাপিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ আমাদের কাছে কাগজ যেভাবে সাইক্লোসটাইল করে দেওয়া হয় সেইটা রেকর্ডের পক্ষে সুবিধা হয় না এবং রেকর্ডের জন্য এমন একটা ডকুমেণ্ট যে এইটা সব সময়ের জন্য থাকা উচিত। কাজেই এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে যেটা পাশ হবে তার আনুসংগিক যে রিপোর্ট সেইটা পুস্তকাকারে বের হলে ভাল হয় এবং প্রতিদিন যেটা আসে সেইটা তারা সাইক্লোসটাইল কাগজে দিতে পারেন, সিলেক্ট কমিটির প্রসিডিংস যেটা। কিন্তু বিল এবং তার মধ্যে যদি কোন নোট অব ডিসেণ্ট বা কিছু থাকে সেইটা যদি ছাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এইটা ভাল হয় এবং ডকুমেণ্ট হিসাবে এইটা রাখা যায়। আর একটা হচ্ছে এই যে সেলিয়েন্ট, কারণ আমরা যারা পড়ি সবসময় সবটা দেখা যায় না, কারণ এত বড় একটা বিল সবটা আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত সবটাই বার বার লক্ষ্য করা উচিত সেইটা নয়। কাজেই সেলিয়েন্ট যদি কোন একটা জায়গাতে বা যদি কোন পরিবর্ত্তন কিছু হয়ে থাকে সেইটা যদি প্রাইমারিলি নোটের মধ্যে দেওয়া হয় যে কি ধরণের পরিবর্ত্তন তারা করেছেন তাহলে বিলটাকে বুঝতে সহজ হয় বা কি ধরণের পরিবর্ত্তন সেইটার মধ্যে হয়েছে সেইটা ধরা যায়। সেই জন্য পরিবর্ত্তন যেটা হবে, মেজর যে নোটটা সাপ্লাই করা হয় তার সংগে মেজর যে চেঞ্জগুলি হয়েছে সেইটাকে বিলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দিয়ে, যে কমিটি বসে এই মেজর চেঞ্জগুলি করেছেন, তাহলে অল্প জায়গার মধ্যে সেই জিনিসটা পাওয়া যায় এবং মেম্বাররা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে যে পরিবর্ত্তনটা হয়েছে সেইটাকে তারা লক্ষ্য করতে পারেন। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে এইদিক

দিয়ে যাতে দৃষ্টি রাখা হয় সেইজন্য আমি অনুরোধ করবো। শুধু তাড়াতাড়ির জন্য সাইক্লোষ্টাইল কপি না দিয়ে এইগুলিকে ছাপিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং তার মধ্যে সেলিয়েন্ট যে চেঞ্জগুলি আছে, যদি করা হয় তাহলে সেইটাকে রিপোর্টের মধ্যে উল্লেখ করা উচিত যে এই ধরণের চেষ্টা হয়েছে। তাহলে আমাদের মধ্যে যারা সহজে জিনিষটা বুঝতে চায় তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কারণ এইটাকে খোঁজে বের করে এবং আবার সাইক্লোষ্টাইল করে, যেভাবে প্রসিডিংস দেওয়া হয়, যেমন কালকে দেওয়া হয়েছে, যদি এইরকম থাকতো, গতকালকে এইটা খোঁজে বের করতে পারি নি, যদি এই নোট্‌টা থাকতো তাহলে এই বিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আর একটু ভালভাবে জেনেশুনে অংশ গ্রহণ করে আলোকপাত করা সম্ভব হতো। সেইজন্য যদি ছাপিয়ে দেওয়া হয় সেই নোট্‌টা, যাতে ভবিষ্যতে দেওয়া হয় এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড সম্পর্কে যে প্রস্তাব সিলেক্ট কমিটির মারফতে যে বিলটি সংশোধিত পরিবর্ত্তিত হয়ে আসা সত্বেও এই যে বোর্ডে গঠনের যে ব্যাপার এখানে দেওয়া হয়েছে তাতে এই বোর্ড সাংঘাতিকভাবে এর মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার খুব কম সুযোগ এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে আজকের দিনে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শুধু মাত্র শিক্ষাবিদ যারা আছেন তাদেরই একমাত্র সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, এমন নয়। শিক্ষাবিদদের এবং ছাত্রদেরও এর মধ্যে পরিপূর্ণ সুযোগ থাকা দরকার। শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে হোক বা শিক্ষার বইপত্র সবকিছুর মধ্যে, পরিচালনা বা শিক্ষা ব্যবস্থা, সবকিছুর মধ্যেই ছাত্রদেরও সহযোগিতার দরকার। কিন্তু আমাদের এই যে বিল এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এর মধ্যে ছাত্রদের এ্যাড়কেশন বোর্ডের মধ্যে ছাত্রদের কোন প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের আলোচনার মধ্যে আজকে এই কথা পরিস্কার ভাবে আসছে যে শিক্ষা পরিচালনা বা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ছাত্রদের, শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ সকলের সহযোগিতা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আজকে এই বিশেষ সমালোচনা আসছে। আমরা জানি ত্রিবান্দ্রম ইউনিভার্সিটির মধ্যে ছাত্রদের প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা আছে। এবং বোর্ডে স্বাভাবিক ভাবে নির্ব্বাচিতদের সংখ্যা বেশী থাকা দরকার। বিশেষ করে যারা নির্ব্বাচিত হয়ে আসে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা এর মধ্যে প্রয়োজন এবং সমগ্র দিক থেকে আজকে পরীক্ষা ব্যবস্থা হোক, শিক্ষা ব্যবস্থা হোক, সমস্ত কিছুর মধ্যে আজকে ছাত্র, শিক্ষক এবং গার্ডিয়ান ইত্যাদি সমস্ত শ্রেণীর প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদের মধ্যে যে অস্থিরতা, যে ত্রুটিবিচ্যুতি, নানা রকম গোলমাল গোলযোগ এই সমস্ত কিছুর সমাধানের জন্যই একটা শিক্ষা বোর্ডকে আমুল পরিবর্ত্তন করে সমস্ত সেকশনের লোককে নিয়ে 'আসা দরকার এবং শিক্ষা নীতির একটা আমুল পরিবর্ত্তন করা দরকার। পরীক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রয়োজনীয় সংস্কার করা দরকার। কাজেই এই বিলে যদি এত সমস্ত গণতান্ত্রিক সমাবেশের এবং সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সেই দিক থেকে এই বিল উন্নততর হয়ে আসতে পারতো। কাজেই বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং ছাত্র ইত্যাদি সমস্ত স্তরের সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্ত্তনের জন্য সমস্ত ছাত্র শিক্ষক ইত্যাদির সহযোগিতার প্রয়োজন এবং আজকে যে এই বিলের

সবচাইতে দুর্বলতার দিক যা এইটা হলো ঠিক তাই। আর একটা জিনিষ হলো যে ত্রিপুরী ভাষাভাষী যে সমস্ত ছাত্র আছে সেই সমস্ত ছাত্র যাতে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা থাকা দরকার। কাজেই আগামী দিনে যে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী হবে সেই লক্ষ্য থাকা দরকার। যাতে ত্রিপুরী ভাষাভাষি ত্রিপুরী ছাত্ররা, আদিবাসী ছাত্ররা তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় তারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাথমিক অবস্থায় তারা শিক্ষা করতে পারেন। কাজেই আমাদের বিলের মধ্যে প্রধান দুর্বলতার ক্ষেত্র যেটা সেইটা হলো এখানে নির্বাচিতদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম এবং তার মধ্যে ছাত্র শিক্ষক এবং সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব একেবারেই নেই। বিশেষ করে ছাত্র প্রতিনিধিত্ব একেবারেই নেই এবং শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব নির্বাচিতদের মধ্যে অত্যন্ত কম। কাজেই এই ত্রিপুরাতে এই বিলেযাহাতে এই সুযোগগুলি দেওয়া হয় এই করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, অনেক দেরীতে হলেও ত্রিপুরা সেকেণ্ডারী এড়ুকেশান বিল এসেছে এবং সেটা ভাল। ত্রিপুরার মানুষ বিশেষত: ছাত্র, শিক্ষক এব গণতান্ত্রিক জনতা দীর্ঘকাল যাবত ত্রিপুরার নিজস্ব একটা শিক্ষা বোর্ডের জন্য বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অন্যান্য শিক্ষার সুযোগের জন্য আন্দোলন করে আসছে। তখন যারা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেছেন—কখনও কখনও বলেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব পুরানো। সেখান থেকে লেখাপড়া করেল খুব ভাল পণ্ডিত হওয়া যাবে, এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড হবে, এই রকম আবিজুরি রেখেছেন। কিন্তু ২৬ বছরের পর পুরা রাজপুত্র, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড—এখান থেকে প্রচুর ভেজাল জিনিষ বেরুচ্ছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একটা নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। কারণ সেখানে ফল বেরুয় না, ফল বেরুলেও দেখা যায় যারা পরীক্ষা দেয়নি তারা পাশ করে গেছে, আর যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের ফল আসে না, তাদের প্রশ্নপত্র আসে না, এ্যাডমিট কার্ড আসে না, অনেক তার সমস্যা। ২৬ বছরের অভিজ্ঞতায় শাসক গোষ্ঠি এই একটা জায়গায় এসেছে যে তাঁরা সমস্ত বড় বড় কথা বলেছেন, তার কিছুই তাঁরা রাখতে পারেনি। আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম যে তাঁরা এটা করতে পারেনা। কারণ হচ্ছে, যেমন করে ইংরেজ চলে যাবার পর এই দেশে যারা ক্ষমতায় গেছেন তারা কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি, কোন সংকট মুক্ত হতে পারে নি। শিল্প, স্বাস্থ্য জীবন জীবিকার প্রশ্নে অথচ তাঁরা খুব বড় বড় কথা বলেছেন—অত্যন্ত পবিত্র স্থান শিক্ষকগণ, সেখানটা দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে, কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে নানারকম দুর্নীতির পাহাড় জমে উঠেছে। কাজেই প্রথমত: প্রশ্নটা হচ্ছে যে সমস্ত পাত্রপাত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার যে কোন সংগঠনের মধ্যেআছেন, তাদের শ্রেণী চরিত্র কি? ইংরেজ চলে গেছে। ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রসারের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাঁচা মালের সংগে কাচা শ্রম পাওয়া যায় এবং তার সংগে সেই শত্রু শিবিরকে কন্টোল করার জন্য কিছু শিক্ষিত—একুসপাট দরকার, যারা বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের রাখবে। সেই জন্য তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষা যাতে সম্প্রসারিত না হয়, শিক্ষাকে ফিলট্রেট করে দেওয়া। অভিজাত এবং বনেয়াদি, যারা বৃটিশ শাসকদের পোষা মানুষ, তাদের জন্য কাজ করবে, তাদের জন্য আই, সি, এস, অফিসার হবে, তাদের জন্য পুলিশ অফিসার হবে এই ধরণের বংশধরকে সৃষ্টি করাই ছিল শিক্ষা পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। ইংরেজ চলে যাবার পর আমাদের ভারতবর্ষে কংগ্রেস শাসনে এলেন, শাসকে পরিণত হলেন, কিন্তু তাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন হল না। ইংরেজের ঐ মানসিকতার ওভার কোট গায়ে দিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছেন; এই ২৬ বছরের অভিজ্ঞতায় তাই বলে। তা না হলে অত্যন্ত লজ্জার কথা, দুঃখের কথা এই ২৬ বছরে আমরা ভারতবর্ষের শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়াতে পারিনি, নিরক্ষরতাকে দূর করতে পারি নি। যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, কাজে সেটাকে রূপান্তরিত করেনি। অথচ যারা আমাদের পরে ক্ষমতায় এসেছেন, যেদিন তারা মুক্ত হয়েছেন সেদিন তাদের স্বাক্ষরের সংখ্যা

ছিল মাত্র শতকরা ১০ জন, আজকে তাদের স্বাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ১০০ জন। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলেন তারা শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা বলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ যা না বিধ্বস্ত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী বিধ্বস্ত হয়েছে চীনের জনগণ। জাপান সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়ে ফ্যাসিজমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—তাদের স্কুল কলেজ ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু তারা গাছতলায় দাঁড়িয়ে লেখাপড়া করে, আমাদের চেয়ে কম তাদের আয়ু, তাদের শিক্ষিতের সংখ্যা হয়েছে শতকরা ১০০ জন। আমাদের চেয়ে তাদের শিক্ষকের সংখ্যা বেশী, কিন্তু বেকার নেই। আর এই ২৬ বছর আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলেছি, ডেমক্রেসীর কথা বলেছি, সোস্যালিজমের কথা বলেছি, অথচ দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৭০ জন এবং প্রতি বতসর নীরক্ষরতার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই যারা আজকে শিক্ষার কথা বলে, সমাজতন্ত্রের কথা বলে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাদের কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোস সেটা বুঝা মুস্কিল। আজকে ২৬ বছর ধরে ত্রিপুরার জনগণের যে দাবী যে আমাদের নিজস্ব শিক্ষা বোর্ড চাই, দেরীতে হলেও সেটা আজকে এসেছে। কিন্তু যে সমস্ত পাত্রপাত্রিকে নিয়ে শিক্ষা বোর্ড চালু করবেন, তাদের চরিত্রটা কি? দুইদিন আগেও যাদের নেতৃত্বে একটা বিদ্যা মন্দিরে গুণ্ডামী হয়, যে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীর নির্দ্ধারিত পাণ্ডব ক্লাবের পাণ্ডবদের স্কুলে হানা দেয়, যেখানে শিক্ষা মন্ত্রীর নিজের ছেলে নেতৃত্ব দেয়, আজকে সেখানে পাত্রপাত্রীর প্রশ্ন, তারা আজকে মনের দিক থেকে এই বিল এনেছেন না এইটা শুধু চমক সৃষ্টি করার জন্য। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি বার বার তারা চমক সৃষ্টি করেছেন। ব্রিটিশ যে নোংড়া জুতা জুড়া ফেলে গিয়েছিল, সে গুলি পায়ে দিয়ে শুধু তাদের মাথার মুকুট বদলেছেন। ভিক্টোরিয়া মুকুটের বদলে তারা খাদি টুপি মাথায় দিয়েছেন কিন্তু চরিত্রগত কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। এই ২৬ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা তাই দেখছি। ত্রিপুরার অবস্থা আরও করুণ। ত্রিপুরা রাজ্য উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চল। তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। নিজস্ব অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তারা নিজেদের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য লিপ্ত এবং সরকারের কাছ যেভাবে সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার, তা তারা পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই রাজ্যের বিরাট একটা অংশ তর্পশিলী জাতি শিক্ষায় অনগ্রসর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পিছিয়ে পড়া একটা জাতি তাদের বিরাট সংখ্যা হচ্ছে উপজাতি—যাদের জাতীয়সত্বা পরিপূর্ণ হয় নি। তারা অত্যন্ত গরীব। এই গরীব মানুষগুলি চাইছে আমাদের একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষাকে ফ্রি করে দেওয়া হউক, বুকগ্র্যান্ট দেওয়া হউক, বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হউক, উপজাতিদের বুকগ্র্যান্ট বাড়িয়ে দেওয়া হউক এবং আরও প্রশ্ন আমরা আমাদের মাতৃভাষায় অন্ততঃ পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ চাই। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রী নিজে জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কএটা স্কুলেও মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়না। অথচ তিনি এই হাউসে একটা অসত্য কথা, জঘন্য ষড়যন্ত্রমূলক কথা বলেছেন যে সদরে ৩০টি প্রাথমিক স্কুলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এটা একটা অসত্য এবং ঘৃণ্য কথা বলে একটা জাতিকে মেসাকার করে দিচ্ছেন, এবং তাদের ধ্বংস করে দিয়ে নির্লজ্জের মত মাথা উঁচু করে কথা বলেন। যারা এইরকম করতে পারেন তারা জাতীর এবং সংস্কৃতির ঘৃণ্য শত্রু এবং তাদের হাতে আজকে এই শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দায়িত্ব। ব্রিটিশ আমলে যে অটনমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে, আজকে এই নূতন এডুকেশান বোর্ড চালু করতে তাঁরা সেটুকু অটনমি দিতেও রাজী নয়। কারণ শিক্ষাটা তাদের একটা শ্রেণী শোষণ এবং শ্রেণী নিপীড়নের যন্ত্র। কোথায় ভাল শিক্ষক পাবে, কোন্ শিক্ষককে সুযোগ দিলে কোথায় ভাল শিক্ষা হবে সেটা তাদের উদ্দেশ্য নয়। আমার দলের লোককে কোথায় চাকুরী দিলে, ট্রান্সফার করে আনলে এবং যে দল আমার নীতিতে বিশ্বাস করেন, তাকে কোথায় ট্রান্সফার করলে আমার সুবিধা হবে, আমার দল রক্ষা করা যাবে এই ষড়যন্ত্রে জঘন্যভাবে তাঁরা লিপ্ত।... আমার দলের লোককে কোথায় চাকুরী দিলে, ট্রান্সফার করে আনলে, আর যে দরদী যে

আমার নীতিতে বিশ্বাস করে না, দলবাজীতে বিশ্বাস করে না তাকে ট্রান্সফার করলে সুবিধা হবে। আমি রাণীর বাজারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলতে পারি। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ী থেকে দু'শ গজ দূরে রাণীর বাজার স্কুল। আমি জানি যে যুবক তার পক্ষেহয়ে ঐ কংগ্রেসী অশোক ভট্টাচার্য্যের—

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। অশোক বাবু এখানে নেই। তার সম্পর্কে বলছেন কেন স্যার ?

শ্রীঅনিল সরকার :—তার বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। তার মিটিং ভাঙার জন্য যে গুণ্ডাটা গেল কিছু দিন পরে দেখা গেল রাণীর বাজার স্কুলে তিনি শিক্ষক।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, গুণ্ডামিটা আন পার্লামেন্টারী স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোন পার্টিকে আমি গুণ্ডা বলিনি। আমি একটা গুণ্ডাকে গুণ্ডা বলেছি। কিছুদিন পরে দেখা গেল তিনি শিক্ষক। এই ধরণের আরও ঘটনা ঘটেছে। দলবাজী করেন হেড মাষ্টারকে দিয়ে। একটা স্কুলের মধ্যে শিক্ষক আছেন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। কিন্তু তার দলবাজী হবে না। অর্থাত তাঁর মনপুতঃ, তাঁর নিজের দলের লোককে সেখানে প্রধান শিক্ষক করে দেওয়া হয়েছে। রামঠাকুর পাঠশালা একটা জলন্ত উদাহরণ। কাওলামারা দেড় বছর তো গেল এই মন্ত্রী সভার আয়ু। এখনও টেবিল চেয়ার সেখানে যায়নি কেন ? এখনও গামছা চাটই বিছিয়ে ছাত্রদের পড়তে হয় কেন ? কিন্তু শিক্ষকদের দলবাজী করবার জন্য তিনি তাঁর মনপুতঃ ইউনিয়ন করেছেন, কর্মচারীদের দলবাজী করার জন্য মনপুতঃ ইউনিয়ন করছেন এবং শিক্ষামন্ত্রী তাঁর প্রেসিডেন্ট সেজে বসে আছেন। কাজেই বলছিলাম পাত্রপাত্রীদের কথা। যারা চালাবেন তাদের বৈশিষ্ট্য কি ? তাদের মানসিকতা কি ? ইংরেজ যে উদ্দেশ্যে গোটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে, গোটা বাংলা দেশকে এবং তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছে আজকে গোটা ভারতবর্ষের সাশকগোষ্ঠি সেই একই উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করছেন। ২৬ বছরে এত বড় বড় কথা যেটা প্রথম বলেছিলেন যে আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের গ্যারান্টি, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে এইগুলি আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি। কিন্তু ২৬ বছরে তাদের কোমরের দড়ি ছিঁড়ে গেল এবং গোটা ভারতবর্ষে যারা শিক্ষিত হয়েছে তাদের মধ্যে কোটি কোটি বেকার। ইঞ্জিনীয়ার বেকার ডাক্তার বেকার বি, এ, পাশ বেকার। এখন তাদের বলছেন এত চাকুরী কোথা থেকে দেব। তোমরা কিছু করে খাও। ওদের টাকা পয়সা নেই ওদের তো মন্ত্রীত্ব নেই। কালোবাজারী করার জনাও তো টাকার দরকার। তাদের তো সেই সুযোগ ও নেই। একটা হওয়া যায় যে টাকা পয়সা না থাকলে, জমি জমা না থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য করা যায় না কিন্তু মন্ত্রী হওয়া যায় যোগ্যতা না থাকলেও। কাজেই চাকরীর যখন প্রশ্ন আসে তখন তপশীলি, উপজাতি, গরীব ধনীর যোগ্যতার প্রশ্ন সেখানে তোলা হয়। উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না। অর্থাৎ যারা রাষ্ট্র চালাবে, ক্ষমতায় আসবে তাদের যোগ্যতার মাপ-কাঠি সেটা আমরা বুঝি না। দুর্নীতিতে তারা মসগুল হয়ে আছেন। চাল, চিনি, সিমেন্ট সমস্ত ব্ল্যাক, সমস্ত কালোবাজারী এবং সবগুলির সংগে তারা যুক্ত আছেন এবং যারা এই শিক্ষা জনগণের মধ্যে প্রসারিত করছেন বলতে চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজেদের একটা বোর্ড

করছেন, যারা বলতে চাইছেন তাদের কোন মর্যালিটি নেই যে শিক্ষা সম্পর্কে তারা কিছু বলতে পারেন। কাজেই মূল ধারণা যেটা আমাদের অভিজ্ঞতায় তাকে বিশ্বাস করা যায় না। এই বোর্ডে প্রকৃতপক্ষে যাদের প্রতিনিধি নেওয়া উচিত ছিল, যারা গড়ে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই, যাদের শিক্ষা নিয়ে কারবার সেই ছাত্রদের প্রতিনিধি নেই। শিক্ষকদের প্রতিনিধিও সীমাবদ্ধ। আর সমস্ত কমিটিটাকে ডোমিনেট করে রেখেছে এক্স অফিসিওরা। কেউ শিল্প, অধিকর্তা, কেউ কৃষি অধিকর্তা। ভাল কথা আনুন। শিক্ষার মধ্যে সবকিছু আনতে হবে। জীবনবাদী শিক্ষার জন্য জীবনের যতগুলি দিক আছে সেখানকার অধিকর্তাদের আনুন, আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ছাত্রদের আনতে এত কুণ্ঠা কেন? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডে ছাত্রদের প্রতিনিধি নিয়ে গত ২০ বছরে তারা দাবী চালিয়ে আসছে। কিন্তু বার বার একই কথা ওরা ইম্যাচুউরড। কিন্তু যারা জ্ঞানে পণ্ডিত বৃহস্পতি হয়ে বসে আছেন তারা তো দীর্ঘদিন চালালেন। তারপর দেখা যায় উপাচার্যের ঘরের মধ্যে ছাত্র নিহত হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি দিতে হয়। পরীক্ষার রেজাল্ট ঠিক-মত বেরোয় না। রোল নাম্বারটা কোনরকম ম্যানেজ করতে পারলে এম, এ, পাশ করা যায় এতসব বৃহস্পতিরা বসে আছে, আমার দেশে নকল সার্টিফিকেট, নকল প্রফেসরে, নকল ডাক্তার, নকল মাষ্টার, নকল ইঞ্জিনীয়ার এবং ইদানিং মন্ত্রীর সার্টিফিকেট নিয়েও নানা রকম প্রশ্ন। কাজেই এই সমস্ত বেরোচ্ছে। সব কিছুতে ভেজাল। শিক্ষার মধ্যেও ভেজাল এসে যাচ্ছে। অতএব যারা এদের মধ্যে যুক্ত সেই ছাত্ররা যাদের রক্তের অভিজ্ঞতা সাহায্য করতে পারে— এটা আমরা বলছি না যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির যারা ছাত্র তাদের নাও। আমরা বলছি ছাত্রদের মধ্য থেকে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে প্রতিনিধি নাও। কিন্তু সেখানে এত কুণ্ঠা কেন? কুণ্ঠা এই জন্য যে যা আছে তা যদি হারিয়ে ফেলি। যৌবনের প্রতি মারাত্মক ভয়। যে সমস্ত ব্যধিগ্রস্থ, বয়োবৃদ্ধ বলিটিসিয়ান, যাদের রুজি রোজগার এর সংগে জড়িত, নূতন ছাত্ররা এসে তারা যদি সংখ্যায় বেশী হয়ে যায় কি বিপদ হয়ে যায়। কাজেই সব সময়েই একটা বিস্ফোরণের ভয়। যা আছে তা যদি হারিয়ে ফেলি। সেজন্য এবং সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ, কয়েক বছর যাদের আমরা লক্ষ্য করছি যে ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। আজকে যে শিক্ষক মন্ত্রী সাহেবের কথামত না চলে তাকে ঘোড়াকাপা পাঠাতে হবে। কে টি, জি, এ, করে তাকে সরাতে হবে আর কে আমার ফেডারেশন করে তাকে মন্ত্রীর বাড়ীর সংগে এমন কি মন্ত্রীর খাটের সংগে বেধে রেখে দিতে হবে। কাজেই এটা একটা চক্রান্ত। কাজেই এমন সব যন্ত্রপাতি দিয়ে বোর্ডকে এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে আমাদের শোষনের জন্য যে সমস্ত মাষ্টাররা আছেন তাদেরকে যেন রক্ষা করতে পারি। তা না হলে যারা ১০/১৫ বছর এক জায়গাতে কাজ করছেন তাদেরকে ট্রান্সফার করা হয় না। কিন্তু মন্ত্রীদের কিছু লোক, মন্ত্রীদের ভাইএর বৌ. মন্ত্রীদের শালা, সম্বন্ধি বা তাদের নিকট আত্মীয়রা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তাদের টার্ম শেষ হবার পর বহাল তবিয়তে এই শহরের উপর আছেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হচ্ছে যাতে যন্ত্রটা আমার হাতে রাখতে হবে যে যন্ত্রটা আমার কথা বলবে না মন্ত্রীকে দেখে সেলাম দেবে না, এই সব ঘটনা ঘটছে। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী নাকি শহরের কোন একটা

স্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই স্কুলের মিস্‌ট্রেস তাকে চিনতে পারেন নি। মন্ত্রী হিসাবে যাচ্ছেন, তাকে চিনতে পারে না, সেলাম দিল না তাই তিনি তাড়াতাড়ি ডাইরেক্টারকে ডাকলেন এবং বললেন কে তোমার সেই স্কুলের মিশট্রেস যে আমাকে সেলাম দেয়নি। আমি মন্ত্রী, অর্থাৎ মন্ত্রীর ফটো প্রত্যেকের ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে, মন্ত্রীকে চিনতে হবে এবং দেখলেই সেলাম দিতে হবে। অর্থাৎ এক ধরণের গোলাম তৈরী করবার জন্য যেটা নাকি বৃটিশ আমলের লক্ষ্য ছিল, আজকেও সেই ধরণের একটা লক্ষ্য এদের রয়ে গেছে। মন্ত্রী যদি বলে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে, তাহলে তাই বলতে হবে, এদের জন্য সেই অভিজ্ঞতাটা আমাদেরকেও শিখিয়ে দিচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সদর বি ইন্সপেক্টরেটের ব্যবস্থা কি করে চলছে? ইন্স-পেক্টার সাহেব স্কুল পরিদর্শন করবেন, সেখানে পড়াশুনা হয় কি হয় না ইত্যাদি দেখবেন, গরীব স্কুলের ছেলে মেয়েদের পোষাক দেওয়া হয়, সেই পোষাক নিয়েও আপত্তি উঠেছে, সেজন্য সিগনেচার কালেকশান করা হয়েছে, সদর ইন্সপেক্টরেট বি, তিনি বিস্তার ইন্সপেক্টরেট, তিনি বিস্তার বিপনি খুলে দিয়েছেন, কাপড়ের টেণ্ডার নিয়ে মেয়েদের জন্য ফ্রগ তৈরীর অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, কাপড় নেওয়া হয়, কিন্তু যে পেন্টের মাপ নেওয়া হল, সেটা মাপ মত দেওয়া হয় নি। কাজেই গরীব ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে যারা তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতির ছেলে-মেয়েরা প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করে এবং তাদের যেটুকু কাপড় চোপড় দেওয়া হবে সেখানে পর্যন্ত একটা ব্যবসা চলছে। এটা কি মন্ত্রীরা জানেন না? জানেন, কারণ ইন্সপেক্টার সাহেব যে তাদের খুঁটির লোক। কাজেই এই সমস্ত ব্যবসা চালাও, চলুক, আমরা যেন ঠিক থাকি। তারপরে টেক্স্ট বুক দেওয়ার কথা। এখানেও বলা হচ্ছে যে যতদিন না আমরা আদার কমিটি গুলি ফরম না করতে পারছি ততদিন পর্যান্ত ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের বিভিন্ন কাজ কর্ম টেক্স্ট বই ইত্যাদি চালু করা হবে, সিলেবাস সম্পর্কে। আমরা ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য কম মূল্যে বই দেব বলেছিলাম, বাংলা বই পাওয়া গেছে মে মাসে, আর সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত অংক বই পাওয়া গেল না। শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন ওদের ষ্ট্রাইক হয়েছে, সেজন্য হয়ে উঠে নি। কিন্তু আমি যতদূর জানি যে স্বস্তি প্রেস টেণ্ডার দিয়েছিল তারা পেছ করেছিল যে আমরা আর কিছু টাকা পয়সা চাই। টেণ্ডার কল করার পর ৪০ হাজার টাকা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ, আজ পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা তাদের অংকের বই পেল না। এখন অংকের বই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তারা অংক শিখবে কি করে? কাজেই এই যে শিক্ষার জন্য বোর্ড তৈরী করার বিল পাশ হয়ে গেলেও, এটা কবে কার্যকরী হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। অতীতে এই ধরণের অনেক কিছু আমরা দেখেছি। যেমন ভারতীয় কৃষি আইন ১৯৬০ সালে পাশ হয়ে গেছে কিন্তু যারা ঘুঘু লোক তারা কৃষিতে কুলুফ এটে ঠিকমত ফাঁকি দিয়ে চলছে, আর এদিকে যারা বিস্তার ব্যবসা নিয়ে আছে তারায় ঠিকমতই ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে: এখানে ডাইরেক্টার থেকে শুরু করে যেখানে যার যতটুকু সম্ভাবনা আছে ষোল আনা আদায় করে নিচ্ছেন। এখানে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে ৪ জন শিক্ষার ইন্টারেষ্টেড লোককে নেওয়া হবে—এক জন উকিল, একজন মহিলা একজন তপশীলি বা উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে মাননীয় প্রবীন সদস্য তড়িৎ বাবু বলেছেন যে এই রাজ্যে

সবচেয়ে বেশী নেগলেকটেড হচ্ছে উপজাতী কমিউনিটি কিন্তু সেই সংগে আমি যোগ করতে চাই সব চেয়ে বেশী নেগলেকটেড হচ্ছে তপশিলী জাতি। ত্রিপুরার তপশীলি এবং তপ-জাতিদের উপজাতিদের সম্পর্কে সংখ্যাতত্ত্ব যাই বলুক; এর শতকরা ৫০ এর উপর চলে যাবে অথচ সংখ্যাতত্ত্বে তাদের হিসাব দেওয়া হয়েছে ৪০ থেকে ৪২ মাত্র। কিন্তু এখানেও একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আজকে যে সব তপশীলি মন্ত্রীরা মধুর চক্রা খাওয়ার জন্য বসে আছেন তাদের ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের ফলে এগুলি হচ্ছে। টাকা পয়সা ঘর বাড়ী যতটুকু করার তা করে তারা বসে আছেন। কারণ, তাদের অনেকের টাইটেলের মধ্যে চৌধুরী তালুকদার ইত্যাদি আছে, কাজেই তারা কেউ তপশিলী নয়, অতএব তাদেরকে তপশীলি জাতি থেকে বাদ দিয়ে দাও। কিন্তু ট্রাইবেলদের টাইটেলের মধ্যে তেমন কিছু নেই, আর যা আছে, সেটাও ওয়ান পার্সেন্টের কম হবে। কাজেই এই সুযোগ নিয়ে যে সমস্ত তহবিলদার দে মা আমায় তহবিলদারী বলে নকল কিছু তপশীলি প্রতিনিধি যারা ঐ ট্রেজারী বেঞ্চে শোভা পাচ্ছেন মুকুটের মত, তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে এবং তাদের নেক্কারজনক কাজ কর্মের ফলে এই তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিরা এডুকেশানের দিক দিয়ে সব চেয়ে বেশী নেগ্লেক্টড হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরাতে শিক্ষার হার যেখানে বলা হচ্ছে শতকরা ৩০ জন সেখানে এই উপজাতিদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ১৩ জন। কাজেই আমরা এডুকেশানের দিক দিয়ে কাকে সবচেয়ে বেশী নেগ্লেটেড দেখছি? দেখছি এই তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের। এবং এখান থেকে দুই একজন মন্ত্রীকে রাজার মুকুট পড়িয়ে দিলে, তাদের জন্য চপ্পর খাট এবং ডানলপ ফিলোর গদী কিনে দিলে এবং মুখ দেখার আয়না দিলে ঐ তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের কোন উন্নতি হয় না, বরং সেখানে পাউডার মেখে মন্ত্রী এবং তার গিন্নি যদি দাঁড়ান তাহলে বেশ ভালই দেখায়, তারা হয়তো বা সিনামা ষ্টারও হতে পারেনা তাতে ত্রিপুরার জনসংখ্যার মধ্যে যে সমস্ত তপশীলি জাতি এবং উপজাতি আছে তাদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না। এই তো কালকেই তারা এখানে এসেছিল, তপশীলি মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পালিয়ে গেলেন, আর এম, এল, এরা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিন্দা এদের নিন্দা করেছেন। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যিনি দেশের জন্য এত ভাবেন, নির্ব্বাচনের সময়ে এদের জন্য অবশ্য অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরও ৫ মিনিট সময় হল না তাদের সংগে দেখা করার। লজ্জা করে না যে সমস্ত তপশীলি মন্ত্রী এবং তপশীলি এম, এল, এরা ঐ ট্রেজারী বেঞ্চে বসে আছেন, বেতন খান? কি জবাব দেবে তোমরা? জবাব হয়তো তাদের একটা হবে দলের কাছে, মুখ্য মন্ত্রীর কাছে অথবা ইন্দিরার কাছে, কিন্তু জনগণের কাছে জবাব দিতে গেলে তোমাদের পিঠের চামড়া তুলে নেবে, সেই জনতা এবং কালকেই তোমরা তার সূচনা করেছ। এদিক থেকে আমি বলতে চাই যে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের প্রতিনিধিকে এখানে রাখার ব্যবস্থা করুন। ... সর্ব্বশেষে বলা হয়েছে যে বোর্ডের আয়ু হবে মাত্র ৩ বছরের জন্য, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বোর্ডের আয়ু হচ্ছে ৫ বছরের জন্য। কাজেই আমরা বলব যে এটাকে যেন ৫ বছরে কম না করা হয়। এর একটা স্থিতিশীলতার দরকার আছে কিন্তু কার্য্যতঃ যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে

এই মন্ত্রী সভায় নিজেদেরই কোন গ্যারান্টি নেই। মুখ্যমন্ত্রী তো প্রায় বলে থাকেন, 'আমি সুপারীর উপর বসে আছি'। কাজেই তারা নিজেরা কখন চলে যাবেন বা কখন কি হবে তার মধ্যে যে একটা অস্থিরতা আছে, সেটা তারা নিজেরাই লক্ষ্য করছেন। এখন যদি এই সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড আমাদের হোইপ না মানে, আমাদের কথা বার্ত্তায় উঠ বস না করে এবং আরও জানি যে যাদেরকে নিয়ে কমিটিগুলি গঠন করা হবে, সেই হেড মাষ্টার, সেই প্রিন্সিপ্যাল, সেই শিক্ষা অধিকর্ত্তা এবং সেই ইণ্ডাষ্ট্রী অধিকর্ত্তা, যে সমস্ত লোক ঐখানে বসে আছেন, তারা তাদের অনেকদিনের প্রসেসের মধ্যে আসছেন। তবু যে আতঙ্ক তাদের মধ্যে আছে যদি হারিয়ে ফেলি, আমি এখন মুখ্যমন্ত্রী আছি, যদি আগামী দিনে অশোক বাবুরা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান এবং তলে তলে যদি এই রকম কোন ষড়যন্ত্র চলে, তাহলে কি উপায় হবে। কাজেই পরিবর্ত্তনের পিচ্ছিল পথে সেটা যত কম সময় হয় ততই ভাল, তিন বছরের কম হলেও ভাল অর্থাৎ যেখানে নাকি আমাদের সম্ভাবনা কম, ভয় আছে, সেখানে কমই করা হউক। ... মানীয় স্পীকার স্যার, উরা বুঝতে পারছে না তাই আমি বলছি মগজের ঘিলু যেন বাড়ান। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দিক থেকে যে বিল এসেছে আমি অনেকগুলি সমস্যার কথা তুলে ধরলাম যে কথাগুলি—যারা এই সেকেণ্ডারী এডুকেশান বিল কার্য্যকরী হলে যারা শিক্ষা পাবে —ছাত্রদের জন্য এটা করা হয়েছে। তাদের জীবনের সমস্যা তাদের ভবিষ্যতের সমস্যা কিন্তু যারা শাসন করেন তাদের কোন সমস্যা নেই। তাদের একটাই সমস্যা তাদের গদির সমস্যা— তাদের সমস্যা জমিদার জোতদারদের রক্ষা করার সমস্যা। বৃটিশের শাসনের পর এ দেশে যারা ব্ল্যাক মার্কেটের ব্যবসা নিয়ে আছে তাদের পদ সেবা করার সমস্যা। দীর্ঘ দেড় বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি দেখেছি এরা কালোবাজারী আর দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের রক্ষার জন্য একটা ভাওতার বুলি মেরে দিয়ে "এটা করছি সেটা করছি" বলা হচ্ছে। কিন্তু সেটা কার্যকরী হল কি না তা দেখা হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের সিলেক্ট কমিটিতে আমাদের সদস্যরাও ছিলেন সেখানে আমাদের মত পার্থক্যও যা ছিল আমরা তা জানিয়েছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি এবং সেই বক্তব্যে ত্রিপুরার যারা গ্রামের মানুষ, ত্রিপুরার অনুউন্নত অঞ্চলের মানুষের কথা এবং সেই কথা এই ধরনের মেকি ভদ্রলোকের কাছে যারা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা খরচ করতে পারেন নিজেদের ভোগ বিলাশের জন্য তাদের কাছে এই সব কথার কোন দাম থাকবে না। তবুও আমি এই সব সমস্যাগুলির কথা ওয়ারেণ্ট হিসাবে আমি রেখে যাচ্ছি। এই আমার বক্তব্য এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে উদ্বাস্তু এবং আদিবাসী অঞ্চল আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া একটি রাজ্য সেই রাজ্যে সেকেণ্ডারী এডুকেশান বিল এসেছে। তাতে প্রথমে সরকার রাজ্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে, সাধারণ মানুষের অবস্থা বুঝে এখানে একটা সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড হওয়া উচিত সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিল এনেছেন এবং এই বিলের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিলে কি আছে তা তিনি অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন কিনা জানি না। তিনি ঠিক কতগুলি রূপকথা সাজিয়ে এখানে বক্তব্য রেখেছেন। এটা অত্যন্ত দুখের বিষয় ত্রিপুরাতে হীরার সেকেণ্ডারী এডুকেশান

বোর্ড হচ্ছে। এটা ত্রিপুরাবাসীর অনেক দিনের আশা, সেই আশা পূর্ণ হতে চলেছে। তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজকতার কথা তিনি বলে গিয়েছেন—কিন্তু সে অরাজকতা কারা সৃষ্টি করে গিয়েছেন? বিগত পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য রাজ্যে আমরা দেখেছি—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা সত্যপ্রিয় বাবু উনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। উনার চরিত্রটা যদি মাননীয় সদস্য অনিল সরকার আনয়ন করতেন এবং বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার কথা পাশাপাশি রাখতেন, তারপর দেখতে পেতেন পাল্লা কোন দিকে ভারী হত। দুর্নীতির এত গভীরে তিনি গিয়েছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা আর নাই। সরকার শাসন ব্যবস্থা আর নাই এই কংগ্রেস সরকার শাসন ব্যবস্থায় আসার পরেও দেড় বছরে শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ রূপ নিতে পারেন নাই এই কথা আমরা স্বীকার করছি। যে অবস্থা সৃষ্টি করে গিয়াছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অরাজকতা সৃষ্টি করে গিয়েছেন এটা আমরা স্বীকার করি। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার (ইন্টারাপশান) পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে জাল সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। উনিও কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমিও কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আমার মনে হয় উনার সার্টিফিকেটও জাল। তাই তিনি জাল জাল বলছেন, তাতে যদি সত্যি কথাটা বেফাঁস হয়ে যায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড হচ্ছে তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার দিকে আমাদের আরও দৃষ্টি দিতে হবে এবং আদিবাসীদের দিকে আরও দৃষ্টি দিতে হবে। আদিবাসীদের তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা আছে। মাতৃভাষায় পড়ে তারা স্কুলে এসে তাদের ইংরেজী, বাংলা, অংক তাদের শিখতে হয় এই সব পারিপার্শ্বিকতার চাপের ফলে তারা আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারছে না এটা সত্যি কথা। আদিবাসীদের স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং আইনে আছে যে একটি ছেলে এক বছর পরীক্ষায় ফেল করলে তার দ্বিতীয়বার আর ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার সুযোগ নাই। কিন্তু আদিবাসীদের বাংলা, ইংরেজী ইত্যাদির চাপে তারা অনেক সময় পাশ করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা বিভাগকে দৃষ্টি রাখতে হবে—যারা আদিবাসী যারা পিছনে পড়ে আছে, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে গেলে তাদের স্টাইপেণ্ড পরীক্ষায় ফেল করার পরেও তাদের দেওয়া যায় কিনা সেই সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে শুধু সাহিত্যের শিক্ষার আমাদের যে ব্যবস্থা আছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার। আমাদের নূতন সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড হচ্ছে তাতে কারিগরী এবং কৃষি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে থাকে তার জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে। আজকে সারা ভারতবর্ষে শুধু ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে আজকে যে জ্বালা—বেকারীর জ্বালা, যার জন্য যুবকেরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেরাই যাতে নিজেদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই হওয়া উচিত। ঠিক তেমনই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ জনই কৃষক কাজেই তাদের ছেলেরা যাতে উন্নত ধরণের কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অনিল সরকার নানা কথার অবতারণা করে একটা কথা বলে গিয়েছেন যে ফেডারেশান বা এ, টি, টি, এ'র সদস্য যদি কেউ হয়, তাহলে তাকে শহরে নিয়ে আসা হয়—মন্ত্রীদের খাটের কাছে বেঁধে রাখতে পারলে খুশী।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— উনি হয়তো ভুলে গেছেন যে সারা ত্রিপুরায় এই ফেডারেশান এবং এ, টি, টি, এ, গড়ে উঠার মূল উদ্দেশ্য কি? সেই দিকে তাদের কোন লক্ষ্য নেই। টি, জি, টি, এ সেখানে একটা শোষণের রাজত্ব করেছিল এবং টাকা রোজগারের একটা ফাঁদ পেতেছিল। এই ফাঁদটা যাতে বন্ধ হয় সেই জন্যই ত্রিপুরার সংগ্রামী কর্মচারী ভাইয়েরা সারা ত্রিপুরায় এই ফেডারেশন এবং এ, টি, টি, এ, গড়ে তুলে। তাই তারা এদের সংগ্রামকে ভয় করে। এই টি, জি, টি, এ, রা নিজেদের টাকা রোজগারের পথে না যেতো এবং ত্রিপুরার সাধারণ কর্মচারীর কথা চিন্তা করতো, তবে এই ফেডারেশন এবং এ, টি, টি, এ, ত্রিপুরাতে গড়ে উঠতো না। কাজেই ফেডারেশন এবং এ, টি, টি, এর যারা সদস্য তারা গ্রামে গ্রামে বাস করেন, ট্রেজারী ব্যাঙ্কের সদস্যদের কথা বলেন কারণ ট্রেজারী ব্যাঙ্কের সদস্যরাও গ্রামে গ্রামে বাস করেন, দুর্গম অঞ্চলে বাস করেন। কাজেই শিলাছড়ী আর ঘোড়াকাপ্পাকে ভয় করলে চলবে না। সেখানেও গড়ে উঠেছে। মাননীয় সদস্য ট্রেজারী ব্যাঙ্কের এম, এল, এ,দের কোটের কথা বলেছেন। জানি না উনি উনার নিজের দিকে লক্ষ্য রাখছেন কিনা। কিন্তু এই বিষয়ে আমাকে ২/১টা কথা বলতে হচ্ছে। উনার গায়ের কোটের পার্থক্যের কথা বলেছেন। উনি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন উনার কোট আর আমার কোট দামের দিক থেকে অনেক পার্থক্য। উনার এইটা ৭০ টাকা এবং আমার এইটা হবে ১১ টাকা দামের। সেই জন্যই বলছি তাদেরও চিন্তা করে দেখা উচিত যে তাদের টাকা কোন দিক থেকে আসছে। কাজেই আজকে যদি তারা এই ভারতের জনতার চিন্তা না করে চীনের ঐ লাল বাতির দিকে চেয়ে থাকে তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে ভারতবর্ষের জনতা তাদেরকে ক্ষমা করবে না। ভারতের মানুষ তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব যদি তারা সুষ্ঠুভাবে পালন না করেন, জনসাধারণকে যদি শুধু ধাপ্পা দিতে থাকেন তাহলে সেই ধাপ্পাতে জনসাধারণ ভুলবে না। জনসাধারণের সেবা না করে যদি নিজের পকেট গরমের চিন্তাই করেন তাহলে জনসাধারণ আপনাদেরকে দায়িত্ব দেবে না। কাজেই আপনারা সেই দিকে চিন্তা করছেন না কেন? আপনারা নানাভাবে মানুষকে শোষণ করছেন। কাজেই কি ভরসায় কোন সাহসে আপনারা চিন্তা করছেন দায়িত্বের কথা? ২৬ বছর যাবত মানুষ এই কংগ্রেস সরকারকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছে। কাজেই নিজেরা সজাগ থাকুন যদি সজাগ থাকেন তাহলে দায়িত্ব পেতে পারেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইউনিয়নগুলি মন্ত্রী করে না। ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তারা যাকে দায়িত্ব দিয়েছে, সেই দায়িত্বশীল লোককে যদি তারা কোন মিটিংএ ডাকেন, মন্ত্রী যেতে বাধ্য। বিলের কথা বলতে গিয়ে আপনারা অন্য কথা টেনে এনেছেন। তাই, আমাকেও বলতে হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের দায়িত্বশীল মানুষ তারা তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, কাকে তারা বিশ্বাস করেন একটু তাকিয়ে দেখুন। তিনি মন্ত্রী হোন আর এম. এল. এই হোন যার উপর বিশ্বাস আছে তাকেই তারা রাখবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যারা আদিবাসী এবং অন্যান্য যারা অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ তাদের শিক্ষার সুযোগ যাতে এই বিলে বেশী করে দেওয়া হয় মন্ত্রীমশায়ের কাছে সেই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এ্যাডুকেশন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিভিন্ন সদস্যরা অনেক কথাই বলেছেন। আজকে এমন একটা বিল হাউসে এনেছেন যে বিলটার কার্য্যকরী রূপ দেওয়ার উপরে নির্ভর করছে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নতি এবং শিক্ষার মাধুর্য্য এবং মর্যাদা। আমাদের ত্রিপুরা একটা পশ্চাদপদ দেশ। তাকে যদি অগ্রসর করে নিতে হয় এবং তার শিক্ষার প্রসার যদি আমরা না করতে পারি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, তাহলে আমাদের এই দেশ পশ্চাদপদই থেকে যাবে। কাজেই এর উন্নয়নের দায়িত্ব এই বোর্ডকেই নিতে হবে। ত্রিপুরার শিক্ষা যাতে সেই দিক থেকে অগ্রসর হয় সেই দিকে আশা করি এই মন্ত্রীপরিষদ লক্ষ্য রাখবেন। ত্রিপুরার এই শিক্ষা বিলের আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় অনিলবাবু যে কথা বলেছেন, তিনি একজন শিক্ষিত লোক, শিক্ষা বিলের আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন, আমার আশা ছিল একটু যারা শিক্ষিত তাদের ভাষা হবে মার্জিত, চিন্তা হবে তাদের আরও গভীর। কাজেই আজকে আমি দুঃখিত। ত্রিপুরার শিক্ষা পদ্ধতি ভালভাবে গড়ে উঠুক, যে শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ত্রিপুরার সৌন্দর্য্য, ত্রিপুরার মানবিক চিন্তাধারাকে রূপ দেওয়ার জন্য তার ভাষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিবে, এইটুকু আমরা আশা করি। ত্রিপুরার এই শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য করে আমরা আগে বলেছি এবং আমি ১৯৬৩-৬৪ সালে ত্রিপুরার হাউসে এই বিধান সভায় আমি একটা বে-সরকারী ভাবে প্রস্তাব এনেছিলাম। এই প্রস্তাব ছিল যে, যে প্রাথমিক পর্য্যায়ে যারা যারা প্রিলিমিনারী স্টেজে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন তাদের জন্য সর্ব্ব ত্রিপুরা ভিত্তিতে একটা পরীক্ষা নেওয়া হোক। আর একটা ছিল যারা সিনিয়র বেসিক স্কুল থেকে পাশ করে আসেন তাদেরকে একটা সারা ত্রিপুরায় একই শিক্ষা ভিত্তিতে এবং একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হোক। এর উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরায় শিক্ষার মান একই থাক এবং একইভাবে গড়ে উঠুক তার শিক্ষা ক্ষেত্র। কারণ, আমরা দেখতে পাই যখন একটা ছেলে সিনিয়র বেসিক স্কুল থেকে পাশ করে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ভর্ত্তি হতে যায় তখন তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। সে তার স্কুলে পাশ করেছে, অথচ দেখা যায় এখানে এসে সে পাশই করলো না বা সীটই পেল না। এইভাবে দেখা যায় অনেক ছেলেমেয়ের শিক্ষা গ্রহণে অসুবিধা হয় এবং তাদের এ্যাডুকেশন বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমি এই অবস্থা লক্ষ্য করে এই এ্যাসেম্ব্লিতে এই প্রস্তাব এনেছিলাম। আমি এই প্রস্তাব এনেছিলাম যে এই দুইটি ক্ষেত্রে সারা ত্রিপুরায় একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হোক। তাহলে শিক্ষার মানদণ্ড একই মানে এসে দাঁড়াবে। আজকে মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবু এই কথা পুনঃর্বার বলেছেন। তাছাড়া স্কুলগুলির ইনস্পেকশন ভালভাবে হয় না। সেইজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অসুবিধা হচ্ছে। সেই দিকে বোর্ডের দৃষ্টি রাখা বিশেষভাবে দরকার হবে। আইন রচনা করলেই আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেল না। সেই আইনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সেইটাকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিস্তার করা সেই দায়িত্ব এই বোর্ডকেই নিতে হবে। তবে এখানে একটা

কথা বলেছো মাননীয় সদস্য অনিলবাবু বলেছেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং আরও কয়েকটা কথা উনি বলেছেন। উনার এইটুকু বুঝা উচিত যে এইটা জনসভা নয়, এইটা একটা এ্যাসেমবলি। তিনি জানেন শিক্ষার অরাজকতা না আনলে তাদের যদৃচ্ছ সাংস্কৃতিক পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে তাদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। এইজন্য পশ্চিমবঙ্গে গত নির্বাচনের পরে শিক্ষাক্ষেত্রে এইরকম একটা নৈরাজ্য ভাব আনতে চেয়েছেন। এবং সারা রাজ্যে তারা আজকে তাঁদের সেই চিন্তা অব্যাহত রেখেছেন। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, গঠনমূলক কোন চিন্তায় তাঁরা আসতে চান না। কিন্তু তাঁরা জানেন যে উৎশৃঙ্খলতার মধ্যে যদি জাতিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তাঁদের দলের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে কিন্তু জাতি গড়া যাবে না। এই কথা মনে রেখে আমাদের কাজ করা উচিত। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের বলার একটা কায়দা, এবং ভূমিকা হচ্ছে আমরা যেন অন্যকে আক্রমণ করে দেশের একটা মস্ত কাজ করে যাচ্ছি। দেশের মানুষ তাঁদের আলোচনা শুনেছে এবং বুঝেছে, বুঝে তারা বারবার ভোট দেওয়ার সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া দেখে ভোট দিয়েছে। কারণ, জনসাধারণ কাকে ভোট দিলে কি হবে সেই সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল তাই তাঁদের যে ব্যর্থতা, সেটা এখানে বক্তৃতার মাধ্যমে তা দূর করা বা ভোট পাওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রীকে আক্রমণ করে বা এডুকেশানএর উপর গালভরা কথা বলে দেশের মানুষকে সেই আবহাওয়ায় আনা যাবে না। যতদিন পর্যান্ত না তাঁদের কর্ম পদ্ধতি, চরিত্র'এর পরিবর্তন না হবে, আমাদের চলার পথ অনুকরণ করার ইচ্ছা না জাগে, তাহলে কোনদিন জাতি গড়া সম্ভব নয়। আমরা রাজনৈতিক মৌকা ফলাবার জন্য অনেক কথাও বলি, কিন্তু সেই শিক্ষা দ্বারা একটা জাতিকে গঠন করা বা মানুষ করে যাতে তুলতে পারি তার কি চেষ্টা করেছি? একটা শিক্ষিত সমাজ তার স্বাধীনতা কোনদিনই ক্ষুন্ন হবে না। একটা শিক্ষিত সমাজ অন্যায়, অবিচারকে সহ্য করবেনা আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি একটা শিক্ষিত সমাজ যে কোন বৈষম্য থেকে, যে কোন অন্যায় থেকে, অবিচার থেকে এবং শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে সাধনা করবে এই হবে সেই জাতীর চিন্তা এবং সেই শিক্ষাই তারা পাবে এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই বিল এসেছে, আমি তাকে সমর্থন করছি, আশা করি এই বিলের দ্বারা ভাবীকালের সাধারণ মানুষ, যারা ভাবীকালের স্রষ্টা হবে, যারা এই ভারতবর্ষকে রক্ষা করবে, এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এবং পথ পাবে। এই বলে আমার বক্তব্য এই বিলের সমর্থনে শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরায় শিক্ষা পর্ষদ গঠন করার জন্য বিল এসেছে, সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে বিলটি এখানে প্লেস করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে এই বিলটি এসেছে, তবুও মানুষের যে দাবী, শিক্ষাজগতের সংস্কার সেই দাবীকে কতদূর এই বিলটি কার্য্যকরী করতে পারবে—বিলটি পাশ হওয়ার পর, সেই বিষয়ে প্রভূত সংশয় রয়ে গেছে। একটা শিক্ষাপর্ষদ গঠন করতে গেলে শিক্ষাপর্ষদের মধ্যে যেটুকু ডেমক্রেসী, যেটুকু অটনমাস এনটাইটি থাকা প্রয়োজন, সেইটুকু আছে কিনা সেই সম্পর্কে আজ প্রশ্ন আছে। আমরা জানি ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন এর আওতায়ডু

ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি এতদিন ছিল, কত ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন এই বিদ্যালয়গুলিকে হতে হয়েছে তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি। এখানে আজকে কম্পাটমেন্টাল এবং সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা হবে, আজ পর্য্যন্ত এ্যাডমিট কার্ড আসেনি। স্কুল থেকে পরিচয় পত্র দেওয়া হচ্ছে, ছেলেরা পরীক্ষা দেবে। সেই পরীক্ষালয়ে যে তাদের দুর্ভোগ এতে কমছে না। যে এ্যাডমিট কার্ড পাওয়ার প্রয়োজন ছিল এটা সময়মত আসছে না, সেটা আমরা জানি। আমরা জানি আরও সমস্যা আছে সেই সমস্যা আছে বলেই ত্রিপুরায় স্বতন্ত্র একটা শিক্ষা পর্ষদ গঠনের কথা বার বার অনুরোধ করছি ত্রিপুরা সরকারের কাছে। ত্রিপুরা সরকার এখন এই বিলটি উত্থাপন করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী যে বিলটি এনেছেন, সিলেক্ট কমিটি কিছু কিছু রিকম্যাণ্ডেশান তার উপর করেছেন, কিছু কিছু এ্যামেণ্ডমেন্টও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, করলেও আমরা দেখছি যে ডেজায়ারড লাইন, সেই ডেজায়ারড লাইন এখনও আসেনি এই বিলের মধ্যে। কারণ, ইলেক্টেড বডি যেটা, একটা পর্ষদ গঠন করার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক এবং সেই পর্ষদের কার্য্যভার পরিচালনার জন্য একটা ইলেক্টেড বডি যে পরিমাণ দায়িত্ব দিতে পারে এবং যেভাবে সহজ, সুন্দর উপায়ে, সমস্ত ধরণের প্রভাবমুক্ত হয়ে—মন্ত্রীদের প্রভাব বা অন্যান্যদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত হয়ে, যেভাবে সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা বাধা তৈরী করা হয়েছে এই বোর্ড বেশী সংখ্যক নমিনেটেড মেম্বার দিয়ে। আমরা দেখছি নমিনেটেড মেম্বারের সংখ্যা এখানে বেশী, ইলেক্টেড মেম্বার মাত্র কয়েকজন আছেন, মাত্র দুই তিনজন ইলেকটেড। এছাড়া সমস্ত মেম্বারই নমিনেটেড মেম্বার এখানে রাখা হয়েছে। আমরা বলেছিলাম ইলেক্টেড মেম্বারের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং বোর্ডের সেক্রেটারী যিনি হবেন, সেও ইলেক্টেড মেম্বার থেকে হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমরা সেটা বলেছিলাম। কারণ আমরা জানি ইলেকটেড মেম্বার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। কিন্তু আমরা দেখলাম ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে যে শিক্ষাধারা, ব্রিটিশ আমলে যেভাবে শিক্ষাকে পরিচালনা করা হত, যে মানসিকতা ছিল, সেই চিন্তাধারা থেকে আমাদের মন্ত্রীরা মুক্ত হতে পারে নি। কেবল ত্রিপুরা সরকার কেন, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও আজ পর্য্যন্ত সেটা থেকে মুক্ত হতে পারে নি এবং পারা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। আমরা আজকে দেখছি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশানে একটা চেঞ্জ এনেছে। যে চেঞ্জটা এসেছে সেটা হচ্ছে একাদশ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে স্কুলগুলিকে নিয়ে আসছে এবং ক্লাশ ১১ টু ১২, এই দুইটি ক্লাশের জন্য আলাদা একটা বোর্ড তৈরী করা হচ্ছে—বোর্ড অব ইন্টারমেডিয়েট এডুকেশন, জুনিয়র কলেজগুলিকে দেওয়া হচ্ছে ক্লাশ ১১ এবং ১২। আমাদের ত্রিপুরার জন্য স্বতন্ত্র আর একটা বোর্ড তৈরী করে ক্লাশ ১১ এবং ১২ ক্লাশ জুনিয়র কলেজের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সুতরাং, একই বোর্ডের আওতায় আনার প্রয়োজন আছে। সুতরাং এখানে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন যে আজকে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত যে শিক্ষাধারা প্রচলিত আছে তাতে কতদূর, কতভাবে এবং কি পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কোন কোন উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটা কেন ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থার বদলে ১০ম শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন এবং ক্লাশ ১১ এবং ক্লাশ ১২,

এই দুইটাকে আলাদা করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমরা দেখছি যে ত্রিপুরায় বোর্ড যেটা করা হচ্ছে সে ত্রিপুরা বোর্ড ওয়েষ্ট বেঙ্গলের যেহেতু সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সেটা বহুদিন পর্য্যন্ত চলবে—কোন টাইম লিমিট তার নেই যে এতদিন ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সিলেবাস অনুসারে চলবে তার কোন টাইম না থাকায় দশম শ্রেণীর শিক্ষাটা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ত্রিপুরা বোর্ডের মধ্যে এসে যাচ্ছে এবং যার ফলে ক্লাশ ১১ এবং ১২ ক্লাশের কথা চিন্তা করতে গেলে বোর্ডের আওতার মধ্যে থেকেই হউক আর বোর্ডের বাইরে থেকেই হউক সেই চিন্তার প্রয়োজন আছে। আমরা যেখানে বলছি একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাধারা ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আমাদের চিন্তা করতে হবে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাধারা ব্যর্থ হয়েছে কিনা, হলেও কেন হল এবং এটাকে ব্যর্থতা থেকে মুক্ত করা যায় কি না, এমন উপায় চিন্তা করার কোন অবকাশ এ দপ্তর রাখেনি এবং না রেখে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের যা আছে সেটা আমরা পুরোপুরি অন্ধের মত অনুকরণ করে যাচ্ছি। এই ধরণের একটা বিল এসেছে তার মধ্যে নতুন করে চিন্তার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সেই সুযোগ দিতে রাজী নন এই জিনিসটা আমরা এই বিলের ভিতর দিয়ে দেখছি। আমরা ফ্রি এডুকেশনের কথা এখানে বলেছি। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার ফ্রি এডুকেশনের কথা বলেছেন। সিলেক্ট কমিটিতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম ফ্রি এডুকেশনের কথা যেখানে বোর্ডের মধ্যে একটা প্রভিশন থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেই ধরনের কোন প্রভিশন নাই। আজকে শিক্ষাকে গণতন্ত্রীকরণ হচ্ছে কোথায়? সমস্ত মানুষ এই শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আসছে। যে সব ছেলে মেয়ে তাদের শিক্ষার বয়স অর্জন করেছে তারা শিক্ষা জগতে ঢুকতে পারছে এমন কোন পরিবেশ ত্রিপুরাতে নাই। সারা ভারতেই তো দেখছি না। সুতরাং ত্রিপুরাতে এটা আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু একাদশ শ্রেণী পর্যান্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি ফ্রি করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হত তাহলে বহুসংখ্যক ছাত্র উপকৃত হত। একবার আমার মনে আছে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে এতে নাকি আয় কমে যায়। যে আয়টুকু আছে সেটাকে রাখতে হবে। হিসাব করে দেখানো হয়েছিল যে খুব বেশী আয় কমছে না। কারণ বহু ছেলে যে ফ্রি পাচ্ছে এবং তপশীলি উপজাতির ছেলেদের ক্লাশ ইলেভেন পর্যন্ত বেতন দিতে হচ্ছে না সেই হিসাব এবং যে ছাত্রদের বেতন দিতে হচ্ছে তাদের হিসাব করে দেখানো হয়েছিল যে খুব বেশী ক্ষতি ত্রিপুরার হবে না। যদি খুব বেশী ক্ষতি না হয় তাহলে কেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না? কিন্তু এমন কোন প্রভিশন এই বিলের মধ্যে রাখা হচ্ছে না যাতে সাধারণ ছাত্র, গরীব ঘরের ছাত্র উপকৃত হতে পারে। আমরা দেখেছি খরার জন্য, বন্যার জন্য কত ছাত্র স্কুলে আসা বন্ধ করেছে। স্কুলে আসতে পারে নি মাসের পর মাস। এ অবস্থা হয়েছিল কেন? কারণ তারা জানে যে স্কুলে যে বেতন বাকী পড়েছে সেই বেতন দিতে না পারলে তারা স্কুলে আসতে পারবে না। খরার জন্য বন্যার জন্য তাদের বেতন মকুব করা হয়েছে কি স্কুলে? তা তো হয় নি। অথচ তারা বলছেন শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছেন। কি ভাবে প্রসার ঘটাচ্ছেন আমি জানি না। কিন্তু আমরা দেখছি যে শিক্ষাটা সংকোচিত হচ্ছে। শিক্ষা

সংকোচের একটা ব্যবস্থা তারা বিভিন্ন ভাবে করছেন। আজকে এই প্রসংগে বেসরকারী স্কুলের কথা আসছে। বেসরকারী স্কুলগুলিকে যে গ্র্যান্ট নীতি আছে সেই গ্র্যান্ট নীতির মধ্যে বহুতর অসামঞ্জস্য এবং এমন কতগুলি ত্রুটি রয়ে গেছে যার জন্য বেসরকারী স্কুলগুলি নানা সময়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেই সমস্যাগুলির কথা আমরা বারবার উল্লেখ করেছি। এই বিধান সভায়ও আমরা উল্লেখ করেছি। মন্ত্রী বলেছিলেন যে যেহেতু গ্র্যান্ট ইন এড রুল আছে, তার বাইরে আমরা দিতে পারি না। এই সিলেক্ট কমিটিতে আমরা বলেছিলাম যে গ্র্যান্ট ইন এড যেটা সেটা অটোনমাস বডি। যদি বোর্ডটা হয় তাহলে সেটা বোর্ডের কাছে ছেড়ে দাও। বোর্ড নুতন করে ফ্রেম করবে গ্র্যান্ট ইন এড রুল এবং সেই গ্র্যান্ট ইন এড রুল যাতে সত্যি সত্যি বেসরকারী স্কুলের উপকারে আসে সেটাও দেখতে হবে। এটা ছাড়া হয় নি বোর্ডের কাছে। আমি আজকে হাউসের কাছে এই দাবী রাখছি যে আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে বেসরকারী স্কুলগুলির জন্য অটোনমাস বডি যেটা বলা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদিও অটোনমাস করা হয় নি সেই বোর্ডের হাতে এটা দেওয়ার প্রয়োজন অনেকখানি রয়ে গেছে। আমরা গত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের যে রেজাল্ট দেখছি, গত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের রেজাল্ট ত্রিপুরার পক্ষে ভয়াবহ এবং এর মধ্যে একটা জিনিষ দেখছি যে অন্তত দুটো বেসরকারী স্কুল, সরকারী স্কুল নয়, অন্তত দুটো বেসরকারী স্কুল রেজাল্টের যে পারসেন্টেজ সেটা ভালভাবে বজায় রাখতে পেরেছে। প্রথম নেতাজী স্কুল, দ্বিতীয় উদয়পুরের রমেশ হাই স্কুল। সুতরাং, বেসরকারী স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা হয় না সেটা ঠিক না এবং বেসরকারী স্কুলগুলিকে যাতে অটোনমি করে রাখা যায় সেই চিন্তা করারও আজকে প্রয়োজন আছে। কি ভাবে তাদের সাহায্য দেওয়া যায়, কি ভাবে উপযুক্ত নালিশ করা যায় সেটা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে এবং সেই চিন্তা নিয়েই আমরা বলেছিলাম যে বোর্ডে প্রভিশন কর যাতে বেসরকারী স্কুলগুলি স্থান পায়। কিন্তু এধরণের কোন প্রভিশন নাই যা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া আরও কয়েকটা ব্যাপারে সিলেক্ট কমিটির দুজন সদস্য তাদের নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছিলেন। নোট অব ডিসেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ, যখন দেখা যাচ্ছে ডিজায়ার্ড লাইনে বোর্ডটা তৈরী হচ্ছে না এবং এমন কতগুলি গলতি থেকে যাচ্ছে যার থেকে দোষ মুক্ত হতে পারবে না সেজন্যই এই ডিসেন্ট নোট আনা হয়েছে। বোর্ড তারা অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট তৈরী করবে। এর একটা প্রভিশন এখানে থাকা উচিত ছিল। অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট তৈরী করতে পারবে কি না সেটাও নাই। বলা যেতে পারে যে স্বাভাবিক ভাবে অ্যাডমিনিষ্টেটিভ রিপোর্ট অনেক ডিপার্টমেন্ট তৈরী করে। অনেক ডিপার্টমেন্ট করে। কিন্তু তার প্রভিশান এখানে থাকা উচিত ছিল যে অ্যানুয়েল অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট তৈরী করবে বোর্ড এবং সেই রিপোর্ট বিধানসভায় আমাদের পাওয়ার দরকার আছে। বোর্ডের অবস্থা কি, কি ভাবে চলছে সেটা আমাদের জানার প্রয়োজন আছে বিধানসভার সদস্য হিসাবে। এই সংগে আমরা দেখছি যেমন সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশান, ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে বিভিন্ন সময়ে কি ভাবে রাজনৈতিক নেতারা বর্তমান যে শাসকগোষ্ঠী তারা কি ভাবে বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর হস্তক্ষেপ করছেন এবং সেই হস্তক্ষেপ করে নানা ভাবে শিক্ষা জগতের শান্তি নষ্ট করছেন। সুতরাং আমাদের ত্রিপুরার বোর্ড এর থেকে মুক্ত হবে যেটা আমরা কি করে আশা করতে পারি? সেই আশঙ্কা থেকে

যায়। থেকে যায় তখুনি যখন দেখি যে মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্কুলে কি করে রাজনৈতিক দলাদলির অবস্থার সৃষ্টি করেন এবং কি করে এভাবে মারামারি করানো যায় এবং যখন দেখি যে মন্ত্রীরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুপ্ত করতে চান এবং সমস্ত কিছু থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখবেন এমটা আশা করা যায় না। সুতরাং বোর্ড তৈরী করার সময়ে এবং এই বিলটা পাশ করার সময়ে এই সমস্ত ব্যাপারে চিন্তার প্রয়োজন আছে। আমি আশা করছি যে হাউস ডিজায়ার্ড লাইন এবং নোট অব ডিসেন্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটাও এই সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে যে সেকেণ্ডারী এডুকেশান বিল এসেছে সেটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আর সাথে সাথে এই বিলের দোষ-গুণ সম্পর্কে যারা আজকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন এটা বোধ হয় আমরা সবাই একটা কথা স্বীকার করে নিয়েছি যে দীর্ঘ দিন পরে হলেও ত্রিপুরায় বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল এসেছে সেটাকে আমরা সরকারের একটা বিরাট গৌরবান্বিত পদক্ষেপ বলে ধরে নিতে পারি। তবে সেকেণ্ডারী বোর্ডের ভবিষ্যতের কার্যকলাপ সম্পর্কে মাননীয় তড়িৎবাবু যে সতর্কবাণী বা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন সেটা সম্পর্কে যাতে সরকার সজাগ থাকেন সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশনের কাছে সাধারণ মানুষের মঙ্গল এবং শিক্ষার দিকে কল্যাণ সাধন করবে এই বিশ্বাস আমি রাখি। তারপর এই সেকেণ্ডারী বোর্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের কোন কোন সদস্য বিশেষ করে অনিল বাবু পথ বিভ্রান্ত হয়ে যে সমস্ত ভাষা এই হাউসের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন মন্ত্রী এবং এম, এল, এদের সম্পর্কে, যেটা সত্যি একটা দৃষ্টিকুৎসিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমরা নিজেরা যখন বিরোধী পক্ষ বা সি, পি, এমের আদর্শ নিয়ে সমালোচনা করি বা তাদের কার্য্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা করি, তখনও আমরা ঠিক বিরোধী পক্ষের নেতাকে এই ধরণের ভাষা দিয়ে উল্লেখ করি না। তদুপরি উনি একজন শিক্ষক, উনার শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ আছে কিনা, তা আমি জানি না, যদি না থেকে থাকে তাহলে তিনি নিজে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত কুকাজ করেছেন, সেটার ফল স্বরূপই তাকে শিক্ষকতার কাজ থেকে সরতে হয়েছে বলে আমার মনে হয়। তার কারণ উনি একজন শিক্ষক হিসাবে বা একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে এই সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশান সম্পর্কে কিছু একটা উপদেশ দিবেন বলেই আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় উনি সেই পথ ভুলে গিয়ে এমন একটা সংকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ পথে যাত্রা করলেন এই শিক্ষা বিলের সংগে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়ে, তিনি বললেন যে মন্ত্রীদের কল্কীতে নাকি শিক্ষকেরা গাঁজা ধরান। আমি জানি না উনি নিজে শিক্ষক হিসাবে কোন মন্ত্রীর কল্কীতে গাঁজা ভরেছেন কিনা, বা কোন মন্ত্রী তাঁর গাঁজা ভরা কল্কীতে টান দিয়েছেন কিনা। আমার মনে হয় কারো পক্ষে সুস্থ মস্তিষ্কে এই ধরনের কথা বলাটা একটু কঠিন ব্যাপার। তিনি আরও বলেছেন যে মন্ত্রীরা আরাম কেদারা এবং ডানলপ পিলোর গদীতে নিদ্রা যান। উনারা দক্ষিণ দলের নেতা যখন পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী হিসাবে ছিলেন, তখন

তিনি গাড়ী বিহীন, পদব্রজে চলাফেরা করতেন কিনা বা তিনি কোন গাছতলায় শুয়ে থাকতেন কিনা সেটাও আমাদের জানা আছে। উনি মন্ত্রী থাকাকালীন তো দূরের কথা অন্য সময়েও তিনি গাড়ী নিয়ে চলা ফেরা করতেন। তিনি যদি সত্যি মন্ত্রী হয়ে গাড়ী বাড়ী ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতেন, তাহলে পশ্চিমবংগের লোক কি তাকে সেই গদী থেকে নামাতেন? কিংবা পশ্চিমবংগের পুলিশ বাহিনী তার আশ্রয় নিয়ে ঐ বিধান সভায় গিয়ে হামলা করতেন? কাজেই এই কথা প্রমাণ হয়নি, তারা যাদের প্রতিনিধি বলে দাবী করেন, তারা আসলে তাদের প্রতিনিধি নন। তারা আসলে টাটা বিড়লার প্রতিনিধি ছিলেন, আর সেই টাটা বিড়লার এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অত্যন্ত সংখ্যা লঘু লোক, যার জন্য সেই টাটা বিড়লাদেরও উনারা ধরে রাখতে পারেন নি। সেই কারণেই আমি টাটা বিড়লাদের গোপন সমর্থকদের আর একটু বলতে চাই, তাদের যে বিশ্বাসী নেতা মিঃ ফিডেল কাস্ট্রো তিনি দমদম বিমান বন্দরে কমিউনিষ্ট বা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে কি বলেছেন. সেটা বোধ হয় বিরোধী দলনেতা পত্র পত্রিকাতে দেখেছেন। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন যে যারা কংগ্রেসকে কথায় কথায় প্রতি-ক্রিয়াশীলদের দল এবং সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের হঠাবার জন্য আপনারা কি জোটবদ্ধ হতে পারেন নাই। আপনাদের গর্ভ থেকে সি, পি, এম, এবং সি, পি, এমের গর্ভ থেকে নকশাল এবং নকশালদের গর্ভ থেকে আর কিছু প্রসব করবে কিনা, সেটাই এখন আমাদের দেখার বিষয় সেই কারণে আজকে যে সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশান বিল এসেছে, তার সম্পর্কে অনিল বাবু বলেছেন যে দীর্ঘ ২৬ বছরেও এই সরকার সেটা করতে পারেন নি। কিন্তু ২৬ বছর পূর্বে এই ত্রিপুরা রাজ্যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল কয়টা ছিল আর বর্তমানে কয়টা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে, শিক্ষক হিসাবে যদিও এটা উনার জানার দরকার ছিল, কিন্তু আসলে তিনি সেটা জানেন না। একটা সেকেণ্ডারী বোর্ড করতে হলে উপযুক্ত সংখ্যক হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের অবশ্যই দরকার আছে, আর সেই সংখ্যাটা যখন ত্রিপুরাতে হল তখন এই সরকার, তার যে শিক্ষা নীতি আমার মনে হয় সারা ভারতের মধ্যে কাশ্মীরের পরেই ত্রিপুরার স্থান, শিক্ষার ক্ষেত্রে, এটা কি একটা গৌরবের কথা নয়? এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৬৮টার মতো হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে এবং সেগুলিতে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করছে। কিন্তু সেই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যাদের হাতে গঠিত হচ্ছে, তাদেরই একজন প্রতিনিধি আজকে এই হাউসের মধ্যে যে বক্তব্য রাখলেন এবং এই জাতীয় শিক্ষক দিয়ে যদি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা করা হয় তাহলে আমি মনে করি যে এই হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ডের কাজ অনেকটা বিপথে পরিচালিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা আর যা কিছু করি বা না করি হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ড সম্পর্কে অনিল বাবুরা যে মত পথ পোষণ করেন এই জাতীয় ব্যক্তিদের নিয়ে যাতে এই বোর্ড গঠন না করা হয় এবং আদর্শ শিক্ষাবিদদের নিয়ে যাতে এই বোর্ড গঠিত হয়, সেজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। কাজেই আমি বিশ্বাস করি এই বোর্ডের নিজস্ব যে কার্য ক্ষমতা সেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের

বুকে ভবিষ্যতের জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মন্ত্রী সভার এটাই একটা প্রথম পদক্ষেপ। এই শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং এটার সুযোগ যাতে মানুষ ভালভাবে পেতে পারে, তার শুভ কামনা করি। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষ এই বিলের যে ধরণের সমালোচনা করেছেন, আসল মত এবং পথ ত্যাগ করে--তা তাদের পক্ষে খুব একটা শুভ হলে বলে আমি মনে করি না। কেন না তাদেরও এই বিধান সভার সদস্য হিসাবে অনেক কর্ত্তব্য রয়েছে, কাজেই যে কর্ত্তব্যটুকু আপনাদের করার দরকার, সেটুকু অন্ততঃ পক্ষে আপনারা এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে পারেন। এটা কোন জনসভা নয় যেখানে বক্তৃতা দিয়ে বাজী মাত করে কিছু ভোট সংগ্রহ করার কোন প্রয়োজন এখানে আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই আমি আশা রাখি যে এই বিলের ভবিষ্যত খুবই উজ্জল হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিলের একটা ধারার উপর বিশেষ করে আলোচনা করছি। সেটা হচ্ছে সেকশান টুয়েন্টি সেভেন, যাতে বলা হয়েছে যে যতদিন পর্য্যন্ত না এই আইনটা কার্য্যকরী করা না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের সিলেবাস এবং অন্যান্য টেকষ্ট বুক ইত্যাদি এখানেও চালু থাকবে। এতে কোন রকম টাইম লিমিট বেধে দেওয়া হয় নি। আপনারা জানেন যে পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষার ব্যাপারে যে অরাজকতা চলছে, সেটা ক্রমশঃ জনসাধারণের বাধা বা প্রতিরোধের সন্মুখীন হচ্ছে। এখানে বিশেষ করে আমি সিলেবাসের কথাই তুলতে চাই যেখানে বিশেষ করে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনা হচ্ছে। কারণ ক্লাশ টেন থেকে ইলেভেন করা হয়েছিল, এখন ইলেভেন থেকে আবার টেনে নেমে আসছে, এটা একটা বিরাট পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন শুধু ছাত্রদের উপরই পরিবর্ত্তন, শিক্ষকদের মধ্যেও বিরাট পরিবর্ত্তন এবং এর জন্য একটা বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা পশ্চিম বঙ্গে একটা সিলেবাস তারা তৈরী করেছেন, সেই সিলেবাস ছাত্রছাত্রীদের উপর তিনটি ভাষা চাপানো হয়েছে এবং সেটা যদি এখানে চালু করা হয়, তাহলে আমাদের ছাত্রদেরও ঐ তিনটি ভাষা শিখতে হতে পারে এবং ঐ তিন ভাষাতে যে নম্বর থাকবে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী নম্বর তাদের পড়তে হবে। কাজেই এই ক্ষেত্রে একটা বিরাট শক্তির অপচয় করা হবে যে জিনিষটা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গও একটা প্রতিরোধের সন্মুখীন হচ্ছেন, সেখানে শিক্ষকেরা, শিক্ষাবিদরা এবং ছাত্ররা সবাই মিলে এই সিলেবাসের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন। সেখানে ব্যবস্থা আছে, ফিজিক্যাল এডুকেশান চালু করা হবে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তার প্রস্তুতি কি? কারা সেখানে—সেই শিক্ষকেরা কবে ট্রেইণ্ড হবেন? সে ট্রেইণ্ড হওয়ার সুযোগ আছে কিনা—ওরা বলছেন আগামী বছর থেকেই এই সিলেবাস চালু করা হবে। কোন প্রস্তুতি নাই কারা শেখাবেন তার কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আগামী বছর থেকেই সেই জিনিষটা চালু করা হবে। তেমনি অন্যান্য ভাই-ভা-ভঙ্গিতে অর্থাৎ কথা বার্ত্তায় কি রকম বলতে পারেন তার মধ্য দিয়ে তার পরীক্ষা করে কিছু নম্বর দেওয়া হবে। এটা বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা দুর্নীতির ব্যবস্থা করানোর ব্যাপারে চালু করা।

কারণ, আমরা জানি কিভাবে ব্যবস্থা করান হয় কি ভাবে ফেল করান হয়। যদি এই রকম ব্যবস্থা হয় যে খাতিরা খাতিরা ছেলেগুলিকে আমরা কিছু নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দেব তাহলে এই পদ্ধতি দিয়ে পাশ করানো যায় আমার মতে। আমার মনে আছে ঢাকা সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডে এই জিনিষটা চালু ছিল এবং তখন আমি ঢাকাতে ছাত্র ছিলাম। তখন এই ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ ছাত্রদের ভিতর থেকে, শিক্ষকদের ভিতর থেকে উঠেছিল। যে এ কখনও হতে পারে! যে একটা আলোচনার মধ্য দিয়ে কথা বার্তার মধ্য দিয়ে ৫০ নম্বর ১০০ নম্বর দিয়ে দিলাম—কাজেই আমার যারা খাতিরা ছেলে তাদের আমি পাশ করিয়ে দিলাম। কাজেই এই পদ্ধতি এই সমস্ত জিনিষ সিলেবাসের মধ্যে চালু করা—এটার বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ উঠেছিল। এবং তাছাড়া আর একটা জিনিষ এই যে ক্লাশ ইলিভেন তুলে দিয়ে ক্লাশ টেন হবে সেই ক্লাশ ইলিভেনের শিক্ষকদের কি হবে? পশ্চিম বংগের সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—এই যে হাজার হাজার শিক্ষক বেকার হবে তাদের কি হবে। পশ্চিম বংগ সরকার বলেছেন তাদের ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার করে দেওয়া হবে—চমৎকার কথা। হ্যাঁ, তাদের ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাকটার করে দেওয়া হবে। এবং যাদের করা যাবে না তাদের ছাঁটাই করা হবে। সোজা রাস্তা আছে তাদের বলে দেওয়া হবে যে আপনার আর দরকার নাই। কারণ শিক্ষকদেরকে তো ১৬ বছর ১৮ বছর পর্য্যন্ত টেম্পরারীতে রাখা হয় কোয়াসি-পার্মানেন্টও করা হয় না। আমাদের এখানে দেখুন কত হাজার হাজার শিক্ষক তাদের কোয়াসি-পার্মানেন্টও করা হয় নি। তারা পিওরলি টেম্পরারীতে কাজ করছেন। কাজেই, তাদের ছাঁটাই করতে তো কোন অসুবিধা নাই। এক মাসের নোটিশ দিয়েইতো তাদের ছাঁটাই করা যায়। এই যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে সামনে। এটা যদি এক বছরের মধ্যে আমরাও চোঁখ বুজে চালু করি তাহলে কি সর্বনাশ হয়ে যাবে বলুনতো? কাজেই এটাকে বাধা দিতে হবে। প্রথমেই আমি বলব যে এখানকার সরকার এটাকে বাধা দিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে লিখুন যে অত্যন্ত একটা বড় সময় না দিয়ে এই যে এই ১১শ শ্রেণীকে ১০ম শ্রেণীতে পরিণত করে এই যে নূতন সিলেবাস জোর করে চাপিয়ে দেওয়া—এটার জন্য জনমত তৈরী না করে—শিক্ষাবিদ, শিক্ষক এবং ছাত্রদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবস্থা কখনও চালু করা যেতে পারে না। আমি আশা করব আমাদের ত্রিপুরা সরকার এই বিষয়টি গ্রহণ করবেন। আমি এই কথা বলছি না যে এক বছরের মধ্যে আমরা সিলেবাস করব আমি এই বলছি না যে এক বছরের মধ্যে টেক্সট বুক তৈরী করতে পারব। আমি বলছি না যে আমাদের এই শিক্ষা বোর্ড চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের বিষয়গুলি চালু করতে পারব। কিন্তু একটা টাইম লিমিট আমাদের দিতে হবেতো। আমাদের শিক্ষা বোর্ড যখনই এখানে চালু হবে তারপর আমরা এক বছর টাইম দিয়ে আমরা বলব যে হ্যাঁ এক বছর আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নেব। কিন্তু এক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের সেই সমস্ত কমিটি গঠন করব—সিলেবাস কমিটি করব, টেক্সট বুক কমিটি করব—আমরা অন্যান্য কমিটি করব, সেই সমস্ত কমিটি তাদের কাজ চালিয়ে যাবেন যাতে করে এক বছর পরে আমরা আমাদের যে সিলেবাস আমাদের যে টেক্সট বুক স্কুলে আমরা অনুসরণ করতে পারব। এই জিনিষটার উপর

আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই টাইম লিমিট বেঁধে দিয়ে সেক্শান ২৭—এটার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করতে বলব এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :— Now I would call on Hon'ble Minister to give reply,

Shri Sailesh Ch. Some :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বিল, ত্রিপুরা বিগত অধিবেশনে আমরা যা পাশ করেছিলাম এবং যা সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনার জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং যা সিলেক্ট কমিটি থেকে আলোচনা করে এই হাউসে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে এবং এই সভায় বিভিন্ন মাননীয় সদস্যবৃন্দ এর উপর তাদের বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিলের যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত কম কথা বলা হয়েছে। আর এই বিল বহির্ভূত কয়েকজন মাননীয় সদস্য কথা বলতে গিয়ে গায়ের ঝাল মেটান হয়েছে। আমি দেখেছি যে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ এখানে গঠন করার যে প্রয়োজনীয়তা এই প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ অহেতুক সন্দেহ—ভাবীকালের সন্দেহ তাকে টেনে এনে তার মধ্যে একটা দোষারূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এও দেখেছি যে বক্তব্য পেশ করার সময়ও বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ, একটা ভাল জিনিষকে ভাল মেজাজে গ্রহণ করবার যে সদিচ্ছা, সেই সদিচ্ছা না থাকার কারণেই এটা হয়েছে। আমি দেখেছি মধ্য শিক্ষা পর্ষদের আওতায় যে ক্লজগুলি আছে যেগুলিতে পঠন পাঠনের কথা আছে তার বাহিরে প্রাথমিক স্তরের কথা বহুবার বলা হয়েছে—ডিগ্রী কলেজের এডুকেশানের কথা বলা হয়েছে—মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কথা বলা হয়েছে। তবুও সিলেক্ট কমিটিতে যে আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে সুখের কথা এবং আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে এই বিলের মধ্যে দেওয়া আর্টিকেল—তার মধ্যে ক্লজ এবং সাব-ক্লজওয়াইজ তার মধ্যে মত পার্থক্য অত্যন্ত কমই হয়েছে এবং যতগুলি এমেণ্ডমেণ্ট······

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, সিলেক্ট কমিটিতে কোন্ ক্লজে কি আলোচনা হয়েছে না হয়েছে সেটি তিনি হাউসে বলতে পারেন না······

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কোন ক্লজে কি আলোচনা হয়েছে সেই কথা আমি বলছি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি যে আমাদের মতপার্থক্য অত্যন্ত কম হয়েছে এটা জেনারেল নেচার অব ডিস্কাশান ·····

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডারের জবাব চাই—মতপার্থক্যের কথা বলতে পারেন কিনা······

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমি ক্লজের কথা বলছি না আমি জেনারেল নেচার অব ডিস্কাশানের কথা বলছি যে আমাদের মতপার্থক্য অত্যন্ত কম হয়েছে এবং মতৈক্যের প্রশ্নটাই বেশী এবং যে নোট অব ডিসেন্ট এসেছে তাতেও দেখা যায় যে অল্প কয়েকটি বিষয়ের উপরই

নোট অব ডিসেন্ট এসেছে। তাহলে বলা যায় মধ্য শিক্ষা পর্ষদের বিলটা যেভাবে উত্থাপিত হয়েছে এই হাউসে সকলের সামনে তাতে কিছু অংশ বাদে সবগুলি সম্ভবত গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কারণ কোন একটা বিল—আর বিশেষ করে ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম এই বিলটিই একটি পূর্ণাঙ্গ বিল এই বিধান সভায় উত্থাপিত হয়েছে এবং এই বিলে মতপার্থক্য খুব কম মতৈক্যই তার মধ্যে বেশী। সুতরাং এই সম্পর্কে যতই সমালোচনা হউক না কেন আমি দেখেছি যে কার্যকালে ক্লজ বাই ক্লজ এই বিলকে দেখতে গিয়ে এর মধ্যে মতৈক্যই বেশী হয়েছে এবং মতানৈক্য খুব কম। সুতরাং এই দিক দিয়ে এই বিলটি এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বিল। কাজেই এই বিলটি অনেকটা কৃতিত্ব এবং মর্যাদার দাবি করতে পারে।

এবং মত পার্থক্যের কথা যেটা বলা হয়েছে, নোট অব ডিসমেন্টের কথা, তার মধ্যে আমরা দেখছি যে বলা হয়েছে ইলেকটেড মেম্বারের সংখ্যা কম হয়েছে এবং অফিসিয়েট মেম্বারদের সংখ্যা তার মধ্যে বেশী হয়েছে। আমি বলতে চাই যে এ্যাক্স অফিসিয়েট মেম্বার যাদেরকে নেওয়া হয়েছে যেহেতু মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাঠামোতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে সমস্ত বিষয়ে পঠন পাঠন হবে যেহেতু আগামী দিনে এ্যাডুকেশনকে জীবনের আনুসংগিক করে গড়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, সেইজন্য তার পেটার্ণ বদলে দেওয়া হয়েছে এ্যাডুকেশনকে আরও উন্নতর করার চেষ্টা করা হয়েছে। যে জন্য এগ্রিকালচার, ইণ্ডাষ্ট্রি, শিক্ষা বিভাগ এবং হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের প্রতিনিধিকে নেওয়া হয়েছে, কারণ ওটা যদি না নেওয়া হতো তা হলে সেইটা পূর্ণাংগ রূপ দেওয়া সম্ভব হতো না। সুতরাং এর দ্বারা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে কমিটি এই কমিটিকে খর্ব করা হয়নি। এই কমিটিকে সংকুচিত করা হয়নি। এইটাকে দুর্বল করা হয়নি। এইটাকে শক্তিশালী করার জন্যই তাদেরকে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং, আমি মনে করি এই হাউস এইটাকে সমর্থন করবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কথা যা বলা হয়েছে যে কেটাগরি থেকে, যেমন শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, প্রধান শিক্ষদের মধ্য থেকে এবং বিভিন্ন কলেজে যে প্রিন্সিপ্যালরা রয়েছেন তাদের মধ্য থেকে তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাবিদ যারা রয়েছেন বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজে বিভিন্ন স্কুলে যে শিক্ষাবিদরা রয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে আছে। এখানে বলা হয়েছে ছাত্র প্রতিনিধি নেওয়ার কথা। কিন্তু সারা ভারতের মধ্যে আমরা দেখেছি কোন বোর্ডের মধ্যেই প্রথমে ছাত্র প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা হয় নি। এই সভায় কোন এক মাননীয় সদস্য কেরালার কথা বলেছেন, কেরালা ইউনিভার্সিটির কথা বলেছেন। কিন্তু, মধ্যশিক্ষা পরিষদের কথা বলেন নি যে কোথাও ছাত্র প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে। সুতরাং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায় মধ্যশিক্ষা পরিষদের মধ্যে ছাত্র প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা হয় নি। যদি অন্যত্র তাকে গ্রহণ করা হয় সেই জন্য বিধান রয়েছে এবং আমরা হয়তো সেইদিন সেইটাকে গ্রহণ করবো। আমরা তার পথ আটকে দেওয়ার জন্য চিন্তা করছি না। সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইব এদের মধ্যে থেকে আরও অধিক সংখ্যক প্রতিনিধিকে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা যে কয়টা মধ্যপরিষদ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে বোর্ডগুলি আছে তার মধ্যে থেকে কোথাও সিডিউলকাষ্ট এবং সিডিউল-

ট্রাইব এদের প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা আমাদের নজরে পড়ে না। আমরা এখানে সেই প্রতিনিধিত্বকে সরাসরি আনাবার চেষ্টা করেছি। সুতরাং এইটা কারও প্রতি অবিচার করার জন্য নয় এবং কাকেও বঞ্চিত করার জন্য নয়, তাদের প্রতিনিধিত্ব না থাকার জন্য নয়। বরং এখানে লিখিতভাবে তাদেরকে রাখার জন্য চেষ্টা করেছি। সুতরাং এখানে এই প্রসংগে কোন দুর্বলতা নেই। অবৈতনিক শিক্ষার কথা এখানে বলা হয়েছে। এইটাকে বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করতে চাই না। কারণ ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে অবৈতনিক শিক্ষার যে স্থান আছে, যে কাঠামো আছে সেইটা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু বোর্ডের এই কন্সটিটিউশনের মধ্যে ক্লাশ টেন বা যে প্যাটার্ণ আছে, ক্লাশ টেন পর্যান্ত বা ইলিভেন পর্যান্ত সেই শিক্ষা অবৈতনিক হবে কি হবে না এই কথা এখন বলার খুব একটা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি না। বোলস যেখানে হবে তখন যদি প্রয়োজন হয় সেইটা আমরা দেখবো। এখানে বলা হয়েছে যদিও নোট অব ডিসেন্টের মধ্যে বলা হয় নি, বলা হয়েছে যে গ্র্যান-ইন্ এ্যাইডের যে স্কুলগুলি আছে সেই গ্র্যান্ট ইন-এ্যাইড সম্বন্ধে এই বোর্ডের মধ্যে কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি কেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বোর্ডের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে তারা সেই গ্র্যান্ট দিতে পারে। পশ্চিম বংগের মধ্যে শিক্ষা পর্যদের মধ্যে আমরা দেখেছি প্রথম অবস্থায় তার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং অত্যন্ত নড় বড়ে। কারণ এই বোর্ডকে সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি সরকারী অনুদানের উপর বোর্ড চলে তাহলে সরকার যে গ্রান্টিং এ্যাইড স্কুলগুলিকে দিচ্ছেন তা বোর্ডের মারফতে দিলে ক্ষতি কি? সেই প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু পশ্চিম বংগের অবস্থা দেখে আমরা বুঝেছি এর দ্বারা কম্পলিকেশন অনেক বেশী সৃষ্টি হয়েছে। এরই জন্য প্রশ্ন এখানে আসে না। অনুদান সেইটা বোর্ডের মধ্যে হোক আর শিক্ষা বিভাগের মধ্যে হোক সেই গ্র্যান্ট ইন্ এ্যাইড মোতাবেক গ্র্যান্ট ইন্ এ্যাইড স্কুলগুলিকে দেওয়া হচ্ছে এবং আজ পর্য্যন্ত শিক্ষা বিভাগ চালিয়ে আসছে। সুতরাং সেইটাকে বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করার কোন কথা আসে না। আর বিরোধী দলের নেতা যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন, সেইটা অনুধাবনযোগ্য। অনুধাবনযোগ্য এই জন্য যে হঠাৎ করে একটা বৎসরের ভিতরে রাতারাতি শিক্ষা ব্যবস্থার এই যে আমূল পরিবর্তন ক্লাশ ইলিভেন থেকে এইটাকে ক্লাশ টেনে উত্তরণ এবং সংগে সংগে তার যে সিলেবাস আছে তাকে রূপান্তরিত করা এইটা নিঃসন্দেহে শুধু ছাত্র সমাজ নয়, শুধু শিক্ষক সমাজ নয় যারা এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকবেন তাদের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত একটা প্রচণ্ড সংকট সৃষ্টি করে। আমরা এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই সম্পর্কে আমরা চিন্তিত বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সামনে যে প্রশ্নটা বিশেষ জটিল আকারে এসেছে সেইটা হচ্ছে এই যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য শিক্ষা পরিষদের তার যে টেরিটরিয়েল একজন ডিক্টেটর রয়েছে সেইটা সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবংগের জন্য সেইটা অন্য জায়গার জন্য নয়। যেহেতু অন্য জায়গায় কোন স্কুলকে তারা এককভাবে ডেফিনেশন দিতে পারে তার বিধান আছে। আমরা সেই ছিদ্র পথ দিয়ে কোন রকমভাবে

যেহেতু মধ্য শিক্ষা পরিষদ এযাবতকাল পর্য্যন্ত এই রাজ্যে গড়ে উঠে নি এরই জন্য অনেকটা কৃপা প্রার্থীর মত তাদের কাছ থেকে স্কুলের এফিলেশন নিয়ে কোন রকমভাবে ব্যবস্থা করেছি যাতে এই সিলেবাস পঠন পাঠন এবং পরীক্ষা ইত্যাদি হয়। তার জন্য অনেক অসুবিধা রয়েছে, যার জন্য এই মধ্য শিক্ষা পরিষদে বিলে এখানে পরীক্ষার তারা অনেক খানি দায়িত্ব বহন করেন না তার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব তারা বহন করেন না আর্থিক কোন দায়িত্ব তারা বহন করেন না। শুধু পশ্চিম বংগ সরকার অনুগ্রহপূর্বক পশ্চিমবংগ মধ্য শিক্ষা পরিষদ স্কুলের এফিলেশন চেয়ে, নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করে, নির্দিষ্ট তারিখে ফল ঘোষণা করে এবং তার মধ্যে যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে যেটা তার ম্যানেজমেন্ট বা কোন দায়িত্ব বহন করে না, আর্থিক কোন দায়িত্ব বহন করেনা। পশ্চিম বংগ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ যে অনুগ্রহপূর্বক স্কুলগুলিতে নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ করেন, ফল ঘোষণা করেন তার মধ্যে যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে, পশ্চিম বংগের ছাত্র সমাজ শিক্ষক সমাজ সেই অসুবিধাগুলি ফেস করেছে আমরাও তার থেকে বাদ যাই নি, আমরা বরং অনেকটা বেশী তা অনুভব করছি। কারণ আমরা কোন দায় দায়িত্ব বহন করছি না। আজকে কম্পার্টমেন্টাল এবং সাপ্লিমেন্টারী যে এক্জামিনেশান চলছে, আমাদের এখান থেকে লোক পাঠাতে হয়েছে তবুও তাদের থেকে যথোপযুক্ত সাড়া মেলেনি। সেই জন্য আমাদের এখান থেকে একটা অফিসের মত বসাতে হয়েছে দিন রাত্রি সেখানে প্রায় ৪০/৫০ জন লোক খেটে চলেছে শুধু যাতে প্রিপেটরী নোট ইত্যাদি তৈরী করা হয়, তাদের এ্যাডমিট কার্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়, খাতা দেওয়া হয়, প্রশ্নপত্র কিভাবে পাঠান হবে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে যে সমস্ত নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মধ্যে ১৯৭১ সালে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, বিগত সালেও সেই সমস্ত কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু পশ্চিম বংগ মধ্য শিক্ষা পর্ষতের এই আকস্মিক অসুবিধার জন্য আজকে শুধু মাত্র আগরতলা এবং কৈলাশহর এই দুইটি কেন্দ্রে সেন্টার করে আমাদের পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। আমরা জানি আমাদের ছাত্র সমাজ গরীব, ছাত্রদের তাতে বড় অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। আমরা এই ব্যাপারে অবহিত বলেই এত তাড়াতাড়ি এই মধ্যশিক্ষা পর্ষত বিল এনেছি। আমি একটা কথা এখানে বলতে পারি, সিলেবাস সম্পর্কে যে অসুবিধার কথা বলা হয়েছে, বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, আমরা সেই সম্পর্কে অবহিত। অবহিত হলেও যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের বোর্ড আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত নূতন করে সিলেবাস গ্রহণ করে, নূতনভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করতে আমরা পারি না। তা করতে হলে যে সমস্ত কমিটি এবং সাব-কমিটি গ্রহণ করা দরকার, সেই সমস্ত গঠন না করে সিলেবাস তৈরী করতে পারি না। পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারি না, ফল বের করতে পারি না। সুতরাং তিনি যে সাজেশান রেখেছেন পশ্চিম বংগ শিক্ষা পর্ষতকে অনুরোধ করবার জন্য, যেখানে পশ্চিম বংগ শিক্ষা পর্ষত আজ পর্যন্ত তার কোন বোর্ড নেই, সুপারসীডেড হয়েছে, সরকারের দ্বারা পরিচালিত, সরকার নীতি নির্ধারণ করছেন তার রাজ্যের জন্য তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

Annexure—"A"

PAPERS LAID ON THE TABLE

সেই জায়গায় আমাদের জন্য তারা আলাদাভাবে কোন কিছু করবেন না। সুতরাং এই অসুবিধা আমাদের ফেস করতে হবে আমরা জানি এর অসুবিধা অনেক এবং এই অসুবিধা অনেক বেশী শিক্ষা দপ্তরকেই বইতে হবে, তার দায় দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। অনেক সমালোচনা ফেস করতে হবে। কিন্তু সমালোচনা আজকে বড় কথা নয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা যে অসুবিধা ভোগ করছে, সেটা সব চাইতে বড় কথা। যেহেতু পশ্চিমবংগ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যেহেতু পশ্চিমবংগ সরকার তার রাজ্যের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার রাজ্যের জন্য, আমাদের অনুরোধ সেখানে কার্যকরী হবে বলে আমি মনে করিনা। সুতরাং এই সমস্ত কারণে, অসুবিধা হয়তো কতকগুলি আছে, এই অসুবিধা দূর করার জন্যই আমাদের যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিল এসেছে, তাকে সিলেক্ট কমিটি যেভাবে গ্রহণ করে এখানে পাঠান হয়েছে আমি এই প্রস্তাব রাখব যে আজকের হাউস এই বিলকে ঠিক সেই আকারে গ্রহণ করে আমাদের ভবিষ্যতে যে অসুবিধা এসে ঘাড়ে চাপছে তা অতি দ্রুত যাতে আমরা বিলম্বে হলেও সমাধান করতে পারি তার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করবেন। এই কথা বলে বিলের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Discussion is over. Now I am putting the motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri S. C. Shome, that the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 (Tripura Bill No. 8 of 1973) as reported by the Select Committee be taken into consideration at once".

(The motion was considered by voice vote.)

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 12-30 P. M. of 19th September, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 385

By Shri Achaichi Mog.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Whether any complaint of malpractice has been received against Supervisor; Gaburchhara Colony by Govt. during the year 1972-73.

2. If so, who has enquired into the allegation ?
3. What is the result of the enquiry ?

ANSWERS

1. Yes. The complaint was not only against the Tribal Welfare Supervisor but also jointly against the local V. L. W. and Panchayat Secretary.

2. Block Development Officer, Bagafa and Deputy Collector, Agriculture, South, jointly enquired into the allegation.

3. The enquiry has established nothing against the Govt. servants.

STARRED QUESTION No. 490

By Shri Baju Ban Riyan.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকারী ছাপাখানায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ না হওয়ায়, ছাপাখানার কর্মচারীদের অত্যধিক গরমের ফলে কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে ও উৎপাদন আগের তুলনায় এক চতুর্থাংশ হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয় কর্মচারীদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

১) ইহা সত্য নহে যে, অত্যধিক গরমের জন্য কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা কমে গেছে। সরকারী ছাপাখানায় অস্থায়ী বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও উপযুক্ত লোড না পাওয়ায় উৎপাদনে কিছুটা বিঘ্ন হচ্ছে।

২) স্থায়ী বৈদ্যুতিকরণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তৃতীয় চেষ্টায় পরে সম্প্রতি টেণ্ডার ফাইনাল করা হইয়াছে ও স্থায়ী বৈদ্যুতিকরণের জন্য work order দেয়া হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 67

By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Depertment be pleased to state—

QUESTIONS

1. What was the Sub-Division-wise provision of funds for settlement of jhumias during the year 1972-73 ?
2. What was the expenditure incurred for each Sub-Division.

ANSWER

1. For facility of the implementation of the scheme of settlement of jhumias and landless Sch. Tribes and as a guide line for Sub-Divisional Officers, a provisional sub-allotment of the funds was made for issuing new cases and further grant to jhumias and landless Sch. Tribes & Sch. Castes was made during the year 1972-73. The amount provisionally allotted in each Sub-Division is indicated below ;—

Sl. No.	Name of Sub-Division	Amount provisionally provide
1.	Sadar	Rs. 4·000 lakhs.
2.	Khowai.	Rs. 1.000 lakh.
3.	Kamalpur.	Rs. 2.000 lakhs.
4,	Kailashahar.	Rs. 2.000 ,,
5.	Dhaimanagar.	Rs. 2.000 ,,
6.	Amarpur.	Rs. 1.000 lakh.
7.	Udaipur.	Rs. 2.000 lakhs.
8.	Sonamura.	Rs. 0.595 ,,
9.	Sabroom.	Rs. 1.000 lakh.
10.	Belonia.	Rs. 1.000 ,,

2. The expenditure incurred Sub-Division-wise for settlement of jhumias and landless Sch. Tribes during the year, 1972-73. is given below :—

Sl. No.	Name of Sub-Division	Expenditure incurred during 1972-73.
1.	Dharmanagar.	Rs. 3,24,900/-
2.	Kailashahar.	Rs. 3,11,240/-
3.	Kamalpur.	Rs. 78,030/-
4.	Khowai.	Rs. 69,750/-
5.	Sadar.	Rs. 5,21,060/-
6.	Sonamura.	Rs. 16,500/-
7.	Udaipur.	Rs. 2,16,010/-
8.	Amarpur.	Rs. 29,240/-
9.	Sabroom.	Rs. 92,760/-
		Rs. 16,59,490/-

STARRED QUESTION NO. 379

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে সুরু করেছে ? এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন ?

উত্তর

১)—না। তবে জ্বরের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার Report পাওয়া যাইতেছে।

২) প্রশ্ন উঠে না। তবে ম্যালেরিয়া যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 572

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ধর্ম্মনগর হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সকলক্ষেত্রে X-Ray করার ব্যবস্থা আছে কি ?

২) ইহা কি সত্য যে ঐ হাসপাতালে অনেক ক্ষেত্রেই X-Ray করানো সম্ভব হয়ে উঠে না ? সত্য হইলে এর কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। তবে Barium meal X-Ray ও Cholecystography ইত্যাদি বিশেষ ধরণের X-Ray হয় না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 616

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Pension প্রাপ্ত কর্মচারীদের Pension এর হার বৃদ্ধি করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

২) বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে Pension holderদের Pension এর হার দ্বিগুণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১) ১৪/৮/১৯৭৩ হইতে কর্ম্মে রত পে কমিশন বর্ত্তমানে এই বিষয়টির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। পে কমিশনের সুপারিশ প্রাপ্তির পর অবস্থা প্রসঙ্গে পুনর্বিবেচনা করা হইবে।

২) প্রথম প্রশ্নটির উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২য় প্রশ্নটি উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 182

By Shri Purnamohan Tripura

প্রশ্ন

১) গত ২৪শে জুন সকালে বিলোনীয়া সাবজেলে স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীকরুণা রায় এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীবাদল চৌধুরীকে জেলকর্তৃপক্ষ মারপিট করেছে কি ?

২) যদি করে থাকে তার কারণ।

৩) এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্নই উঠে না।

৩) প্রশ্নই উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 85

By Shri Nripendra Chakraborty

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সাব জেইলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হাজতী ও কয়েদীদের রাখা হয় কিনা ?

২) যদি তাই হয়, তাদের সংখ্যা।

৩) এরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক আসামীদের জুবিনাইল ওয়ার্ডে রাখা হয় কিনা ?

৪) যদি না হয়ে থাকে তবে কারণ ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) ৭/৯/৭৩ ইং তারিখে সাবজেইলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক আসামীদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

	সাবজেইলের নাম	কয়েদী	হাজতী	মোট
১।	কৈলাশহর	১	৯	১০
২।	ধর্ম্মনগর	—	২	২
৩।	কমলপুর	—	৪	৪
৪।	খোয়াই	—	৪	৪
৫।	উদয়পুর	—	২	২
৬।	অমরপুর	—	—	—
৭।	সাব্রুম	—	—	—
৮।	বিলোনীয়া	—	—	—

৩) সাবজেইলে কোন জুবিনাইল ওয়ার্ড নাই।

৪) সাবজেইলে জুবিণাইল ওয়ার্ড রাখার কোনও বিধি বেঙ্গল জেইল কোডে নাই।

STARRED QUESTION No. 153
By Shri Pakhi Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৩ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত কতজন উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ? এবং

২) ঐ উদ্বাস্তু আসার কারণ সরকার অনুসন্ধান করেছেন কি ?

উত্তর

১) উক্ত সময়ের মধ্যে কোন উদ্বাস্তুর বাংলাদেশ হইতে ত্রিপুরায় আগমনের কোন সংবাদ সরকারে কাছে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 550
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের Maternity Ward বর্ত্তমানে বন্ধ আছে ?

২। যদি সত্য হয় ঐ Ward চালু করার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩। ব্যবস্থা না করা হয়ে থাকলে কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 574

By Shri Amarendra Sharma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর সহরে অবস্থিত হাসপাতালের Out-door বিভাগের দৈনিক গড়ে কতজন রোগী চিকিৎসা হয় ?

২। ঐ রোগীদের চিকিৎসার জন্য কতজন ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার Out-door-এ নিযুক্ত আছেন এবং ডাক্তার দৈনিক রোগীর সংখ্যানুপাতে ও কম্পাউণ্ডারের ঐ সংখ্যা যথেষ্ট কি না ?

উত্তর

১। গড়ে ২৯২ জন।

২। ধর্ম্মনগর হাসপাতালের Out-door-এ একজন ডাক্তার ও একজন কম্পাউণ্ডার কাজ করিতেছেন ইহা পর্য্যাপ্ত নহে।

STARRED QUESTION NO. 573

By Shri Amarendra Sharma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর শহরে হাসপাতালের Out-door বিভাগে রোগীদের অপেক্ষা করার জন্য কোন Waiting Room আছে কি ?

২। না থাকিলে, এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। না,

২। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

STARRED QUESTION NO. 66

By Shri Sushil Ranjau Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be Pleased to state—

QUESTION

1. How many Sch. Castes and Sch. Tribe have been given help through the Receiption Cell which has been set up for rendering assistance to Sch. Castes & Sch. Tribes in Tripura in various Official matters in Govt. Offices during the years 1971-72 and 1972-73.

ANSWER

1. 613 Sch. Tribes, 18 Sch. Castes during the year 1971-72 and 354 Sch. Tribes and 27 Sch. Castes during the year 1972-73 attended the Reception Cell of Sch. Tribes & Sch. Caste for various official works and necessary assistance have been rendered to them. Detailed are given at Annexurc 'A'

ANNEXURE—"A"

Sl. No.	Work for which Sch. Castes & Sch. Tribes persons attended.	1971-72 Sch. Tribes	Sch. Castes	Total	1972-73 Sch. Tribes	Sch. Castes	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pension	42	—	42	13	—	13
2.	Financial assistance to patients.	92	2	94	22	1	23
3.	Tribes/Caste certificates	105	9	114	114	20	134
4.	Eligibility certificate.	2	2	2	1	—	1
5.	Employment.	24	1	25	11	—	11
6.	Gun licence	43	—	43	26	—	26
7.	Settlement	113	—	131	55	—	55
8.	Education facilites.	9	—	9	9	—	9
9.	Agri. loan.	9	2	11	10	2	12
10.	Housing grant.	62	—	62	57	–	57
11.	Formation of coop. societies.	1	—	1	10	—	10
12.	Land sale permission	5	—	5	9	—	9
13.	Dhai training	1	—	1	1	—	1
14.	Road construction	3	—	3	3	—	3
15.	Permit licence	1	—	1	1	—	1
16.	Opening of post office	1	—	1	1	—	1
17.	Legal aid	—	—	—	2	—	2
18.	Misc.	82	4	85	9	3	12
		613	18	631	354	27	381

STARRED QUESTION NO. 269

By Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State .—

QUESTIONS

1. How many Sch. Tribes landless families have been rehabilitated under Amarpur Pilot Project from the inception till to-date ;
2. How many acres of land have been given to each of them ;
3. Have they got parchas ?

ANSWERS

1. 400 families have been rehabilitated under the Amarpur Pilot Poject from the inception.

2. 5 (five) acres of land have been given to each of the settlers.

3. 14 families have got parchas and proposals for 16 families have been forwarded to the authority this year. Works for issue of parchas to the remaining 370 families is in progress.

STARRED QUESTION NO. 427

By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribl Wel fare Deptt. be pleased to state—

QUESTIONS

1. What are the development schemes taken up for welfare of the Colony-inmates of Takchaya Colony under Khowai Sub-Divisition during the financial year of 1973 ?

2. And howmany Jhumia families have been proposed to give jhumia grants during the current financial year ?

3. In what basis this financial assistance is given ?

ANSWERS

1. The development sehemes proposed by Block authority for inmates of Takchaya Model Tribal Colony under Khowai Block during 1973-74 are furnished below :—

i) Construction of roads from Takchaya colony to Bhatimaidan.

ii) Distribution of fruit plants to 20 inmates of Takchaya colony for development of Horticulture.

iii) Distribution of potato seeds (1200 kg) to the inmates of Takchaya colony.

iv) Proposal for sinking 2 (two) Nos. deep tube-wells.

v) Special repairs for 2 (two) Nos. of R. C. C. Wells.

vi) Construction of 1 (one) No. of R.C. C. Well.

vii) Construction of resetvoir for irrigation purpose.

viii) Repair and maintenance of one 5 H. P. Pump-set supplied for the colony.

2. No financial assistance is proposed to be given to Colony inmates of Takchaya Model Tribal Colony as the settlement to them was given under old Rs. 500/- scheme during the year 1966-67 and both the instalments of grants amounting to Rs. 500/- have already been paid to them.

3. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 199

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

QUESTIONS

a) What is the total number of Sch. Tribes, Jhumia and landless Sch. Caste families in Sabroom Sub-Division ?

b) What steps have been taken by the Govt. for their rehabilitation ?

c) How many families will be rehabilitated during the year 1973-74 ?

ANSWERS

a) There are estimated 3932 jhumia and landless Sch. Tribes and 541 landless Sch. Caste families in Sabroom Sub-Division.

b) Out of the total 3932 landless Sch. Tribe and Jhumia families 1886 families have already been settled upto July, 1973 and necessary steps for settlement of the rest 2046 families may be taken. Out of the total 541 landless Sch. Caste families 53 families, have been given lands and grants. Necessary steps may be taken for the settlement of the rest 488 families.

c) 250 Jhumia and landless Sch. Tribes and 50 landless Sch. Caste families are proposed to be settled during the year 1973-74.

STARRED QUESTION NO. 484

By Shri Jitendra Lal Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন Scale নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা সরকারের নিকট দাবী করেছেন ?

২। যদি তাহা সত্য হয়ে থাকে তবে সে সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কি বিবেচনা করছেন ?

উত্তর

১। সবদিক বিচার বিবেচনা করার পর ত্রিপুরা সরকার পে কমিশন গঠন করিয়াছেন এবং ইহা ১৪ | ৮ | ৭৩ ই হইতে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। পে কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এই বিষয়ে পুনঃ পর্য্যালোচনা করা হইবে।

২। ১নং উত্তরে বলা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 454.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই হাসপাতালে কোন এম্বুলেন্স না থাকায় রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে ;

২। সত্য হইলে চলতি আর্থিক বছরে খোয়াই হাসপাতালের জন্য এ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 328

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলাসপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটিও সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই ? এবং

২। স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এক্ষণে নাই।

STARRED QUETION NO. 343.

By Shri Sunil Chandra Dutta

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। G. B. ও V. M. হাসপাতালে রোগীর অনুপাতে নার্স, ওয়ার্ড বয় ও কুক আছেন কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 166.

By Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সরকার অবিলম্বে সাবরুম মহকুমার শ্রীনগর ও হরিণা চিকিৎসালয় দুইটিতে চিকিৎসক নিয়োগ করবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ শ্রীনগরে একজন G. D. O. Grd II ডাক্তারকে posting order দেওয়া হইয়াছে এবং হরিণার জন্য একজন ডাক্তারকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 267

By Shri Bajuban Riyang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চেলাগাং ডিস্পেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। ঐ ডিস্পেনসারীতে গত মে মাসে কত জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয় ?

৩। তন্মধ্যে উপজাতি রোগী কত জন ?

উত্তর

১। না।

২। মোট ৭৮ জন।

৩। রোগী উপজাতীয় কিংবা তপশীলভুক্ত কিনা সেই তথ্য রাখা হয় না।

STARRED QUESTION NO. 338

By Shri Kalidas Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state

প্রশ্ন

ক) সদর মহকুমার মোহনপুর ব্লকের উত্তর দেবেন্দ্রচন্দ্রনগর গাঁওসভার অন্তর্গত অভিচরণ বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

খ) যদি সরকার সেই পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন তাহা হইলে চলতি বৎসরে তাহা উদ্বোধন করা হইবে কি না ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 389

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩ এর বন্যায় জিরাণীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিনা ?

২। ক্ষতি হইয়া থাকিলে ক্ষতির পরিমাণ।

৩। ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি স্থানান্তরের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। থাকিলে কোথায় এবং কবে করা হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, হইয়াছে।

২। প্রসূতি বিভাগ, বহির্বিভাগের এবং M. O. I/C র Quarter টির ক্ষতি হইয়াছে। নদীর ভাঙ্গনের জন্য প্রসূতি বিভাগ এবং বহির্বিভাগের বিপজ্জনক বলিয়া পূর্ত্ত বিভাগ কর্তৃক ঘোষণা করা হইয়াছে।

৩। না।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

STARRED QUESTION No. 601

By Shri Sunil Chandra Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Healah & Family Planning Deprtment be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ১৯৭৩ ইং সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া মোট কতজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ?

খ) ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করার জন্য সরকার কোন বিশেষ কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

উত্তর

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সাপেক্ষ।

STARRED QUESTION NO. 354

By Shri Samar Choudhnry.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এর ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত আগরতলার জি, বি, হাসপাতালে এবং ত্রিপুরার অন্যান্য মহকুমা হাসপাতালগুলিতে মোট কত টাকা মূল্যের ঔষধপত্র ব্যবহারের Date Expire করায় অব্যবহার্য্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৭২ এ মোট ৬,২৭৫ টাকা এবং ১৯৭৩ এর ৩১শে জুলাই পর্যন্ত মোট ১০,৬১৮ টাকা।

STARRED QUESTION No. 444

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

Question

1. Whether any application has been filed for maplractice against the Tribal Inspector, Amarpur Within the period from April to June, 1973 ?

2. If so, what action has been taken by the Govt. and result thereto ?

Answer

1. Yes.

2. The application was enquired into and not established.

STARRED QUESTION NO. 439

By Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত উপজাতি এবং তপশীল জাতির মধ্যে T. B., Cancer এবং Leprosy রোগীর সংখ্যা কত ?

২। তাদেরকে কি অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। যখন কোন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয় তখন তাহার জাতি বা উপজাতি ভিত্তিক কোন তালিকা পুস্তক হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য বিভাগে রাখা হয় না। সুতরাং উপজাতি ও তপশীল রোগীর সংখ্যা দেওয়ার সুবিধা নাই।

২। অনুন্নত জাতি উন্নয়ন প্রকল্পে যে সমস্ত উপযুক্ত আদিবাসী ও তপশীলি জাতির রোগী যক্ষা, কেন্সার, কুষ্ঠ ও অন্যান্য গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয় তখন তাহাদের চিকিৎসা, পথ্য ও হাসপাতালের যাতায়াতের জন্য সরকারী চিকিৎসকের বা রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট ও মহকুমা শাসক/প্রজেক্ট একজিকিউটিভ অফিসার/ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সুপারিশ ক্রমে একটি অনুপুরক সাহায্য প্রদানের স্কীম আছে। ত্রিপুরার মধ্যে চিকিৎসার জন্য অনুর্দ্ধ ২০০ টাকা (দুইশত) এবং বহিত্রিপুরার জন্য ডি, এম, ও জি, বি, হাসপাতালের তত্বাবধায়কের বা স্বাস্থ্য অধিকর্তার সুপারিশক্রমে অনুর্দ্ধ ৫০০ (পাঁচশত) টাকা প্রদান করা হয়।

STARRED QUESTION NO. 96

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে ১৯৭৩ ইং সনের অদ্য পর্য্যন্ত জুমিয়া ভূমিহীন-দের পুনর্বাসনের জন্য কোন টাকা দেওয়া হইয়াছে কি ?

২। যদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত ব্লক এলাকাগুলিতে কত পরিবার জুমিয়া ও ভূমিহীনদের কি হারে পুনর্বাসনের টাকা দেওয়া হইয়াছিল ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

১৯৭৩ ইং সনের এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২। (ক) খোয়াই ব্লক :—

খোয়াই ব্লকে ৩৬ পরিবার জুমিয়া ও ভূমিহীনদের প্রথম কিস্তিতে ৬৫০৲ হারে মোট ২৩,৪০০৲ এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ১০টি জুমিয়া ও ভূমিহীন পরিবারকে ৬৫০৲ হারে মোট ৬,৫০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

(খ) তেলিয়ামুড়া ব্লক :—

তেলিয়ামুড়া ব্লকে ৪৬ পরিবার জুমিয়া ও ভূমিহীনদের ৬৫০৲ হারে মোট ২৯,৯০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 545

By Shri Sudhanya Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

1) Whether it is a fact that jhumia grant have been given in some jhumia colonies under Sadar South Bishalgarh Block during the month of June, 1973 ?

2) If so in what places money have been disbursed and what amount have been spent in what places ?

ANSWER

1) No money has been distributed in jhumia colony.

2) Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 1403 (Postponed)
By Shri Tapas Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সালের আর্থিক বৎসরের বরাদ্দকৃত মোট কত টাকা খরচ করা যায় নি ?

২। Post unfilled হওয়ার জন্য কত টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন খাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ সর্বসাকল্যে মং ৩,৬০.১৫,৭০০ টাকা ছিল। অবশ্য মূল বাজেটে যে যে বিষয়ে আদৌ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় নাই কিংবা অপর্য্যাপ্ত বরাদ্দ ছিল—সেই সমস্ত ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উদ্বৃত্তের টাকা সহ মোট মং ৪,৭৩,৯২,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ হিসাবে লওয়া হইয়াছিল। ফলতঃ উক্ত উদ্বৃত্ত মং ৩,৬০,১৫,৮০০ টাকা ব্যয়ের খাতে অন্তর্ভূক্তির পরেও, অতিরিক্ত মং ১,১৩'১৬,৩০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

২। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্ত্তমানে উক্ত টাকার পরিমাণ মং ৫০,৪৯,৩০৪ টাকা।

STARRED QUESTION NO. 1188 (Postpond)
By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের গত ১৯৭২-৭৩ ইং আর্থিক বছরে সরকারী অফিস এর কাজ চালানোর জন্য ঘরভাড়া বাবত কত টাকা খরচ হয়েছে ?

২) কোন্ মহকুমায় কোন্ দপ্তরের জন্য ভারা বাবত কত টাকা খরচ হয়েছে ?

৩) বে-সরকারী ভাড়া করে সরকারী অফিস চালানো বাবত টাকা খরচ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা সরকার মনে করেন কি ?

৪) যদি করে থাকেন, প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নিতেছেন ?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ সনে সরকারী অফিসের কাজ চালানোর জন্য বাড়ী বাবত ৫,১১,৩৭৭·৩৫ টাকা খরচ হইয়াছে।

২) সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্ট এ প্রদত্ত হইল।

৩) হ্যাঁ।

৪) রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতির সহিত সামাঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরকার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জায়গায় সরকারী কাজের জন্য অফিস ঘর নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক জায়গায় পরিকল্পনানুযায়ী অফিস ঘর নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

Statement showing the reply to item (2) of Unstarred Question No. 1188.

Name of Department 1	Name of Sub-Division 2	Amnunt paid during 1972-73. 3
Food & Civil Supplies	Sadar	Rs 717 70
Fire Services	,,	Rs 1198 00
Employment Exchange	,,	Rs 2400 00
Panchayat Raj	,	Rs. 3000 00
Statistical	,,	Rs 18640 00
Tribal Research	,,	Rs 3311 00
Town & Country Planning	,,	Rs. 2700 00
Pilot Research Project	,,	Rs 3806 00
Transport Commissioner	,,	Rs. 5775·00
Evaluation Organisation	,	Rs 4680 00
Printing & Stationery	,,	Rs 3291 00
Labour Department	,	Rs 2168 00
Refugee Relief	,,	Rs 32232 40
Tribal Welfare	,,	Rs 5934 00
Co operative	,	Rs. 3300 00
Settlement & Land Records	,,	Rs 26850 00
Animal Husbandry	,,	Rs 18127 00
Rehabilitation	,,	Rs. 7407 75
Village Industries	,,	Rs 60606 84
L S G	,,	Rs 1506 00
Education	,,	Rs 40070·90
Public Works	,,	Rs 41083 80
Public Relations & Tourism	,,	Rs 10659 00
Health Services	,,	Rs. 8832 00
D M & Collector, West Tripura	,,	Rs 27128·00
Inspector General of Police	,,	Rs 11319 52
Statistical	Udaipur	Rs 880 00
Refugee Relief	,,	Rs 30,196 68
Co-operative	,,	Rs 3,600 00
Animal Husbandry	,	Rs 1,766 00
Education	,,	Rs. 693·25
Public Works	,,	Rs. 2,700·00
Public Relations & Tourism.	,	Rs 1,740 00
Health Services	,,	Rs. 1,575·00
Inspector General of Police	,,	Rs 400·00
D. M & Collector, South Distt	,,	Rs 858·00
Statistical	Kailashahar	Rs. 960·00
Labour	,,	Rs. 1,320·00
Tribal Welfare	,,	Rs 1,680·00
Animal Husbandry	,,	Rs, 1,936·00
Village Indusries	,,	Rs. 2,784 00
Education	,,	Rs. 4,800·00
Public Relation & Tourism	,,	Rs. 2,860·00
D. M. & Collector, North	,,	Rs. 1,340·00

Name of Deparimeut.	Name of Sub-Division.	Amount paid during 1972-73.
1	2	3
	Dharmanagar	
Refugee Relief	,,	Rs. 5,655·00
Animal Husbandry	,,	Rs. 2,266·95
Village Industries	,,	Rs. 5,774·00
Education	,,	Rs. 1,284·00
Public Works	,,	Rs. 3,870·00
D. M. & Collector, North	,,	Rs. 5,312·00
Inspector General of Police	,,	Rs. 580·00
Public Relation & Tourism	,,	Rs. 1,980·00
	Belonia	
Settlement & Land Records	,,	Rs. 660·00
Animal Husbandry	,,	Rs. 2,068·00
Village Industries	,,	Rs. 624·00
Education	,,	Rs. 64·00
Public Relations & Tourism	,,	Rs. 2,170·00
Health & Family Planning	,,	Rs. 960·00
Inspector General of Police	,,	Rs, 400·00
D. M. & Collector, South	,,	Rs. 3,552·20
	Amarpur	
Animal Husbandry	,,	Rs. 330·00
Village Industries	,,	Rs. 825·00
Public Relations & Tourism	,,	Rs. 1,455·00
D. M. & Collector, South	,,	Rs. 3,262·00
	Sonamura	
Animal Husbandry	,,	Rs. 1,375·00
Education	,,	Rs. 2,916·00
Public Relations & Tourism	,,	Rs. 5,046·00
Health Services	,,	Rs. 528·00
D. M. & Collector, West Tripura	,,	Rs. 1,516·00
	Sabroom	
Animal Husbandry	,,	Rs. 165·00
Education	,,	Rs. 1,488·00
Inspector General of Police	,,	Rs. 1,160·00
D. M. & Collector, South	,,	Rs. 1,632·00
	Khowai	
Sttlement & Land Records	,,	Rs. 360·00
Animal Husbandry	,,	Rs. 462·00
Village Industries	,,	Rs. 2040·00
Education	,,	Rs. 4420·00
Public Relations & Tourism	,,	Rs. 781·00
Health Services	,,	Rs. 1836 00
D. M. & Collector, West Tripura	,,	Rs. 7336·00
	Kamalpur	
Animal Husbandry	,,	Rs. 1540·00
Education	,,	Rs. 3732·00
Public Relations & Tourism	,,	Rs. 2100·00
Inspector General of Police	,,	Rs. 420·00
Food & Civil Supplies	Office of the Controller of Supplies Calcutta.	Rs. 22,800·00
Viilage Industries & Handicrafts.	Calcutta Office.	Rs. 7,560·00

UNSTARRED QUESTION NO. 1112 (Postponed)

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সরকার বর্ত্তমান বছর ও গত বছর (আর্থিক বছর) L.T.C. বাবত কত টাকা খরচ করেছেন ?

২) কোন দপ্তরে কতজন L.T.C. নিয়েছেন ?

উত্তর

১) L.T.C. বাবত সরকার ১৯৭১-৭২ আর্থিক বৎসরে মোট ১,২৪,৬১৭·৬১ টাকা ও ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে ১,৬৪,৬০২·১৬ টাকা খরচ করেছেন।

২) সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্ট এ প্রদত্ত হইল।

Statement showing the reply to item (2) of Unstarred Question No. 1112.

Sl. No.	Name of Department/Head of Department.	No. of employees.	Amount paid 1971-72	1972-73.
			Rs.	Rs.
1.	D. S. S. & A. Board	1	178.50	—
2.	Town & Country Planing Organisation	1	—	164.60
3.	Directorate & Settlement & Land Records	14	1,152.40	807.40
4.	District & Session Judge	6	1,258.65	1,180.60
5.	Director of Fire Services	7	588.90	811.90
6.	Inspector General of Prisons	4	—	1.073.30
7.	Statistical Department	9	768 00	2,283.00
8.	Animal Husbandry & Vety. Services Department	7	938.85	1,889.90
9.	Director of Village Industries & Handicrafts	28	4,450.45	4,965.25
10.	Chief Electoral Officer	1	—	300.00
11.	Directorate of Panchayat Raj	2	180.20	840.00
12.	Department of Employment	1	214.00	—
13.	Conservator of Forests	10	1,291.25	1,588.20
14.	P. W. Department	112	27,743.55	41,341.51
15.	Enforcement & Anticorruption Organisatisn	2	—	325.00
16.	Directorate of Puplic Relation & Tourism	3	—	712.05
17.	Secretariat Administration Department	17	7,502.60	4,946.55
18.	D. M. & Collector (North)	29	4,926.25	5,234.78
19.	Food & Civil Supply	8	178.75	686.55
20.	Directorate of Health Services	61	7,506.78	14,128.95
21.	Printing & Stationery Department	3	166.00	299.82
22.	Directorate of Education	303	42,317.33	45,4[illegible]4.60
23.	Registrar, Co-operative Societies	8	1,282.70	625.90
24.	Inspector General of Police	134	19,561.75	30,282.90
25.	Directorate of Agriculture	24	2,411.30	4,704.30
	TOTAL :	785	1,24,617.61	1,64,602.16

UNSTARRED QUESTION NO. 510.
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৩ এর ১৫ই আগষ্ট কত জুমিয়া পরিবার পুনর্ব্বাসনের প্রার্থনা করিয়াছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২) এই সময়ে কত পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহার জন্য পরিবার পিছু কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১) ১৯৭২ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ৪৮৪৫ জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পরিবার পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	দরখাস্তের সংখ্যা
১)	সদর	৭০৩
২)	খোয়াই	৯৮
৩)	সোনামুড়া	৪৭৭
৪)	ধর্মনগর	৪৫৯
৫)	কৈলাশহর	৬১৩
৬)	কমলপুর	২১৬
৭)	উদয়পুর	১০১৭
৮)	সাব্রুম	৪৭৫
৯)	বিলোনীয়া	৩১২
১০)	অমরপুর	৪৭৫

মোট—৪৮৪৫ পরিবার

২) ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৬২০ জন জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পরিবার পুনর্ব্বাসন পাইয়াছেন। প্রতি পরিবার পিছু কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং (মোট কত টাকা এই জন্য ব্যয় হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	হার	টাকা
১)	সদর	৭০৩	৩৫০	২,৪৬,০৫০
২)	খোয়াই	১৬৯	৬৫০	১,০৯,৮৫০
৩)	সোনামুড়া	৭৮	৭৫০	৫৮,৫০০

৪)	ধর্মনগর	১০৪ ২০ ১২৪	[illegible] ৪৫৫	[illegible]
৫)	উদয়পুর	২১১	৪৮০	১,৪৬,৫২০
৬)	অমরপুর	৪৩	৬৮০	২৯,২৪০
৭)	বিলোনীয়া	৬৮	৪৫০	৩০,৬০০
৮)	সাব্রুম	৫৩ ৮৩ ১৩৬	৬৮০ ৮৮০	১,০৯,০৮০
	মোট—১৬২০ পরিবার			৮,০৩,৫৪০

UNSTARRED QUESTION NO. 339

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of theHealth & Family planning Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) নৃপেন্দ্রনগর কলোনীর দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহটি নির্মাণের কার্য্য বর্তমান বৎসর আরম্ভ হইবে কি না ?

উত্তর

১) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ আরম্ভ করা হইবে। টেণ্ডার ডাকা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 189

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Planning Department be please dto state :—

QUESTION

1) Whether Sub-Divisional Medical Officers make purchases of Medical Stores. if so stores purchased by each of them during 1972-73 (upto July)

2) The procedure followed in making such purchases.

3) If there is any delay in making central supply of medicines ;

4) If so, the reasons, therefor ?

ANSWER

1) Yes Sub-Divisional Medical Officer, Udaipur purchased the following emergency medicines :—

a) Inj. Atropin sulph.

b) Inj. Synthocinol.

Other Sub-Divisional Medical Officers had not make any purchase.

2) Being head of office -Sub-Divisional Medical Officer can purchase emergency medicines within Rs. 250/- after observing the codal formalities like quotation etc.

3. No.

4. Does not arise,

UNSTARRED QUESTION NO. 449

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান চলতি আর্থিক বছরে খোয়াই বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি? থাকিলে কোথায় কোথায় খোলা হইবে;

উত্তর

১। না, প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 38

By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩-এ (জুন মাস পর্য্যন্ত) ত্রিপুরার মহকুমা হাসপাতাল, জি, বি, হাসপাতাল, ভি, এম, হাসপাতাল ও প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার সমূহে মোট কত ম্যালেরিয়া রোগী চিকিৎসিত হয়েছে তার হাসপাতাল ভিত্তিক হিসেব?

২) ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে কিনা, এবং

৩) যদি বেড়ে থাকে প্রতিষেধকের কি কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে?

উত্তর

১—৩) প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সাপেক্ষ।

UNSTARRED QUESTION NO. 180

By Shri Nripendra Chandra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be plea sed to state—

প্রশ্ন

১) যে সব গেজেটেড অফিসার ১৯৭৩ ইং সালে বন্যা বাবত ঋণ গ্রহণ করেছেন তাঁহাদের নাম ও ঋণের পরিমাণ।

২) বিগত বন্যায় তাঁদের কি প্রকারের ক্ষতি হয়েছে তার বর্ণনা।

উত্তর

১) ও ২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

UNSTARRED QUESTION NO. 595

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন কোন সরকারী অফিস ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) এর জন্য ১৯৭০—৭১, ১৯৭১—৭২ এবং ১৯৭২—৭৩ আর্থিক বৎসরের কোন অফিসের কত টাকা ভাড়া দিতে হয়েছে।

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 496

By Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ভূমিহীন উপজাতি ও তপশিলী জাতিকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য চল্‌তি আর্থিক বৎসরে কি কি Scheme চালু আছে ;

২। ত্রিপুরায় মোট কত পরিবার ভূমিহীন উপজাতি ও তপশিলী জাতি আছে ; এবং

৩। চল্‌তি আর্থিক বছরে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত আছে ও তন্মধ্যে ১৫ই আগষ্ট ৭৩ ইং পর্য্যন্ত কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে (১) জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পুনর্ব্বাসন প্রকল্প অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট সহ। (২) তপশিলী জাতি পুনর্ব্বাসন প্রকল্প নামে দুইটি প্রকল্প চালু আছে।

২। ত্রিপুরায় অনুমানিক ২০,০০০ জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পরিবার ও ২,৪৮০ ভূমিহীন তপশীলি পরিবার আছে।

৩। ১০০০ জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পরিবারও ১২৪ ভূমিহীন তপশিলী পরিবারকে ১৯৭৩-৭৪ ইং আর্থিক বছরে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে। ৫৪১ জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ও ভূমিহীন তপশিলী ৪ পরিবারকে ১৯৭৩ ইং সনের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া অমরপুর পাইলট প্রজেক্টে ১০০ পরিবারাকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 254

By Shri Kali Das Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। Khowai Block-এর জুমিয়া কলোনীগুলিতে কি ১৯৭৩ এ কোন ফলের চারা দেওয়া হয়েছে ? যদি হয়ে থাকে কোথায় কত চারা দেওয়া হয়েছে ;

২। ইহা কি সত্য যে ঐ সময়ে তথায় গাছের ডালকে চারা বলে চালানো হয়েছে এবং তা বাঁচে নাই ; এবং

৩। যদি সত্য হয় কারণ কি এবং ঐ চারা কারা সরবরাহ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে তকছাইয়া মডেল ট্রাইবেল কলোনীতে ২০টী উপজাতি পরিবারকে ফলের চারা দেওয়া হয়েছে। ফলের চারা সরবরাহের লিষ্ট পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজিত হইল।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না। কৃষি বিভাগ হইতে এই ফলের চারা সরবরাহ করা হয়েছিল।

পরিশিষ্ট—"ক"

১৯৭৩-৭৪ ইং সনে হরটিকালচার উন্নয়ন স্কীমে তকছাইয়া মডেল ট্রাইবেল কলোনীতে ২০টী পরিবারের মধ্যে ফলের চারা বিলি পরিসংখ্যান।

ক্রমিক নং	বিলি করা ফলের চারার নাম।	কৃষি বিভাগ হইতে সরবরাহকৃত মোট ফলের চারার সংখ্যা।
১।	আসামী লেবু—	৪২৫
২।	পয়াম—	৪৮০
৩।	কাঁঠাল—	৭০০
৪।	কাগজি—	৪৫০
৫।	রোজ আপেল—	৪০০
৬।	নারিকেল—	৪০
৬।	সুপারী—	১০০

UNSTARRED QUESTION NO. 141

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকার কি নূতন স্কীম গ্রহণের বিবেচনা করেছেন ;

২। যদি করে থাকেন, ঐ স্কীমের সারমর্ম ;

৩। ঐ স্কীম কোথায় কোথায় কবে থেকে চালু করা হবে ;

৪। করবোক—জলাইয়া প্রজেক্ট ঐ স্কীমের অন্তর্ভুক্ত কি না ?

উত্তর

১। না, কিন্তু সরকার ভূমিহীন উপজাতিদের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুনর্বাসনের জন্য অমরপুর পাইলট প্রজেক্টের অনুরূপ পরিবর্তিত স্কীম তৈরী করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সঠিক কিছুই বলিবার সুবিধা নাই, যেহেতু ইহা প্রস্তাবাকারে ভারত সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

২। এই স্কীমে ইহা প্রস্তাবিত হইয়াছে যে প্রতি পুনর্বাসন প্রজেক্টে ২০০ পরিবারকে যথাসম্ভব একত্রিত ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে। নির্দ্দিষ্ট ভূমি সরকার হইতে আবাদোপযোগী করা হইবে। যখনই ভূমি আবাদোপযোগী হইবে তখনই প্রতি পরিবারকে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ আরম্ভ হইবে। গৃহাদি নির্মাণ, বীজ, সার, বলদ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য তাহাকে আর্থিক সাহায্য ও তদারকের জন্য তদারকী কর্মচারী থাকিবে। প্রতি পরিবার পিছু নিম্নোক্ত ভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

ক)	৪ একর ভূমির কৃষি উপযোগী করা বাবদ—	২০০০৲
খ)	গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী ভূমি তৈরীর জন্য—	১০০৲
গ)	গৃহ নির্ম্মাণের জন্য—	২০০৲
ঘ)	কৃষিযন্ত্র ও বলদ ক্রয়ের জন্য—	৪০০৲
ঙ)	সার এবং বীজ ক্রয়ের জন্য—	৩৫০৲
চ)	ফলের চারা ক্রয়ের জন্য—	১০০৲
ছ)	খাওয়ার জন্য অনুপূরক ভাতা (রেশনের মাধ্যমে)	৩০০৲
		৩,৫০০৲

এই প্রকল্প হইতে রাস্তা ঘাট ও পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদির কাজ ও করা হইবে।

৩) প্রশ্ন উঠে না। সঠিক ভাবে বলিবার সুবিধা নাই এই কারণে এই স্কীম প্রস্তাবাকারে ভারত সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এবং এই স্কীমের কতটুকু গৃহীত হইবে তাহাও বলিবার সুবিধা নাই।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 173

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এর জুলাই পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় মোট কতজন ভূমিহীন ও জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

২) ঐ সকল ভূমিহীন ও জুমিয়া প্রত্যেককে কত পরিমাণ জমি ও অর্থ অনুদান বা ঋণ দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ১৯৭২ ইং সন হইতে ১৯৭৩ সনের জুলাই পর্য্যন্ত ১৫৭৩ জুমিয়া ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	১৯৭২ হইতে ১৯৭৩ এর জুলাই পর্য্যন্ত কত পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে তার হিসাব।
১)	সদর	৬৮০ পরিবার
২)	সোনামুড়া	৭৮ ,,
৩)	খোয়াই	১৬৯ ,,
৪)	ধর্মনগর	২২৪ ,,
৫)	উদয়পুর	২৯৯ ,,
৬)	অমরপুর	৪৩ ,,
৭)	সাব্রুম	১১২ ,,
৮)	বিলোনীয়া	৮৬ ,,
		১৫৭৩ পরিবার

২) প্রতি পরিবারকে কত পরিমাণ জমি ও অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	১৯৭২ সন হইতে ১৯৭৩ সনের জুলাই পর্যন্ত পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা।	প্রতি পরিবারের জমির পরিমাণ	কত টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে	মোট টাকার পরিমাণ
১)	সদর	৬৮০ পরিবার	৪ একর	৩৪০	২,৩৮,০০০
২)	সোনামুড়া	৭৮ ,,	৬ ,,	৭৫০	৫৮,৫০০
৩)	খোয়াই	৪৫ } ১২৪ } ,,	৪ ,,	২৫০ } ৬৫০ }	২১,৮৫০
৪)	ধর্মনগর	১০৪ } ২০ } ,,	৬ ,,	৬৫০ } ৪৫৫ }	৭৬,৭০০
৫)	উদয়পুর	২৯৯ } ১২৭ পরিবার ৯১ ,, ৭৭ ,, ৪ ,,	৬ ,, ৪ ,, ৫ ,, ২ ,,	৪৮০	১,৪৩,৫২০
৬)	অমরপুর	৪৩ ,,	৬ ,,	৬৮০	২৯,২৪০
৭)	সাব্রুম	১১২ ,,	৫ ,,	৮৮০	৯৮,৫৬০
৮)	বিলোনীয়া	৬৮ ,,	৬ ,,	৪৫০	৩০,৬০০

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, September 19, 1973.

The Assembly met in the Assembly House at Agartala on Wendesday, the 19th September, 1973 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker Shri M. L. Bhowmik in the Chair, Chief Minister, 4 (Four) Ministers, 2 (two) Dy. Ministers, Dy. Speaker, and 47 (Fortyseven) Members.

Mr. Speakar :— To-day, in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—Sir, Starred Question No. 181, এর সংগে আর একটা সিমিলার কোয়েশ্চান একত্রে নিলে ভাল হয়, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫১ এ্যাক্জাক্টলী সিমিলার।

Mr. Speaker :—Let me examine it. (After examination) Alright, Starred Questions No. 181 & 451 may be combined together.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮১

প্রশ্ন

১। কৈলাশহরের ছাগলডেমা, ঘোড়াছড়া, সরলছড়া, নিশান চৌধুরী পাড়া, তালানবাড়ী খাসিয়াপাড়া প্রভৃতি গ্রাম কি এখনো পঞ্চায়েতের বাইরে আছে ? এবং

২। যদি থাকে তার কারণ ?

১। হ্যাঁ। তবে প্রকাশ থাকে যে সরলছড়া এবং ঘোড়াছড়া নামে কোন গ্রাম ঐ এলাকায় নাই।

২। তালানবাড়ী এবং খাসিয়াপাড়া এলাকাগুলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সরকারের নীতিগত অসুবিধা থাকায় উক্ত এলাকাগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

ছাগলডেমা ও নিশান চৌধুরী পাড়া গ্রামগুলির অবস্থান চা বাগান ও ফরেষ্ট এলাকা সংলগ্ন।

এই সকল পাড়াগুলির অবস্থান অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন, জনবসতি অত্যন্ত বিরল এবং অধিবাসীদের অস্থায়ী মনোভাবাপন্ন বসবাস, সেহেতু এলাকাগুলিকে গাঁও সভা গঠনের প্রস্তাবের সময় গাঁও সভার বাইরে রাখা হয়েছিল। বর্ত্তমানে উক্ত এলাকাগুলিকে পার্শ্ববর্তী শ্রীরামপুর গাঁও সভার অন্তর্ভুক্তির বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে কোন গ্রাম যদি পঞ্চায়েত এলাকার বাইরে থাকে, তাহলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যখন ব্লক বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি বণ্টন করা হয়, তখন তারা সেগুলির থেকে বঞ্চিত হন এবং এই কারণে গত দুর্ভিক্ষের সময়ে তারা বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—পঞ্চায়েত এলাকা বহির্ভূত গ্রামগুলি পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক প্রদত্ত যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, সেগুলি পেতে অসুবিধা ভোগ করে। কিন্তু পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে না থাকার কারণে ঐ সমস্ত গ্রামগুলিকে পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে শুধুমাত্র এই কয়েকটা এলাকায় নয়, এইরকম অনেকগুলি অঞ্চলই পঞ্চায়েতের বহির্ভূত থাকার দরুন অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,-এর জবাবটা একটু লম্বা হবে। আমাদের পঞ্চায়েত আইনে আছে, কেন্টনমেন্ট এলাকা, শহর এলাকা, রিজার্ভ এলাকা এবং নটিফাইড এলাকা যেগুলি আছে, সেগুলি গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত হয় না, রেভিনিয়ুর অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া এবং এই জন্যই এগুলিকে পঞ্চায়েত এলাকাধীন করার অসুবিধা রয়েছে। কাজেই এই সমস্ত এলাকাগুলি পঞ্চায়েত এলাকাধীন না থাকার দরুন পঞ্চায়েত প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পেতে হয়তো তাদের অসুবিধা হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে চা-বাগানগুলি পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত না হওয়ার কারণ কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যেহেতু সেগুলি ইণ্ডাস্ট্রীয়েল এলাকা এবং যেহেতু তারা স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করে ইমিগ্রেন্ট লেবার হিসাবে, সেহেতু তাদেরকে পঞ্চায়েতের বাইরে রাখা হয়েছে এবং চা-বাগান কর্ত্তৃপক্ষ সেখানে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, তারা সেগুলি পেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে সমস্ত ভিলেজ ফরেষ্টে আছে, যেগুলি ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে এবং চাবাগানগুলির মধ্যে আছে সেখানে হাজার হাজার লোক বাস করছে এবং সেখানে পঞ্চায়েতের সুযোগ সুবিধা না থাকার ফলে তারা বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কাজেই, এই সমস্ত অঞ্চলকে পঞ্চায়েতের অন্তভুক্ত করার প্রয়োজনে কোন নূতন আইন করবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে চাবাগানগুলি, নটিফাইড এরিয়াগুলি বা রিজার্ভ ফরেষ্ট অঞ্চলগুলি যেহেতু রেভিন্যু ভিলেজ নয় এবং যেহেতু সেখানে কোন স্থায়ী বসবাস নেই, সেহেতু সেগুলি পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেজন্য

তারা পঞ্চায়েত প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলি পাচ্ছে না। কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় যদি দেখা যায় যে রিজার্ভ ফরেষ্ট অথবা নটিফাইড এরিয়া অথবা চা-বাগানগুলিতে স্থায়ী বসবাসের কোন সুযোগ আছে, তাহলে সেগুলিকে পঞ্চায়েতের ভিতর নিয়ে যাওয়ার জন্য আইন পরিবর্তন করাটা বিবেচনা করা যেতে পারে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন, যে সমস্ত গ্রামগুলি ফরেষ্ট রিজার্ভ এবং চা বাগানের অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানে হাজার হাজার লোক বসবাস করছে, যেহেতু ঐ সমস্ত গ্রামগুলি রেভিনিয়্যু ভিলেজের মধ্যে পড়ছে না, সেহেতু তাদের সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের বিকল্প কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা যদিও পঞ্চায়েতের মধ্যে নয়, তবুও বলছি যে পনচায়েত এলাকাধীন পনচায়েত থেকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তেমনি চা-বাগানগুলিতে যে সমস্ত কর্ম্মচারী রয়েছেন বা শ্রমিক রয়েছেন তারা চা বাগানের কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সমস্ত সুযোগ সুবিধাই ভোগ করছেন এবং ফরেষ্টের ব্যাপারেও তেমনি ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলিও ভোগ করছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে তেলিয়ামুড়ার গঙ্গানগর এলাকায় কয়েকটি গ্রাম যাদের পনচায়েতের আওতায় আনা হয় নি, সেই সমস্ত গ্রামগুলির অধিবাসীরা পনচায়েতের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য ব্লকের মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি গ্রামগুলির নাম এখানে উল্লেখ করেন নাই। কাজেই সেই সমস্ত গ্রামগুলির নাম উল্লেখ করে তিনি যদি সেপারেট প্রশ্ন করেন তাহলে আমি তার জবাব দিতে পারি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে গত যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের গাঁও সভার মাধ্যমে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তখন এই সমস্ত গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের কিভাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল বা তারা সেই সাহায্যের থেকে বঞ্চিত হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে পঞ্চায়েত এলাকাধীন যে সমস্ত গ্রাম ছিল, তারা পঞ্চায়েতের প্রদত্ত সমস্ত সাহায্যই পেয়েছে। আর যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের বহির্ভূত ছিল, সেগুলিকে পঞ্চায়েত প্রদত্ত সাহায্য দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, আপনি বলেছেন যে কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২ এবং ৪৫১ কমবাইণ্ড, কিন্তু উত্তরটা তো কমবাইণ্ড দেওয়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— রিপ্লাই অলসো হ্যাজ বীন গীভেন কমবাইণ্ড ওয়ান।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— তাতো হয় নি স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি সেপারেট রিপ্লাই দিয়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— স্যার, প্রথম প্রশ্নটা ছিল কৈলাশহরের কতগুলি নির্দিষ্ট গ্রাম সম্পর্কে, আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল তেলিয়ামুড়ার কতগুলি নির্দিষ্ট গ্রাম সম্পর্কে। কাজেই দুইটো প্রশ্নের তো একই রকম জবাব হতে পারে না?

কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৫১

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে গণরাম সেনাপতি বাড়ী, গয়ামনি কবরা পাড়া ইত্যাদি কোন গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত নহে ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত গ্রাম বা পাড়াগুলিকে কোন্ কোন্ গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে ?

উত্তর

১। উক্ত গ্রামগুলি গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত বটে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— কোন গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট গাঁও সভার অধীনস্থ এই দুইটি গ্রাম।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উক্ত গয়ামনি কবরা পাড়া এটা হল গয়ামনি গাঁও সভার নাম। এই কবরার নামে সেই গাঁও সভা না হয়ে সেটি দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট হল কেন তার কারণ জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—প্রশ্ন হচ্ছে গয়ামনি একটা গ্রাম এবং সেখানে পঞ্চায়েত আছে, সেখানে না হয়ে কেন দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাটে হল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েত আইনে গাঁও সভা গঠন সম্পর্কে প্রথমেই বলা হয়েছে—এক বা একাধিক রেভেনিয়্যু ভিলেজ নিয়ে একটি গাঁও সভা হবে। সুতরাং এই রামচন্দ্রঘাট গাঁও সভার মধ্যে গয়ামনি কবরা পাড়া রেভেনিয়্যু ভিলেজের মধ্যে থাকার কারণে সেটি তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গয়ামনি গাঁও সভা রেভিনিও ভিলেজের ভিত্তিতে হয়েছে কিনা ? যদি সেই ভিত্তিতে হয়ে থাকে তাহলে সেই গাঁও সভার রেভিনিও ভিলেজের মধ্যে যে গ্রাম সেটি অন্তর্ভুক্ত হবে না কেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নের জবাবে আমি যেটি বলেছি সেটি অত্যন্ত পরিষ্কার—আমরা পঞ্চায়েত থেকে কি করতে পারি। একটি মাত্র রেভিনিও ভিলেজ বা একাধিক রেভিনিও ভিলেজ নিয়ে একটা গাঁও সভা হতে পারে। কিন্তু আমরা একটি রেভিনিও ভিলেজকে ভাগ করতে পারি না। সুতরাং দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট গাঁও সভার অধীনে যদি গয়ামনি কবরা পাড়া হয়ে থাকে তাকে আমরা বাইরে না রেখে তার মধ্যেই রাখা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গত খরায় সময় যারা গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তারা রেশন কার্ড থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ২টি প্রাম সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল সেগুলির জবাব দিয়েছি—এইগুলি এর বাইরের। সুতরাং এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—জড়িত স্যার, কারণ তারা ব্লকের তরফ থেকে বা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে সাহায্য পেয়েছে কিনা……

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না খাদ্য পেয়েছে কিনা……

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কার পক্ষে সম্ভব হবে—মন্ত্রী মহোদয়ের দ্বারা যদি সম্ভব না হয় ছেড়ে দিন এই মন্ত্রীত্ব (ইন্টারাপশান—হাস্যধ্বনি)

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৪

মিঃ স্পীকার :— ২৩৪

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৪

প্রশ্ন

১। অমরপুর নূতন বাজার থেকে আগরতলা টি, আর, টি, সি, বাস চালু না করার কারণ কি ?

২। কবে থেকে এই রুটে টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা হবে ?

উত্তর

১। আগরতলা—অমরপুর অথবা আগরতলা—নূতন বাজার রাস্তায় টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার এখনও কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ, বর্ত্তমান সীমিত বাস—এই সব রাস্তায় বাস চালু করা সম্ভব নয়।

২। এখনও স্থির হয় নাই।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে অমরপুর—নূতন বাজার—আগরতলা রাস্তায় টি, আর, টি, সি, বাস এখনও চালু হয় নাই, তার পিছনে মন্ত্রীরা বাস মালিকদের কাছ থেকে উপহার পেয়ে এই ব্যবস্থা করেছেন ?

মিঃ স্পীকার — অন্যারেবল মেম্বার, এই জাতীয় সাপ্লিমেন্টারী হতে পারে না।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— স্যার, আমি বলছি যে মন্ত্রী মহাশয়েরা বাস মালিকদের কাছ থেকে উপহার পেয়েই নাকি এই ব্যবস্থা নিতে পারছেন না—তারা টি, আর, টি, সি, বাস দিতে পারছেন না—এটাই আমার প্রশ্ন ?

মিঃ স্পীকার :— এটা একটা অভিযোগ, এটা প্রশ্ন নয়।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে অমরপুর—নূতন বাজার রাস্তায় এখন পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস না থাকার ফলে সেখানকার লক্ষাধিক মানুষ তাদের যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা ভোগ করছে বিভিন্ন ভাবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—থাকলেও—অসুবিধা থাকলেও অন্যান্য বাস ট্রাফিক চলছে—টি, আর, টি, সি, বাস দেওয়ার অসুবিধা আছে সেজন্য এখনও আমরা চালু করতে পারছি না। অসুবিধা আছে ঠিকই। টি, আর, টি, সি, বাস সব জায়গাতে যদি চালু করা যেত তাহলে ভালই হতো।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে পাবলিক সেক্টার থেকে বাসের সংখ্যা কম থাকাতে এবং পাবলিক বাসের যারা মালিক আছেন তারা উদয়পুর থেকে সকাল ৭টার সময় একটা বড় বাস চালু করেছিল, কিন্তু সেখানে ছোট বাসের মালিকেরা ঐ বাস যাতায়াতে বাঁধা দেওয়ায় সেখানে বড় বাস যেতে পারছেন না—তারজন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন—এই প্রশ্ন এই প্রথম আমি শুনলাম। এই ধরণের অভিযোগ যদি আমার কাছে আসতো তাহলে আমি এই সম্পর্কে চিন্তা করতে পারতাম।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— অভিযোগ আসেনি—গভর্ণমেন্টের কাছে কোন অভিযোগ আসে নি—সিণ্ডিকেট থেকে গভর্ণমেণ্টকে জানায় নি?……

মিঃ স্পীকার :— এটা কি আপনার প্রশ্ন?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, উনি বলছেন যে গভর্ণমেণ্টকে জানায় নি……

শ্রীব্রাজ্বন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করবেন কি যে, অমরপুর রোডগুলিতে বিশেষ করে সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলে কোন রোডেই এখনও টি, আর, টি, সি, বাস চালু হচ্ছে না এবং সেখানে মনে হয় চালু হচ্ছে না এই কারণে, কারণ সেখানে গরীব লোকেরা চলাফেরা করে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষই গরীব। কাজেই, পার্টিকুলারলি এই প্রশ্নটা এই কোয়েশ্চনের আওতায় আসে কি না জানি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করবেন কি যে সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে এই যে টি, আর, টি, সি, বাস চালু হচ্ছে না, তার কারণ মালিকদের সঙ্গে মন্ত্রীসভার একটা চুক্তি হয়েছে এবং তার ফলে যত পুরাণো বাস এবং গাড়ী সাউথে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং ষ্টেট ট্রেন্স-পোর্ট অথরিটি, ভেহিক্যালস ডিপার্টমেন্ট সমস্ত, এই মন্ত্রীসভার যোগসাজসে এই সমস্ত অচল লক্কর গাড়ীগুলি সমস্ত সাউথে এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটাবার জন্য দায়ী হচ্ছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেকগুলি প্রশ্ন এক সংগে করা হয়েছে। এই সম্পর্কে শুধু বলতে পারি এই কথা যে যেহেতু টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার পক্ষে কয়েকটা অসুবিধা আছে—বাস পাওয়া যায় না, আমরা চেচিজের অসুবিধার কথা অনেক বারই এই হাউসে বলেছি। কাজেই এইটার মধ্যে কোন অলিখিত প্রশ্ন নয়। যদি বলা হয় যে টি, আর, টি, সি, বাস ছাড়া অন্য কোন বাস চলবে না এইটা যদি হয়, তাহলে বন্ধ করে দিতে পারি সেইটা। এইটা অলিখিত প্রশ্নের কথা নয়, এইটা লিখিত প্রশ্নের কথা। আমি বলতে পারি যে এইটা আমাদেরকে লিখিতভাবে স্বীকার করে নিতে হয়। যেহেতু এখনও টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা যায় নি, যেহেতু প্রাইভেট, সেইটা হবে চুক্তিতেই—শুধু টি, আর. টি, সি, বলে নয়, যেখানে ষ্টেইট ট্রেন্সপোর্ট রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় কিছু কিছু প্রাইভেট বাসও চালু রাখতে হয়। তার কারণ হলো, গভর্ণমেন্টের যে মেশিনারী দিয়ে প্রসেস করে যতটা পরিমাণ নাম্বার চালু করা দরকার, সেইখানে সেইটা সম্ভব হয়ে উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব হলো না, আমি বলেছি টি, আর, টি, সি, বাস চালু না করার দরুন অনবরত এই সব অচল আউট রোডে গাড়ী চলাচলের জন্য দুর্ঘটনা হচ্ছে কি না? কয়েক দিন আগেও মারাত্মক মারাত্মক দুর্ঘটনা হচ্ছে। এই লাইনে কোন গাড়ী পরীক্ষা করে দেখা হয় না। মালিকদের সংগে অলিখিত চুক্তি না থাকলে, এখানে ভেহিকালস্ ডিপার্টমেন্ট আছে, যেখানে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট আছে, একটা গাড়ী অচল বলে ডিক্লারেশন দেয় না, একটা লাইসেন্স নেয় না, আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে এইটা অলিখিত চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, মাননীয় মন্ত্রীমশায় এইটা স্বীকার করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে এইটা অলিখিত চুক্তির প্রশ্ন নয়, এইটা লিখিত চুক্তির প্রশ্ন যদি তুলতেন তাহলে বুঝতাম যে লিখিতভাবে মানুষের সুবিধার জন্য আমাদের কতকগুলি লিখিতভাবে চুক্তি করতে হয় প্রাইভেট মালিকদের সংগে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—সাপলিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে টি, আর, টি, সি, বাস চালু করবার সময় ত্রিপুরার দক্ষিণ অঞ্চলে কোন টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার কি কোন পরিকল্পনা সরকারের ছিল না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে নোটিফিকেশন বেড়িয়েছে, তার হিয়ারিং হচ্ছে, তারপরেও যদি বাসের কণ্ডিশন ভাল হয়, নাম্বার যদি বাড়ানো যায় তাহলেই একমাত্র সেই প্রশ্ন উঠতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাস বাড়ানোর ব্যাপারটা যে মন্ত্রীমশায় বললেন, বাস বাড়ছে না কেন? কি কারণে বাস সংগ্রহ করা যাচ্ছে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব এই হাউসে বহুবার দেওয়া হয়েছে যে, যে-সব জায়গাতে শ্যাসীজ তৈরী হয়, আমরা তৈরী করি না, এই শ্যাসীজ

আমাদের যেমন অসুবিধা আছে, বাহিরের পার্টিগুলিরও অসুবিধা আছে, তারাও অ্যাসীজ পায় না। অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধার কারণ ঘটে, যেহেতু আমাদেরকে বাহিরের উপর ডিপেণ্ড করতে হয়। এই কথাটা এই হাউসের সামনে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বহুবার বলা হয়েছে এবং সেই হেতু যে পরিমাণ আমরা চাই সেই পরিমাণ আমরা পাই না এবং যতটুকু পাওয়া যায় তাই কাজে লাগানো হয় এবং প্রাইভেট পার্টি যারা এগিয়ে আসছেন তাদেরকেও বলা হয়েছে যে তোমরা আনতে পার-সেই জন্য তোমাদেরকে আমরা পারমিট দিয়ে দেবো।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমানে যে গাড়ীগুলি আছে—চেবরী লাইনে তিনটা গাড়ী দিনে আসা যাওয়া করছে এবং সেখানে বরাবর প্যাচেজার হয় না। অন্তত: সেখান থেকে একটা গাড়ী যদি তুলে তারা দক্ষিণ অঞ্চলে কোন রোডে দেন তাহলে (গণ্ডগোল) কিছুটা সমস্যার সমাধান হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রস্তাব এ্যাক্সসপেটেড।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে অ্যাসীজ সংগ্রহ করা যাচ্ছে না, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে গত ছয় মাস যাবৎ এই অ্যাসীজ সংগ্রহ করার জন্য সরকার কোন চেষ্টা করছেন কি না, কোন করেছপনডেন্স হয়েছে কি না? ছয় মাসের মধ্যে কোন কোম্পানীর সঙ্গে বা অন্যান্য তরফ থেকে কোন চেষ্টা করেছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি যে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে যারা ছোট ছোট বাস চালাচ্ছেন তারা অনিয়মিতভাবে গাড়ী চালানোর জন্যই আজকে অমরপুর, সাউথে ডাক যোগাযোগ নিয়মিত হচ্ছে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য যেহেতু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই ব্যাপারে, সেইটা আমরা দেখতে পারি। আর প্রাইভেট বাস এখানে চালু আছে তাদের কণ্ডিশন কি খারাপ আছে, সেইগুলিকে আমরা বন্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু চেক করা হচ্ছে সমস্ত জায়গায়ই। আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে আমরা অরডার দিয়েছি এবং ভালভাবে চেক করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভয় হচ্ছে যে হয়তো সেগুলি পুরানো বাস সেগুলি রিপ্লেস করতে গিয়ে যদি একেবারে রাস্তা থেকে অবরোধ করে দেওয়া হয়, তাহলে জনসাধারণের বেশী অসুবিধা হতে পারে। কাজেই সেখানে কি কণ্ডিশন, কিভাবে করলে সেই লোহা লক্কর, যেটা নাকি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন, সেই ধরণের গাড়ী চালু আছে, এইগুলি অলরেডি অকেজো হয়ে গেছে। এবং কিছু কিছু পুরানো বাস এখনও চালু আছে, আমি অস্বীকার করছি না। যেহেতু নুতন বাস চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। যদি সম্ভব হয় তাহলে নুতন বাসের জন্য, প্রাইভেট পার্টি যেগুলি তাদেরকে দিচ্ছে এবং আমরা যদি পাই তাহলে আমরা নুতন ভাবে চালু করার চেষ্টা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই যে আউট রোডে

পুরাণো গাড়ীগুলি, সেগুলি যাতে মালিকেরা রিপ্লেচ করতে পারে সেইজন্য মালিকদেরকে কিভাবে সাহায্য করার পরিকল্পনা তারা নিচ্ছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যত রকম উপায় আছে, সব রকমভাবেই তাদেরকে বলা হয়েছে যে যত রকম আমাদের গভার্ণমেন্ট দিচ্ছে, কিংবা ব্যাংক যদি গ্যারেন্টিয়ার হয়ে সাহায্য করতে হয়, তাতেও আমরা রাজী হয়েছি। তবুও, তোমরা পুরাণো গাড়ী বাদ দিয়ে নূতনভাবে. হয়তো তার জন্য একটা টাইম লাগবে যে টাইমের মধ্যে তারা করে নেবে, এই আশ্বাস তারা দিয়েছে। যদি না হয় তাহলে অন্য ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্মরণে আছে কি যে গত সেশনে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা হবে। যদি স্মরণে থাকে তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করবেন কি যে তাদের গাফিলতির জন্যই এই বাস চালু করা যাচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই রকম প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি বলে আমার মনে হচ্ছে না। কারণ, তখন যে ফেক্ট আমার কাছে ছিল, ঠিক এখনও আমার কাছে সেই ফেক্ট রয়েছে। কাজেই সেইদিন একটা কথা বলেছি আজকে আর একটা কথা বলছি সম্ভব নয়-যতটুকু আমার মনে পড়ে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মশায় কি স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরায় গত নির্বাচনের সময় এই সমস্ত বড় বড় মালিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নির্বাচন করার ফলেই কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই এখানে টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা হচ্ছে না ?

মিঃ স্পীকার :—দিস শোড নট বি অ্যালাউড।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভেবেছিলাম যে জবাব দেবোনা, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে, বার বার একই ধরণের প্রশ্ন আসছে। কারণ এখানে লিখিতভাবে যে সমস্ত প্রশ্ন হয়েছে সেখানে লেনদেনের কোন প্রশ্ন হয় না। যারা নিছক লেখাপড়া করে করতে পারে না তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করুন-টাকাটা কিভাবে নেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেখানে বলেছিলেন যে অমরপুর গাড়ীর মালিকদের ইচ্ছা থাকা সত্বেও বাস চালান যাচ্ছে না, উনি জানেন না যেহেতু আমি একজন সদস্য বলছি স্যার, সেখানে বাস এ্যাসোসিয়েশান'এর সেক্রেটারী গোপাল কর এবং উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান শিশিরবাবু আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের যে সমস্ত আমরা এম. এল. এ. আছি তাদের কাছে এম. এল. এ, হোষ্টেলে এসে মিটিং করেছেন এবং উনি সেদিন বলেছেন যে সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছেন। যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে তিনি চিঠি পান নি, তাই আমি বলছি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং কত দিনের মধ্যে আরও বেশী সংখ্যক বাস আমরা পাইতে পারি সেটা উনি বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি

এবং আমাদের কাছে যদি এসে থাকে এবং সদস্তদের সংগে যদি আলোচনা হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা ফুলফীল হয়নি এখন পর্যন্ত। আমার এ্যাবসেনসে যদি এটা হয়ে থাকে, মাননীয় সদস্ত যেকথা বলছেন যে প্রাইভেট পার্টিরা যোগাযোগ করেছেন এবং তার উপরে বিশেষ করে উনি যে কথাটা আরোপ করেছেন, যেহেতু মাননীয় সদস্ত একথা বলছেন, সেইজন্য আমি দুঃখিত আমার কাছে যদি এইরকম রিপোর্ট না এসে থাকে তার জন্য।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দায়িত্ব নেবেন কি দক্ষিণ ত্রিপুরায় টি, আর, টি, সি'র বাস চালু না হওয়ায় আগামী দিনে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে? বিশেষ দুর্ভোগ মানুষের হয়, তার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব নেবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যদি বলেন কি ধরণের অভ্যুদয় হবে, সেটা জানতে পারলে না হয় বলতে পারতাম কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালিদাস দেববর্মা।

শ্রীকালীদাশ দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) টি, আর, টি, সি বাস ও টাউন বাস'এ ছাত্রছাত্রীদের বিনা খরচে ভ্রমণের সুযোগ দেয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১) এইরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি টাউন বাসের ভাড়া বৃদ্ধির জন্য যেসব ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজে যায়, সেটার ভাড়া বেড়ে তাদের কাছে একটা ট্যাক্সের মত হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাড়া বাড়ানো হয়েছে এ কথাটা ঠিক সত্যের কাছাকাছি হলেও ঠিক সত্য নয় বোধ হয়। কারণ হল যে, প্রথম যে ষ্টেপেজ সেটার মধ্যে ১০ পয়সা করা হয়েছে। আর ১০ পয়সা করা হয়েছে এই যে ভাড়া বৃদ্ধিটা এটা মাননীয় সদস্যরা যদি খোঁজ করে দেখেন এখানে আড়াই পয়সা ভাড়া বেড়েছে, আগে এটা সাড়ে ৭ পয়সা পর্য্যন্ত ছিল। সেইজন্য কোন কোন জায়গায় ভাড়া নেওয়া সম্ভব ছিলনা, কোন কোন ক্ষেত্রে সাত পয়সা কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ পয়সা নিত। যে ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে এটা এমন একটা প্রশ্ন নয় যেটার জন্য মাননীয় সদস্য এতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি টাউন বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে কোথাও দেড়গুণ, দুইগুণের মত যার জন্য ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত এফেকটেড হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এই আমলে যে ভাড়াটা বৃদ্ধি হয়েছে সেটা খুব কম, সম্ভবতঃ দুই পয়সা, আড়াই পয়সা, দেড়গুণ হতে পারেনা,

দুইগুণও হতে পারেনা। আগে যে ভাড়া বৃদ্ধিটা হয়েছিল তার ফলে ভাড়া নেওয়ার অসুবিধা হত বলে ঠিক মত ভাড়া নিতে পারতনা, কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ পয়সা, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ পয়সা অলিখিত ভাবে নেওয়া হয়েছে। কাজেই অফিস্যালি এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে ১০ পয়সা করে দেওয়া হউক যেহেতু পেট্রল, টায়ার ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি, কলিকাতায় যে বাসের ভাড়া, তা আগরতলার বাস ভাড়ার চেয়ে অনেক কম। যেমন দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, বটতলা থেকে জি, বি. পর্যন্ত কলিকাতায় ১৪ পয়সা যাওয়া যায় আর এখানে সেটা ২০ পয়সা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কলিকাতায় বসে নেই, আমরা আগরতলায় বসে বিবেচনা করছি। কাজেই কলিকাতার সংগে আমাদের ত্রিপুরার তুলনা হতে পারেনা। তুলনা হতে পারেনা, কারণ তার বহুদিক রয়েছে, যেমন রাস্তাঘাটের প্রশ্ন আছে, লোক সংখ্যার প্রশ্ন আছে, গাড়ীর নাম্বারের প্রশ্ন আছে, নানাদিক থেকে বিবেচনা করে ভাড়া স্থির করা হয়। যদি একরকম পরিস্থিতি হত, তাহলে ভারতবর্ষের সর্বত্র কলিকাতা কিংবা বোম্বের মত ভাড়া হত।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি মঠ চৌমুহনী থেকে বটতলা পর্যন্ত বাস ভাড়া কত ছিল আগে, আর এখন কত হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আগেকার কথা বলতে পারব, বর্তমানের কথা বলা একটু অসুবিধা আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বলেছেন আড়াই পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন এটা ফ্যাক্ট নয়। এমনভাবে বাস স্টপেজগুলি এ্যারেঞ্জ করা হয়েছে—যেমন মটরষ্ট্যাণ্ড অথবা মঠ চৌমুহনী যেখানে মেক্সিমাম প্যাসেঞ্জার নামে, সেখানে বাস ষ্টপ বা ফেয়ার ফিক্সেশানের কিছু করা হয়নি, অথচ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে শনিতলায় যেখানে খুব কম প্যাসেঞ্জার, ২/৪ জন নামে সেখানে বাস ষ্টপেজ করেছেন। মঠ চৌমুহনী যে যাবে তাকে ডাবল ভাড়া দিতে হয়। আগে যেখানে ১০ পয়সা ছিল, সেখানে ২০ পয়সা হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী যেটা আড়াই পয়সা কাউন্ট করেছেন, প্র্যাকটিক্যালী সেটা ডাউবল হয়ে গেছে এবং ডাউবল পয়সা নেওয়ার জন্যই একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত হয়েছে বাস মালিকদের মধ্যে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে সেটা হয়েছে এবং সেটা মুখ্যমন্ত্রীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য যদি এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তাহলে হয়তো সেটা ঠিকই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— যেহেতু আমাদের সমস্ত মন্ত্রী এবং প্রথম শ্রেণীর আমলারা সরকারী গাড়ীতে বিনা পয়সায় ভ্রমণের সুযোগ পান, ছাত্র এবং অভিভাবকদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন এটা আমাদের বিবেচনাধীন

নেই, যে ফ্রী করে দেওয়ার কোন বিবেচনা আমরা এখনও করতে পারছি না। এবং মাননীয় সদস্যরা এই প্রশ্ন যদি এনে থাকেন যে ষ্টুডেন্টসদের কনসেশান করা যায় কি না, সেটার কথা যদি বলতেন তাহলে বিবেচনার প্রশ্ন ছিল। যেহেতু টাউন বাস সিণ্ডিকেট এই ভাড়া আদায় করছে তাদের সংগে যোগাযোগ করে এটা করা সম্ভব ছিল এবং সেটা দেখা যেতে পারে। কিন্তু ফ্রী করার পরিকল্পনা আমাদের এখন নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কন্‌সেসান রেট করা হবে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় সদস্যের এই প্রশ্ন তোলার আগেই আমি বলেছি যে যেহেতু গভর্ণমেন্ট এই প্রশ্নটা বিবেচনা করে দেখছেন, সেজন্য আমাদের তরফ থেকেই এটা দেখা হচ্ছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে কেরালাতে ছাত্রদের বাসে কনসেসান আছে এবং শিলঙেও আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— টাউন বাসের ভাড়া কি ভিত্তিতে নেওয়া হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে টি, আর, টি, সি. বাস কৈলাশহর—ধর্ম্মনগর ও কুমারঘাট—কৈলাশহর লাইনে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ;

২) যদি সত্য হয়, তবে কুমারঘাট—কৈলাশহর লাইনে এই বাস চালু রাখার বাধা কোথায় ;

৩) কুমারঘাট ব্লক ও জেলা দপ্তরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই বাস পুনরায় চালু করা হবে কি ?

উত্তর

১) খারাপ রাস্তা ও পুলের দরুণ টি, আর, টি, সি'এর বাস সার্ভিস ১৪ই জুন, ১৯৭৩ইং থেকে কৈলাশহর—ধর্ম্মনগর—কুমারঘাট—কৈলাশহরের মধ্যে বন্ধ ছিল। বাস সার্ভিস পুনরায় ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৩ইং হইতে চালু আছে।

২ ও ৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— ১৪ই জুনের আগে প্রথম বারে যখন বাস সার্ভিস কুমারঘাট পর্যন্ত চালু ছিল তখন ফটিকরায় থানার সামনে টি, আর, টি, সি'এর কর্মী প্রহৃত হয়েছিল এবং এরপর বাস সার্ভিস কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বন্ধ থাকার কারণ সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— উনি বলছেন যে রাস্তাঘাটের অসুবিধার দরুণ বাস চলাচল বন্ধ ছিল। আমি বলছি যে ১৫ই আগষ্টে যখন চালু করেছে নূতন করে বাস, তখন কি রাস্তাঘাট ভাল হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব প্রথমেই দিয়েছি যে বাস চালু করার মত রাস্তাঘাট হয়েছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— ১৫ই আগষ্ট থেকে কৈলাশহর কুমারঘাটে কয়টা বাস চালু হয়েছে ডেইলী ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— দুইখানা বোধ হয় এখন চালু আছে ধর্ম্মনগর-কৈলাশহর এবং ধর্ম্মনগর-কৈলাশহর-কুমারঘাট লাইনে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— কুমারঘাট-কৈলাশহরে কয়টা চালু আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কুমারঘাট-কৈলাশহরে একটা বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— ২৪শে আগষ্টের আগে এই লাইনে কয়টা বাস চলেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— একটাই বাস চালু ছিল বলে আমার ধারণা।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— আমি একজন বিধান সভার সদস্য এবং আমি জানি ২৪শে আগষ্টের আগে এই লাইনে দুইটা করে বাস চলেছে এবং ২৪শে আগষ্টের পরের দিন একটি করে বাস চলেছে। তার কারণ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— ২৪শে আগষ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কৈলাশহর গিয়েছিলেন এবং এর পরের দিন একটা বাস উঠে যায়। এর মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে বাস সিণ্ডিকেটের কোন সম্পর্ক হয়েছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রীর সংগে যদি কোন আলোচনা হয়ে থাকে তাহলে সেটা মাননীয় সদস্যেরও জানা আছে নিশ্চয়ই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কৈলাশহরে এই টি. আর. টি. সি.র কোন অফিস খোলা হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কাজ চালু রাখার মত অবস্থা করে রাখা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে মালিকদের সংগে চুক্তি হয়েছে এবং সেজন্য ওখানে কোন ভাড়া ঘরও নিচ্ছেন না এবং যেহেতু ডিসট্রিক্ট অফিসটা স্পিলট আপ, কুমারঘাটে অর্দ্ধেক, কৈলাশহরে অর্দ্ধেক এবং যেখানে অনবরত লোকের যাতায়াত করতে হয় কুমারঘাট কৈলাশহরে অফিসারদের, কর্মচারীদের, জনসাধারণের, গরীব মানুষের, সেখানে মালিকদের সংগে যোগসাজসেই তিনি এটা করছেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ধর্ম্মনগর থেকে কৈলাশহর, কৈলাশহর থেকে কুমারঘাট, আবার কুমারঘাট থেকে কৈলাশহর হয়ে ধর্ম্মনগর চলে যায়। কাজেই ওখানে অফিস করার প্রয়োজনীয়তা এখন খুব বেশী জরুরী বোধ হয় নি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— ধর্মনগর থেকে যে দুইখানি বাস কৈলাশহর পর্য্যন্ত আসে, এর মধ্যে একটা কুমারঘাটে যায়, আর একটা কৈলাশহর থেকে ঘুরে আবার ধর্মনগরে যায়। সেখানে কৈলাশহরে অফিস করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই কেন, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি আগেই বলেছি কাজ চালু রাখার মত যা দরকার সেটা আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে বাস আছে, সেখানে অফিসের দরকার নাই। তাহলে একই ভাবে চেবরীতে বাস আসে যায়। তাহলে চেবরীতে কেন অফিস হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : :- চেবরীতে ইনফ্লুয়েন্সটা বেশী আর কি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— ইহা কি সত্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন কৈলাশহর যান তখন জীপ, ট্যাক্সি এবং বাসের মালিকেরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করে। তার ফলে সেখানে অফিস হচ্ছে না এবং পরদিন থেকে দুটো বাসের মধ্যে একটা বাস উঠে যায় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মুখ্যমন্ত্রীকে মালা দেওয়ার জন্য অনেক মাননীয় সদস্যরাও উপস্থিত থাকেন। ভীড়ের মধ্যে কে মালিক, কে জনসাধারণ তা বোঝার মত অবস্থা আমার নাই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— কুমারঘাট-কৈলাশহরে যে বাসটা উঠে গেছে এটা কি শীঘ্রই চালু হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যাত্রীর অবস্থা এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা বুঝে, তারপর এটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে কৈলাশহর এবং কুমারঘাটের যে বাসটা উঠে গিয়েছে, সেটা শীঘ্রই আবার চালু করা হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাত্রীর অবস্থা এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা বুঝেই এটা বিবেচনা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১০।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১০ স্যার।

প্রশ্ন

১) জম্পুইজলা সংকটরাম সার্ভিস কো-অপারেটিভ ও বিশালগড় ব্রজপুর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতির অডিট করা হয়েছিল কিনা ?

২) যদি অডিট করা হয়ে থাকে, তাহলে সর্ব্বশেষ অডিট কবে করা হয়েছিল ?

৩) ঐ অডিট অফিসার সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষের নিকট হিসাব নিকাশ বুঝিয়া পাইয়াছিলেন কি ?

উত্তর

১ও ২) বিশালগড় এলাকায় জম্পুইজলায় সংকটরাম সার্ভিস কোঅপারেটিভ আছে। ব্রজপুর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি নামীয় কোন সমবায় নাই। তবে উত্তর ব্রজপুর তাঁত ও রঞ্জন শিল্প সমবায় সমিতি নামীয় একটি সমিতি আছে। এই সমিতি দুইটি যথাক্রমে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৬৯-৭০ সমবায় বৎসর পর্য্যন্ত অডিট করা হইয়াছে।

৩) ঐ সমিতি দুইটিতে সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে একই ব্যক্তি কাজ করেন। তাহাদের নিকট প্রাপ্ত হিসাব পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই সমিতি দুইটি অডিট করা হইয়াছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত দুই কো-অপারেটিভ সোসাইটির সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষের নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সংকটরাম পাড়ায় যে সোসাইটি, সেটার যে পিরিয়ডের কথা বলা হয়েছে অডিটের, সেই সময়ে সেক্রেটারী ছিলেন সুরেন্দ্র মজুমদার। আর ব্রজপুরের কথা আমার জানা নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—ঐ সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট অডিটর অডিটের জন্য হিসাব পত্র ঠিকমত বুঝিয়া পাইয়াছিলেন কিনা, যদি না পাইয়া থাকেন তাহলে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :— স্যার, আমি পূর্বেই বলেছি—৩নং প্রশ্নের জবাবে যে সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষ একই ব্যক্তি এবং তাদের থেকে সমস্ত কাগজ পত্র বুঝিয়া পাইয়া অডিটর অডিট করিয়াছেন।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে জম্পুইজলা বাজার পুড়ে যাওয়ার ফলে সেক্রেটারীর ঘরও পুড়ে গিয়েছিল এবং প্রায় সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এই ধরনের কোন সংবাদ আপনার কাছে আছে কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এটা সত্য যে জম্পুইজলা বাজারে আগুন লাগায়, সেক্রেটারীর বাড়ী পার্শ্ববর্ত্তী হওয়ায় তার ঘরে আগুন লেগে কিছু কিছু কাগজপত্র আগুনে পুড়ে গিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৮, স্যার।

প্রশ্ন

অমরপুরে সরকারী কর্ম্মচারী শ্রীফণী দাসের বিরুদ্ধে বিধান সভা সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৯৭৩ সালের আগষ্টের ২য় সপ্তাহে যে দুর্নীতির অভিযোগ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট লিখিতভাবে উপস্থিত করেছেন সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে সম্প্রতি তদন্ত করাইয়াছেন।

তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী শ্রীফণি দাসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন চক্রবর্ত্তী যে অভিযোগগুলি এনেছেন, সেগুলি কি কি, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভিযোগের মূল কথা হচ্ছে শ্রীফণী দাস অন্যায় ভাবে কিছু লোককে গ্রুপ বণ্ডের টাকা লোন হিসাবে দিয়েছেন, আর এটাই হচ্ছে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই অভিযোগক্রমে কাকে কাকে তিনি অন্যায় ভাবে টাকা দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, তার একটা লিষ্ট উনি দিয়েছিলেন এবং সেই লিষ্ট অনুযায়ী সমস্ত বিষয়টা তদন্ত করা হয়েছে। এখন সেগুলি যদি পড়তে বলেন, তাহলে তা আমি পড়তে পারি।

১) শতীশ চন্দ্র সাহা, (২) ক্ষিতীশ চন্দ্র সাহা, (৩) গণেশ সাহা, (৪) রমেশ সাহা, ৫) স্বপন চন্দ্র সাহা, (৬) মনোরঞ্জন সাহা, (৭) শিশু রঞ্জন সাহা, (৮) জ্যোতি সাহা, ৯) টিপু সাহা, (১০) হরিপদ সাহা, (১১) অমিয় দেবনাথ, (১২) আশু আচার্য্যি, ১৩) মতিলাল সাহা, (১৪) সাধন সাহা, (১৫) হরেন্দ্র সাহা, এরা সবাই হচ্ছেন অমরপুর বাজার এবং অমরপুরের।

তারপরে হচ্ছে (১৬) কুঞ্জ মোহন সাহা, (১৭) বসন্ত, সাহা, (১৮) নিকুঞ্জ সাহা ১৯) সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (২০) চন্দ্র কিশোর চক্রবর্ত্তী, (২১) হরিদাস সাহা, (২২) বীরেন্দ্র দাস, (২৩) রমেশ দাস, (২৪) হরিপদ দাস, (২৫) ক্ষিরোদ দাস, (২৬) ভূষণ দাস—এরা সবাই হচ্ছেন উত্তর ছড়ায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে দাস পরিবারের যে কয়েকটি নাম এখানে বলা হল এরা সবাই শ্রীফণী দাসের আত্মীয়, আর সাহা পরিবারের যে কয়েকটি নাম বলা হল তাদের অধিকাংশ হচ্ছেন সেখানকার অর্থাৎ অমরপুর টাউনের যিনি এম, এল, এ, সুশীল সাহার আত্মীয় এবং এটাই ছিল অভিযোগ যে তাদের কেউ কৃষক নয়, তারা সবাই ব্যবসায়ী এবং এই ব্যবসায়ীরা জয়েন্ট বণ্ডে ভূমিহীনদের টাকা লোন হিসাবে নিয়েছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তদন্ত করে দেখা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হয়তো কিছু লোক আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পড়তে পারে। তবে, যে ক্যাটাগরী অনুযায়ী ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়......

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এটা কি লোন জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এর মধ্যে কৃষি লোন, গ্রুপ লোন সবই আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এগ্রি লোন বা গ্রুপ লোন, এগুলি যারা কৃষি কাজ না করে তাদেরকে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, তদন্ত করে দেখা হয়েছে যে এরা প্রত্যেকেই এগ্রিকালচারিষ্টস এবং সেজন্য তাদেরকে এই লোনটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী যাদের নামের লিষ্ট দিয়ে এই অভিযোগটা এনেছেন, এটা কি শ্রীসুশীল সাহা এম, এল, এ, এবং বর্তমান মন্ত্রী সভার সদতে বে-আইনীভাবে করা হয়েছে বলে অস্বীকার করতেন পারেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এর যে ধারা আছে সেই ধারা অনুযায়ী এবং যে কেটিগরী আছে সেই অনুযায়ী যারা লোন পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তাতে সুশীল সাহার আত্মীয় কিম্বা ফণী দাস এটা বিবেচ্য বিষয় নয়— বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে তারা কৃষি ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত কি না এবং সেটি চিন্তা করে সমস্ত কিছু এনকোয়ারী করেই দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য অভিযোগ করার পরে আরও বড় অফিসার দিয়ে সেটির তদন্ত করান হয়েছে, কিন্তু তাতেও একই রেজাল্ট হয়েছে।

Mr. Speaker :— Question hour is over. Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred questions and also to the Starred Quettions which were not answered orally.

Next business before the House is consideration of Clause and passing of the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 as recommended by the Select Committee.

Shri Amarendra Sarma :— আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল—ডা: যামিনী সরকারের মৃত্যু হয়েছিল অক্সিজেনের অভাবে হাসপাতালে এবং যার ফলে ডাক্তার এবং নার্সদের উপর যে অশোভন ব্যবহার করা হয়েছিল এবং একটা মেমোরেণ্ডামও দেওয়া হয়েছে মেডিক্যাল এসোসিয়েশানের পক্ষ থেকে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে। এই ব্যাপারে আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আজকে একটা কলিং এটেনশান ডিমাণ্ড করে হাউসে একটা নোটিশ দিয়েছেন—তিন জন, শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ, শ্রীনিশিকান্ত সরকার, শ্রীঅভিরাম দেববর্মা......

Shri Shri Nripendra Chakraborty :—Sir, এই Houseএ more than one Calling Attention Notice admitted হয়েছে আমি সেজন্য আপনাকে অনুরোধ করব

মিঃ স্পীকার :—সেটি যদি বলেন তো কাল করব......

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আলাদা নোটিশ দিতে হবে, না এটাতেই হবে

মিঃ স্পীকার : —আমার মনে হয় আলাদা নোটিশ দেওয়াই ভাল

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আচ্ছা......

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমার একটি কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল

মিঃ স্পীকার :—এডমিট করা হয় নাই। আমি দেখি নাই...

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—স্যার, ঐ কলিং এটেনশান নোটিশ কি বাতিল করা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—না বাতিল করা হয় নাই I have received Cailing Attention.

Sri Ajoy Biswas :—Sir, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল—ঐ গতকাল থেকে আগরতলা শহরে জল সরবরাহ বন্ধ আছে এই ব্যাপারে। আজ সকালেও জল ছিল না

সেই ব্যাপারে কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল। আজ সকাল অবধি জল পাওয়া যাচ্ছিল না, আগরতলা শহরের মত জায়গায় যেখানে লোকজন জলের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে সেই কলিং এটেনশানের কি হল ?

মিঃ স্পীকার :—আপনার আগেই আমি একটি কলিং এটেনশান নোটিশ পেয়েছিলাম সেজন্য এটা হয় নাই। তবুও এটা ঠিক যে জল বন্ধ ছিল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এটা কি বাতিল হয়েছে

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তি :—স্যার, এটা আপনার অভিজ্ঞতায় আছে যে সকাল থেকে জল বন্ধ। সাধারণ কারণে ইলেক্ট্রিক থেকে মিস্ত্রী যায়নি বলে এই অবস্থা—আশ্চার্যের কথা—এখানে কোন এডমিনিস্ট্রেশান আছে কি নেই

মিঃ স্পীকার :—আমি খবর নিয়েছি

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি জিরো আওয়ারের সুযোগ নিয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আগরতলার মত শহরে পাওয়ার হাউস থেকে মিস্ত্রী না যাওয়ার জন্য জল বন্ধ সাড়ে তিন ঘন্টা—এ একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এখানে কোন মন্ত্রী বা কোন সরকার আছে বলে আমার মনে হয় না—এই রকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে, যে একটা মিস্ত্রী না যাওয়ার ফলে এই অবস্থা হতে পারে ? আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে একটি ষ্টেটমেন্ট করার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি খবর নিয়েছি—আমি নিজেও আজ সকালে স্নান করতে পারছিলাম না। এস. ই, আমাকে জানালেন যে কাল অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিশ্বকর্মার প্রসেসান হয়েছিল, যার ফলে কোন এক জায়গার তার কেটে গিয়েছিল—সমস্ত কর্মচারীরা উৎসবের আনন্দে সকাল পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছিল। লোক খোঁজে পাওয়া যাচ্ছিলনা, সেজন্যই এই রকম হয়েছে এই কথা তিনি বলেছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—Sir, I draw your attention please এই যে ষ্টেটমেন্ট করা হল এটা কি মন্ত্রীর বিহাকে করেছেন ?

Mr. Speaker :—It is off the racord. On the subject গত ১৮ই সেপ্টেম্বরে আটা খেয়ে উদয়পুরের হাসপাতালে মজুমিয়ার পরিবারের তিন জনের মৃত্যু, দুই জন মুমূর্ষু এবং আরও তিন জন সংগাহীন থাকার কারণ সম্পর্কে।

Now, I would request Hon'ble Member Ajit Ranjan Ghosh to read out his Notice.

Shri Ajit Ranjan Ghosh :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর আটা খেয়ে উদয়পুরের হাসপাতালে মজুমিয়ার পরিবারের তিনজনের মৃত্যু, দুই জন মুমূর্ষু এবং আরও তিন জন সজ্ঞাহীন থাকার কারণ সম্পর্কে।

Mr. Speaker :—I have given consent to the Motion of the Hon'ble Members Ajit Ranjan Ghosh, Nishi Kanta Sarkar and Abhiram Deb Barma. I would request the Hon'ble Minister-in-Charge of the Department to make a Statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement

to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই কলিং এটেনশানের কপি আমি পাই নাই ; আমি এর কপি চাচ্ছি এবং ২০ | ৯ | ১৯৭৩ইং তারিখে এর রিপ্লাই দেব ।

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Minister will make a statement on the 20th September, 1973.

Next business before the house is consideration of clause and passing of the Tripura Board of Secondary Education Board as recommended by the Select Committee.

Here are amendments given notices of by Sarbasree Jitendralal Das. Niranjan Deb, Samar Choudhury, Sudhanwa Deb Barma, Bajuban Riyan. Anil Sarkar, and Ajoy Biswas, Members on clause Nos. 4, 6, 7, 13, 18 & 27.

I have decided to allow them to move and discuss the amendments. Minister-in-Charge of the Bill may reply the points and any other member may take part in the discussion. After discussion I shall dispose of the amendments first and thereafter I shall put the clauses to vote one by one.

I call on Sarbasree Jitendralal Das, Niranjan Deb, Samar Choudhury. Bajuban Riyan, Anil Sarkar, Ajoy Biswas & Sudhanwa Deb Barma to move their amendmeuts one by one.

Shri Jitendralal Das :—ক্লজ বাই ক্লজ রাখব মাননীয় স্পীকার স্যার

মিঃ স্পীকার :—এমেণ্ডমেন্টের উপর বলুন

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার এমেণ্ডমেন্ট মুভ করছি cluase iv in section 4—sub-section (i) এখানে আছে সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড সম্পর্কে যে বিল এসেছে তাতে তিন জন টিচার্সের কথা বলা হয়েছে । আমি এমেণ্ডমেন্ট এনেছি যে 'six teachers" representatives, two from each District of Tripura to be elected in the manner prescribed".

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে সেকেণ্ডারী এ্যাডুকেশন সম্পর্কে যে বিল এসেছে এবং যেখানে তিনজন টিচার্সের কথা বলা হয়েছে, আমি এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি যে ছয় জন টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ফ্রম ইচ ডিষ্ট্রিক্ট অব ত্রিপুরা টু বি ইলেকটেড ইন দি ম্যানার পেসক্রাইবড । এইটা আমি মুভ করেছি এই জন্য যে এই বোর্ডের নির্বাচিতদের সংখ্যা একদিক থেকে কম এবং টিচার রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাদের সংখ্যা মাত্র তিন জন দেওয়া হয়েছে । আমি মনে করি যে শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। সেই জন্য অন্ততঃ পক্ষে প্রত্যেকটা ডিষ্ট্রিক্ট থেকে দুই জন করে টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ যাতে নেওয়া হয় এবং টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভের সংখ্যা যাতে বাড়ানো হয়, সেই জন্য আমি ছয় জন টিচার্স, প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট থেকে ২ জন করে নেওয়ার জন্য আমি এইটা মুভ করছি ।

আর একটা মোভ করছি সেইটা হলো সেকশন ৪, সাবসেকশন ১-এ একটা নুতন ক্লজ ১৮

যোগ করার জন্য, সেই রুলে ৬ জন রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ফ্রম ইচ ডিষ্ট্রিক্ট ইলেকটেড বাই ষ্টুডেন্টস কাউন্টিং ফ্রম দি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলস অ্যাণ্ড কলেজেস। ছাত্র রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাডুকেশন বোর্ডে থাকা দরকার। আমি কালকেও বলেছি যে এ্যাডুকেশন বোর্ড বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রদের সহযোগিতা থাকা দরকার। সেই দিক থেকে যাতে ৬ জন ষ্টুডেন্টস রিপ্রেজেন্টেটিভস্ নেয়া হয় এবং প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট থেকে ১ জন করে যারা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলস এবং কলেজে যে সমস্ত ষ্টুডেন্টস কাউন্সিল আছে সেই সমস্ত ষ্টুডেন্টস কাউন্সিল থেকে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এই দুইটা এ্যামেণ্ডমেন্ট--একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট আর একটা ইক্লুশন আমি মোভ করেছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেকশন ৪, আফটার সাবসেকশন ১৬, অ্যাড এ নিউ সাবসেকশন অ্যাজ ক্লজ ফর ষ্টুডেন্টস রিপ্রেজেন্টেটিভ টু বি ইলেকটেড ইন দি মেনার প্রেসক্রাইভড এণ্ড টু রিনাম্বার অব দি সাবসেকশন একরডিংলি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী। মোভ করে বক্তব্য রাখবেন সংগে সংগে। মাননীয় সদস্য আপনি কি কিছু বলবেন? বলুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রিমেডিকেল কলেজের ষ্টুডেন্টরা তাদের কতগুলি দাবী দাওয়া নিয়ে এখানে একটি মিছিল করে তারা বিধান সভার সামনে এসেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যে উনি যেন তাদের ডেপুটেশনটা গ্রহণ করেন।

মিঃ স্পীকার :—এখানে তো বিধান সভার অধিবেশন চলছে, এখন কি কোন মাননীয় মন্ত্রী যেতে পারবেন? আমি জানি না। তবে কনসার্ণড মিনিষ্টার যদি যেতে চান আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগে থেকে যদি কিছু জানানো না হয় তাহলে, এইটা মন্ত্রীদের পক্ষে অসুবিধা হয় কোন ডেপুটেশন নিতে। আর এ্যাসেম্বলি চলাকালীন এইটা সম্ভব না। যদি এ্যাসেম্বলির পরে হয়, তাহলে কোনও আপত্তি নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার আফটার সাবসেকশন ১৬-এর পরে আর একটা সাব ক্লজ এখানে রাখার জন্য আমার একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে এনেছি, সেখানে বলেছি আমি, যে ছাত্র প্রতিনিধিদের থেকে ৪ জন প্রতিনিধি এই বোর্ডে রাখার জন্য। কারণ, ছাত্ররা যারা স্কুলে পড়েন, কলেজে পড়েন তারা জানে যে কি অসুবিধার মধ্যে এদের পড়ে থাকতে হয় এবং কি অসুবিধার মধ্যে দিয়ে এদেরকে সিলেবাসের মাধ্যমে পড়াশুনা করতে হয়। সুতরাং, আজকে এই বুর্জুয়া সমাজ ব্যবস্থাতে, বুর্জুয়া শিক্ষার ফলে, আজকে ছাত্রসমাজ দিনের পর দিন সুবিধাবাদী শিখছে, তারা আজকে বিপথে চলছে। সুতরাং, এই জন্য এইটা দরকার, ছাত্রদের মধ্যে থেকে ৪ জন প্রতিনিধি এই বোর্ডে রাখা দরকার। কাজেই আজকে যদি ছাত্রদের পক্ষ থেকে ৪ জন প্রতিনিধি রাখা হয় তাহলে ছাত্রদের তরফ থেকে যে তাদের

অসুবিধা সেইটা আমরা জানতে পারবো এবং তাদের সেই বক্তব্য থেকে আমরা কিভাবে আমাদের বই, আমাদের সিলেবাস, বিভিন্ন শিক্ষার জন্য যে সব আইন কানুন তা আমরা তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে আমরা সেইটা করতে পারবো। এই জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে বলবো যে আফটার সাব ক্লজ ১৬ এর পরে আর একটা সাবক্লজ এখানে অ্যাড করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী। আপনার অ্যামেণ্ডমেনট মোভ করুন এবং বক্তব্য রাখুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাবক্লজগুলি এক সংগে? মাননীয় স্পীকার স্যার,

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাবক্লজগুলিও কি এক সংগে মোভ হচ্ছে, ক্লজ বাই ক্লজ সেখানে আসছে? একজনের বিভিন্ন ক্লজে অ্যামেণ্ডমেন্ট থাকতে পারে স্যার, যেখানে একটি ক্লজ, সেখানে সেই ক্লজের অ্যামেণ্ডমেন্ট তিনি মোভ করবেন, না সব কয়টি অ্যামেণ্ডমেন্ট একসংগে মোভ করবেন?

মিঃ স্পীকার :—ওয়ান আফটার অ্যানাদার অ্যামেণ্ডমেন্ট তারা মোভ করবেন এবং বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সেকশনওয়াইজ যদি হতো তাহলে ভাল হতো স্যার। যেমন কয়টা সেকশনে একাধিক মেম্বারের নোটস আছে যে সব সেকশনে উনারা আলোচনা করতে চান। যেমন সেকশন ৪, যে কয়টা অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে এইগুলি এক সংগে টেক আপ করে ডিসপোজ অব করে দিলে ভাল হতো।

মিঃ স্পীকার :—অসুবিধাটা কি?

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—এই ভাবে করলে যারা বলতে চান তাদের সুবিধা হয়। আর, আলাদাভাবে বলতে গেলে কিছু অসুবিধা হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—যারা অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি মোভ করবেন, তারা ছাড়া অন্যান্যরা তো আলোচনা করতে পারেন। এইটার কোন অসুবিধা নেই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এইটা উল্লেখ করছি এই জন্য স্যার, সাবক্লজগুলি একসংগে আলোচনা করতে গেলে এইটা একটা জেনারেল ডিসকাশনের মত হয়ে যায়, পার্টিকুলার সেকশনের উপর। যে সব অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে সে সব সেকশন সম্বন্ধে, সেই সব মোভ করে আমাদের ভাল করে দেখা উচিত। সেকশনওয়াইজ করলে বোধ হয় ভাল হতো।

মিঃ স্পীকার :—সেকশান ওয়াইজ হবে?

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয়, অ্যামেণ্ডমেন্ট সেকশন-ওয়াইজ আছে, সেইগুলি সেকশন ওয়াইজ মোভ করে এই সেকশানের উপর যাদের অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে তাঁরা ডিসকাশান করবে, তাপর যাদের বক্তব্য আছে তাঁরা সেটা রাখতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাহলে ঠিক সেকশান ওয়াইজ আলোচনা করব, তারপর আরেকটা সেকশান আরম্ভ হবে।

মিঃ স্পীকার :—এই কথাইতো তিনি বললেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—একটা সেকশান মুভ হবে, তারপর আরেকটা সেকশান আরম্ভ হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডের যে বিল এখানে আনা হয়েছে, তার ভিতর আমি সেকশান ৪'এ, ক্লজ ১৩ (১) (বি)-তে Replace 'nominated by the State Government' by "to be elected in the manner prescribed." এইভাবে আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই সংশোধনী এনেছি এই জন্য, অবশ্য এই কথা সত্য, ত্রিপুরার ছাত্র, যুবক এবং জনসাধারণ শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই দীর্ঘদিন থেকে আশা করছিল, দীর্ঘদিন থেকে তাদের দাবী রেখেছে যে ত্রিপুরায় আমাদের নিজস্ব হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠন করা হউক। বিভিন্ন সমস্যার দিক থেকে চিন্তা করে হ, অনেকদিন তারা আন্দোলন করে চলেছে আমরা একথা বিভিন্ন কাগজে পত্রে দেখেছি, শুধু ছাত্রদের সংগঠন এই দাবী দাওয়া বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত করেছে, ডেপুটেশান নয়, মিছিল, মিটিং ইত্যাদিও করা হয়েছে। আজকে যখন বিল এসেছে তখন আমার স্বাভাবিকভাবেই সারা ত্রিপুরার জনসাধারণের সাথে আমরা মিশে গেছি। কিন্তু এই বিলটা যে এসেছে, এই বিল আমাদের সারা ত্রিপুরার জনগণের এবং বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটুকু এটা আমাদের কাজে লাগবে, কতটুকু কাজে লাগতে পারে, সেই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করছি যে এটাতে বুরোক্রেসী গড়ে তোলার একটা প্রবণতা রয়েছে। এই বিলের ভিতর আমি লক্ষ্য করেছি সেকশান ৪—যেখানে সারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে, আজকে সারা ভারতবর্ষের চরিত্র যেখানে এমন কি নির্বাচনকে জালিয়াতি পর্য্যন্ত করা হয়, সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলীয় কোন্দল, শাসক গোষ্ঠীর ভিতর একে অপরের গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে, বিরোধ। পক্ষতো রয়েছেই, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বিলে গণতন্ত্রকে হত্যা করার সমস্ত রকম ব্যবস্থা এর ভিতর রাখা হয়েছে। এখানে পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ, সমগ্র জনগণের—আমি একথা বলতে চাইছিনা যে গ্রামে গ্রামে ভোটাভোটি করে এটা করা হউক, আমি বলছিনা যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কাছ থেকে নেওয়া হউক, আমি শুধু বলতে চাই যে যারা নাকি ত্রিপুরার বুকে শিক্ষিত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের আসার সুযোগ, এই বোর্ডের ভিতর প্রতিনিধিত্ব করার যদি যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ থাকত, বক্তব্য রাখার যদি যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ থাকত, তাহলে পরে অত্যন্ত নির্ভরতার সাথে আমি সমর্থন করার জন্য আরও জোরভাবে এগিয়ে আসতে পারতাম। আমি লক্ষ্য করছি এই বিলের ভিতর একদিকে বলা হচ্ছে যে এটা অটনমাস বডি, কিন্তু আমরা যখন বোর্ডের চেহারা দেখছি, বোর্ডের চেহারায় আমরা দেখছি—'The Board shall consist of the following members,—একথা বলে যে সমস্ত নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এক একজন করে—এক্স-অফিসিও করে, আমি লক্ষ্য করেছি ১২ নাম্বার পর্য্যন্ত এইভাবে এক্স-অফিসিও মেম্বার হয়েছে এবং

এরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট-এর হেডকে এনে যাদের মাধ্যমে বর্ত্তমান সরকার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট—এ সরকারী নীতি, নির্দিষ্ট শ্রেণীর নীতি, একটা কায়েমী শ্রেণীর নীতি, সারা ত্রিপুরার বুকে মন্ত্রীরা যাদের দ্বারা তাদের নেতৃত্বকে বজায় রাখেন, ঠিক তাদের এখানে এই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু মাত্র একটা ফাঁক এখানে রাখা হয়েছে—এই জিনিষটা এখানে দেখতে পাইনা পুলিশ অফিসার, এটা যুক্ত করলেই পরিপূর্ণ হয়ে যেত বর্ত্তমান সরকারের গণতন্ত্রের নীতি। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু মাত্র এইটাই নয়, এক্স—অফিসিওর প্রশ্ন নয়, এছাড়া অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন এডুকেশান্যাল ইনসটিটিউট থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি আনার প্রশ্ন আছে, তাদের জন্য নমিনেশানের প্রশ্ন রাখা হয়েছে নির্দিষ্টভাবে এই উদ্দেশ্যে, যাতে করে এই বোর্ডের ভেতর কোনরকম গণতন্ত্রের স্রোত মাথা উঁচু করতে আসে, তাকে যাতে হত্যা করা যায়, এই বোর্ড-এর ভেতর তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমি আজকে এই হাউসের ভেতর মুখ্যমন্ত্রী'র প্রশ্নোত্তর শুনেছি, মুখ্যমন্ত্রী লিখিত চুক্তি করেন, তাঁরা লিখিত-ভাবে, প্রকাশিত ভাবে সবকিছু রাখেন......

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, ইট ইজ ইরিলিভেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর বলছি স্যার। আমি পুরোপুরি বলতে চাইছি বর্ত্তমান সরকারের চরিত্র কি, কি কায়দায় তাঁরা সমস্ত গণতন্ত্রকে হত্যা করতে এগিয়ে আসেন, সেটাই আমি বলতে চাই, ওদের লিখিত ব্যবস্থা ওদের লিখিত যে প্রস্তাব, সেই লিখিত প্রস্তাবের যে ফাঁকগুলি, গণতন্ত্রকে হত্যা করার পুরোপুরি ব্যবস্থাগুলি এখানে পুরো-পুরি রাখা হয়েছে এটা আমি দেখাতে চাইছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা গণতন্ত্রের কথা বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বিধান নগরে নাকি বিধান করে এসেছেন যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন, এইতো তাঁদের গণতন্ত্রের অবস্থা। একটা বিলের বোর্ড কিভাবে গঠন করা হবে, তার পরিচালনা কিভাবে হবে, অটনমাস বডি তার ভিতর বুরোক্রেসী ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের হুকুম মারফত সমস্ত শিক্ষাকে যাতে কলুষিত করা যায়, তার সুযোগ রেখেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এটা আমরা নূতন দেখছিনা। এই যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাসক গোষ্ঠী তার প্রমাণ আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের যে সরকার, তার আগেও পরাধীন ভারতবর্ষেও লক্ষ্য করেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে, বিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ সারা ভারতবর্ষের বুকে এমন কতগুলি লোককে তাদের শিক্ষার মাধ্যমে তৈরী করতে চেষ্টা করেছিল, যাদের মাধ্যমে তারা ভারতের বুকে তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে পারে এবং তাদের শাসন অটুট রাখতে পারে, শাসন এবং শোষনকে বজায় রাখার জন্য যে ধরণের প্রচার, কাগজপত্র, দলিল-পত্র ইত্যাদি তৈরী করে রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন, যেটুকু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সেইরকম মন গড়ে তোলার জন্য তারা শিক্ষার ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই চরিত্র সেই নীতিতে তারা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। সামান্যতম পার্থক্যও কি আছে? আমাদের ভারতবর্ষ ২৬ বছর হল স্বাধীন হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের বুকে গত ২৬ বছর যাবত এক নাগাড়ে এই কংগ্রেস শাসন চলছে। এই কংগ্রেসী শাসনে কোন পরিবর্তন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? সামান্যতম পরিবর্তন নাই। জোড়া-তালি

দিয়ে কোন রকমে একই ব্যবস্থাকে চালু রাখতে চেষ্টা করছেন। এই হচ্ছে এদের শিক্ষা নীতি। আর সেই শিক্ষানীতিকেই হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশান সম্পর্কে ত্রিপুরার জনসাধারণের মনে একটা মোহ সৃষ্টি করে, একটা টোপ ফেলে সারা ত্রিপুরার জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত করে বলা হচ্ছে—এই দেখ, শিক্ষা আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি লক্ষ্য করি এই বর্তমান মন্ত্রীসভার চরিত্র। গত বাজেট অধিবেশনে পুলিশের বাজেট বেড়ে গেল। (ইন্টারাপশান) মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যামেণ্ডমেন্টের উপরেই আমি বলছি। আমি একটা উদাহরণ আপনাকে দিচ্ছি। ১৯৭২-৭৩ ইংরেজীতে ত্রিপুরাতে সি, আর পি, ব্যাটেলিয়ান রাখার জন্য ৫৪,৫৭,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে বরাদ্দ বেড়ে গেল। ১,২৫,০০০ টাকা বেড়ে গেল। পাশাপাশি দেখুন, সোনামুড়া স্কুলের ঝরঝরিয়া গ্রামে একটা প্রাইমারী স্কুলের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। সরকারী শিক্ষা নীতি কি রকম দেখুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ঝরঝরিয়া গ্রামের কথা কি এই অ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে আছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যামেণ্ডমেন্টের উপরই আমি বলছি। এখানে কিভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করার যে নীতি সেটাই প্রকাশ করে তাদের চরিত্র উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি। সেই প্রাইমারী স্কুল করার জন্য জনসাধারণ ঘর তুলে দিল, ডিপার্টমেন্ট থেকে স্যাংশান গেল, ছাত্র ভর্তি হয়েছে। ছাত্ররা এসেছে। প্রাইভেট মাষ্টার রেখে, গ্রামবাসীকে গত আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত প্রাইভেট মাষ্টার রেখে কাজ চালাতে হয়েছে। সেখানে কোন অ্যাপয়েন্টেড টিচার সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয় নি। কি কারণে ? কারণ ঐ জায়গাটুকু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে। তাকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে রিলিজ করতে হবে। দরবার করতে করতে আগষ্ট মাস পার হয়ে গিয়ে সিদ্ধান্ত হল যে হ্যাঁ, এটা বের করা হবে, মুক্ত করা হবে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। তারপর এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুখচন্দ্র দেববর্মাকে, সেই স্কুল কমিটির সেক্রেটারী, যে তোমাকে আগে নজর দিয়ে বন্দোবস্ত নিতে হবে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। সেই খাসের জায়গা বন্দোবস্ত নিয়ে তারপর এডুকেশান ডিপার্টমেন্টকে হাণ্ড ওভার করতে হবে। তারপর এই স্কুলের জমি এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারপর, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট সেখানে একজন মাষ্টার দেবেন। এই হচ্ছে বর্তমান মন্ত্রী সভার শিক্ষানীতি। আমি বলতে চাইছি-ঠিক একই কায়দায়, দেখুন শিক্ষার দিকে আর সি, আর, পি, ব্যাটালিয়নের জন্য কিভাবে টাকা খরচ করা হয়। ওরা এমন কি খাসের জায়গায় একটা স্কুল ঘর উঠবে, সেই জায়গাটা ডিপার্টমেন্টের অধিকারে স্কুলের নামে ডিক্লারেশান দিয়ে সেখানে একজন মাষ্টার পর্য্যন্ত বসাতে পারে না, সেই মাষ্টারের বেতন পর্য্যন্ত দেয় না। এই হচ্ছে এঁদের চরিত্র। এঁদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করব ? বর্তমানে যে বিল আনা হয়েছে, যে বোর্ড করা হচ্ছে, সেই বোর্ডের চেহারা দেখুন যে এই এই মানুষকে বোর্ডের মেম্বার হিসাবে তারা গ্রহণ করবেন। তার থেকে আমরা কি বুঝে নেব যে তারা এইভাবে শিক্ষা বিস্তারের দিকে অগ্রসর হবেন ?

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই এই রকমের আরও চরিত্র। যে সরকার ১৯৭০ সালের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ভিজিলেন্সের রিপোর্ট যেটা পার্লামেন্টে পেশ করা হয়েছে তাতে দেখতে পাই যে সরকারের সমস্ত মন্ত্রীগুলি, গেজেটেড অফিসার, ৪৮ জন এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আর সেই হেড অব দি ডিপার্টমেন্টসদের আনা হচ্ছে সমস্ত বোর্ডের একস্ অফিসিও মেম্বার করে। এঁদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করব? মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাই আমি বলতে চাই যে সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন করে যে চরিত্র এই সরকারের আছে তার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত বোর্ডটাকে, শিক্ষাকে একটা প্রহসনে পরিণত করার জন্যই এই বোর্ডটাকে ব্যবহার করা হবে। কাজেই সামান্যতম যে চুনকাম করেছেন আমাদের সিলেক্ট কমিটির কয়েকজন সদস্য ডিসেন্ট নোট দিয়ে তার সাথে সাথে আমি এইখানে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি, বিশেষ করে এইখানে যে, লেখা আছে যে—"The Heads of recognised High or Higher Secondary Schools including one from the Govt. aided High or Higher Secondary Schools nominated by the State Govt." এখানে নোমিনেটেড-এর জায়গায় ইলেকশানের প্রশ্ন আনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও হাই স্কুল থেকে ইন্সটিটিউশনের হেড আনা হবে তাদের চরিত্র কি? আমি দুই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। সোনামুড়া মহকুমায় মেলাঘর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের হেড মাষ্টার বর্তমানে আছেন আই, কে, দে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটার পর একটা তার জীবনের বিভিন্ন ভূমিকা আমরা শুনতে পাই। শুধু শুনতে পাই না, পত্র পত্রিকায়ও একটার পর একটা উঠেছে। শুধু তাই নয়, আরও ঘটনা আছে। এমন কি বিলোনীয়া মহকুমাতেও উনার সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। সমস্ত জনসাধারণ চীৎকার করে অভিযোগ করছে * * * আমি শুনতে পাই বিশ্রামগঞ্জের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে তাকে ট্রান্সফার করে আনা হয়েছিল। সেখানে কংগ্রেস সংগঠনগুলি গড়ে তোলার জন্য—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই হেড মাষ্টার এই হাউসে উপস্থিত নাই। যিনি উপস্থিত নাই তার সম্পর্কে কিছু বলা সংগত হবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তার সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়ে আমি বলতে চাই, এটা আমার অধিকার আছে। তারপর তাকে রাখা হল বিশ্রামগঞ্জ স্কুলের হেড-মাষ্টার করে। * * * সেখানে সাংঘাতিক অসন্তোষ সৃষ্টি হল। শুধু ছাত্র নয়, সমস্ত জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। আবার তাকে এখান থেকে সরিয়ে মেলাঘর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পাঠানো হল। সেখানে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। * * * ওখানকার কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই অল্প কিছুদিন আগে উনারি নেতৃত্বে...

মিঃ স্পীকার :—এই অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর কি এই বক্তব্য রাখা চলে?

* * * Expunged as ordered by the chair-

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এই যে বোর্ডের মধ্যে নমিনেশান দিয়ে আনা হচ্ছে—কাদেরকে আনা হচ্ছে? আমি তো ওথান অব দি, হেড অব দি ইনস্টিটিউশানের কথাই উল্লেখ করছি মাত্র। তাদেরকে এই বোর্ডে রেখে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হবে, এমন কি ছাত্রদেরকে হত্যা করা হবে…

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তৃতা শেষ হয়েছে কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমাকে আরও কিছু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—আরও অনেক সদস্য আছেন, তারাও তো কিছু বক্তব্য রাখবেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, সময় তো অনেক আছে, ওঁকে অন্ততঃ আরও ১৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা আপনাদের বক্তব্য রাখতে চান, তা রাখুন, কিন্তু সেটা তো একটা সময় সীমার মধ্যে হওয়া উচিত। তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী তাঁর জবাব দিবেন, তার জন্য তো কিছু সময় আমাকে দিতে হবে। কাজেই আপনারা যদি সব সময় নিয়ে নেন, তিনি উত্তর দিবেন কি করে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের লোকগুলিকে বোর্ডের মধ্যে আনা হবে নমিনেশান দিয়ে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, অল দীজ থিংগস আর নট ডিজায়েবল, দীস সুড বি এ্যাবসাজড ফ্রম দি প্রসিডিং অব দি হাউস—শিক্ষকেরা হত্যা করে বলে আপনি যেটা বলেছেন, এটা ঠিক নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলেই আমি বলছি। সেখানে এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেন্টের সার বহনকারী একটা গাড়ীতে, সেটাতে কিছু সরকারী কর্মচারীও ছিলেন, রাত প্রায় ৯টার সময়ে মদ খেয়ে, হৈ হাল্লা করে এটাক করা হয়েছিল এবং সেই সমস্ত ছাত্রদের দেখা যায় ঐ হেড মাষ্টারের বাড়ীতে রাত এগারটা পর্য্যন্ত বসে নানা রকম গল্প সল্প করে অর্থাৎ নিয়মিতভাবে ঐ হেড মাষ্টারের বাড়ীতে বসে তারা আড্ডা দেয়। তাই এই বিলের মধ্যে ঐ সমস্ত হেড মাষ্টারকে এই বোর্ডে আনার জন্য নমিনেশানের একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারপর আমি তেলিয়ামুড়ার হেড মাষ্টার সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছি। সেখানে তার নিজের ছেলে স্কুলে পড়ত, কিন্তু সে স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করেছে… …

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে শিক্ষক এখানে উপস্থিত নেই, তার সম্পর্কে কিছু বলা কোন সদস্যরই উচিত নয়। অর্থাৎ মাননীয় সদস্যের পক্ষে এই রকম কিছু বলাটা শোভন নয় বলে আমি মনে করি।

শ্রীঅনিল সরকার :—তাহলে তো আমরা আলোচনার রেফারেন্সে কোন কিছুই বলতে

* * * Expunged as ordered by the Chair.

পারব না। যদি বলতে হয়, তাহলে আমাদের ফিফ্‌টিন ডেজ আগে নোটিশ দিতে হবে, তার পর তিনি এসে এখানে উপস্থিত থাকবেন, তবেই আমরা আলোচনা করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—সেটা তো সম্ভব নয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের আলোচনার রেফারেন্সে যেগুলি আসবে তাদের নাম উল্লেখ না করতে পারলেও অন্ততঃ ইনষ্টিটিউশানের নামগুলি উল্লেখ করে আমরা সেটা বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—অর্থাৎ অমুক স্কুলের হেড মাষ্টার এই করেছেন, ঐ করেছেন, এই রকম বল্‌লে তো সবই বলা হয়?

শ্রীঅনিল সরকার :—তাহলে স্যার, আমাদের রাইটটা কি আছে, প্রসিডিউরটা কি? আমরা এটা বলতে পারি—উই হ্যাভ দি রাইট।

মিঃ স্পীকার :—নো, ইউ হ্যাভ নো রাইট টু স্পীক এ্যাগেইনষ্ট এ্যানি জেন্টেলমেন হো ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দি হাউস।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সমাজের মধ্যে যদি এই ধরণের কোন দুর্নীতি-পরায়ণ লোক থাকে, তাহলে তার সম্পর্কে আমাদের এই বিধান সভায় উল্লেখ করার পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। যেহেতু ঐ সমস্ত হেড অব দি ইনষ্টিটিউশানকে নমিনেশান দিয়ে এই শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে আনার ব্যবস্থা রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তেলিয়ামুড়ার হেডমাষ্টারের সম্পর্কে বলছিলাম যে তাঁর ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে। যেহেতু তার ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে, সেহেতু যে মাষ্টার মশাই তার পরীক্ষার খাতা দেখেছিলেন, তাকে ডেকে আনলেন এবং ডেকে এনে তাকে সামনে বসিয়ে ৩০ গুণ মার্ক তার খাতার উপর বাসয়ে তাকে উপরের ক্লাশে প্রমোশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর এই কারণে এখনও সেখানকার ছাত্ররা এবং ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ একযোগে সেই হেড মাষ্টারের বিরুদ্ধে তার কাজের নিন্দা করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কয়েকটা আদর্শ স্কুলের নাম করুন তো?

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, বর্তমান সরকারের আমলে অথবা বর্তমান ব্যবস্থায় কি ধরণের আদর্শ স্কুল তৈরী হচ্ছে, সেটা তো আমরা সবাই লক্ষ্য করছি। স্যার, আপনি আদর্শ স্কুলের খবর চেয়েছিলেন.....

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। স্যার, একটু আগে আপনি যে কথাটা বলেছেন, তার সম্পর্কে একটা রুলিং আমি এই হাউসের সামনে পেশ করছি। সেটা হচ্ছে আন-পাল্যামেন্টারী রেফারেন্স টু এন ইনডিভিজুয়েল নট প্রেজেন্ট ইন দি হাউস সুড বি এক্সপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস অব দি হাউস, সুতরাং তিনি এটা বলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—আমি তো, সেটা তাঁকে বলেছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্পীকার স্যার, উনি যেটা বলেছেন যে যদি কেউ কোন পদ হোল্‌ড

করে যেমন—ডাইরেক্টার অব এডুকেশান অথবা হেড মাষ্টার অব এন ইনষ্টিটিউশান, এভাবে তিনি বলতে পারেন, তিনি তো কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে কোন কিছু বলছেন না।

Shri Manoranjan Nath :—Expression of the words or expression considered defamatory indescent, unparliamentary or undignified হলে, সেগুলি এক্সপাঞ্জড হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, তাহলে এখন দেখতে হবে, তিনি কোথাও কোন আন-পার্লামেন্টারী শব্দ ব্যবহার করেছেন কিনা, যদি করেন, তাহলে সেটা এক্সপাঞ্জড করা হত। কিন্তু উনার বক্তৃতার মধ্যে কোথাও কোন আন-পার্লামেন্টারী শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে আপনি বলেন নাই।

মিঃ স্পীকার :—এটা ঠিক আন পার্লামেন্টারী না হলেও এ্যাক্সপ্রেশানটা ধরা যায়।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় সদস্য যেটুকু বক্তৃতা করেছেন, তার মধ্যে আপনি কোথাও আনপার্লামেন্টারী শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে আপনি বলেন নাই।

মিঃ স্পীকার :—আমি আন-পার্লামেন্টারী হয়েছে বলে বলিনি। আমি বলেছি যে শিক্ষক আমাদের হাউসে উপস্থিত নাই, তার সম্পর্কে আপনি যে মন্তব্য করেছেন সেটা অশোভন এটা মাননীয় সদস্যের বলা উচিত নয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—তাহলে তো এটা এ্যাক্সপাঞ্জড করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, এ্যাপেণ্ডিক্স টুয়েলভে আছে—এ্যাক্সপানশান অব দি ওয়ার্ড যেগুলি হবে তার একটা লিষ্ট দেওয়া আছে—expression of the words or expression considered defamatory, indescent, unparliamentary or undignified এই সমস্ত ওয়ার্ড যার বিরুদ্ধে বলা হল, তিনি যদি হাউসে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে সেগুলি প্রসিডিং থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড করা হবে।

শ্রীঅনিল সরকার : স্যার, ডিফামেটারী, আন-পার্লামেন্টারী অথবা ইণ্ডিসেন্ট এই ধরনের কোন শব্দ তিনি তার বক্তৃতার মধ্যে ব্যবহার করেন নি। কাজেই এই প্রশ্নটা এখানে আসে না। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে কিছুক্ষন আগে ট্রেজারী বেঞ্চের কোন সদস্য লোক সভার সদস্য দশরথ দেব যিনি এখানে উপস্থিত নেই, তার সম্পর্কে বলেছিলেন এবং সেটাও তো এই বিধান সভার রেকর্ডে রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—একজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু তার সম্পর্কে কোন ডিফেমেটরী এ্যাক্সপ্রেশান বা আন-পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় তাহলে সেটা এ্যাক্সপাঞ্জ করা যেতে পারে। কাজেই আমাকে এই সব টেপ রেকর্ড কন্সাল্ট করে বলতে হবে, যেহেতু আমি সবটা ভাল ভাবে ফলো করিনি। যা হউক কেউ যদি এই ধরনের এ্যাক্সপ্রেশান, আন-পার্লামেন্টারী এ্যাক্সপ্রেশান অথবা আন-ডিগনিফাইড এ্যাক্সপ্রেশান করে থাকেন, তাহলে প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আপনি রুলিং দিয়েছেন যে আমি কোন আন-পার্লামেন্টারী শব্দ ব্যবহার করি নি ...

মিঃ স্পীকার :—আমি বলেছি যে এই সমস্ত উক্তি শোভন নয় ইত্যাদি। কাজেই আপনি যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলি - আন-পার্লামেণ্টারী এ্যাক্সপ্রেশান অথবা আন-ডিগনিফাইড হয়েছে কিনা, সেটা আমি ভাল করে ফলো করিনি। এখন টেপ রেকর্ড পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে এই ধরনের কিছু বলা হয়েছে, তাহলে সেগুলি এ্যাক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—কোন বক্তব্য শোভন কি শোভন নয় তা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। কোন ধরনের কথা হলে শোভন, আর কোন ধরণের কথা হলে শোভন নয়...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি যথেষ্ট শিক্ষিত লোক।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমার বক্তব্য শেষ করিনি...যেমন কোন এক ব্যাপারে—উখানে হেড মাস্টারের কথা বলা হয়েছে—তিনি নিজে যা করেছেন তার পক্ষে শোভন নয়। কিন্তু আমাদের যা বলার---আমরা ঘটনাটার কথাই বলি। সেই বলাটা অশোভন কি করে হয়?

মিঃ স্পীকার :—ঘটনার কথা বলা অশোভন এই কথা আমি বলছি না...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এটাই, ঘটনাটাই আমরা এখানে বলছি ..

মিঃ স্পীকার :—ঘটনা প্রকাশ করার যে ভাষা সেই ভাষার কথাই বলছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—ঘটনাটাতে আমরা বলতে পারি।

শ্রীসমর চৌধুরী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তেলিয়ামুড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কথা বলছি। এই ধরনের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা তাদের ভিতর (ইন্টারাপশান) মাননীয় স্পীকার স্যার, দে আর ডিষ্টার্বিং ইন্টারাপশান) বিভিন্নস্কুলের যে প্রধান শিক্ষক তাদের ভিতর থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষকদের থেকে যাকে উপযুক্ত বিবেচনা করা হবে তাদের নেওয়ার কোন ব্যবস্থা রাখেন নি। তারা রেখেছেন নমিনেশানের প্রশ্ন, যেটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি—তাদের নির্দিষ্ট যে কয়জন হেডমাষ্টার আছেন তারাই নমিনেটেড হয়ে আসবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার ১৫ মিনিট শেষ হয়ে গেছে...

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমাকে অনেক ডিস্টার্ব করা হয়েছে—আমি আরও উল্লেখ করতে চাই (নয়েজ—নাই নাই) এই যে ক্লজ ফোর সাব-ক্লজ থ্রি-টিন তাতে যে ভাবে জিনিষটা রাখা হয়েছে—নমিনেশানের প্রশ্ন, সেজন্যই আমি এই এমেণ্ডমেন্টটা এনেছি। তাতে আমার মনে হয় সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন যে হাই স্কুল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে তাদের যে হেডমাষ্টার মশাইরা আছেন নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ভিতর থেকে রিক্রুটমেন্ট করা হউক এই এ্যাক্টের ভিতর, তাহলে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ থাকবে এবং শিক্ষা সম্পর্কে জন-সাধারণের সমস্যাটাকে সরকারের কাছে উপস্থিত করতে পারবেন এই বলে আমি আমার এমেণ্ড-মেন্ট সম্পর্কে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়াং

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলে সেকশান ফোর অর্থাৎ Constitution of the Board—বোর্ড গঠন করার প্রশ্নে কারা কারা বোর্ডের মেম্বার হবেন এবং প্রশ্ন সেকশান ফোর, সাব-সেকশান ওয়ান-এর ক্লজ সিক্সটিনের উপর আমি আমার এমেণ্ডমেন্ট মুভ করছি। এমেণ্ডমেন্ট হওয়ার পর যা হবে তাই পড়ছি "persons interested in education, numbering four, nominated by the State Government, one of them being a woman, one an advocate as defined in the Advocates' Act, 1961, and two persons belonging to Scheduled Tribes and one belonging to Scheduled Castes to be elected in the manner prescribed", মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই সংশোধনী প্রস্তাবটা এখানে আনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কারণ আমরা জানি এবং জেনারেল ডিসকাশানে আমরা বলেছি যে বিলটি আমরা পাশ করতে চাইছি এই বিলটিকে কার্যকরী করতে গেলে ত্রিপুরাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে নিতে গেলে যে বোর্ড—কাকে কাকে নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হবে এই প্রশ্ন হচ্ছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন এবং এই বিলের মধ্যে এই সেকশানে কাকে কাকে রাখা হবে মেম্বার হিসাবে, এখানে যা বলা হয়েছে—এই সংখ্যা মতে ২৬ জন সদস্য থাকতে পারেন। এবং এই ২৬ জনের বেশীর ভাগই এক্স-অফিসিও—অর্থাৎ পদাধিকার বলে থাকবেন। যারা ইণ্ডাষ্ট্রির হেড, যারা কৃষি বিভাগের হেড এই রকম। তারা থাকুন তাতে আমার আপত্তি নাই, যাতে উনাদের নিজেদের ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারের বিষয় শিক্ষার ব্যাপারে উনারা ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আমার আপত্তি নাই। তাদের মধ্যে এক্স-অফিসিও যারা অর্থাৎ পদাধিকার বলে যারা আসবেন নমিনেশানে অথবা ইলেকশানের প্রশ্ন যদি আসে—এমেণ্ডমেন্ট হওয়ার আগে যেটা আছে সেটা হচ্ছে শিক্ষায় ইন্টারেষ্টেড এমন ৪ জনকে নেওয়া যাবে এবং কমিটিতে। একজন মহিলা, একজন আইনজ্ঞ এবং একজন তপশালি জাতি অথবা তপশালি উপজাতি এটা আছে। আমি যা চাইছি সংশোধন করে 'অথবা' তুলে দিয়ে 'এবং' করা হউক। কারণ আমরা চাই যেখানে ৪জন রাখতে পারছি সেখানে এই 'অথবা' যদি হয় ২ জনের স্থানে এক জন রাখতে পারছি এবং একজন রাখলে পর সিডিউলড কাষ্ট থেকে থাকবে অথবা সিডিউলড ট্রাইব থেকে থাকবে। কারণ আমরা যা বুঝি সিডিউলড ট্রাইব এবং সিডিউলড কাষ্ট এদের শিক্ষা ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা এবং তাদের অসুবিধা সম্পর্কে এই বোর্ডের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিফলিত যদি করতে হয়, তাহলে তাদের থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই আমি দুই জনের কথা বলছি—তাদের জন্য যদি এই প্রভিশান না থাকে তাহলে কোন তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতি এই কমিটির মেম্বার হতে পারবে না, কেননা আমরা জানি অন্তত আরও ২০ বছরে এমন লোক হবেন না যারা পদাধিকার বলে এই কমিটির মেম্বার হতে পারবেন।...

Mr. Speaker :—The House adjourned till 3-00 P. M. The members speaking will have the floor.

৩টা (আপটার রিসেস)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, হাউসে কোরাম নেই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে এই বোর্ডে কোন উপজাতী মেম্বার নমিনেশনের বা ইলেকশনের মাধ্যমে আসতে পারলে—

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি কত মিনিট বলবেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এখন বলতে পারছি না স্যার, সময় ভাগ করে দিন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আজকে আমাদের টাইম যা আছে স্যার তাতে হয়ে যাবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম যে কোন এ্যাক্স-অফিও হিসাবে যাদেরকে মেমবার হিসাবে রাখার কথা বলা হয়েছে, কোন উপজাতি এ্যাক্স-অফিসিও হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করার কোন সুযোগ থাকবে না আগামী কুড়ি বৎসরের মধ্যেও। কারণ বোর্ডে আমরা যা দেখছি কোন উপজাতি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডিরেক্টার হওয়ার উপযুক্ত কেউ নেই। এগ্রিকালচারেল ডিরেক্টার হিসাবে আসতে পারবে না এবং হেডমাষ্টার হিসাবেও আসার কোন সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সংগে এই হাউসের কাছে এই বক্তব্য রাখতে চাই যে এই রাজ্যের ৩ ভাগের এক ভাগ জনতার স্বার্থে, তাদের যে সংবিধানিক অধিকার আছে এবং এই হাউস যে তা দিতে চায় সেই জন্য এই বোর্ডে ১ বা ২ জন মেম্বার হিসাবে রাখার জন্য আমি বলছি। কারণ আমরা দেখেছি শিক্ষায় আমরা উপজাতিরা সবচেয়ে অনগ্রসর। ১৯৭১ সনের যে আদমসুমারী সেই সনে আমরা দেখেছি উপজাতিদের মাত্র একশো জনের মধ্যে ৯ জন আমরা শিক্ষিত। মহারাজার আমলে এইটা ছিল শতকরা ৬ রে জিরো। এই অবস্থাতে উপজাতিরা আমরা যদি শিক্ষার অগ্রগতি চাই এবং এর সংগে তপশিলী উপজাতি তাদের শিক্ষার যদি অগ্রগতি চাই তাহলে তাদের জন্য বাজেটের মধ্যে আমরা মোটা টাকা রাখি, এই টাকাটা সঠিকভাবে খরচ করে এবং এই বিলকে সঠিকভাবে আমাদের স্বার্থে কাজে লাগানো, আমাদের যে দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগীকে রূপ দিতে গেলে এখনে তাদের অনেক বক্তব্য আছে এবং আমাদের অনেক অসুবিধা আছে যে অসুবিধাটা একজন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডিরেক্টারের পক্ষে অথবা একজন এ্যাডুকেশন ডিরেক্টারের পক্ষে এত কর্মবহুল জীবন যে উনার এবং এর ফলে উনি যে বোর্ডের মেম্বার হিসাবে কাজ করে আমাদের উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা চিন্তা করতে পারবেন এইটার কোন ভরসা নাই। কারণ বিগত দিনের যে অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা দেখেছি এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে যা চলছে কাগজপত্রে আমরা যা দেখছি যে উপজাতিদেরকে সবচেয়ে বেশী সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কোন স্কুলে যদি একজন উপজাতি ছাত্র ভর্তি হতে চান সেখানে টেষ্ট পরীক্ষায় টিকতে পারে না বলে বিভিন্ন এলাকার জুনিয়র বেসিক স্কুল এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল থেকে যেসব ছাত্র হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ভর্তি হতে চান তারা সেখানে বাতিল হয়ে যান। সেইটা হয় কেন? শিক্ষকরা বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রায় সময়ই তারা স্কুলে কাজ করতে পারেন না। কারণ এইসব শিক্ষক যতটুকু পরিশ্রম করে উনারা কাজ করতে চান সেই সুযোগ এই সরকার দিতে পারেনা। সেইজন্য আমরা দেখেছি ৩৬৫ দিনের মধ্যে কোন কোন স্কুলে এক মাসও পড়াশুনা হয় কি না সন্দেহ আছে। আর এছাড়া অনেক সরকারী বন্ধতো আছেই। জহরলালের জন্মদিন

থেকে আরম্ভ করে, ২০।২৫ বছর পরে হয়তো আমরা দেখবো যে, যদি ৫০০ জন প্রধান মন্ত্রী নেওয়া হয় তাহলে বছর বন্ধের পর বন্ধ-এর মধ্যেই কেটে যাবে। মফ:সল স্কুলগুলিতে আমরা দেখেছি যে মাষ্টার বেতন আনতে গেলেন দেখা গেল স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। এই একটা অবস্থা চলছে। এইজন্য আমি এইটুকু বলতে চাই যে আমাদের উপজাতি ছাত্রদের এবং তপশিলী ছাত্রদের যে ভর্তির সমস্যা এই সমস্যার প্রশ্ন, এই সরকার এই বিলে কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে যারা ভর্তি হতে চায় সবাইকে আমরা ভর্তি করে দেবো কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করবো তারা যেন এই ব্যবস্থা এই বিলে রাখেন যে একটা ছাত্রও বঞ্চিত হবে না—সবাইকে ভর্তি করা হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার প্রশ্নে আমরা দেখছি যে ষ্টাইপেণ্ডের হার সেটা খুব কম এবং যে বুক গ্র্যান্ট দেওয়া হয় সেটা খুব কম। এইসব প্রশ্ন অন্য কোন জাতি বুঝলেও হয়তো অন্তর দিয়ে বুঝেন না, যদি বুঝতেন তাহলে এই ২৬ বছরের মধ্যে যে সব অসুবিধা আছে সেগুলির একটা সুরাহা হত। যেসব বোর্ডিংএ আমাদের ছাত্ররা থাকেন, প্রত্যেকটি বোর্ডিং-এর মধ্যে প্রতিদিন এক তরকারীর বেশী তারা খেতে পায়না। মাসে এক-বেলা অথবা দুইবেলা মাছ মাংস হয়তো খেতে দেয়। আবার যেদিন মাছ হয় সবার ভাগ্যে একটা কাঁটাও পড়েনা। এক শত ছাত্রের জন্য এক কে,জি, মাছ। আমরা অনুমান করতে পারি ১০০ ছাত্র যদি এক কে, জি, মাছ খায় তাহলে কি পরিমান মাছ তাদের একজনের ভাগ্যে পড়বে। মাংসের বেলায়ও তাই। যে সরকার বড়াই করছেন উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, পত্র পত্রিকায় বড় বড় হরফে লেখা থাকছে এবং আমরা সরকার পক্ষের বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা শুনেছি, অনেকে বলেছেন যে উপজাতিরা অলস, উপজাতিরা লেখাপড়া করতে চায় না, মদ খেয়ে ঘুরে, এইজন্যই তাদের শিক্ষার অগ্রগতি হচ্ছে না এই বলে সরকার উপজাতিদের অর্থনৈতিক সংকটে যে তাদের গাফিলতির জন্য টাকাটা ঠিকমত কাজে লাগাতে পারছেন না। তাঁদের গাফিলতির জন্যই যে আজকে আমাদের উপজাতিদের যতটা শিক্ষিত হওয়া দরকার ছিল তা হতে পারছেনা এই সরকার আজ এটা বুঝেন না। আমরা শুনেছি যে উপজাতি ছেলেরা স্কুলে যেতে চায় না এবং এই হাউসে অনেক মেম্বার বলেছেন যেসব উপজাতি এলাকায় প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানে তিন চার জনের বেশী ছাত্র নেই। কারণ হিসাবে আমি বলছি যে তাঁরা যে বলেছেন যে উপজাতি ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে চায়না, তারা লেখাপড়া করতে চায়না, তাদের এই বক্তব্যের সংগে একমত নই। কারণ আমি জানি তাদের সামান্যতম লজ্জা নিবারণের জন্য যে এক টুকরা কাপড় পড়ে স্কুলে যাবে, এই সামর্থ্য আমাদের উপজাতি ছয় লক্ষের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ লোকেরই নেই। এবং আমাদের উপজাতিদের এইরকম অবস্থা, সঠিক হিসাব হয়তো আমি বলতে পারবনা, শতকরা ৯০ জনাই দরিদ্র রেখার নীচে বাস করছে। অর্থাৎ আমরা প্রতি জনে মাসে ২০ টাকা উপার্জ্জন করতে পারছিনা। এই অবস্থাতে উপজাতি ছেলের মা-বাপ তাদের ছেলেকে স্কুলে পাঠাবে না তাদের খাদ্য যোগাবে? তাদের কথা হচ্ছে, তাদের স্কুলে না পাঠিয়ে যদি তাদের ছেলেমেয়েকে কোন মহাজনের বাড়ীতে মুনি খাটান যায়, যদি গরু চড়ানোর জন্য রাখাল হিসাবে খাটান যায়

তাহলে তাদের পক্ষে দুই মুঠো খাদ্য পাওয়ার সুবিধা হয়, এই হচ্ছে আমাদের উপজাতিদের শিক্ষার অবস্থা। সেই জন্যই আমি এই এ্যামেণ্ডমেন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখতে চাইছি যে এই বোর্ডের পক্ষ হয়ে আমাদের উপজাতিদের সমস্যা এই বোর্ডে আনার জন্য এবং এই বোর্ডে উপজাতি মেম্বার উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য এই বোর্ডে একজন উপজাতি মেম্বার থাকার প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করছি। আমি আরও বলতে চাই যে আমাদের উপজাতিদের যে অর্থনৈতিক সংকট, সরকার এই অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে দলবাজী করার জন্য আমরা দেখছি যে উপজাতি মন্ত্রী থেকে সুরু করে সবাই ট্রাইবেল এলাকায় যান এবং আমরা জানি ট্রাইবেল এলাকায় গিয়ে গিয়ে তাঁরা মোহ সৃষ্টি করেন, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আরম্ভ করে সবরকম মিশনই ঐখানে ঢুকিয়েছেন এবং ধর্ম প্রচার করছেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজাতিদের শিক্ষিত করে না তুলতে পারলেও তাদের ধর্ম শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমরা জানি এবং পত্র পত্রিকায় দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী নিজে এবং উপজাতি মন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে সেখানে কাপড় জামা বিলি করার ব্যবস্থা করেছেন। এর উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজাতিদের মধ্যে একটা মোহ সৃষ্টি করা এবং ধর্মের দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া, ধর্মের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের শিক্ষার প্রয়োজনে যে এই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, আন্দোলন করতে পারে, তার থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা। কারণ, এই সরকার জানেন যে এই উপজাতিরা কংগ্রেস সরকারের কথায় উঠে বসেনা। কাজেই আমি আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি। আমরা দেখছি মাধ্যমিক স্তর পর্যান্ত শিক্ষা প্রসার অত্যন্ত দরকার। কারণ আমরা জানি যে আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, এই অবস্থায় মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে অন্য স্তরে শতকরা আমাদের একজনও যেতে পারেনা। কারণ সরকার যে কলেজে আর্থিক সাহায্য দেন, সেটা খুব কম, শুধু কম নয়, যা পাওয়া যায়, তাও সময়মত পাওয়া যায়না। কলেজে আমরা দেখেছি সেশান শুরু হয় জুলাই, আগষ্ট মাসে, ষ্টাইপেণ্ড পাওয়া যায় জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে, অর্থাত কলেজে এ্যাডমিশনে নেওয়ার পর পাঁচ ছয় মাস না গেলে কোন কলেজের ছাত্রই ষ্টাইপেণ্ড পায়না। তার ফলে যে ছাত্রের অভিভাবক হাজার দুয়েক টাকা খরচ করতে পারেন, তারা নিজের ছেলেকে কলেজে পড়াতে পারেন। আমরা দেখেছি অনেক উপজাতি একসংগে টাকা পাওয়ার জন্য নিজের বাঁচার যে সম্বল যেটুকু জমি আছে সেটা মহাজনের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরা দেখেছি ত্রিসাবাড়ীতে, খামাড় বাড়ীতে জমি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে মহাজন এবং কৃষকের মধ্যে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে একজন উপজাতি মারা গেছে, এইসব ঘটনাও আমরা জানি। সেজন্য আমি বলতে চাই এই বোর্ডে উপজাতিদের এই সমস্যাগুলি তুলে ধরার জন্য উপজাতি মেম্বার একজন এবং তপশিলী জাতির মেম্বার একজন, বাধ্যতামূলকভাবে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বিলে আমরা দেখছি সেই ব্যবস্থা নেই এবং আমি আগেও বলেছি তাদের বেলায় ইলেক্টেড না হয়ে যাতে নমিনেটেড হওয়ার সুযোগ পায়, তা না হলে তারা আসতে পারে না। সেইজন্যই আমি বলছি, এই যে সেকশান ৪, এই সেকশান ৪-এ আমরা কি দেখেছি, যে বিলটি পাশ করতে আমরা যাচ্ছি, এই বিল পাশ হওয়ার পর সমস্ত শিক্ষা বিভাগকে এই বোর্ড কন্ট্রোল করবে এবং বোর্ড মাধ্যমিক

শিক্ষার স্তর পর্যান্ত সমগ্র ত্রিপুরায় শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব এই বোর্ড নেবেন। এবং এই বোর্ডের যারা মেম্বার হবেন তাদের মধ্যে এম, এল, এ-রাও থাকা উচিত বলে মনে করি এবং ভারতীয় সংবিধানের অধিকার হিসাবে আমাদের ত্রিপুরার প্রত্যেকটা অংশের মানুষের এখানে থাকা উচিৎ বলে মনে করি এবং সেজন্য আমার আগে যারা অ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করেছেন ছাত্র প্রতিনিধি থাকার প্রশ্নে আমি একমত। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেকশান ফোর-এ যে অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি আছে তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখতে চাই।

মিঃ ডেঃ স্পিকার :—আগে যারা মোশন এনেছেন তারা বলবেন।

শ্রীংশুবর দেববর্ম্মা :—স্যার, আগে ঠিক হয়েছিল যারা সমর্থনে বলতে চান তারা বলতে পারবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে এ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি এসেছে এই অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলির সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। শ্রদ্ধেয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস দুটো অ্যামেণ্ডমেণ্ট এখানে এনেছেন। একটা ৬ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবে বিভিন্ন স্কুল থেকে এই বোর্ডে। আর একটা অ্যামেণ্ডমেণ্টে তিনি বলেছেন যে ৬ জন ছাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবে বিভিন্ন হায়ার সেকেণ্ডারী এবং কলেজের যে কাউন্সিল আছে তাদের মধ্য থেকে ইলেক্‌টেড হয়ে। আমি তাঁর দেওয়া অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি সমর্থন করছি। আমি বোর্ডের এখানে যে ফরমেশনটা দেখছি বিভিন্ন মেম্বার কিভাবে নেওয়া হবে তার মোটামুটি একটা চিত্র আমি তুলে ধরছি। যেমন এখানে আছে প্রেসিডেণ্ট। তিনি অ্যাপয়েন্টেড বাই দি গভর্ণমেণ্ট। এ ছাড়া ১১ জন এক্স অফিসিও মেম্বার। দুইজন হেডমাষ্টার নমিনেটেড। চারজন পারসন্স ইন্টারেষ্টেড ইন এডুকেশান নমিনেটেড এবং কো-অপ্‌টেড মেম্বার দুইজন। তাহলে আমি দেখছি কো-অপটেড মেম্বার সহ আমরা ২০ জন অ্যাপয়েন্টেড, নোমিনেটেড এবং কো-অপটেড, এক্‌স্-অফিসিও মেম্বার পাচ্ছি। আর ইলেকটেড মেম্বার মাত্র পাচ্ছি টীচার ৩ জন এবং ৩ জন এম, এল, এ। এই ৬ জন আমরা পাচ্ছি। এই অবস্থা আমরা দেখছি বোর্ডের। ইলেকটেড মেম্বার মাত্র ৬ জন এবং অন্যগুলি ২০ জন। মোট ২৬ জনের বোর্ড হচ্ছে। অ্যামেণ্ডমেণ্ট যে লাইনে এসেছে তারও হিসাবটা আমি তুলে ধরছি। এখানে জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় অ্যামেণ্ডমেণ্ট রেখেছেন ৬ জন শিক্ষক প্রতিনিধি, ৬ জন ছাত্র প্রতিনিধি। বাজুবান রিয়াং রেখেছেন ৪ জন পার্সনস্ ইন্টারেষ্টেড ইন এডুকেশান নোমিনেটেড, দুইজন সিডিউলড ট্রাইব এবং একজন সিডিউলড কাস্ট। এই ৩ জন ইলেক্‌টেড। আর শ্রদ্ধেয় সদস্য সমর চৌধুরী রেখেছেন দুইজন প্রধান শিক্ষক ইলেকটেড। এতে করে আমরা দেখছি ৩ জন এম, এল, এ, ইলেকটেড সহ ২০ জন সদস্য ইলেকটেড হয়ে আসেন বোর্ডে যদি আমরা এই অ্যামণ্ডমেণ্টগুলি অ্যাকসেপ্ট করি। তখন এক্স-অফিসিও এবং প্রেসিডেণ্ট অ্যাপয়েণ্টেড বাই দি বোর্ড যেটা দেখছি, সেখানে ১৬ জন দেখছি। আর কো-অপটেড দেখছি দুইজন। ১৬ আর ২ মোট ১৮ জন দেখছি ইলেকটেড নয় এবং ইলেকটেড থাকছেন ২০ জন। এই অবস্থাটা গিয়ে বোর্ডে থাকছে। তাহলে অন্তত নির্ব্বাচিত সদস্যদের দিয়ে

বোর্ডটা গঠিত হয়, যদি আমরা অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি অ্যাকসেপ্ট করে নিই। কারণ আমরা জানি নোমিনেটেড সদস্য, এখানে যে সব নোমিনেশনের কথা বলা হয়েছে, এক্স-অফিসিও মেম্বারদের কথা বলা হয়েছে, এঁরা থাকবেন না এমন কথা বলছি না। কিন্তু নোমিনেটেড সদস্য এবং এক্স-অফিসিও সদস্য যারা আছেন ষ্টেট গভর্ণমেন্ট তাদের ঠিক করে দিচ্ছেন। এরা জনপ্রতিনিধি নন। এঁদেরকে বিভিন্ন পোষ্টে চাকরী দেওয়া হয়েছে। গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিদের এখানে আনা হয়েছে এবং যেমনটা আমরা দেখছি একটা দপ্তরের প্রধানদের নিয়ে আসা হয়েছে। এই সংগে সংগে রাজ্য সরকার তাদের খুশীমত তাদের নোমিনেট করছেন। পাস নস ইন্টারেস্টেড ইন এডুকেশান, প্রধান শিক্ষক, তাদের খুশীমত নোমিনেশান দিচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক কাদের তারা নির্বাচিত করবেন সেটা তারা ঠিক করে দেন নি। যারা তাদের সন্তোষের মধ্যে থাকতে পারবেন এমন জনকে রাজ্য সরকার সাধারণতই নোমিনেশান দিবেন এটা আমরা ধরে নিতে পারি। যেখানে এই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে সেখানে যে বোর্ড অটোনমাস থাকা প্রয়োজন এবং সেই বডি তখনি অটোনমাস হতে পারে যদি নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা বেশী হয়। কিন্তু আমরা দেখছি নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা যত কম হয়, সেইদিকে আমাদের রাজ্য সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। সেজন্য আমি বিশেষ করে এই ব্যাপারটার উপর গুরুত্ব আরোপ করছি যে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বেশী হোক এবং নোমিনেটেড সদস্যদের সংখ্যা যত কম ততই বোর্ডের পক্ষে, শিক্ষার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। কারণ আমরা জানি যে শিক্ষা জগতের আজকের অবস্থাটা কি? আমরা ত্রিপুরার অবস্থা দেখছি যে গত বারের সেকেণ্ডারী পরীক্ষাটা গেল, তার যে ফল আমরা দেখলাম সেই ফলটা হঠাৎ কি করে এমন হল? গত বছরেও তো এইরকম হয় নি। এই এক বছরেই কি শিক্ষকরা খারাপ হয়ে গেল? না ছাত্ররা খারাপ হয়ে গেল, না কি স্কুলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড খারাপ হয়ে গেল? কি হল? এর আগে যে স্কুল ৬০ পারসেন্ট, ৭০ পারসেন্ট পাশ করেছে সেই স্কুলে দেখা যাচ্ছে এবার ৬ পারসেন্ট, ৭ পারসেন্ট, ৮ পারসেন্ট পাশ করেছেন। ত্রিপুরার বেশীর ভাগ স্কুলেই এই অবস্থা। দুয়েকটা নন্-গভর্ণমেন্ট স্কুলের কথা আমি বাদ দিচ্ছি, এছাড়া সব স্কুলই তো এই ধরণের অবস্থা। সেই অবস্থা কেন হল? শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা চলছে, বলতে পারি অরাজকতা, বিশেষ করে পশ্চিম বংগের শিক্ষা পর্ষদ যে অরাজকতা চালাচ্ছে সেই অরাজকতাকে ইমপোর্ট করা হয়েছে ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থাও চরম একটা অব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। সেই অব্যবস্থাকে দূর করতে হলে অটোনমাস বডি থাকার প্রয়োজন আছে। বোর্ড যদি ক্ষমতা নিয়ে থাকে, ষ্টেট গভর্ণমেন্ট যদি বোর্ডকে ডিরেকটিভ দেয়, ষ্টেট গভর্ণমেন্ট যদি বলে আমাদের খুশীমত বোর্ড আমরা গঠন করব, আমাদের লোক নিয়ে আমরা গঠন করব, তাহলে এই বোর্ড গঠন না করলেও চলে। যদি স্বাধীনভাবে কাজ না করতে পারে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে যদি সেই বোর্ড না হয় তাহলে সেই বোর্ডের গুরুত্ব অত্যন্ত কমে যায়। এজন্য আমি এই ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি এবং বলতে চাইছি এখানে যে সংশোধনীগুলি এসেছে, সেগুলি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে জনস্বার্থের দিক বিবেচনা করে। ত্রিপুরা শিক্ষা জগতের স্বার্থে এগুলি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে ত্রিপুরার

সার্বিক উন্নতির স্বার্থে, ত্রিপুরার নাগরিকদের স্বার্থে এই সংশোধনীগুলি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। তাই আমি এই ব্যাপারে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু ক্লজ ৪(১)এ যে সংশোধনী এনেছেন, তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাইছি। এই সংশোধনী যেটা আনা হয়েছে, তাতে আমি লক্ষ্য করছি যে কেন তিনি এটা আনতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে যাতে একজন তপশীলি অথবা একজন তপশীলি উপজাতির প্রতিনিধি থাকে, সেজন্যই তিনি এই সংশোধনীটা আনতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ এই তপশিলী জাতি এবং তপশীলি উপজাতির প্রতি এই শাসক গোষ্ঠির দৃষ্টি ভঙ্গিটা কি, সেটা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং দীর্ঘ ২৫ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরার তপশীল জাতি এবং তপশীলি উপজাতির উন্নতির জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেখানে তাদের প্রকৃত কোন কণ্ঠস্বর নেই তাদের ডেভেলাপমেন্টের জন্য যে সমস্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেখানেও তাদের কোন কণ্ঠস্বর নেই এবং তাদের কণ্ঠস্বরকে এই শাসকগোষ্ঠি তাদের খুসী এবং মর্জি মত নানা পরিকল্পনা চাপিয়ে দিয়ে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই আমরা দেখছি আজকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিভাবে অর্থের অপচয় হচ্ছে। যে কোন ক্ষেত্রেই আপনারা দেখুন না কেন, তাদের ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে, তাদের মাতৃ ভাষার ব্যাপারে এমন কি তাদের চাকুরীর ব্যাপারে আমরা দেখব যে যতটুকু টাকা খরচ করা হয়েছে, যদিও সেটা তাদের প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই সামান্য তথাপি সেটা যদি ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হত তাহলে সত্যিই তাদের কিছু না কিছু উন্নতি হত। তা হয় নি কেন হয় নি? সেটা এই শাসকগোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই হয় নি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— স্যার, আমি একটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অন্ততঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের এখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কিন্তু সেই শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমরা বরাবরই লক্ষ্য করছি যে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা সঠিক ভাবে খরচ করা হচ্ছে না। তার কারণ হল এই যে তাদের ডেভেলাপমেন্টের জন্য যে সমস্ত কার্যাক্রম করা হচ্ছে তার মধ্যে তাদের কোন কণ্ঠস্বর নাই, অর্থাৎ তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোন লোক নাই। আমরা দেখছি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এ্যাডভাইসরী কমিটি যেটা করা হয়েছে, সেখানে অপজিশান পার্টির কোন সদস্যকে গ্রহণ করা হয় নাই। আর যাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে যেমন রবি রাখলের মতো একজনকে সদস্য করা হয়েছে, যিনি নাকি এই হাউসের সদস্যও নন, আর এক জনকে সদস্য করা হয়েছে, তিনি হচ্ছে চিত্ত দেব যার বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ রয়েছে এবং সেগুলি আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে দেখতে পেয়েছি। তাদের মত লোককে অবশ্য শাসকগোষ্ঠি নিতে পারেন, কিন্তু আমাদের অপজিশান পার্টির থেকে নেওয়ার মতো সৎ সাহস তাদের নাই। (গণ্ডগোল) আপনাদের সেই সৎসাহস

নেই বলেই আপনারা তাদেরকে নেন না। এস, পিকে নেওয়া হল না কেন? যে ২ জনের নাম বললাম, তারা হয়তো আপনাদের কাছে খুবই মূল্যবান, কিন্তু একজন এস, পিকে নেওয়ার মতো সংসাহস আপনারা আজও দেখাতে পারেন নি। কাজেই আপনারা এমন সব লোককে নিতে চান না যাদের নিলে পরে এই তপশালি জাতি এবং তপশালি উপজাতিদের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার সুযোগ আপনাদের থাকবে না। এই ভয় আপনাদের সব সময়েই আছে এবং আছে বলেই সেটা আবারও প্রকাশ হয়ে পড়েছে এই বোর্ডের গঠন করবার মধ্য দিয়ে। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী খুব উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে সদরে উপজাতি ছেলেমেয়েদের ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাট ৩০টি স্কুল আছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেগুলি দেখার জন্য কোন লোক আছে কি না? আমি দেখছি যে সেই রকম কোন লোক নাই, অন্ততঃ পক্ষে তারা যে সব কমিটিগুলি করেছেন যেমন ডেভেলাপমেন্ট কমিটি, ট্রাইবেল এডভাইসরী কমিটি ইত্যাদিতে ট্রাইবেলদের স্বার্থের বিষয়ে দেখার জন্য কোন লোক নাই। আমি নিজে সারা শহর খুঁজে দেখেছি যে উপজাতিদের ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার মতো কোন স্কুলই নাই, অথচ মন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করে গেলেন যে তারা ৩০টি স্কুলে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে সে সব স্কুলগুলিতে আসলে ত্রিপুরী ভাষায় ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শিখানো হয় কি না? আমি জানি যে হয় না। তাই বলছিলাম যে আজকে যদি বাস্তবিকই এই শাসক গোষ্টির আন্তরিকতা থাকত, তাহলে আমরা আশা করতে পারতাম যে ত্রিপুরী ভাষা বা কক-বরক ভাষার উন্নতির জন্য, কেন না একটা ভাষার উন্নতির তো আর মুখের কথায় হয় না, তারজন্য একটা ভাষা কমিশন গঠন করার দরকার ছিল। আজকে যদি সত্যি সত্যি ত্রিপুরী ভাষায় লেখাপড়া শিখানোর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে কোথায় থেকে ত্রিপুরী ভাষার বই পাওয়া যাবে। এই ভাষার জন্য যদি কোন কমিশন না করা হয়, তাহলে সেটা কোন দিনই পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেদিকে আপনারা যাবেন না। যে বইগুলি বিলি করা হয়েছে বলে বললেন, সেগুলি কে লিখেছেন? যিনি লিখেছিলেন, তিনি এখন পরলোকগত। আমি নিজেও জানি এই বইগুলি কিভাবে লেখা হয়েছিল, এই বই লেখার ব্যাপারে আমারও হাত ছিল এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে এই বই লেখার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম। যা হউক সেই ভদ্রলোক এখন পরলোকগত। এখন কোন কমিশন নেই, কিছু নেই, কাজেই আপনারা কিভাবে উপজাতির ছেলেমেয়েদের তাদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখাবেন, আমি জানি না। কাজেই মন্ত্রী মহোদয় এই ধরনের বড় ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠে তার ঘোষণা জানাতে পারেন বটে, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই যে ভিত্তিহীন সেটা আমাদের সবারই জানা আছে। আসল কথা হচ্ছে যে কোন একটা জিনিষকে যদি কার্যে পরিণত করতে হয়, তাহলে প্রথমে তার জন্য একটা যন্ত্রের সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই জিনিষ সৃষ্টি করার মানসিকতা আপনাদের মধ্যে নেই, এটা আবারও প্রকাশ পেয়েছে এই বোর্ড গঠন করবার ব্যাপারে। এমনকি তাদের ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে তারা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, সেটাও আমি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখাতে

পারি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনাদের মতে হয়তো আমার বক্তব্য ইরিভেলেন্ট হতে পারে, কিন্তু আসলে সেটা ইরিভেলেন্ট নয়, কারণ আজকে যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে তার নিরীখেই আমি আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করছি। আজকে যদি ধরুন পুনর্বাসনের ব্যাপারে, এতেও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং টাকা যে লক্ষ লক্ষ খরচ করা হয়েছে, তা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু পুনর্বাসন দিতে গিয়ে জুমিয়ারা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কি না, সেটাই আমি জানতে চাইছি। আজকে যে টাকা তাদের উন্নতির জন্য বরাদ্দ করা হয়, সেটা তাদের প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই নগণ্য, কিন্তু এটাও যদি সময় মত তাদেরকে দেওয়া হত, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের কিছু না কিছু উন্নতি হত। কিন্তু সেটা হয় নি, না হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাদেরকে যে জমি দেওয়া হচ্ছে, সেটা টিলা জমি এবং সেই টিলা জমিতে তারা আগে যেভাবে কাজ কর্ম করত, এখনও সেইভাবেই কাজ করছে। কাজেই তাদের উন্নতিতে বিঘ্ন হচ্ছে। তাদেরকে যদি টাকা দিতেই হয়, তাহলে অন্ততঃ পক্ষে ফেব্রুয়ারী, মার্চ বা এপ্রিল মাসের মধ্যেই দেওয়া প্রয়োজন, তখনই তাদের টাকার প্রয়োজন হয়, কেন না ঐ সময়ের মধ্যে তাদের জঙ্গল সাফ করতে হয় অথবা টিলা জমিতে ফসল করার মতো ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে তাদেরকে ঐ সময় টাকা দেওয়া হয় না, টাকা দেওয়া হয় মে বা জুন মাসে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি এডুকেশান সম্পর্কে বলুন।

শ্রীসুধণ্য দেববর্মা :— স্যার, আমি এডুকেশান সম্পর্কে বলছি এবং বলতে গিয়ে উপজাতিদের প্রতি সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেটা সম্পর্কে কতগুলি উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, সেটা হচ্ছে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবদের একটা কেটাগরীতে রাখা হয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে তপশালি উপজাতি এবং তপশালি জাতির ভিতর নিশ্চয়ই একটা পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য এই নয় যে তাদের পৃথক করে দেওয়া হউক এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য থাকবে না আমি এই কথা বলছি না। আজকে একই দৃষ্টীভংগী দিয়ে দেখা ভুল হবে। শাসকগোষ্ঠীকে এই সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল করে দিতে চাই। কারণ আজকে উপজাতীয়দের—তাদের সামাজিক দিক দিয়ে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, তাদের শিক্ষার দিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি, সব দিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখি যে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কাজেই এই যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে মনে হয় তাদের একই ক্যাটাগরীতে রাখা হয়েছে, সমপর্য্যায়ে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কাজেই তাদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিতে হবে এবং দেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নাই—এটাই প্রকাশ পায় এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে। আজকে শিক্ষার ভিতর দিয়ে আমরা দেখছি সিডিউল্ড কাষ্টদের শিক্ষার হার কম। তাদের সাংস্কৃতিক ব্যাপারে, তাদের জীবন ধারণের ব্যাপারে আপনারা লক্ষ্য করুন—কৃষির ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখি এই উপজাতি যারা তারা কতশত বছর হয়েছে যে তারা জমিতে নেমেছে।

যারা জমিতে নেমেছে তারা বেশী দিন হয় নাই—কোথাও কোথাও ৫০ থেকে ১০০ বছর হয়েছে। কাজেই যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখছি যে যৎসামান্য তাদের জন্য যে বরাদ্দকৃত অর্থ আসছে সেটি নিয়ে আপনারা ছিনিমিনি খেলেন—রাজনীতির খেলা খেলতে চান। তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য নয়, তাদের নিয়ে আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করছি—বিশেষ করে চাকরীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছি তাদের নিয়ে রাজনীতির খেলা চলছে। তাদের মানুষ করে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য তাদের ডেভেলাপমেন্টের প্রয়োজন, সেই চিন্তা তাদের মাথায় নাই। তাদের কি করে দাবিয়ে রাখা যায় সেই চিন্তাই তাদের মাথায় ঘুরছে। নইলে এই ব্যবস্থা হতে পারে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার এমেণ্ডমেন্ট হচ্ছে এই যে Claus 6—after sub-clause-X, add the following :—

Sub-clause XI—to make education free upto seconeary standard,

XII—to provide special facilities in matters of stipend facilities, book-grants etc. to studenss belonging to Scheduled Tribes and Scheduled Castes and other economically weaker sections of the people and re-number the sub-clauses accordingly.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের শিক্ষা পর্ষদ আইন হিসাবে গৃহীত হবে। কিন্তু সেখানে একটা জিনিস অনুপস্থিত। যারা ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য সেকেণ্ডারী এডুকেশানের জন্য যারা শিক্ষার কাঠামো নির্মাণ করছেন তারা এডমিনিষ্ট্রেশান তারা বিভিন্ন কমিটি ইত্যাদি করছেন। একটা জায়গায় তারা ফাঁক রেখেছেন। যারা পড়তে আসবে, যাদের মানুষ করা হবে তাদের জীবন যাত্রার এবং তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাদের কত সহজে কত স্বাভাবিকভাবে তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ পিড়িয়ডে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে খুব ব্যাংগচ্ছলে তোতাকাহিনী লিখেছেন—যারা স্কুলে আসবে রাজদণ্ড নিয়ে—যারা ট্রেজারী বেনেচে এসেছেন এবং যারা স্কুল ফাইন্যাল পর্য্যন্ত পড়েছেন তারা নিশ্চয় প্রত্যেকেই এটা জানেন। অন্তত পক্ষে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী মহাশয় জানবেন—তিনি দেখিয়েছেন সেখানে পাখীর জন্য খাঁচাটা তৈরী হচ্ছে, কিন্তু পাখীর জীবনটার দিকে লক্ষ্য করা হচ্ছে না। এবং খাঁচা তৈরীর জন্য মামা ভাগনেরা প্রচুর পরিমাণে টাকা পয়সা বিল্ডিং বিভিন্ন খরচ বাবত মেরে দিচ্ছে। এবং শিক্ষা উৎসবে উপরওয়ালাদের অভ্যর্থনা করে সেখানেও টাকা পয়সা রোজগার হচ্ছে। আর পাখীটার এবং আপনারা যে সমস্ত বই তৈরী করেছেন সেটি পাখীর সাইজ থেকে অনেক বড়। এবং সেখানে দেওয়া হয়েছে শুকনা পাতা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, একদিন পাখীটা মারা গেল এবং তার পেট টিপে দেখা গেল সেখানে বইয়ের পাতায় গিজ গিজ করছে। কাজেই যাদের জন্য এই শিক্ষা

ব্যবস্থা—যারা ক্লাশ ইলেভেন বা ক্লাশ টেন পর্যান্ত পড়বেন তারা কতটুকু এই শিক্ষাকে গ্রহণ করার মত অর্থনৈতিক কণ্ডিশান নিয়ে এসেছে এটা একটু বিবেচনা করা দরকার। আমার পরিষ্কার ডেইটটা মনে নেই সম্ভবত ১৯৬৪ সালে হবে—কমলপুরে এডুকেশন্যাল পাইলট প্রজেক্ট একটা হয়েছিল। সেখানে গ্রামের শিক্ষক যারা ছেলেদের পড়ান তাদের জীবনযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে তদন্ত করা হয়েছিল, একটা ইনভেষ্টিগেশান করা হয়েছিল। সেখানে তারা দেখিয়েছেন যে শতকরা ১০০টি ছেলে যারা ক্লাশ ওয়ানে পড়তে আসে তার পরবর্তী পর্য্যায়ে ৬০টি ছেলে ক্লাশ ফোরে আসতে পারে না। কারণ তারা অত্যন্ত গরীব—তারা রিফ্যুজির ছেলে, তারা সিডিউল্ড কাষ্টের ছেলে, তারা সিডিউল্ড ট্রাইবের ছেলে। যাদের স্কুলের সময় অন্যের গরু রাখালি করলে দুইটা পয়সা মিলে। চাল কিনবার জন্য টাকা আনতে হয়। এইভাবে অগণিত ফুল না ফোটার আগেই ঝরে যাচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক কারণে। সেখানে রিকমেণ্ডেশান করা হয়েছে শিক্ষা বিভাগ, যদি তোমরা উদের শিক্ষিত কয়ে তুলতে চাও তাহলে তাদের সমস্ত জামা, কাপড়, বই, ইত্যাদি দেবে, তাদের টিফিন দেবে, খাবার দেবে, প্রয়োজন বোধে ওদের মা বাবা তাদের প্রতিও ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ ওরা গরীব মা বাবার জন্য মাঠে ময়দানে রাখালি করে—যাদের জন্য ভারতবর্ষের সংবিধানে বলা হয়েছে ১৯৬৭ সালের মধ্যে আমরা বাধ্যতামূলক প্রাইমারী এডুকেশান আনব—১৯৬৭ কি ৬৯ সালে তারিখটা সম্ভবত এই। ত্রিপুরার এটা হল অত্যন্ত ট্র্যাজিক রিপোর্ট। আমরা ওখান থেকে এখানে আসতে চাই, আজকে যারা শিক্ষিত হবে ছাত্রদের জন্য এই সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড করা হচ্ছে। তাদের অবস্থা বিবেচনা করা হউক এবং লক্ষ্য করে এই ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এই ধরণের ক্ষমতা গ্রহণ করার মত ক্ষমতা এই বোর্ডকে দেওয়া হউক, যাতে তারা যে সিলেবাশ করবে, যে কমিটি করবে, যে এডুকেশান দেবে সেটি যাতে সত্যি সত্যি কার্য্যকরী হয়, সত্যি সত্যি কার্য্যকরী করার মত ফেসিলিটিস দেওয়া হউক। আমাদের দেশে ইংরেজ আসার পর থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। ১৯৫৭ সালে আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হয়েছে। একশত বছরের উপরে হয়েছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেই আশুতোষ মুখার্জী যিনি চেয়েছিলেন স্কুলের জন্য শিক্ষার দ্বার খুলে দেবেন—কিন্তু সেটি হল না। এবং আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষেও সেটি হল না। কাজেই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যারা পড়াশুনা করবে, যাদেরকে আমরা মানুষ করতে চাই, শিক্ষিত করতে চাই তাদের জীবনের আর্থিক অবস্থাটা কি? সেইটা আমাদের দেখা দরকার। সেই দিক থেকে আমরা বলতে চাই যে এই যে সেকেণ্ডারী এ্যাডুকেশন বিল গৃহীত হওয়ার পরও এমন ক্ষমতা দিতে হবে যাতে তার টেক্সট বুক, তার পড়াশুনা, তার লক্ষ্য যাতে প্রতিটি ছাত্রের জীবনে গ্রহণ যোগ্য হয়। আজকে ১০০ জন ছাত্র, আজকে ক্লাশ ওয়ানে ভর্ত্তি হলো, আর তাদের মধ্যে একটা ছেলে আমাদের কলেজে যেতে পারে। আর সব মাঝখানে কেউ চাকরবাকর, কেউ কনট্রাক্টার, কেউ বেকার, কেউ কৃষি মজুর এইসব হয়। তারা শিক্ষিত হতে পারলো না। এবং সেখানে আমি বলতে চাই যে সেইটা মানুষের আর্থিক অবস্থার বিপর্যায়ের জন্য হয়। সেই জন্য আমি বলতে চাই যে এডুকেশনকে ক্লাশ এলিভেন পর্য্যন্ত অবৈতনিক করে দেওয়া হোক। এটা খুব বেশী খরচ

হবে না। আমরা তো দেখি যে মন্ত্রীদের বিলাসের জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ হয় এবং ওরা নির্লজ্জের মতো বলে যে ওটা আমাদের আইনের অধিকার। মন্ত্রীদের খাট পালং কিনার জন্যও টাকা খরচ হয়। ইদানিং শুনছি পলিটব্যুরো খোলা হবে এবং তারা দিল্লীর কাছে একটা পরিকল্পনা পেশ করেছেন যে ত্রিপুরায় তিনটা হোটেল দরকার, প্রথম শ্রেণীর। ত্রিপুরায় সাত কোটি টাকার তিনটা হোটেল হবে, এইটা শুনছি। জানিনা সেইটা গুজব কিনা। একবার এ্যায়ার কণ্ডিশনের গাড়ীর কথাও গুজব হয়েছিল, কিন্তু পরে সেইটা সত্যে পরিণত হয়েছিল। যে দেশের মানুষ, যে রাজ্যের মানুষ শতকরা ৬৮ জন খেতে পায় না, যারা মাথা পিছু ২০ টাকা খরচ করতে পারে না সেখানে বিলাসের জন্য, যারা টুরিষ্ট আসবেন তাদেরকে দেখানোর জন্য দামী হোটেল চাই। আমরা জানি গ্র্যাণ্ড হোটেলের কথা, হোটেল কন্টিনেন্টের ইতিহাস, অশোকার ইতিহাস এবং এ দেশের যারা রাজনীতির এক এক জন ঋষি স্থানীয় ব্যক্তি ওদের বিভিন্ন কেলেঙ্কারীর কথা। সেই হোটেলে দুর্নীতির জন্য মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়, এই সব ঘটেছে আমাদের দেশে। কাজেই সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে যে সবার জন্যই এডুকেশন আনবে, আর পাশাপাশি আমাদের হোটেল চাই। যে হোটেলের জন্য সাত কোটি টাকা খরচ হবে। কয় কোটি টাকা খরচ হবে যদি আপ টু ক্লাশ এলিভেন পর্য্যন্ত এডুকেশন ফ্রি করে দেওয়া হয়। বড় জোর ১০/১৫ লাখ টাকার মত। সেইটা খরচ করতে যাবে না। কারণ সেইটা যে গরীব মানুষের একটা অধিকার, গরীব মানুষ তার জীবন আজকে সংকটপূর্ণ, আজকে সমাজের বুকে সে আলপিনের মত। অতিরিক্ত খরচ করার মত কোন সাধ্য তার নেই। সেই অবস্থায় তাকে আজকে ক্লাশ এলিভেনের জন্য ৭ টাকা করে মাসে মাইনে দেওয়া একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এই যে সাধারণ মানুষের জীবনের অবস্থা সেখানে যে ১৫/১৬ লাখ টাকা খরচ করা দরকার সেইটা তারা চিন্তা করবেন না, অথচ সাত কোটি টাকার হোটেলের কথা চিন্তা করেন। এ্যায়ার কণ্ডিশন গাড়ী কিনার কথা চিন্তা করেন। পাকা বাড়ীর কথা চিন্তা করেন। আর ত্রিপুরার লাখ লাখ মানুষের যেটা প্রথম কথা কল্যাণমূলক কাজের প্রথম কথা যে আমরা ফ্রি এ্যাডুকেশনের ব্যবস্থা করবো—এইটা হচ্ছে না। কারণ বেশী সংখ্যায় যদি কেউ পড়াশুনা শিখে তাহলে মজুরীর দাম বেড়ে যাবে। যারা কোটিপতি মালিক তারা সস্তায় মজুর পাবে কোথায়? আর আমরা যেহেতু ওদের চাকর, ওদের কালো সূতায় টানা পুতুল, সেজন্য আজকে যাদের কাছে কিছু সারপ্লাস মানি আসছে, কালো টাকা যাদের হাতে জমেছে, টাকা যাদের নাই তাদের যন্ত্রণা আছে, কিন্তু যাদের হাতে অধিক টাকা আছে তাদের যন্ত্রণা খুব বেশী। কি করে খরচ করবে। কাজেই ওদের জন্য সাত কোটি টাকা খরচ করে হোটেল করা দরকার। আমরা চাই ষ্টাইপেণ্ড বাড়াও। কৈলাশহরে আমি একটা সরকারী ছাত্রাবাসে গিয়েছিলাম। ওরা বলেছে যে বছরের কোন দিন ওরা মাছ খায় না। এগার বৎসরের একটি ছেলে বলেছে আমরা টিফিন করি না। তাদের কেউ টিফিন করে না। কৈলাশহরের গার্লস হোষ্টেল মাননীয় সদস্য বাজুবান বাবু বলেছেন যে যে বাজার করতে দেওয়া হয় না। সেখানে প্রধান শিক্ষিকা বাজার করেন। ৪৫ টাকা দেওয়া হয়, সেখান থেকে পয়সা চুরি করেন। বড় কাঠাল একটা স্কুলের ছাত্রাবাসে আজকে ছয় মাস যাবত সেখানে ছাত্র নেই। আমার অভিজ্ঞতা আছে ১৯৬৭ সনে একটা ছাত্রাবাসের

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমি ছিলাম, সেখানে ৪৫ টাকার ষ্টাইপেণ্ড ছিল সেদিনও আমি সপ্তাহে ছাত্রদেরকে দুবেলা মাছ খাওয়াতে পারতাম না। অথচ কনট্রাক্টারের টেণ্ডারের হার বাড়ে, মন্ত্রীদের বেতন বাড়ে, রাজ্যের প্রসাশনের খরচ বাড়ে, কিন্তু যারা আমাদের দেশের শিক্ষার ব্রতী তাদের সেই সুযোগ তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয় না। সেই জন্য আমি বলছি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড যাতে বাড়ানো হয়, বুক গ্রান্ট যাতে বাড়ানো হয়, শিক্ষার সমস্ত রকম সুযোগ দেওয়ার ক্ষমতা যেন এই শিক্ষা পরিষদের থাকে। তা না হলে দালান পাকা তৈরী হবে, ওখানে জীবনের সন্ধান হবে না এবং আবার কয়েক বছর পরে সেই অভিজ্ঞতায় আসবে যে পাখীটার পেটে শুকনো নোট গিজ গিজ করছে। এই আমার বক্তব্য।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি সেটা হচ্ছে সেকশান ৭'এর ডিলীট সাবসেকশান ৩ এণ্ড ৪। আমি কেন এটা এনেছি সেটা সেকসান ৭, সাবসেকশান ৩ এণ্ড ৪ পড়লেই বুঝা যাবে। সেকশান ৭, সাবসেকশান ৩, সেখানে বলা হয়েছে—"If the Board does not, within a reasonable time, take action, to the satisfaction of the State Govt., it may after consultation with the Board and after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may think fit, and the Board shall comply with such directions.

Section 7, sub-section (4)—In any emergency which, in the opinion of the State Government, requires that immediate action should be taken, the State Govt. may take such action, consistent with this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board and shall forthwith inform the Board of the action taken." আমরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান বিলে এই ধারাগুলি ইনক্লুড করেছি, এই ধারাগুলি কতখানি যে প্রতিক্রিয়াশীল, এই ধারা দুইটি পড়লে বুঝা যাবে। এই বোর্ড, তার যে অটনমি এই সমস্ত ধারা দিয়ে তা খর্ব করা হয়েছে। একটা বোর্ড আমরা গঠন করেছি, সেই বোর্ড গঠন করার মাধ্যমে আমরা আশা করব যে সেই বোর্ডের অটনমি বজায় থাকবে, ত্রিপুরায় শিক্ষার মাধ্যম কি হবে, ত্রিপুরার সিলেবাস কি হবে, ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে কিভাবে সাজানো যায়, এই চিন্তা ভাবনা করার যে স্বাধীনভাবে সুযোগ, সেই সুযোগ আমরা এই বোর্ড'এর মধ্যে আশা করেছিলাম, কিন্তু এই দুইটি ধারার মাধ্যমে এই অটনমিকে পুরোপুরি খর্ব করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হচ্ছে যে ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে—অর্থাৎ সরকারকে পুরোপুরি ফ্রী হ্যাণ্ড দেওয়া হয়েছে, সরকার যে কোন সিদ্ধান্ত, যে কোন মত সেখানে প্রয়োগ করতে পারবে। আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে, কেন এই ধারা দুইটি এর মধ্যে ঢুকানো হয়েছে, সেটা যদি বিচার করতে যাই, তাহলে দেখব এই শাসক গোষ্ঠির চরিত্র কি এবং এই শাসক গোষ্ঠি সম্পর্কে আমাদের যে চিন্তা, আমরা যা দেখছি তাতে এই দুইটি ধারা যুক্ত না করে পারেননা, তারা তাদের শ্রেণী স্বার্থ নিয়ে চলেছেন, সেই শ্রেণী স্বার্থ এই শিক্ষা ব্যবস্থা তারা ভারতবর্ষে চালাতে চান। সেইজন্যই এই বোর্ডকে অটনমি দেওয়ার

বিরুদ্ধে। তাঁরা অটনমি দিতে ভয় পাচ্ছেন। আমরা দেখেছি গত ২৬ বছরে সারা ভারতবর্ষে এই শাসকগোষ্ঠি যেভাবে শাসন করেছেন, সেখানে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন একটা স্তরে নিয়ে গেছেন, একটা গলিত অবস্থায় নিয়ে গেছেন, সেখানে আমরা সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে পারি না এবং এই ২৬ বছর ধরে দেখেছি—শিক্ষা ব্যবস্থাকে কন্ট্রোল করেছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করেছে তাঁরা, যারা শিক্ষার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি মানুষ এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কতকগুলি আমলাকে নেওয়া হয়েছে, যারা সরকারী তরফে বেশী থাকবে, শাসকগোষ্ঠির পলিসীকে সেই আমলাদের মাধ্যমে যাতে শিক্ষা জগতেও নিয়ে যাওয়া যায়, তার পুরোপুরি ব্যবস্থা এই দুইটি ধারায় রাখা হয়েছে। আমরা দেখছি যে গত ২৬ বছর ধরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে গণতন্ত্রের যে কাঠামো আছে, সেই কাঠামোর সংগে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যাতে খাপ খাওয়ান যায়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা ২৬ বছর পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শতকরা ৫০ জন লোকেরও অক্ষরজ্ঞান হয় নি। আজকে সেই অবস্থায় আমরা এসেছি। অর্থাৎ বিশ্বে যে আমরা গণতন্ত্রের জন্য বড়াই করি, তেমনি বিশ্বে সবচেয়ে যে দেশ শিক্ষার আলোক পায়নি সেই দেশ বলা যায় এই ভারতবর্ষকে, ২৬ বছর ধরে তাঁরা ভারতবর্ষকে এই পর্যায়ে এনেছে। কেন এনেছেন, তাঁদের আনতে হয়েছে তাঁদের জন্য, ২৬ বছর ধরে যে শ্রেণীর হয়ে তাঁরা শাসন করছেন, ধনীক শ্রেণীর হয়ে যে তাঁরা দেশ শাসন করছেন, তাদের স্বার্থে এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিতে হয়েছে—এবং নিতে হবে। কারণ লক্ষ্য করুন, ত্রিপুরাতে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে দেড়শ টাকার গ্রেজুয়েটদের এ্যাপ্রয়মেন্ট দেওয়া হউক, যারা আণ্ডার গ্রেজুয়েট তাদের ১০০ টাকায় এ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়া হবে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। শুধু এখানে নয়, সারা ভারতবর্ষের এই সিদ্ধান্ত। এই সংগে সংগে যদি আজকে আমরা লক্ষ্য করি, যদি কলকারখানাগুলি দেখি, আমরা দেখতে পাব সস্তায় যাতে মজুর পাওয়া যায়, সেই অর্থনীতি এখানে তৈরী করা যাতে যায়, মানুষকে অন্ধকারে রেখে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে ধনীক শ্রেণী সস্তায় মজুর পায়, তারা একচেটিয়া মুনাফার অংক লুটতে পারে তার ব্যবস্থা তারা এখানে করে রেখেছেন। কি আশ্চর্য্য এই ২৬ বছর পরও আমি দেখছি......

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার রিপিটেশান হচ্ছে। একই কথা বলছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—যে সেখানে দেড়শ, দিয়ে একজন গ্রেজুয়েটকে, সেখানে আমাদেরকে কিনে নেওয়া যায় এবং সেই পরিস্থিতি আজকে সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং সেইজন্য এই ধারা দুইটি এখানে রাখা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সেখানে শিক্ষা জগতে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় যাতে মানুষ আজকে শিক্ষার আলোক না পায়। কারণ সমস্ত কিছুরই মূলে হচ্ছে শিক্ষা, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য আনার প্রয়োজন আছে। ছাত্রের মধ্যে যদি নৈরাজ্য আনা যায়, তাহলে তাদের যে শোষণ এবং শাসন তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে তারা আন্দোলন করতে পারবে না, সেইজন্য আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। এর সংগে সংগে আমরা দেখছি শিক্ষাজগতে যে অব্যবস্থা চলছে, সরকারই তারজন্য দায়ী। আমি

এখানে উদাহরণ দিতে চাই, ডিপুটি শিক্ষামন্ত্রী যিনি আছেন, তিনি শিক্ষার সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবেন, এটাই আমরা আশা করব, আমরা আশা করব যে কিভাবে ত্রিপুরার মানুষকে আরও শিক্ষার আলোক দেওয়া যায় তার চিন্তা করবেন, কিন্তু আমরা দেখলাম উনি শিক্ষা জগত ছেড়ে ট্রেড ইউনিয়নে প্রবেশ করেছেন। পলিটেকনিকে গিয়ে সেখানে কর্মচারীদের নিয়ে মিটিং করেছেন এবং সেখানে সমিতি গঠন করছেন, সেই সমিতি করার পর তিনি সভাপতি হয়েছেন। সুতরাং আজকে ঐ আমলার মাধ্যমে শিক্ষাজগতে ঐ ধরণের অরাজকতা, ঐ ধরণের নৈরাজ্য আনবার ব্যবস্থা তিনি নেবেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য এবং অব্যবস্থা সৃষ্টি করে চলেছেন। আজকে ত্রিপুরার অবস্থার দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে শিক্ষা জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে স্কুলগুলি, সেখানে দুর্নীতির আখড়া করার চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে কোন স্বাধীন ব্যবস্থা নেই, স্বাধীন প্রচেষ্টা নেই, শিক্ষা জগতের মধ্যে দুর্নীতির আখড়া বাধার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁরা এই ২৬ বছর ধরে যে নীতি নিয়ে চলেছেন, তার কোন পরিবর্তন তাঁরা করতে পারবেন না। আজকে আমরা দেখছি যে বোর্ড গঠন করা হচ্ছে, তাকে যদি স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে তাদের যে নীতি সেগুলি প্রয়োগ করা যাবে না, প্রয়োগ করতে গেলে সেখানে বাঁধা আসবে, তাই তাঁরা আজকে বোর্ডের অটনমি খর্ব করার নীতি গ্রহণ করেছেন। সেই জন্য আমি এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি। আজকে বোর্ডে অটনমি না দিলে শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে আমরা পারব না। আরেকটা দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই— ভারতবর্ষে একটা নতুন ঘটনা চলছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিকৃত করে লেখার একটা প্রচেষ্টা চলেছে, নতুন সমস্ত বই যে লেখা হচ্ছে সেই বইগুলিতে অতীতের যে ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামীর ইতিহাস এবং ভারতের যে সংগ্রামের ইতিহাস সেগুলি নতুনভাবে লেখা হচ্ছে—রি-রাইট করা হচ্ছে। কাজেই ঐ বোর্ডকে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া যায়, তাহলে সেটাতো করা যাবে না। ঐ খেয়াল খুশীমত ইতিহাসকে বিকৃত করে, নিজেদের ইতিহাস, শাসক গোষ্ঠির ইতিহাস তৈরী করা যাবে না, অটনমি যদি সেখানে রাখা যায়, তাহলে সরাসরি সেটা করতে পারবেন না। সেইজন্যই এই দুইটি ধারা এখানে রাখা হয়েছে। ২৬ বছর ধরে যে নীতিতে চলে এসেছে, সেই নীতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য, দুর্নীতি করার জন্য এবং শিক্ষাজগতে মানুষকে শিক্ষার আলো না দেওয়ার জন্য এই দুইটি ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষাজগতেও যাতে একটা আমলাতন্ত্র চলে সেজন্য এই দুইটি ধারা রাখা হয়েছে এবং সেইজন্য আমি এই ধারা দুইটি বাদ দেওয়ার জন্য এখানে এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন্ব দেববর্মা। Now, I think discussion is over.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সেকশানেও অজয়বাবুর আছে, সমর চৌধুরীর আছে। সেগুলি এক সাথেই আমরা মুভ করে যাব।

মিঃ স্পীকার :— মুভ-হয়েছে তো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এখনও মুভড হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— আমিতো আগেই বলেছিলাম 'টেকেন অ্যাজ মুভড'।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ৪ নং সেকশানে আমি ১৩ নম্বরটা কি করে মুভ করি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। শুধু মুভ করে যান।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, Section 13(1)(c) be substituted by the following 'the Syllabus Committee shall consist of the following persons :—

(a) The President, (b) Two persons to be nominated by the state Govt. from among the members of the Board referred to in Clauses (vi) to (vii), (c) Two persons to be nominated by the State Govt. from among the members of the Board referred to in Clauses (xiii) and (xiv), (d) Two persons having special knowledge of scientific, technical or physical education to be nominated by the State Govt.'.

মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুদিন আগে ছাত্র পরিষদের বোম্বাই কনভেনশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আমাদের শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে এখন যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে এটা সাম্রাজ্যবাদের পঁচা গলা ব্যবস্থা এবং স্বাধীন ভারতের যারা শিক্ষার্থী তরুণ, তাদের চাহিদাকে মেটাতে পারে না। অতএব এটাকে ভেঙ্গে নতুন করে সাজাতে হবে। আমি প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যটা রাখছি এই জন্য যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন যে বর্তমান শিক্ষাটা সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট, এটাকে ভাঙতে হবে। আমাদের বক্তব্য হল এতদিন ভাঙার সুযোগ আপনাদের ছিল। এতদিন কেন এটাকে ভাঙলেন না এবং ত্রিপুরা সেকেণ্ডারী এডুকেশান বিলের প্রসঙ্গে আমি আসছি এই জন্য যে, যে বিষয়টা পড়ানো হবে, টেষ্ট বুক, তার কমিটিটা গঠন করতে গেলে কাদের নিয়ে করা হবে ? আমার এ্যামেণ্ডমেন্টে আমি খুব কনক্রিটলী বলতে চেয়েছি যে, যে সমস্ত প্রিনসিপ্যাল, হেডমাষ্টার সেই কমিটিতে থাকবেন তাঁদেরকে নিয়ে সেই কমিটি হবে এবং সায়েনটিফিক এবং টেকনিকেল নলেজ নিয়ে যারা এক্সপার্ট তাঁদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে। এটা এইজন্য বলছি যে ইংরাজ চলে যাবার পর ২৬ বছর আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষাব্রতীদের নানা রকম এক্সপারিমেন্ট হয়েছে। আমরা ১৯৪৮ সনে, ১৯৫২ সনে এবং ১৯৬৪ সনে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি শিক্ষা কমিশন পেয়েছি। মুদালিয়ার কমিশন, কোঠারী কমিশন, রাধাকিষণ কমিশন এবং আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি ম্যাট্রিকুলেশন, স্কুল ফাইন্যাল, তারপর হায়ার সেকেণ্ডারী, তারপর এখন আবার পশ্চিম বঙ্গে দেখছি, আমরা আবার ক্লাশ টেন স্কুলে চলে যাব। পরিস্কার মনে হচ্ছে যে সিলেবাস কমিটিতে শিক্ষার সঙ্গে যারা যুক্ত, আজকের ছাত্রদের চাহিদা কোটা, তাদের মধ্যে জীবনবাদী শিক্ষা কি করে গড়ে তোলা যায় এবং একটা

অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, একটা সাকসেসফুল শিক্ষা কাঠামো যাতে গড়ে তোলা যায় সেজন্য এই কমিটিতে সেই সমস্ত লোক যদি না থাকেন তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ আমাদের দুর্ভাগ্য আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, ত্রিপুরায় আমরা দেখেছি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক একজন পিলার আমরা দেখেছি যারা ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ না হোন, কিন্তু শিক্ষা চালান। তার মদের পাট্টা আছে, হয়ত তিনি মদের ব্যবসায়ী, হয়ত সরকারী গো-ডাউনে যেখানে খাদ্য হামেশাই চুরি হয় তার দারোয়ান অথবা ভাঙ্গা ব্রিজের কনট্রাকটার। অতএব ত্রিপুরায় যে সমস্ত লোক কনডেমড হয়ে গেছে আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত লোক এখানে শিক্ষার রাজর্ষি। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আগামী দিনে হয়ত সিলেবাস কমিটিতে এই সমস্ত লোক এসে যেতে পারে যারা মদের ব্যবসায়ী। এক সময় আমাদের যে শিক্ষা সেটা ১৮৩৩ সালে মেকলে সাহেব যে নোট নিয়েছিলেন তাঁর নোটের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ দেশের ইংরেজ আমলের শিক্ষা। বার্ণাডশ এক সময়ে শিক্ষার উপর ইংলণ্ডে খুব কড়া মন্তব্য করেছিলেন যে স্কুলগুলি জেলখানার থেকেও অধম। জেলখানায় কয়েদীদের শরীরের উপর টর্চার করা হয়, কিন্তু স্কুলগুলিতে ছাত্রদের নার্ভের উপর টর্চার করা হয়। রবীন্দ্র নাথ যে শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবত আমাদের দেশে চলেছে ইংরেজ আমলে, ছাত্রদের দুর্দশা দেখে তিনি বলেছিলেন যে যাদের জেলের দারোগা হওয়ার কথা ছিল, যাদের ড্রিলিং সার্জন হওয়ার কথা ছিল অথবা যারা ভূতের ওঝা হওয়ার কথা ছিল তারা শিক্ষাব্রতীদের ভার নিচ্ছেন। তারা যেন এই কাজে না আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত যে সিলেবাস আমাদের দিয়েছে সেখানে আমরা রবীন্দ্র নাথের মন্তব্যটা মনে করছি যে এখানে কিছু ভূতের ওঝা আছে। তা না হলে ঐ সিলেবাসের মধ্যে অংক শেখানো হচ্ছে দুধে গোয়ালা জল মেশালো, একই দরে বিক্রি করল, তাতেও লাভ হল। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে অংক শেখানো হচ্ছে ছেলেদের যে গোয়ালা দুধে জল মেশালো শিশু খাদ্যে। তারপর সেই অংক কষে ম্যাট্রিক পাশ করে যিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হন তিনি নিশ্চয়ই সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জীর মত চুরি করবেন রিফিউজীদের টাকা। কাজেই আমার বক্তব্যটা এখানে যে কি করে চোলাই করা হবে এটাই হবে আসল কাজ। সেজন্য বলছি অ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে, এমন সব লোককে আনা হোক যারা এক্স্পার্ট। ছাত্রদের কি চাহিদা, কোনটা তারা গ্রহন করতে পারে এই সমস্ত এবং আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা ১৯৫৭ সনে যেটা আমাদের স্বাধীন ভারতে চালু হয়েছে এটার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ড: জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, তৎকালীন উপাচার্য বলেছেন অত্যন্ত দু:খের সংগে আমাকে বলতে হয় যে এই শিক্ষার মধ্যে সময় এবং অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং এটা একটা ক্ষণস্থায়ী মেরিট পরীক্ষার জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি।" যার জন্য আজকে কখনও হায়ার সেকেণ্ডারী, কখনও টুয়েলভ ক্লাস, কখনও ক্লাস টেন—একটার পর একটা নিয়ে ছাত্রদের এক্স্পিরিমেন্ট করা হচ্ছে। ১১ বছর এক্স্পিরিমেন্ট করার পর এখন আবার ১০ ক্লাসে চলে যাচ্ছি। ছাত্ররা যেন ভারতবর্ষের তথাকথিত মেকী সমাজতন্ত্রীদের শিক্ষা গবেষণাগারে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি ইচ্ছামত কাটাই ছাটাই করে এদের অবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যার জন্য আজকে এমন একটা অবস্থায় এসে যাচ্ছে যে টেক্সট বুক আছে, পড়াশুনা হচ্ছে, প্রতি বছরই ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাশের হার কমে যাচ্ছে। আমি একটা উদাহরণ

এখানে রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে ১৯৭১ সনে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থির সংখ্যা ছিল ১,২৯,৫৮১, পাশের হার ছিল ১১.৭৩, ১৯৭২ সনে পরীক্ষার্থির সংখ্যা ছিল ১,৪০,৪৭৯, পাশের হার ছিল ৪৫.১৮ আর ১৯৭৩ সনে পরীক্ষার্থির সংখ্যা হচ্ছে ১,৬৮,২৫২ পাশের হার হচ্ছে ৩১ পার্সেণ্ট। আমাদের ত্রিপুরাতে এটা একটা বিপর্য্যয়কর জনক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে, যেমন উত্তর ত্রিপুরাতে শতকরা ৭ আর বাদবাকী গোটা ত্রিপুরাতে শতকরা ১৭ থেকে ২০ পার্সেণ্ট। অর্থাত ছাত্রদের সংখ্যা বাড়ছে, পড়াশুনার জন্য চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু পাশের হার কমে যাচ্ছে কেন? পরীক্ষার কাজটা খুব ভাল ভাবেই চলছে, কিন্তু সার্টিফিকেট দিতে পারব না, অতএব ওরা ফেল করুক। আসল কথা হল প্রথমে তো একটা বেরিকেড সৃষ্টি করলাম যাতে তারা দেওয়াল টপকাতে না পারে। পশ্চিম বঙ্গে আজকে ওরা বলছে বাংলায় ২০০, ইংরেজীতে ১০০, হিন্দী অথবা সংস্কৃত অথবা মডার্ণ ল্যাঙ্গুয়েজে আরও ১০০, অর্থাৎ মোট ১০০০ মধ্যে ৪০০ পড়তে হবে ল্যাঙ্গুয়েজে। আমি জানিনা, শিক্ষা মন্ত্রী, উনার ছেলেকে আমি পড়িয়েছিলাম, ইংরেজী ক্লাসে তার কি অবস্থা, সেটা আমি জানি, তাকে আমি পড়িয়েছি, আর সংস্কৃত ক্লাসে তার কি পজিশান, সেটাও আমি জানি। অন্যান্য ক্লাশ করার পর যখন সে ইংরেজী ক্লাশ করতে যেত, তখন ওর চোখের দিকে তাকাইলে মনে হত মৃত একটা জবাই করা কবুতর। সম্ভবতঃ শিক্ষা মন্ত্রী তার নিজের ঘরের অভিজ্ঞতা আছে। ইংরেজী ১০০ নম্বরের জন্য ২০০ নম্বরের পড়া পড়তে হবে, অর্থাৎ ১০০ নম্বরের জন্য আমাকে ডাবল পরিশ্রম করতে হবে। এরপর সংস্কৃত যেটা ডেড ল্যাংগুয়েজ বলে আখ্যায়িত, জীবনের সংগে যার কোনও যোগাযোগ নাই, সংস্কৃত যে পড়তে চায়, সে পড়ুক। আজকে কেউ ইঞ্জিনীয়ার হবে, কেউ ডাক্তার হবে, আবার কেউ সাইন্স পড়বে, তাদেরও সংস্কৃত পড়তে হবে, কিন্তু পরবর্তী কলেজ জীবনে যে সাইনস পড়বে, যে কমার্স পড়বে তার জীবনে সেই সংস্কৃতের কি মূল্য থাকবে? অথবা হিন্দী, তারও ঐ একই অবস্থা। অথবা মডার্ণ ইউরোপীয়ান ল্যাংগুয়েজ ফ্রান্সের মত এক সময়ে আমরা শুনেছিলাম ইংরেজী না শিখলে বিলেত যাওয়া যাবে না, ব্যারিষ্টার হওয়া যাবে না, কিন্তু যখন দেখছি আমার দেশের গ্রেজুয়েট ছেলে ১০০ টাকার মজুরী করে বা গ্রেজুয়েট ছেলে টেষ্ট রিলিফের মাটী কাটে, তখন সেই সখের স্বপ্ন বিলেত যাওয়া আর ব্যারিষ্টার হওয়ার স্বপ্ন আর তার থাকে না। কাজেই আমার ঘরের ছেলে, কৃষকের ছেলে বিলেত যাওয়ার বা ইংরেজী শিখার কোন প্রয়োজন নেই। ভিয়েৎনামে আগে ফ্রেন্স শিখতে হত, ফ্রেন্সে গেলে সমাজের মধ্যে যারা আপার ষ্টেটাসের লোক তাদের ঘরের ভাষা ছিল ফ্রেন্স। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনামে যেদিন নাকি হো চি মীন ক্ষমতায় আসলেন তখন ৫ বছরের মধ্যে সেই ফ্রেন্সকে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়, এখন ঐখানে ফ্রেন্স পড়ানো হয় না, অথচ সেখানে সাইন্টিষ্ট, ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ারের অভাব নাই। কিন্তু আমাদের দেশে বলা হচ্ছে কি? যে ইংরেজী না শিখলে তুমি সাইন্স পড়বে কি করে? আজকে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে একটা সাইন্সের বই আমার মাতৃ ভাষাতে লেখা হল না। কাজেই এই যে শিক্ষা, সমাজতন্ত্রের মধ্যে যারা আপার ষ্টেটাস যারা বুনিয়াদী, যারা অভিজাত, তাদের ছেলেরা যারা ঘি মাংস খায়, দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও যাদের মাছ মাংস মিস যায় না, তাদের ছেলেদেরই ফ্রেন্স, হিব্রু বা ল্যাটিন, ইত্যাদি

শিখাটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু রামের ছেলে, রহিমের বাচ্চা তাদের পক্ষে প্রথমতঃ মাতৃ ভাষায় ২০০ নম্বর, তারপর ইংরেজী, তারপর মডার্ণ ইউরোপিয়ান লেঙ্গুয়েজ অথবা সংস্কৃত অথবা হিন্দী পড়ার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এখানেও একটা ষড়যন্ত্র তাদেরকে নিয়ে করা হচ্ছে যে তারা যাতে বেশী সংখ্যায় পাশ না করতে পারে। কারণ ইংরেজী পড়ার পর তাদেরকে আরও দুইটি লেঙ্গুয়েজ এ্যাক্‌ষ্ট্রা হিসাবে পড়তে হবে। এর আগে অবশ্য আর একটা ষড়যন্ত্র ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা ইলেভেন ক্লাশের স্কীম করেছি এবং সেখানে সাইন্স পড়ানো হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ইলেভেন ক্লাশ যেখানে যেখানে হয়েছে, সেখানে সাইন্সের স্কীমটাকে সাক্‌সেস্‌ফুল করবার জন্য লেবরেটরী করা হয় নি, সেখানে প্রয়োজনীয় লেবরেটরীর অভাব রয়েছে। অবশ্য এখন সেটাকে একটা কফিয়ত হিসাবে বলা হচ্ছে যে লেবরেটরী হচ্ছে না, ঠিকভাবে পড়াশুনা হচ্ছে না। কাজেই আমরা ইলেভেন ক্লাশ তুলে দিয়ে আবার সেই পুরাতন ক্লাশ টেন বা মেট্রিক ক্লাশে চলে যাই। কিন্তু এখানেও আবার বলা হচ্ছে যে ২০০ নম্বর সাইন্স নিয়ে পড়তে হবে। একবার ১০ বছর চেষ্টা করবার পর যখন দেখলাম যে হচ্ছে না, এবারেও আবার সেই ২০০ নম্বর রেখে দিচ্ছি। অর্থাৎ শুক্র তোমাকে দিচ্ছি, কিন্তু কল্‌কে তোমাকে দিলাম না। ক্লাশ টেন এসে যাচ্ছে এটা একটা ষ্ট্যাণ্ট। এখানে এডুকেশান-টাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে, মজুরের ছেলে, কৃষকের ছেলে, গরীবের ছেলে, রামা, শ্যামা, মধুর ছেলে, ওরা যাতে লেখাপড়া না করতে পারে, ওরা যাতে এইসব দেখে শুনে ভয় পায়, তারই একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই এই যে ষড়যন্ত্র, পশ্চিমবঙ্গে যদি টেষ্ট বুক পরিবর্তিত হয়, ক্লাশ টেনের এডুকেশান চলে, আমরা পশ্চিমবঙ্গের নার্ভের সংগে বাঁধা, আমরাও সেটা এখানে চালু করব কিনা ? এটা হয়ে যেতে পারে, কাজেই সেই বিপদের সম্ভাবনা এখানেও আছে। তাছাড়া ইলেভেন ক্লাশের জন্য যে সমস্ত শিক্ষক আছে, তারাও ছাঁটাই হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে তারা অংক কষে দেখেছেন যে ৮ হাজার শিক্ষক ছাঁটাই হয়ে যাবেন, আর তার সঙ্গে আরও ৪ হাজার শিক্ষা কর্মী ছাঁটাই হয়ে যাবেন। ওদের কি হবে ? পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী কল্যাণীতে এক বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন যে আমরা তাদেরকে ড্রিলের মাষ্টার করে দেব। ইলেভেন ক্লাশের লেক্‌চারার, যারা গত ১১ বছর ধরে কেউ ফিলোসফি পড়িয়েছে, কেউ সাইন্স পড়িয়েছে, তাদের ডন বট শিখাবার জন্য ড্রিলের মাষ্টার করে দেওয়া হবে। কাজেই ত্রিপুরাতেও এই সম্ভাবনাটা রয়ে গেছে। সেজন্যই আমি এই কথাগুলি বলছি। আজকে সিলেবাস কমিটি করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে যে যেহেতু ত্রিপুরার ছেলেদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেদের কোন তুলনাই হয় না অর্থনীতিগতভাবে এবং সংস্কৃতিগতভাবে। আমরা এখানে ব্যাক-ওয়ার্ড কমিউনিটী আছি, ব্যাক-ওয়ার্ড কাল্‌চার আছে, কাজেই পশ্চিমবঙ্গে যেটা হচ্ছে, সেটাই এখানে করতে হবে, এক কালে আমার ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার জন্য ইংরেজী পড়াবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, আজও যখন দেখা যাচ্ছে আমার ভাই গ্রেজুয়েট হবার পর টেষ্ট রিলিফের মাটী কাটে তখন সেই রাজকন্যা হবার স্বপ্ন আর আমার নাই। আমরা যেটা চাই, সেটা হচ্ছে আমার ভাই, আমার বোনেরা লেখাপড়া শিখুক; যে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট, যে শিক্ষা সাচ্চা শিক্ষক বানাবে, যে শিক্ষা তার জীবন সম্পর্কে তাকে অভিজ্ঞ করে তুলবে। কিন্তু

বি, এ, পাশ করার পর যদি তাকে সদাগরী অফিসের সিমেন্ট ব্ল্যাক করার মতো গোজামিল হিসাব লেখার জন্ম যেন কাজ না করতে হয়, সেই শিক্ষা যেন সে গ্রহণ না করে, বা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন আমাদেরকে সেখানে না নিয়ে যায়। কিন্তু আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তাই হচ্ছে। ফাষ্ট ক্লাশ এম, কম, পাশ করার পর সদাগরী অফিসে কি করে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা চুরি করতে হয় বা কি করে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিতে হয়, সেই হিসাব লেখানো হয়, এই সিলেবাস আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, সেটা আমাদের এখন থেকে চিন্তা করার দরকার। কাজেই সেই আউট-লুক থেকে জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, যে সমস্ত জ্ঞানী গুণী আছে, কলেজের অধ্যাপক, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, যারা সাইনটিষ্ট, যারা এ্যাক্সপার্ট তাদেরকে আনুন, সেখানে এতদিন যাদেরকে দেখছি যে দলবাজী করতে পারে, যে মন্ত্রীকে না দেখলেও সেলাম দেয়, খবর শোনা মাত্র মন্ত্রীর পিছে দাওয়া করে। দারোগাকে দিয়ে শিক্ষা দপ্তর চলে না। এটা যেন না হয়, সেজন্য মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য এভাবে রাখছি এবং আশা করছি যে আমার এ্যামেণ্ডমেন্টটা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার দুইটা এ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করছি। প্রথমটা হচ্ছে— Clause 15(1)(c)—be substituted by the following :—

"The Appeal Committee shall consist with the following members—

(1) President, (2) 2 persons to be elected by the Board in the manner prescribed. (3) A person be nominated by the State Govt. from the Directorate of Education.

দ্বিতীয়টা হচ্ছে— Clause 13(1)(b)—be substituted by the folowing :—

"The Finance Committee shall consist with the following persons—

The President, Director of Education, 2 members of the Board to be nominated by the State Govt. and another person having knowledge in financial matters should be nominated by the State Govt. এখানে বিলের রুল থার্টিন (2)তে যে ভাবে আছে অর্থাৎ ফিনান্সিয়েল কমিটী এবং এ্যাপীল কমিটী সম্পর্কে যেভাবে আছে··· "The Committee shall consist of such members of the Board, and of such other persons, if any, as the Board in each case may think fit to appoint, and a nominee of the State Govt. in case of the Finance Committee," যেভাবে আছে তাতে স্পেসিফিক করা নাই, কাকে দিয়ে এই কমিটীগুলি করা হবে। যার জন্য হয়তো সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। মদ মাতালেরা এর মধ্যে ঢুকলে তো আর চলবে না? সেজন্য আমি এই এ্যামেণ্ডমেন্টগুলো এনছি স্পেসিফিকাই করে দেওয়ার জন্য যে কে কে কমিটীর মধ্যে থাকতে পারবে। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এমেণ্ডমেন্ট হচ্ছে সেকশান থার্টিনের ওয়ানের উপর। আমার এমেণ্ডমেন্ট আমি মুভ করছি। সেকশান থার্টিনের

'রিকগনিশান কমিটি' করার ব্যাপারে আমি এনেছিলাম সেটি হচ্ছে :—

i) The President.

ii) The Director of Education.

iii) Three members to be elected by the Board from among its members in the manner prescribed.

iv) Two members from the Inspectors of Schools.

আমি এই জন্য এনেছি যে আমরা জানি যে এই রিকগনিশান কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোন স্কুল রিকগনাইজড হবে কোনটি রিকগনাইজড হবে না—এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন স্কুল রিকগনাইজড না হলে ঐ স্কুলের ছাত্ররা ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারবে না এবং রিকগনিশান কমিটি রিকগনাইজ না করলে কোন স্কুল সিনিয়ার বেসিক থেকে অন্য স্তরে অথবা জুনিয়ার বেসিক থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হবে না। এখানে এই বিলে যা বলা হয়েছে এই বিলের মধ্যে আমরা যা বুঝি (ইন্টারাপশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম (ইন্টারাপশান) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেকশান থার্টিন হচ্ছে—এই বিলের আণ্ডারে এই বোর্ড গঠিত হওয়ার পর অনেকগুলি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিগুলিতে এই বোর্ডের মেম্বার ছাড়া অন্য মেম্বার থাকতে পারবে না। এখানে বলা হয়েছে এই কমিটিতে যারা মেম্বার থাকবেন, নমিনেটেড তিন জন থাকতে পারবেন এবং কারা হবেন এখানে তা বলা হয় নাই। এবং এই জন্য কারা প্রার্থী হতে পারবে তা যাতে এই বিলে উল্লেখ থাকে সেজন্য আমি এটা এনেছি। আমি বলতে চাই স্কুল ইন্সপেক্টার যারা তারা যাতে মেম্বার হিসাবে থাকতে পারেন—আর ডিরেক্টার। মেম্বার লিমিট, ৭ জনের কমিটি যাতে হয়, আনলিমিটেড মেম্বার যাতে না হয় এই বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি সেটি হচ্ছে সেকশান থার্টিন (টু)—এখানে যে বিল আছে—সেখানে 'দি' বাদ দিয়ে 'অল আদার' করে এবং তারপর যে অংশ "a nominee of the State Government in ease of Finance Committee" এটা বাদ দিয়ে শেষে "the functions and powers of those Committees shall be prescribed by the State Government". এটা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন্ব দেববর্মা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে এমেণ্ডমেন্ট সেটি সেকশান থার্টিন (টু)—সেটি হচ্ছে :—

a) The Examination Committee shall consist of :—

i) The President.

ii) The Director of Education.

iii) Two Persons to be nominated by the State Government from among the members of the Board referred to in clause (xiii) & (xiv).

iv) One person to be nominated by the State Government from among the Inspectors of Schools.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এটা মুভ করছি এবং হাউসে যাতে এটা এসসেপ্ট করা হয় সেজন্য এটা এনেছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা মুভ করুন।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মুভ করছি Section 18(1)(c)(i) সেখানে আছে "or to balance the income and the expenditure" যেটাকে delete করার জন্য আমি এনেছি। আমি এটা এনেছি এই জন্য যে বোর্ডের নিজস্ব কোন আয় থাকবে না, তাকে কনট্রোল করার জন্য এই কথার প্রয়োজন পড়ে না। আমার মনে হয় বোর্ডের মেম্বারদের অটোনোমাস যে ক্ষমতা সেটাতে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতাতেই এটা করা হয়েছে। তাই এটা থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার মনে হয় না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার (একটু পরে) he is absent, his amendment is falls through...

Shri Nripendra Chakraborty :— অন্য কেউ মুভ করতে পারে?

মিঃ স্পীকার :— আইন অনুযায়ী তা হয় না, মাননীয় সদস্য (ইন্টারাপশান) শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড যেটি ত্রিপুরায় গঠিত হতে চলল সেই সম্পর্কে কিছু এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা। হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ড যে উদ্দেশ্যে গঠিত হচ্ছে এবং এর অভ্যন্তরে কি আছে তার ভিতরে প্রবেশ না করেই তারা সন্দেহ প্রকাশ করছেন একটা সংকোচ, একটা ভয় তাদের মনে আসছে সেটি হচ্ছে এই সরকার, এই মন্ত্রীসভা ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী, ত্রিপুরার আদিবাসী ছেলেদের, কৃষকদের ছেলেদের, আদিবাসী ছেলেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে এখানে হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড গঠন করতে চলছেন না। সেখানে যা বলা উচিত ছিল সেটি তারা বলেনি—সাধারণ লোক যাদের অধিকার দেয়নি, দায়িত্ব দেয় নি, তারাই আজ এই সব কথা বলে চেয়ার দখল করার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যে কথা বলা তাদের উচিত ছিল যে সেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের প্রণয়ন বেশী না থাকে এবং একটা সুষ্ঠ সিলেবাসের মাধ্যমে যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়, সেই দিক দিয়ে তাদের আলোচনা করা দরকার ছিল। কিন্তু তা না করে শুধু চেয়ারের কাড়াকাড়ি করে গেছেন। মাননীয় সদস্য বাজুবান বাবু, তিনি অ্যামেণ্ডমেন্ট এনে বলতে চেয়েছেন অ্যাডমিনি-ষ্টারের কথা, ট্রাইবেল মিনিষ্টারের কথা এবং ধর্মের দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ইত্যাদি। জানি না, উনারা চেয়েছিলেন ত্রিপুরার মানুষকে, যারা ক্ষেতে কাজ করে, কৃষি কাজ করে, এই সমস্ত মানুষকে টেনে তারা রাস্তার আন্দোলনের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু এই সরকার যখন সজাগ, এই সরকার যখন সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করছেন তখন তাদের মনে একটা হাহাকার জেগে উঠে। তারা চেয়েছিল মানুষকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিতে। সরকার সজাগ ছিল তাই দুর্ভিক্ষ আসেনি। তাই তাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় সদস্য, তিনি বলে গেছেন একটা কন্ট্রাডিক্টরি কথা। এক দিকে বলেছেন সরকারের জন্য শিক্ষকরা প্রায়ই ছুটিতে থাকে, সেইজন্য স্কুল প্রায়ই বন্ধ থাকে। আবার বলছেন শিক্ষকদের প্রতিনিধি চাই। শিক্ষক প্রতিনিধি নিলে যে সেই একই অবস্থা হবে সেই তিনি চিন্তা করেন নাই। কাজেই একটা কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলে গেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই এ্যাডুকেশন বিলের সম্পর্কে উনারা বলেছেন যে ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারী বোর্ডের কথা। তারা সেখানে বলেছেন যে সেখানে এম, এল, এ'কে নেওয়া হয়েছে, এম, পি, কে নেওয়া হয় নি। মাননীয় বিরোধী দলের এম, এল, এ, যারা আছেন তারা এই দিকে কান দিয়ে শুনুন। আপনারা কলাও খাবেন, আবার দুধও চান। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা, ক্লাশ এলিভেন পর্যান্ত ফ্রি এডুকেশনের কথা বলে গেছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, উনি একটা স্কুলের হেডমাষ্টার, উনার স্কুলের পাশের হার গতবার যেটা হয়েছিল সেইটা উনাকে দেখবার জন্য অনুরোধ করছি। ত্রিপুরার মানুষ জানে কেন উনার স্কুলের পাশের হার ত্রিপুরার অন্যান্য স্কুলের চেয়ে অনেক কম। সেখানে যদি ছাত্রদেরকে পলিটিকসে না টানা হতো, আন্দোলনে না নেওয়া হতো, তবে তাদের পাশের হার আরও ভাল হতো। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অনিলবাবু বলে গেছেন যে আমাদের ইংরাজীতে প্রবণতা বেশী। কিন্তু উনি সে সমস্ত কথা বলে গেছেন সব কয়টি কথার মধ্যেই ইংরাজীর প্রবণতা আমরা দেখতে পাই। অথচ, আবার বলছেন যে আমরা বাংলা চাই। উনি বলেছেন এডুকেশনে কোন সুযোগ সুবিধা এই সরকার দেয় নি। কিন্তু (গণ্ডগোল) ত্রিপুরার মানুষ জানে যে কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই ত্রিপুরা সরকার ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত ফ্রি এডুকেশনের ব্যবস্থা করেছে। ষ্টাইপেণ্ডও দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বাবু বলে গেছেন যে শিক্ষামন্ত্রী না কি শ্রমিক সংঘের নেতা। কিন্তু তিনি যে, এই ত্রিপুরার সরকারী কর্ম্মচারী, যারা আজকে সরকারের কাজ করে এই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি চান তাদেরকে তিনি বিপথে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। ত্রিপুরার মানুষকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। তাই আমি বলছি যদি উনারা চীনের লাল বাতির দিকে চেয়ে না থাকেন, তাহলে ত্রিপুরার আরও উন্নতি হতো এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা উনার পক্ষে থাকতো।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি কি বলতে চাইছেন আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। (গণ্ডগোল)

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— আপনারা যখন বলেছিলেন তখন হিসাব করে বলেন নি কেন? আপনার—(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি জানতে চাই যে এখানে যে অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর আলোচনা হয়েছে সেইটার উপর আলোচনা করা হচ্ছে কি না? আমি সেইটা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, উনি অ্যামেণ্ডমেন্টগুলির উত্তর দিচ্ছেন, বলছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— স্যার প্রথমে বলা হয়েছিল যে সেকশনওয়াইজ আলোচনা করা হবে। একটা সেকশনের উপর আলোচনার পর অন্যরা যারা আলোচনা করতে চান তার আলোচনা করবেন।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর এখানে আলোচনা হয়েছে তার উপরই উনি বক্তব্য রাখছেন বলে উনি বলছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর যে বক্তব্য রেখেছি—

মিঃ স্পীকার :— ওটা পয়েন্ট অব অর্ডার নয় তো আপনার।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার হলো উনি যে বক্তব্যটা রাখছেন এই বক্তব্যটা তো উনি আমাদের অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর উত্তর দিতে পারেন না। রিপ্লাই মিনিষ্টার দেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি বলছেন উনি রিপ্লাই দিচ্ছেন। উনি আমাদের আলোচনার উপর রিপ্লাই দিতে পারেন না। উনি এই সাবজেক্ট মেটারের উপর বা এডুকেশন বোর্ডের যে বিল এসেছে সেইটার উপর বলতে পারেন। যে ক্লজে যে সেকশনে আমরা বলেছি, উনি কি বলতে পারেন যে উনার এতক্ষণ আলোচনার মধ্যে একটা কথাও এই সাবজেক্টগুলির উপর বলেছেন?

মিঃ স্পীকার :— তিনি বলেছেন যে আলোচনা করে উত্তর দিচ্ছেন, মোশনের উপর।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার।

মিঃ স্পীকার :—কিসের উপর পয়েন্ট অব অর্ডার?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—সরকারপক্ষের বেশ কয়েকজন সদস্য আপনার রুলিং'এর উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। (গণ্ডগোল)।

আমরা যে বক্তব্য রেখেছি আজকে হাউসে, যেসব বিষয়টি রিলিভেন্ট নয়, আপনি এটাকে একসপাঞ্জড করতে পারেন। আপনি কোন বক্তব্য আজকে একসপাঞ্জ করেন নি। কিন্তু উনাদের অনেকে মন্তব্য করেছেন যে আমরা বক্তব্যের বাইরে অনেক কথা বলেছি (গণ্ডগোল)।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য অভয় বিশ্বাস বলেছেন শিক্ষার মধ্যে দুর্নীতির বাসা। এই ত্রিপুরার মানুষ যেখান থেকে আমরা অক্ষর শিখছি, যেখান থেকে আমরা শিক্ষার আলোক পাচ্ছি সেই শিক্ষা কেন্দ্রকে তিনি দুর্নীতির বাসা বলেছেন, আমরা এটা বিশ্বাস করি না। এটা উনার নিজস্ব দৃষ্টিভংগী থেকে হয়তো সেটা বলেছেন। তিনি হয়তো সেখানে ইউনিয়ন করতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বাঁধা পেয়েছেন তাতে উনার একটা ভয় সেখানে ইউনিয়ন করতে পারেন নি বলে, তাই তিনি দুর্নীতিতির কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য একবার বলেছেন এই এই ভারতবর্ষ-এর একবার হাই স্কুল দেখেছেন, একবার হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল দেখেছেন, একবার ১২ ক্লাশ দেখেছেন। এটা ডেমোক্রেটিক ষ্টেট, আইন সব সময়ে ফ্ল্যাকসিবল, সেটা পরিবর্তন করা হয় সমাজ, সময় অনুপাতে সবকিছুই পরিবর্তন করা হয়। উনি হয়তো জানেন না যে আমরা দশ বছর আগে যে কাপড় চোপড়

পড়তাম, বা যে ব্যবস্থা আমাদের ছিল, তার চেয়ে আমরা এখন উন্নত প্রথায় এসেছি, সেই দিকে লক্ষ্য করে ভারত সরকার শিক্ষার পরিবর্তন যদি করেন তাতে আপত্তির কোন কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমিটি গঠনের কথা বলেছেন, বিভিন্ন সেল তৈরী করার কথা বলছেন। বোর্ডের যারা মেম্বার আছেন, বিভিন্ন সেল তৈরী করতে গেলে বোর্ডের মেম্বার ছাড়া ঐ সেলের মেম্বার হতে পারেন না। উনি যদি একবার অনুসন্ধান করতেন এবং নিজের কথা ভাবতেন এই যে আমরা এম, এল, এ, যারা আছি, তারাই এই বিধান সভায় এসে কথা বলতে পারি, তার বাইরে কেউ এখানে কি আসতে পারেন? সেখানে কি কোন কিছু বলতে পারেন? তিনি যদি নিজের কথা অনুসন্ধান করতেন তাহলে এখানে এভাবে কমিটি গঠনের কথা বলতে পারতেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমার বিশ্বাস সরকার যে ষ্টেপ নিয়েছেন, হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশান বিল যে এখানে এনেছেন, এটা একটা সুদৃঢ় পদক্ষেপ এবং ত্রিপুরার সাধারণ ছাত্রের কথা চিন্তা করেই এই বিল এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি এবং এ্যামেণ্ডমেন্ট এর বিরোধীতা করি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল ডিপুটি মিনিষ্টার, শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিলের আলোচনা প্রসংগে অনেক এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন এবং তার উপর আলোচনা রেখেছেন। সর্বশেষ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে যে বলার জন্য অনুমতি করেছেন এবং আমি সংগে সংগে দেখছি ট্রেজারী বেঞ্চের চাইতেও বেশীভাবে উল্লসিত হয়েছেন অপজিশান বেঞ্চের মেম্বাররা। সেটা স্বাভাবিক, তার কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এযাবতকাল পর্য্যন্ত যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ'এর যে অভাব ছিল, দীর্ঘদিনের অভাব আজকে এই বিলের দ্বারা তা দূর হতে চলেছে এবং এযাবতকাল পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, শিক্ষাকামী মানুষ, এক কথায় ত্রিপুরার সবসাধারণ যে প্রত্যাশা করেছিলেন একটা মধ্যশিক্ষা পর্ষত এর, এই বিলের দ্বারা তাদের বহুদিনের আশা আকাংখা পুরণ হতে চলেছে। এই জন্য আমি বিশ্বাস করি এই আশা আকাংখা পুরণের দরুনই আমাদের বিধানসভার সদস্যরা যেমন, তেমনি ত্রিপুরার মানুষ একে অভিনন্দন জানাবেন। গতকালই আমি এই সভায় বলেছি যে এই বিলের মধ্যে মতপার্থক্য অতি সামান্য, মতৈক্যই সবচেয়ে বেশী হয়েছে। এর প্রমাণ ১১টি এ্যামেণ্ডমেন্ট মাত্র তার জন্য এসেছে। অথচ যে এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এসেছে মূলত: সেগুলি যে খুব বেশী গুরুত্ব বহণ করে না একথা আমি এখানে পর্য্যালোচনা করব। প্রথমে আমি বলছি পাঁচ ছয়টি এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে কমিটিগুলি গঠন সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিল যখন এ্যাক্টে রূপান্বিত হয়, সেই এ্যাক্টের মধ্যে—যে কোন ব্যবস্থার উপর এ্যাক্ট তৈরী হয়, তার মৌল যে নীতিগুলি সেই নীতিগুলি তার মধ্যে উল্লেখ থাকে এবং তার পরিপূরক হিসাবে রুলস তৈরী হয় এবং এই কমিটিগুলি কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হবে সেইগুলি রুলসের এক্তিয়ারভুক্ত, এ্যাক্টের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। কিন্তু তাঁরা সন্দেহ এবং সংশয়ের বশে, প্রতিটি কাজ কর্ম্মকেই তাঁরা সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেন, তারই জন্য তাঁরা রুলসের বিষয়গুলি, এ্যাক্টের মধ্যে এনে বলবার তাঁরা চেষ্টা করেছেন এবং সেকথা বলবার সময় ওঁরা একবার বলেছেন যে এই

সরকার এবং কর্মচারী, বিভাগীয় প্রধান যারা, যারা ডাইরেকটার অব এড়ুকেশান, ডাইরেক্টার অব এগ্রিকালচার, ডাইরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ, প্রিন্সিপাল যারা আছেন, ওঁদের তাঁরা দেখেছেন করাপ্ট অফিশ্যাল, দুর্নীতিপরায়ণ আমলা বলেছেন, দুর্নীতি পরায়ণ একটা সমাজ ব্যবস্থায় ২৬ বছরের অবশ্যাসম্ভাবী পরিণতি হিসাবে, ওঁদের একটা প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের সংগে আমরা লক্ষ্য করছি যে ওঁরা যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, তাদের নামও তাঁরা বলেছেন, তাঁরা কনট্রাডিকশানে ভুগছেন, কনট্রাডিকটারা কথা বলেছেন—কারণ তাঁরাই আবার বলেছেন যে এই কমিটিগুলির মধ্যে ডাইরেক্টার অব এডুকেশান এবং অন্যান্য ডাইরেক্টারদের রাখবার জন্য কথা বলা হয়নি। কাজেই তাঁদের কথার মধ্যে যুক্তি বড় বেশী একটা ছিলনা। শুধু অহেতুক একটা সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাঁরা এটা বলে গেছেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে তা পরিস্ফুট হয়েছে যে ওঁরা যে কথাটা অস্বীকার করতে চাইছেন, তাকেই তাঁরা আবার প্রস্তাব আকারে রেখেছেন। এমন সব বিষয় বস্তু এতে ঢুকিয়েছেন যেগুলি এ্যাক্টের বিষয় বস্তুর মধ্যে আসতে পারে না। কাজেই এই সমস্ত এ্যামেণ্ডমেন্ট গ্রহণযোগ্য নয়, আমি এই হাউসের কাছে অনুরোধ রাখছি, সেগুলি যাতে গ্রহণ করা না হয়। ওঁরা বলেছেন যে এর মধ্যে নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি রাখবার জন্য। গতকাল আমি বলেছি যে ভারতবর্ষের যতগুলি অংগ রাজ্য রয়েছে এবং যার মধ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রয়েছে সেখানে যেগুলিকে প্রগতিশীল রাজ্য বলে বলা হয় এবং যেগুলিতে প্রগতিশীল রাজ্য সরকার আছে বা ছিল বলে বলা হয় তাতে কোথাও আমরা দেখতে পাইনি ছাত্র-প্রতিনিধি রাখা হয়েছে শিক্ষা পর্ষদের মধ্যে। সুতরাং এখানেও আমরা মনে করিনা, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে করতে পারছে না যে এখানে একটা প্রয়োজন রয়েছে ছাত্রপ্রতিনিধি গ্রহণ করার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মধ্যে, এটা আমি মনে করি না। সুতরাং ছাত্রপ্রতিনিধি সারা ভারতবর্ষের কোন কোন রাজ্য যেগুলিকে প্রগতিশীল বলে বলা হয় সেগুলি যখন গ্রহণ করবে তখন আমরা চয়ত বিবেচনা করে দেখব। বলা হয়েছে যে শিক্ষক প্রতিনিধি যারা রয়েছে তাদের নমীনেশান না রেখে তাদের ইলেকটেড করার কথা। আমরা দেখেছি পর্য্যালোচনা করে যে ইলেকশান যদি দিতে হয় তার কনসটিটিউয়েন্সী দিতে হবে ভাগ করে, ইলেকটরেট ঠিক করে দিতে হবে। তার মধ্যে জটিলতা আরও বাড়বে। এর জন্য আমরা চাইছি যে ওরা সিলেক্টেড এবং আইনের পথ খোলা রয়েছে, যদি প্রয়োজন হয় তাদের সেই ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে যেতে পারব। আরও বলা হয়েছে এই এ্যামেণ্ডমেন্টগুলির মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষক প্রতিনিধি রাখা হয় নি এবং উপজাতি এবং তপশীলভুক্ত ছাত্র প্রতিনিধি আরও বেশী করে রাখার জন্য। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে যতগুলি রাজ্য রয়েছে এবং যাদের মধ্যে শিক্ষা পর্ষদ রয়েছে তাদের সবারি এ্যাক্ট আমরা দেখেছি। তার মধ্যে আমরা কোন সিডিউলড কাষ্ট বা সিডিউলড ট্রাইব প্রতিনিধি নেওয়ার কথা দেখিনি। তবুও আমরা রেখেছি। এটা আমাদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগী আছে বলেই এবং এর মানে এই নয় যে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব যে প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে তার বাইরে আর প্রতিনিধি নেওয়া যাবে না। তার মধ্যে আরও

সিডিউল কাষ্ট ও সিডিউল ট্রাইব প্রতিনিধি নেওয়া যেতে পারে, সেই পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। সুতরাং যে এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এসেছে এবং সেই এ্যামেণ্ডমেন্টের প্রসঙ্গে যে কথার অবতারণা করা হয়েছে তার মধ্যে আমরা দেখি যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাজ ভালভাবে চলুক এই চিন্তা যতখানি আছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কটু কথা তার মধ্যে অনেকখানি আছে। সুতরাং যে এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এসেছে আমি পর্যালোচনা করে দেখেছি এবং বলেছি যে এইগুলিকে গ্রহণ করার জন্য কোন যুক্তি থাকতে পারে না। সুতরাং সিলেক্ট কমিটিতে যেভাবে বিলটা পাশ হয়েছে অবিকল সেইভাবে বিলটা গ্রহণ করা হোক হাউসের কাছে এই বক্তব্য জানিয়ে আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now, discussion is over. Now, I am putting Clauses of the Bill to vote.

(Cl. 2 & 3 was put and carried by voice vote)

The amendment of Shri Jitendra Lal Das--that sub-clause XIV of clause 4(1) be substituted by the following—

'Six teachers' representatives two from each district of Tripura to be elected in the manner prescribed' and

A new sub-clause be inserted as sub-clause XVIII in Clause 4(1)—'Six students' representatives two from each district elected by the students' Councils of the Higher Secondary Schools and Colleges."

(The amendment was then put to vote and lost)

Than the amendment moved by Shri Baju Ban Riyan that—In clause 4(1) replace sub-clause (XVI) by the following' "persons interested in education numbeing four nominated by the State Govt. one of them being a women and one an advocate as defined in the Advocate Act, 1961 and two persons belong-to sch. tribes and one being sch. castes to be elected in manner prescribed.'

(The amendment was then put to vote and lost)

The amendment moved by Shri Samar Choudhury that—'In clause 4(XIII) replace 'Nominated by the State Govt.' by 'to be elected in the manner prescribed,'

(It was then put to vote and lost)

The question that the amendment moved by Shri Niranjan Deb that—In Clause 4(1), after sub-clause (XVI) add a new sub-clause as follows :—

'Four students' representatives to be elected in the manner prescribed' and re-number the Sub-Clause accordingly,

(It was then put to vote and lost).

That the clause 4 do stand part of the Bill

(It was then pnt to vote and carried.)

That the clause 5 do stand part of the Bill

(It was then put to vote and carried.)

Then the question that the amendment moved by Shri Anil Sarkar that—In clause 6 after sub-clause (X) add the following sub-clause (XI) to make education free upto the Secondary standard; (XII) to provide special facilities in matters of stipend facilities, book grants etc. to students belonging to sch. tribes and sch. castes and other economically weaker section of the people and re-number the sub-clause accordingly,

(The amendment was then put to vote and lost)

That the clause 6 do stand part of the Bill (It was then put and passed.)

Then the amendment moved by Shri Ajoy Biswas that—In clause 7 delete sub-clause (3) and (4) (It was put and lost).

That the clause 7 do stand part of the Bill was then put and carried.

That the clause 8 to 12 do stand part of the Bill were then put and carried.

Then the amendment moved by Shri Anil Sarkar that clause 13(1)(c) be substituted by the following 'the syllabus Committee shall consist of the following persons :—

(a) The President, (b) Two persons to be nominated by the State Govt, from among the members of the board referred to in clauses (vi) to (xii), (c) Two persons to be nominated by the State Govt. from among the members of the board referred to in clauses (xiii) and (xiv). (d) Two persons having special knowledge of scientific, technical or physical education to be nominated by the State Govt.

(The amendment was then put to vote and lost)

The amendment moved by Shri Samar Choudhury that clause 13(1)(c) be substituted by the following 'The appeal Committee shall consist of the following members :— (a) The President, (b) two persons to be elected by the board in the manner prescribed, (c) a person to be nominated by the State Govt. from the Directorate of Education'.

(2) Clause 13(2)(b) be substituted by the following 'the finance Committee shall consist the following persons :—(a) The President, (b) The Director of Education, (c) Two members of the Board to be nominated by the State Govt. (a) one persons having knowledge in financial matters to be nominated by the State Govt.

(The amendment was then put to vote and lost).

The amendment moved by Shri Baju Ban Riyan that Clause 13(1)(d) be substituted by the following 'The recognition Committee shall consist of the following persons :—(a) The President, (b) The Director of Education, (e) three members to be elected by the board from among its members in the manner prescribed, (d) two members from the Inspector of School,

(The amendment was lost by voice vote).

Next the question before the House is the amendment moved by Shri Sudhanwa Deb Barma that the Clause 13(2)(a) be substituted by the following—

'The Examination Committee shall consist of (a) The President, (b) The Director of Education, (c) Two persons to be nominated by the State Government from among the members of the Board referred to in Clause (xiii) and (xiv) (d) One person to be nominated by the Sate Government from among the Inspector of Schools."

(The amedment was lost by voice vote.)

Now I am putting the main clause to vote.

Clause 13 do stand part of the Bill.

(This was put to vote and agreed to.)

Clause 14 to 17 do stand part of the Bill.

(It was agreed to by voice vote.)

Now the question before the House is the amendment moved by Shri Sudhanwa Deb Barma that—'in clause 18(1)(c)(i) delete "or to balance the income and the expenditure."

(The amendment was lost by voice vote.)

Now I am putting the clause 18 to vote.

Clause 18 do stand part of the Bill.

(It was agreed to by voice vote.)

Clause 19 to 26 do stand part of the Bill.

(It was agreed to by voice vote.

Now I am putting Clause 27 to vote).

Clause 27 do stand part of the Bill.

(It was agreed to by voice vote.)

Clause 28 to 31 do stand part of the Bill.

(This was agreed to by voice vote.)

Clause 1 do stand part of the Bill.

(It was agreed to by voice vote.)

The title do stand part of the Bill.

(It was agreed to by voice vote.)

Next business is the passing of the Tripura Board of Secondary Education Bill, (Bill No. 8 of 1973).

I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill to move his motion for passing of the Bill.

Shri S. C. Shome :—Mr. speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Board of Secondary Education Bill (Tripura Bill No. 8 of 1973) as reported by the select Committee and as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Shri S. C. Shome, Minister in-charge of the Bill that "the Tripura Board of Secondary Education Bill (Tripura Bill No. 8 of 1973) as reported by the select Committee and as settled in the Assembly passed."

(The Bill was passed by voice vote.)

The House stands adjourned at 5-15 P. M. till 12-30 on Thursday, the 20th September, 1973.

ANNEXURE—'A'

STARRED QUESTION NO. 326

By Shri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর—ধর্মনগর, কৈলাসহর—কুমারঘাট রাস্তায় সরকারী বাস চালু আছে কি ?

২) চালু না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 604

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা হইতে সেকেরকোট পর্য্যন্ত টাউন বাস চালু করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে কখন হইতে এই বাস চালু করা হইবে ?

উত্তর

১) বাস সিণ্ডিকেটের আগরতলা হইতে সেকেরকোট পর্য্যন্ত টাউন বাস চালু করার প্রস্তাব ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটি ডিসেম্বর ১৯৭১ এই সর্ত্তে মঞ্জুর করে যে উপযুক্ত সংখ্যক বাস চালু করা হইবে।

২) বর্ত্তমানে সেকেরকোট পর্যন্ত টাউন বাস চালু করার সুবিধা নাই যেহেতু বর্ত্তমান বাসের সংখ্যা আগরতলা সার্ভিস পরিচালনার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

STARRED QUESTION NO. 481

By Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operetive Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) পাটের ন্যায্য দর কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিম্নতম বাঁধা ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের নিকট হইতে পাট কিনার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২) থাকলে তা কবে থেকে চালু হবে?

৩) না থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) ভারত সরকার ১৯৭৩-৭৪ সালের পাটের নিম্নতম ক্রয়/বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া উক্ত নিম্নতম বাঁধা মূল্যে কৃষকদের নিকট হইতে পাট কিনার পরিকল্পনা নিয়াছেন।

২) ৫।৮।৭৩ ইং থেকে এই পরিকল্পনায় পাট কেনা শুরু করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 480

By Shri Baju Ban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কাঠালিয়াছড়া গাঁওসভাকে (বগাফা এন, পি, ব্লক অধীনস্থ) দুইটি গাঁওসভা করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ তাকুমার জনসাধারণ এক গণ দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন, এবং

২। সত্য হইলে সরকার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়

২। বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 472

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত রাজনগর ব্লক-এ পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার না থাকায় যে ব্লক এলাকায় পঞ্চায়েতের কাজ বিঘ্ন হইতেছে, এবং

২। সত্য হইলে পঞ্চায়েত এক্সটেনশন্ অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা হচ্ছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজনগর ব্লকের পঞ্চায়েতের সকল প্রকার কাজ বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত এক্সটেনশন্ অফিসার পরিচালনা করিতেছেন।

২। পঞ্চায়েত এক্সটেনশান অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হইতেছে।

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 284.

By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Name and addresses of people who applied for allotment of Motor Vehicles, Taxis, Scooters, Motor Cycles and Auto-Rickshow during 1970-73 (upto July) from Tripura Govt. Quota ;
2. Persons to whom such allotment have been made during the period ?

ANSWERS

1. Names and addresses of people who applied for allotment of Motor Cars, Taxis, Scooters, Auto-Rickshows during 1970-73 are given at Annexure—"A". There was no applicant for Motor Cycle during 1970-73.
2. Names of allottees of Motor Cars, Taxis, Scooters, Auto-Rickshows during 1970-73 are given at Annexure—"B".

ANNEXURE—A.

LIST OF NAMES AND ADDRESSES OF PEOPLE WHO APPLIED FOR ALLOTMENT OF CARS FROM 1970 TO JULY, 1973.

1. Major S. S. Bohtan, 6 Assam Rifls, C/o. 99 APO.
2. CApt. M-I. Jaiswigh 92 Mountain Regiment, C/o. 99 APO.
3. Shri G. S. Narayana, Executive Engineer, Agartala.
4. Major U. S. Ahluwalia, 22. Rajput Regiment. C/o. 99 APO.
5. Major M. B. S. Lamlea, C/o. 6 Assam Rifls, Agartala.
6. Shri G. S. R. Murthy, Executive Engineer, P.o. Teliamura, Tripura.
7. Lt. Col. Gurcharan Singh, 24 Punjali, C/o. 99 APO.
8. Major Y. P. Beotra, 428, Ind. fd. Camp. C/o. 99 APO.
9. Major H. S. Sarao, 92, Mountain Regiment, C/o. 99 APO.
10. Dr. S. Deb Nath, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
11. Shri B. K. Roy, C/o. Indian Airlines, Agartala.
12. Shri S. K. Mukherjee, Divisional Forest Officer, Agartala.
13. Major B. P. Jain, 6 Assam Rifles, Agartala.
14. Dr. S. K. Dey, Dentist 70. H. G. Basak Road, Agartala.
15. Shri R. Ardhanari, Principal Engineering Office, Agartala.
16. Shri P. S. Bhagar, I. A. & A. S. 8 Lyndhust Estate, Shillong. 3.
17. Lt. Co. K. A. George, C/o. Capt. T. Kuriacose, Station H. Q. Agartala.
18. Shri M. L. Rawal, Director of Telegraphs, Microwave Project.
19. Shri Paramjit Singh, Supdt. of Police, Tripura.
20. Shri A. S. Karpad, Director (U. T.) New Delhi 22.
21. Major General U. B. Tuli, I, G. P. Agartala.
22. Prof, M. Das, Tripura Engineering College, Tripura.
23. Dr. S. B. Roy Choudhury, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
24. Shri A. K. Singh, DFO. Tripura.
25. Major U. S. Bajaj, C/o. 99 APO.
26. Shri R. Badrainath, Secy, Agartala,
27. Shri Brajendra Ch. Das, M. B. B. College, Agartala.
28. S/Maj Tilak Raj, C/o. 6 Assnm Rifles, Agartala.
29. Maj. P. P. S. Cheema, C/o. Dilip Singh, Agartala.
30. Major B. S. Malik, Station H. Q. Agartala.
31. Shri N. Ramanathan, P. O. Tensukia, Assam.
32. Major G. K. Bhatia, C/o. 99 APO.
33. Shri A. Bhattacharjya, Add. Dist. Magistrate & Collector, Tripura.
34. Shri P. C. Das Gupta, Physician, G & B. Hospital, Agartala.
35. Major S. S. Desai, C/o. 99 APO.
36. Lt. Col. B. S. Anand, 557 ASC Battalion, C/o. 99 APO.
37. Shri M. L. Rawal, Director of Telegraphs, Agartala.
38. Shri B. Majumder, Womens. College, Agartala.
39. Shri R. N. Bose, Engineer in Chief, Assam.
40. Shri U. Radha Krishanan, Vigilance Officer, Assam.
41. Maj. K. Keprate, 92 Mountain Regiment, C/o. 99 APO.
42. Major K. P. S. Ahluwalia, Ary Signal Centre, C/o. Station H. Q. Agartala.
43. SON Ldr. S. C. Mehra, Air Force, Agartala,
44. Shri Ajit Sarkar, Assistan't Destiict Silchar.
45. Shri B. P. Singh, IAS. Joint Secretary, Shillong.

46. Capt. J. S. Nagra, 92. Mountain Regiment. C/o. 99 APO.
47. Shri N. K. Sarma, Superintending Engineer, Agartala.
48. Major Chandi Parshad, Assistant Director N. C. C. Shillong.
49. Major Prem Prakash, C/o. 99 APO.
50. B. Z. K. Reddy, Flying Officer, C/o. 99 APO.
51. SON. Ldr. S. Vishwananthan, C/o. 99 APO.
52. Shri G. P. Singal, Director of Telegraphs, Shillong.
53. N. G. Cdr. R. N. Bakrshi, C/o. No. 121 SU. IAE, 99 APO.
54. Major S. Balkal, Army Medical Corps.
55. Shri N. Sachindramand, Superintending Engineer Addl. Circle, Agartala.
56. Shri Berkeley, D. Pugh, Shillong.
57. Shri R. S. Bindra, Judical Commissioner, Agartala.
58. Smti. Vimla Devi Rala, Officiating Commanding, C/o. 99 APO.
59, Shri P. D. Gogoi, Director of Health Services, Agartala.
60. Dr. R. Dutta, Superintendent of V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
61. Maj. C. Randwani, C/o. Station H. Q, Agartala.
62. Capt, M. M. Ravi, C/o, 99 APO.
63, Lt, Col. J. C. D. Bali, C/o. Station H. Q, Agartala.
64. Lt. Col Ashok Kalyan Verma, C/o. Station H. Q. Agartala.
65. Ic. Major S. P. Sarma, C/o. 99 APO.
66. Major Jawahar Singh, C/o. 99 APO.
67. Major James Vimal Abraham, C/o. Station H. Q. Agartala,
68. Shri A. Bhargava, Womens College, Agartala.
69. Shri V. K. Kalia, I.G.P, Agartala.
70. Dr. Surendra Kr. Minocha, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
71. Dr, R. M. Banik, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
72, Shri Vinod Kr. Sood, D. F. O, Clerfy, Tripura.
73, Major J. P. Naithani, C/o. Station H. Q. Agartala.
74. Major C. M. Chowdhuri, C/o. Station H. Q. Agartala.
75. Capt. Darshan Singh, C/o. Station H. Q. Agartala.
76. Dr. Santa Kar, V. M. & G. B. Hospital, Agartala,
77. Shri Inder Saha, Jt. Secretary, New Delhi, Delhi.
78. Lt. Col. A. C. Misra, Spl. Officer, New Delhi.
79. Shri I. K: R. Rasgotra N. F. Railway Gauhati.
80. Lt. Surinder Singh, C/o. Mr. Om. Brain S. House, Shillong.
81. Shri A. K. Patnaik, Asstt. Collector, Agartala.
82. Shri J. C. Sawhney. Assam Rifls, C/o. 99 APO.
83. Lt. Col. Campas F. R. C/o. 99 APO.
84. Major Vijoy uppal, C/o. 99 APO.
85. Shri B. K. Majumder, B. T. College, Agartala.
86. Shri K. V. Nambiar, Flging Officer, Agartala.
87. Flit Lt. K. A. Viji, Air Force Unit, Agartala.
88. Shri N. R K. Drishnan, N. F. Railway, Agartala.
89. Shri Ganesan, Executive Engineer, P. O. Radhakishorepur.
90. Maj. Bal Raj Ahuja, Officer Commanding. C/o. 99 APO.
91. SON. Ldr, C. S. Samdhu, Helicopter Unit. C/o. 99 APO.
92. Shri S. G. Balsubramanian, Executive Engineer, Amarpur.
93. Sri P. K. Deb Barman, Secretary, Agartala.
94. Shri D. Patwary, Executive Engineer, Agartala.
95. K. P. Chakrabotty, Dist. Magistrate, & Collector, South Tripura.
96. Shri K. Vebkata Rathnam, Addl. Judicial Comissioner, Agartala.

97. Brig. V. N. Malhotra, Chief Commandant, Agartala.
98. Shri N. H. Chandwani, Executive Engineer, Teliamura.
99. Capt. Bhupinder Singh, C/o. 99 APO.
100. Shri S. Chander, Executive Engineer, Tripura.
101. Major D. K. Serene, C/o. 99 APO.
102. Capt. V. S, Chaturvedi, C/o. Station H. Q. Agartala.
103. Shri R. P. Gupta, P. O. Kunjaban, Agartala.
104. Lt. Col. S. K. Murthy, Commnd. Army Service Corps. C/o. 99 APO.
105. Major K. K. Bhatia, Officer. Commanding, C/o. 99 APO.
106. Lt. Col. D. S. Rao, 1004 ASC Bn. C/o. 99 APO.
107. Shri Krishnan Mohan. G. B. Hospital, Agartala.
108. Lt. Col. R. B. I. Snaize, C/o. 99 APO.
109. Dr. Kamalesh Sil, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
110. Shri R. K. Saxena, Commendant, C/o. 99 APO.
111. Lt. Col. D. S. Bahl' C/o. 99 APO.
112. Shri K. R. Chadha, Asstt. Transport Officer, Agartala.
113. Dr. A. Sengupta, Dist. Family Planning Officer, Agartala.
114. Capt. S. S. Randhawa, Second in Command. C/o. 99 APO.
115. Shri S. K. Bhattacharjee, Superintending Engineer, Agartala.
116. Capt. B. S. Sandhu. C/o. 99 APO.
117. Lt. Col. C. K. Dev Varman, Commandant, C/o. 93 Bn. B. S. F. Teliamura,
118. Shri Ashok Nath, D. M. & Collector, Agartala.
119. Lt. P. K. Vaid, C/o. 99 APO.
120. Dr. Abani Mohan Majumder, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
121. Shri Tapas Ranjan Chatterjee, Executive Engineer, Agartala.
122. Shri Purnendu Bikash Choudhury, Kakraban.
123. Shri R. C. Gilotra, Surveyor, P. W. D. Agartala.
124. Dr. Rabindra Nath Choudhury, Hrishyamukh.
125. Shri Satchidananda Waddader, Dharmanagar.
126. Dr. Bikas Roy, V. M. & G. B. Hospital. Agartala.
127. Dr. S. K. Dutta Choudhury, Khowai Hospital, Khowai.
128. Shri J. N. Sondhi, First Circle, Agartala.
129. Dr. Sukhendu Bhattacharjee, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
130. Shri Ajoy Sinha, D. M. & Collector, Tripura.
131. Shri Satya Brata Bhattacharjee, P. O, Abhoynagar, Agartala.
132. Dr. D. N. Choudhury, G. B. Hospital, Agartala.
133. Dr. Chandi Das Acharjya, G. B. Hospital.
134. Shri Ganga Das, D. M. & Collector, Udaipur.
135. Dr. Pran Ballabh Pramanik, S. D. M. O. Sonamura.
136. Shri K. D. Menon, Secretary, Agartala.
137. Shri Chandra Sekhar Sarma, Jt. Secretary, Agartala.
138. Shri Pranesh Ch. Das Gupta, Medical Officer, Agartala.
139. Shri Santimoy Sarma, Director of Public Relation & Tourism, Agartala.
140. Shri R. N. Shopory, Police Advisor, Agartala. Tripura.
141. Shri D. D. Bhandari, Executive Engineer, Gauhati.
142. Shri Rathindra Nath Chakraborty, D. M. & Collector. Udaipur.
143. Sri Digindra Kr. Das, Executive Engineer, Agartala.
144. Sri B. S. Garcha, Commandant, B. S. F. South Tripura.
145. Shri S. P. Sawhney, Dy. Commandant, B. S. F., South Tripura.
146. Dr. Sujit De. V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
147. Shri B. L. Vohra, Supdt. of Police, Agartala.

148. Shri J. M. Mahajan, O. S. D, Police Advisor, Agartala.
149. Shri Amit Kr. Roy Choudhury, Motor Stand Road, Agartala.
150. Shri Bijay Kr. Roy, Teliamura.
151. Shri S, Chandra, Banamalipur. Agartala.
152. Shri K. P. Sinha, Damburnagar, Tripura.
153. Messrs Jain Trading, Dharmanagar.
154. Shri Mulchand Shand, P. O. Pecharthal, Tripura.
155. Shri N. C. David, Agartala, Tripura.
156. Smti. Indrani Mukherjee, Station H. Q. Agartala.
157. Shri Benoy Bhusan Roy Barman, Akhura Road, Agartala.
158. Shri Anjan Kr. Roy, 5/B Central Road Agartala.
159. Shri Jatindra Nath Roy. C/o. Michu Sen, Dharmanagar.
160. Dr. Vijay Treham, C/o. Walford, Agartala.
161. Shri Shyam Sundar Chotia, C/o. Bhagriath Trading Co. Arundhutinagar.
162. Shri Sushil Ch. Chakraborty, C/o. Jibananda Goswami, Ramnagar, Agartala.
163. Shri P. C. Chatterjee, Pearachera Tea Estate, Dharmanagar, Pripura.
164. Shri Saanwarmal Agarwal, Netaji Subhas Road, Agartala.
165. Shri J. K. Deb Barma, Asstt. Commercial, Indian Air Lines, Agartala.
166. Shri L. S. Rao. Indian Airlines Agartala.
167. Shri Dalam Chand Bhura, Pechartahal, Tripura.
168. Shri Bimal Kr. Blara, Pecharthal, Tripura.
169. Mrs. Labanya Prabha Brahmo, Old Kalibari Road, Agartala.
170. Shri Madanlal Jain, 41/1. Central Road, Agartala.
171. R. B. Rai, C/o. Shri N. L. Deb Varman, Jaganath Bari Road, Agartala.
172. Shri Nagendra Prasad Tiwari, C/o. Netaji Subhash Road, Agartala,
173. Shri Sardar Hardit Singh Bhatti, C/o. Hardit & Co. Agartala.
174. Shri M. L. Gupta, 44/1 Central Road, Agartala.
175. Shri Tolaram Pugalia, C/o. Messrs Jethmal Bhikamchand, Arundhutinagar, Agartala.
176. Shri Ramdutta Bujar Barua, C/o. Das's Lode, Kunjaban, Agartala.
177. Shri Jodhraj Jain, C/o. General Assurance Society Ltd. Banamalipur, Agt.
178. Shri Sardar Ajit Singh, C/o. Hardit Co. Akhaura Road, Agartala.
179. Shri Ramendra Lal Ray, C/o. Rasik Bhavan, Agartala.
180. Shri V. S. Puri, Krishnanagar, Agt.
181. Shri Prakasmall Lodha, Arundhutinagar, Agartala.
182. Branch Manager, Union Co-Operative, H. G. Basak Road, Agartala.
183. Shri Manoranjan Banik, C/o. M/s. Radha Soap & Biscuit Co., Dharmanagar.
184. Shri I. S. Phukan, C/o. M/s. Jatindra Ch. Gopal Ch. Saha, A. A. Road, Agartala.
185. Shri B. P. Telriwalla, C/o. Tata Engineering Locomotive Company Ltd. Agartala.
186. Shri Jagdish Pd. Khenka, C/o. Eastern Fibers, Arundhutinagar, Agartala.
187. Shri Bhagawan Jalan, C/o. M. L. Saha, Chittaranjan Road, Agartala.
188. M/s. Sabita Brass Metal Factory, Arundhutinagar, Agartala.
189. M/s. Industrial & Development Syndicate, Arundhutinagar, Agt.
190. Shri Dinesh Ch. Nandy, Banamalipur, Agartala.
191. Shri Mihir Kanti Dewanjee, 25 H. G. Basak Road, Agartala.
192. Shri P. C. Chakraborty, 18, Sakuntala Road, Agartala.
193. Shri Manik Chand Barua, Gurka Basti, Agartala.
194. Shri Parash Chandra Bhura, C/o. Pechartal, Tripura.
195. Shri Matilal Deb. C/o. Ranjit Deb, Ramnagar, Agartala.
196. Shri H. N, Chakraborty, Kalyanpur, Tripura.

197. Shri Tekchand Yadav, C/o. Eastern Mercantile, Banamalipur, Agartala.
198. Shri B. P. Tibri walla, C/o. Ragional Sales Office Telco, A. A. Road, Agartala.
299. M/s. Air Transport Corp., Mazid Road, Agartala.
200. M/s. Continental Transport Corp. Agency, M. S. Road, Agartala.
201. Shri Sugan Chand Ghirawat, Dharmanagar.
202. Shri S. B. Paul, Radhakishurpur, South Tripura.
203. Shri Prabir Chakraborty, 18, Sakuntala Road, Agartala.
204. Shri Sujit Kr. Banik, Tripura Paint & Hard-ware, H. G. Basak Road, Agartala.
205. Shri B. L. Banik, Palace compound, Agt.
206. Shri Amar Chand Chopra, Sakuntala Rd., Agartala.
207. Shri Prithviraj Sarma, Jute Co. Badharghat, Agartala.
208. Shri Balchand Bhura, M/s. Bhur & Bhura, Pacharthal, Tripura.
299. Miss Saraswati Ghosh, C/o. L. Akhil Ch. Ghosh, Kailasahar.
210. Miss Mira Rani Mitra, Vill Colonelbari Road, Agartala.
211. Shri Benoy Rn. Dalal, Agent State Bank, Dharmanagar.
212. Shri Palash Ch. Paul, Mantribari Road, Agt.
213. Shri Santosh Kr. Chanda, Akhaura Road, Agartala.
214. Shri Sushil Kr. Roy, Teliamura Bazar, Tripura.
215. Shri Ranjit Kr. Ghose, Hotel Olympic, Agartala.
216. Shri S. M. Agarwal, Arundhutinagar, Agt.
217. Smti L. Jhunjunwala, Motor Stand Road, Agartala.
218. Shri Chinu Lal Barman, Palace Compound, Agartala.
219. Shri Kamalendu Dey, C/o. Shri Sudhir Ch. Dey, Khowai.
220. Shri Pantosh Kr. Majumder, Arundhutinagar.
221. Shri Sourindra Dr. Sen, 8/1, Sakuntala Road, Agartala.
222. Shri Anil Kr. Saha, 21/2, H. G B. Road, Agartala.
223. Shri Dewan Singh Choudhury, 8, Krishnanagar Road, Agartala.
224. Shri Sekhar Chakraborty, Chandrapur, Agartala.
225. Shri Laxmipat Barda, 10, Old Thana Road, Agartala.
226. Shri Basanta Kr. Jain, C/o. Electrical Engineering Corporation, Agartala.
227. Shri Rameswar Lal Chandak, 38, Akhaura Road, Agartala.
228. Shri Sailendra Chandra Nath, Madya para, Agartala.
229. Shri Makhan Lal Saha, Sarat Stores, Central Road, Agartala.
230. Shri Sgnkar Lal Saha, C/o. Sarat Stores, Central Road, Agartala.
231. Shri Apanshu Mohan Lodh, C/o. L. Chandra Sekhar Lodh, Ramnagar, Agartala.
232. Shri Ajit Rr. Saha, Mazid Road Agartala.
233. Shri Pankaj Kr. Ray, Laxminarayan Bari Road, Agartala.
234. Shri Amit Roy Choudhury, Motor Stand Road, Agartala.
235. Shri A. K. Deb Barman, Radanagar, Agt.
236. Shri Rajat Kr. Mukherjee, Krishnanagar, Agartala.
237. Shri Dulal Barman Roy, Mata Bari, P. O. Radhakishorepur.
238. R. P. Sarma, O. N. G. C. Commission, Agartala.
239. Shri M. Ratan Rao, Melar Math, Agartala.
240. Shri Bhanu Nandy, Anandanagar, Tripura.
241. Shri S. N. Das, H. G. B. Road. Agartala.
242. P. M. Rao, O.N.G.C Agartala.
243. Shri Dhanraj Agerwal, Surjya Road, Agt.
244. Shri Deepak Chowdhury, C/o. Shri Subodh Ch. Chowdhury, Krishnanagar, Agartala.

245. Shri Binayendra Lal Ray, B. K. Road, Agartala.
246. Shri Nitya Ranjan Das, State Bank of India, Agartala.
247. Shri Robin Sen Gupta, Studio Sen Co. Agt.
248. Shri Bijoy Ratan Sarkar, H. G. Basak Road. Agartala.
249. Shri Sailesh Chandra Nandi, H. G. Basak Road, Agartala.
250. M/s. Brixton and Steel, 25, H. G. Basak Road, Agartala.
251. Shri P. K. Sinha Roy, 141, Motor Stand Road, Agartala.
252. Shri Palash Ch. Paul & Brothers, 62, Central Road, Agartala.
253. Shri Nanda Dulal Sutradhar, Mantribari Road, Agartala.
254. Shri Rathindra Das Gupta, Hospital Road, Agartala.
255. Shri D. P. Bhotani, I. G. P. Tripura.
256. The Speaker, Tripura Legislative Assembly, Agartala.
257. Shri S. C. Das, Subordinate Judge, Agartala.
258. Dr. Anjan Chakraborty, General Duty Officer, G.B. Hospital, Agartala.
259. Brigader, R. N. Misra, C/o. 99 APO.
260. Shri G. S. R. Murthy, N. F. Railway, Teliamura, Tripura.
261. Brigadier, C. V. Advancy, H. Q. Eastern Command, Calcutta, 21.
262. Sqn. Ldr., S. S. Mathotra, Air Force Officer, Agartala.
263. Col. S. S. Dhaliwal. C/o. 311 Inf Bde Sig Coy, 99 APO.
264. Shri Ramendra Kishore Choudhury, Head Clerk. Agartala. (Food)
265. Mah. K. K. Anand, Attillery Brigade, C/o. 99 APO.
266. Major. Narendra Mohan, C/o. 99 APO.
267. Dr. Hiranmay Paul, Krishnanagar Road, Agartala.
268. Speaker. Tripura Legislative Assembly, Agartala.
269. Lt. Col. Gurbakhsh Singh, C/o. 99 APO.
270. Shri Samarendra Bhawmik, Agartala, Circuit House.
271. Lt. Col. P. S. Mehta, Kunjaban, Agartala.
272. Brigadier, K. P. Lahiri, C/o. 99 APO.
273. Sqn. Ldr. R. P. Nair, C/o. Officer Commanding Aire Force, Agartala.
274. Major R. K. Verma, C/o. 99 APO.
275. Major O. P. Lamba, C/o. 99 APO.
276. Major B. P. Jain, C/o. 99 APO.
277. Lt. Col. N. S. Issar, C/o. 99 APO.
278. Shri M. B. Deshmukh. O.N.G.C. Agartala.
279. Lt. Col. S. C. Sharma, C/o. 99 APO.
280. Shri R. P. Shrivastava, Shillong 1.
281. Shri V. R. Katey, Ad 1, A. G. Shillong 1.
282. Maj. R. L. Atri, C/o. 99 APO.
283. Station in Charge, All India Radio, Agartala.
284. Shri G. P. Saugal, Director Telegraphs, Shillong.
285. Col. B. S. Sidha, Station H. Q. Agartala.
286. Major J. S. Baskshi, C/o. 90 APO.
287. Dr P. K. Ray Choudhury, V. M. Hospital. Agartaia.
288. Shri A. K. Sen, Asstt. Engineer, Agartala.
289. Major, J. P. Naithani, C/o. Station H. Q. Agartala.
290. Lt. Col Kirpal Singh, C/o. 99 APO.
291. Shri A. Bhattachajya, Law Deptt. Agt.
292. Dr Alaka Bhowmik, G. B Hospital, Agt.
293. Shri A. P. Joglekar, Asstt. Prof in Charge, Tripura Engg, College, Agartala.
294. Smti. Sati Biswas, C/o. H. D. Mistress, M.T.B. Girl's School Tripura, Agartala.
295. Nrig. J. S. Bawa, Agartala.

296. Dr. Lalit Mohan Mukherjee, M. B. B, College, Agartala.
297. Dr. U. R. Ganguly, G. B. Hospital, Agt.
298. Shri Ajit Kr. Bhattacharjee, Director of Census, Agartala.
299. Shri Shyamal Das Gupta, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
300. Shri Subodh Ch. Som. 2nd. Medical Officer, Dharmanagar.
301. Shri Apurba Kr. Ghosh, Head of Deptt. of Botany, M. B: B. College, Agartala.
302. Shri P. K. Goswami, Chief Judge, Agt.
303. Dr. Jotish Ch. Chakraborty, 87, H. G. Basak Road, Agartala.
304. Shri Amit Kr. Roy Choudhury, Motor Stand Road, Agartala.
305. Shri Ratan Kr. Mantri, Badharghat, Agt.
306. Sri Umes Ch. Deb, 89 A Motor Stand Road, Agartala.
307. Shri Haraka Chand Nalata, Motor Stand Road, Agartala.
308. Shri Swadesh Ranjan Dutta, Netaji Subhas Road, Agartala.
309. Shri A. B. Choudhury, Sibnagar, Agt.
310. Shri Laxmami Narayan Singh, P.O. Kailashahar, Tripura.
311. Dr. Amiyamay Sen Gupta, 15, Thana Road, Agartala.
312. Shri P. N. Khandewal, 94, Akhaura Road, Agt.
313. Shri Mahabir Prasad Jain, Ashulal Sarawi's Jute Godown, Agartala.
314. M/s. Bhutoria Brothers, Private Ltd, Agartala.
315. Shri Sachaindra Mohan Das Gupta, Palace Compound, Agartala.
316. Shri Bireddra Nath Das, Krishnanagar, Natun Palli, Agartala.
317. Shri Pranab Kr. Deb Barma, H. G. Basak Road, Agartala.
318. Shri Jiban Kr. Chakraborty, 18, Sakuntala Road, Agartala.
319. Shri Rashu Datta, Agartala.
320. Shri Champalal Rampuria, 132, Motor Stand Road, Agartala.
321. Shri Shati Lal Sarah, H. G. B. Road, Agartala.
322. Shri Subrata Kar, Vill Naya para, Dharamanagar.
323. Shri Bidyut Ghosh, 105, College Road, Agartala.
324. Shri Malai Malail Abraham Amminey, Motor Stand Road, Agartala.
325. Shri Ratan Lal Baid, Akhura Road, Agt.
326. Shri Budhmal Jain, Arundhutinagar, Agt.
327. Shri Prassana Kr. Laskar, Naya Para, Dharmanagar.
328. Shri Birendra Kr. Das, Abhoynagar, Agt,
329. Shri Gopal Ch. Dey, Banamalipur, Agt.
330. Shri Amullya Bhusan Choudhury, AOC. Agent Dharmanagar.
331. Smti. Swapana Dam, Kunjaban Road, Agartala.
332. Shri Bikramendra Kishore Deb Barma, Ram Mandir, Agartala.
333. Shri H. L. Jain, H. G. Basak Road, Agt.
334. Shri P. M. Kankaria, Badharghat, Agt.
335. Shri Dilip Sarkar. Ramnagar Road, No. 6 Agartala.
336. Shr Anil Ch. Gupta, LIC. Agartala.
337. Shri Phani Bhusan Das, Krishnanagar, Agartala.
338. Shri Annada Prasad Singha Roy. Central Road, Agartala.
339. Shri Bhrigumoni Jamatia, Vill. Chalitta Bari, Teliamura.
340. Shri Braja Lal Banik, Palace Compound, Agartala.
341. Shri Umedmall Dugar, 41/1, Central Road, Agartala.
332. Shri Madhusadhan Bhattacharjee, Barswali, Agartala.
343. Shri Krishanadhan Daha, Abhoynagar, Agartala.
344. Shri P. N. Singh, Indian Oil Corporation, Dharmanagar.
345. Smti. Labanya Prava Sarkar, Udaipur.
346. Shri Kali Bhanjan Nandy, 43, Central Road, Agartala.

347. Smti. Indu Prava Majumder, Town Bordwali, Agartala.
348. Shri Jitendra Narayan Das, C/o. LIC, H. G. Basak Road, Agartala.
349. Shri Ranjit Kr. Das, Mantri Bari Road, Agartala.
350. Shri Matilal Dutta, 14, Sakuntala Road, Agartala.
351. Mr. Keshab Prasad, Badarghat, Agt.
352. Shri Shyama Charan Saha, Town Pratap Garh, Agartala.
353. Shri Tilottama Nath, Office Tilla, Dharmanagar.
354. Dr. D. L. Chakraborty, Dhaleshwar, Agt.
355. Smti. Laxmi Khandlwal, Motor Stand Road, Agartala.
356. Shri A. S. Gujral, Jogendranagar, Agt.
357. Smti. Kamal Prava Devi, Kunjaban, Agt.
358. Shri Snitti Ranjan Bhusan, Dhaleswar, Agartala.
359. Shri Jagadish Prasad Singh, Abhoynagar, Agartala.
360. Shri Niranjan Dey, 80 H. G. Basak Road, Agartala.
361. Shri Sujit Ch. Acharjee, P. O. Agartala College, Agartala.
362. Shri Mani Bhusan Biswas, 80, H. G. B. Rd. Agartala.
363. Shri Sushil Rn. Ray, P. O. Abhoynagar, Agartala.
364. Shri Mono Mohan Saha, 133/1 Motor Stand Road, Agartala.
365. General Secretary, Krishnanagar, Agartala.
366. Shri Sadhan Ghosh Dastidar, Ramnagar, Road, Agartala.
367. R. B. Mhatre, Saha Brothers, Agartala.
368. Shri Amarendra Ch. Deb Roy, Kanasari Patti, Agartala.
369. Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal, Teliamura, Tripura.
370. Dr. Makhan Dutta, Krishnanagar, Agartala.
371. Shri Benode Behari Saha, Maharaj Ganga Bazar, Agartala.
372. Shri Anath Aditaya, Badhargat, Agartala.
373. Shri Bhikamchand Banthia, Arundhutinagar, Agartala.
374. Shri Dilip Kr. Lunia, Motor Stand Road, Agartala.
375. Shri Sachinlal Saha, Moth Chowmuhani, Agartala.
376. Shri Jiten Das, 70, College Road, Agartala.
377. Shri Ramesh Ch. Majumder, College Road, Agartala.
378. Shri Jahar Ghosh, Maszid Road, Agartala.
379. Shri Ranjit Lal Ray, K. K. Road, Agartala.
380. Shri S. K. Dewanjee, Agartala.
381. All Tripura Truck Owners, Agartala.
382. N. C. Deb Barma Bahadur, Kunjaban, Agartala.
383. Shri Satyendra Kr. Saha, Udaipur.
384. United Bank of India, Agartala Branch, Agartala.
385. Hindustan General Insurance, 129/2, Motor Stand Road, Agartala.
386. Shri Nirmalendu Ghosh, Bhati Abhoynagar, Agartala.
387. Shri Narapat Singh, H. G. Basak Road, Agartala.
388. Shri Rathindra Das Gupta, Hospital Road, Agartala.
389. Smti. Laksmi Rani Dey, O. K. Hotel, Agartala.
390. Shri R. N. Choudhury, R. M. S. Choumohani, Agartala.
391. Shri G. Talukdar, 80 H. G. Basak Road, Agartala.
392. Smti. Arati Das, 8, Thana Road, Agartala.
393. Shri Dilip Kr. Sarkar, Advocate, Agartala.
394. Shri Makhan Dutta, B. K. Choumohani, Agartala.
395. Shri R. N. Choudhury, R. M. S. Choumohani, Agartala.
396. Shri G. Talukdar, 80, H. G. Basak Road, Agt.
397. Shri Chand Chhajir, Akhaura Road, Agt.

398. Shri Chitta Ranjan Das Gupta, Joynagar, Agt.
399. Shri Nakul Datta, Joynagar, Agartala.
400. Smti. Jotsna Das, 15 Thana Road, Agartala.
401. Smti. Pratima Sengupta, Indian Air Lines, Agartala.
402. Shri Santosh Kr. Chanda, Akhaura Road, Agartala.
403. Shri Jajrag Gang, Arundhutinagar, Agt.
404. Shri Sudip Kr. Das Gupta, Joynagar. Agartala.
405. Smti. Kamal Rani Das, Resham Bagan, Agartala,
406. M/S. Super Express Road Ways, Motor Stand, Agartala.
407. Shri Gour Gopal Choudhury, Banamalipur, Agartala.
408. Smti. Laxmi Rani Dey, Hotel O. K. Agartala.
409. Skri Girendra Ch. Paul, Surjya Road, Agartala.
410. Shri Promode Rn. Paul, Chittaranjan Road, Agt.
411. M/S. Bhutoria Brothers (P) Ltd, Agt.
412. Shri N. C. Deb Barma, Pranab Villa, Kunjaban, Agartala,
413. Shri Keshab Prasad, C/O, Badarghat, Agartala.
414. Smti. Sneha Lata Das Gupta, Sakuntala Rd. Agartala.
415. Shri Rathindra Das Gupta, Hospital Road, Agartala.
416. Shri Amal Ch. Nandi, Udaipur.
417. Shri Raju Datta, Joynagar, Agartala.
418. Shri P. C. Bhomik, H. G. Basak Road, Agartala.
419. Shri Krishna pada Dutta Choudhury, Ramnagar, Agartala.
420. Shri Prafulla Kr. Das, Joynagar, Agartala.
421. Shri Binod Behari Das, 86, Jagannath bari Road, Agartala.
422. Shri Amal Chandra Majumder, Barpathari, Belonia.
423. Shri Development Secretary, 141/M. S. Road, Agartala.
424. Shri Madhabendra Deb Barma, Suplly Road, Agartala.
425. Mrs. Nilima Deb, Ramnagar, Agartala.
426. Shri Digendra Ch. Bhattacharjee, 271, H. G. Basak Road, Agartala.
427. Shri Bisweswar Lal Choudhury, Banamalipur, Agartala.
428. Shri Parimal Ch. Saha, Town Pratapgrh, Agartala.
429. Shri Tapan Kr. Roy, Banamalipur, Agartala.
430. Shri Pradip Chakraborty, 25, H. G. Basak Road, Agartala.
431. Shri Banka Behari Saha, 128, M. S. Stand, Agartala.
432. Shri J. B. Bondyopadnay, East of 79 Tilla, Agartala.
433. Shri Surendra Ch. Dey, Br, Manager, Union Corporation Society, Ltd, Agartala.
434. Shri Murali Dhar Jalan, Badharghat, Agartala.
435. Shri Ratan Kr. Paul, M. B. Road, Agartala.
436. Dr. P. K. Chakraborty, 14, Thana Road, Agartala.
437. Dr. Phani Bhushan Das, Palace Compound, Agartala.
438. Her Higness Maharani Rajmata Kanchan Prava Devi, Ujjayanta Prasad, Agartala.
439. Shri Jitendra Narayan Das, Fire and General Insurance.
440. Shri Hirendra Ch, Datta Choudhury, New Star Hotel, Agartala.
441. Miss Lakshmi Nag, Master Para, Belonia,
442. Shri Dilip Deb Barma, Bidorkarta Choumohani, Agartala.
443, Shri Panna Lal Baksai, Krishnanagar. Agartala,
444. Shri Narayan Dutta, Joynagar, Agartala.
445, Shri Prodyut Kr. Datta, 11, Krishnanagar, Agartala.
446. Shri H. L. Jain H. G. Baksh Road, Agartala.

447. M/S, Surana Motor PVt, Ltd, TATA' S., Dealer, Agartala,
448. Shri Mono Ranjan Saha, Sibnagar, Agt.
449, Shri Jagadish Ch. Saha, Ujan Abhoynagar, Agartala,
450. Shri Jiten Kr. Deb, Arundhutinagar, Agt,
451. Shri Nishi Kanta Sarkar, Vill. Ful Kumari, Udaipur.
452. Shri Vijoy Kr. Chopra, Municipal Road, Agartala,
453. Shri Pujendra Nath Sarma, Dhaleswar, Agartala,
454. Shri Parimal Chakraborty, Banamalipur, Agartala,
455. Shri Kaishna Kr, Basak, N. S, Road, Agt.
456. Shri B. K, Gupta Bhuya, C/II/6 Gangail Road, Agartala.
457. Shri Narayan Roy, Bordowali, Agt,
458, Shri Sudip Kr. Das Gupta, Joynagar, Agartala.
459. Shri Sasadhan Dauua, Ramnagar, Agt.
460. Shri Ranindra Kr, Bhattacharjee, Dharmanagar, Tripura.
461. Shri Bireswar Laskar Choudhury, Colonel Choumohani, Agartala.
462. Shri Hridi Mohan Chakraborty, Laxminarayan Bari Road, Agartala.
463. Shri Ashok Kumar Paul, Mantribari Road, Agartala,
464. Shri Nakuleswar Datta, 15, Joynagar, Agartala.
465. Shri Manohar Kapoor, Assam Oil Co. Digboy, Assam.
466, Dr, S. K. Biswas, Kunjaban, Agartala.
467. Shri Hiren Sen, Madhya Para, Agartala.
468. Shri Banu Lal Das, Agartala.
46.9. Smti Lakshmi Rani Dey, Hotel O. K, Agt.
470. Shri Shefal Kanti Bhowmik, Joynagar, Agartala.
471. Shri Pijish Kanti Saha, C/O. Lt. Satish Chandra Saha, Natun Bazar, Tripura.
472. Shri Sanjoy Choudhury, Bhati Ahhoynagar. Agartala.
473. Shri Pranir Kumar Shyam, Simna, Tripura.
474. Shri Girendra Chandra Paul, Surjaya Road, Agartala,
475. Shri Ramesh Ch. Purakaysta, Krishnanagar. Agartala.
476. Shri Sunash Ch. Bhowmik, Krishnanagar, Agartala.
477. Smti, Tahera Begam, Sonamura, Tripura,
478, Shri Madhusudhan Bhattacharjee, Arundhutinagar, Agartala.
479. Shri Baukar Bhusia, P, D, Agartala, College.
480. Shri Amulya Ch. Ghosh, Motor Stand Road, Agartala.
481. Shri Samir Bhattacharjee, Motor Stand Road, Agartala.
482. Shri Satya Ranjan Das Gupta, Dhaleswar, Agartala,
483. Shri Rahatimohan Majumder, 69 H. G, Basak Road, Agartala.
484. Shri Gour Gopal Choudhury, Banamalipur, Agartala.
485. Mrs. Charubala Saha, Sibnagar, Agt.
486. Smti. Hem Nalini Bhowmik, Ramnagar, Agartala.
487. Shri Anil Kr. Paul, Mantri Bari Road, Agt.
488. Shri Tafajjal Ahamed Khan, Sonamura.
489. Miss Bharati Choudhury, Palace Compound, Agartala.
490. Shri Dipak Das. Sonamura,
491. Shri Amarendra Ch. Deh Roy, Kasaripatti, Agartala,
492. Shri Mrinal Kanta Bhowmik, Joynagar, Agartala.
493. Shri Karuna Ranjan Dhar, Joynagar, Agartala.
494. Shri Dhananjoy Kr. Saha, Radhanagar, Agartala.
495. Smti. Arati Saha, Uttar Banamalipur, Agartala.
496. Tarid Uddin Khan, Durgapara, Sonamura, Tripura.
497. Shri Abjzn Chakraborty, Reshambagan Tripura.

498. Shri Jahar Roy, Badharghat, Agartala.
499. Shri A. K, Mukherjee, 38, Akhaura Road, Agartala.
500. President the Tripura Transport Co-operative Societies Ltd, Agartala.
501. Shri Amrendra Chakraborty, H. G. Basak Road, Agartala.
502. Shri Amulya Ran. Sarker, T. P, Road, Agartala.
503, Shri Rabi Paul, Mantribari Road, Agartala.
504, Smti. Hemnalini Bhowmik, Ramnagar, Agartala.
505. iShri Bimal Kanti Das, Akhaura Road, Agartala.
506. Shri Suresh Chakraborty, Akhaura Road, Agartala,
507. Shri Monoranjan Ghosh, 50, Office Lane, Agartala.
508, iShri Balaram Roy, Krishnagar, Agartala.
509 Shri Santi Bhusan Das, Sibnager, Agartala.
510. Shri Gouranga Biswas, Hospital Road, Agartala,
511. Shri Ranjit Paul, Hospital Road, Agartala,
512. Shri Abani Kr, Das, Dhaleswar, Agrrtala.
513, Shri Ranjan Choudhury, Banamalipur, Agartala.
514. Shri Shyama Pada Bhattacharjee, Joynagar, Agartala.
515, Shri Harendra Ch. Deb Roy, Kasharı Patti, Agartala.
516, Shri Rebati Mohan Saha, Melegarh, Tripura.
517. Shri Sitangsu Cupta, 41/1 Joynagar, Agartala.
518- Shri Hiran Sen, Madhya Para, Agartala,
519. Shri Satya Rn. Das Gupta, Matchowmohani, Agartala.
520. Shri Dipak Das, Sonamura, Tripura.
521. Shri Rani Paul, Mantribari Road, Agartala.
522. Shri Ashok Kr. Barman, Krishnagar, Agartala,
523. Shri Radhika Ranjan Gupta, Kailasahar, Tripura.
524. Shri Sishir Rn. Sil, Joynagar, Agartala.
525, Shri Banballav Saha, Gangail Road, Agartala.
526. Shri Debaprasad Choudhury, Bishelgarh, Tripura.
527. Shri Haradhau Banik, R. K. Pur, Tripura.
528. Shri Amar Chandra Saha, Bishalgarh, Tripura.
529, Shri Dilip Kr. Paul, 120/2 T. P, Road, Agartala.
530, Shri Sankar Kr. Paul, Mantribari Road, Agartala.
531. Shri Sunil Ghosh, Reshambagan, Agartala.
532, Shri Suhrata Rn, Roy, Teliamura, Tripura.
533. Shri Rashamoy Roy Choudhury, Palace Compound, Agartala.
534. Shri Pritish Choudhury, Durga Choudhuri Para, No J Agartala.
535, Shri Dulal Bhattacharjee, Ramnagar, Agartala.
536. Shri Mihir Kr. Modak. M. S, Road, Agartala.
537. Shri Dulal Saha, Krishnagur, Agartala.
538. Shri Amal Ch. Majumder, Barpathari, Belonia, Tripura.
539. Shri Asok Kr. Paul, M. B. Road, Agartala.
540. Shri Manik Dey, Champaknagar, Agartala, Tripura.
541. Shri Ashok Kr. Barman, Sankar Choumohani, Agartala.
542. Shri Manindra Ch. Paul, Sonamuro, Tripura,
543. Shri Nirmal Mahalnanish, Ker Choumohani, Agartala.
544, Shri Pran Vallab Bhowmik, Janfalia, Bishalgarh. Tripura.
545. Shri Sudhan Ch. Sarkar, Narayanpur, Airport.
546. Shri Hemendra Bhowmik, Bishalgarh, Tripura.
547. Shri Chittaranjan Choudhury, Madhupur, Tripura.
548. Shri Jahar Lal Ghosh, Dastadar, Joynagar, Agartala.

549. Shri Ajit Dey, s/o. Sri Subal Ch. Dey, Krishnanagar, Agartala.
550. Shri Kanu Majumder, 'Chandrapur, Agartala.
551. Shri Amulaya Chandra Paul, Bishalgarh, Tripura.
552. Shri Tapan Kr. Chakraborty, Bishalgarh, Tripura.
553. Shri Amir Hossain, Kadamtala. Bishalgarh, Tripura.
554. Shri Abdul Kaider Maisan, Sonamura, Tripura.
555. Shri Santi Bhusan Saha, Jogendranagar, Agartala.
556. Shri Bashu Deb Roy. Krishnanagar, Agartala.
457. Shri Gopinath Ghosh, Bishalgarh, Tripura.
558. Shri Dhirendra Chakraborty. L. N. Bari Road. Agartala.
569. Shri Sukumar Saha, Sonamura, Tripura,
560. Shri Ashisjh Ch. Dutta, Sonamura, Tripura.
561. Shri Debabrata Ghosh, Radhakishorepur, Tripura.
562. Shri Jiban Chakraborty, R. K. Pur, Tripura.
563. Shri Purna Ch, Ghosh, Udaipur, Tripura.
564, Shri Sadhan Ch. Deb, Udaipur, Tripura.
565. Shri Prabhat Ch. Tarafder, Motor Stand Road, Agartala.
566. Shri Jagdish Prasad Khandelwal, B. K. Road, Agartala.
567. Shri Prasanna Kr. Baidya, Belonia, South Tripura.
568. Shri Dipesh Kr. Barman Roy, Bishalgarh, Tripura.
569. Shri Rakhal Ch. Das, College Road, Agartaja.
570. Shri Sudhanshu Bikash Mahajan, Belonia, Tripura.
571. Shri Narayan Ch. Bhattacherjee, Bishalgarh, Tripura,
572. Shri Dipal Kr. Roy. Battala, Agartala.
573, Shri Premnath Ghosh. Bishalgarh, Tripura.
574. Shri Sunimal Majumder, Khowai, Tripura,
575. Shri Hiralal Saha, Banamalipur, Agartala.
576. Shri Nani Gopal Bhattacherjee, 33 Office Lane, Agartala,
577. Shri Nani Gopal Bhattacherjee,
578. Shri Nihar Ranjan Chakraborty, Ramnagar. Agartala.
579. Shri Pulakesh Nag, Bardwali, Agartala.
580. Bhuban Dhasia, Krishnanagar, Agartala.
581. Shri Gopesh Ch. Deb, Abhoynagar, Agartala.

LIST OF NAMES AND ADDRESSS OF PEOPLE WHO APPLIED FOR ALLOTMENT OE SCOOTERS FROM 1970 TO JULY, 1973.

1. Lt. K. P. M. Kumar, C/O. 99 APO.
2. Capt. B. S. Sahota, C/O. 90 APO.
3. Shri Paritosh Dutta, Agartala.
4. Shri M. Prasad, N-F. Railway. Teliamura.
5. Shri Kiran Ch. Roy, P. O. Kailashahar, Tripura.
6. Shri R. K. Roy, Dharmanagar, Tripura.
7. Dr. B. R. Paul Choudhury, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
8. Shri G. C. Biswas, P. O. Belonia, Tripura.
9. Shri A. D. Sarma, Agartala.
10, Sub. Major Ram Chand Nagar, C/O. 99 APO.
11. Shri P. K. Nandy Majumder. Ramnagar Road, Agartala.
12. Lt. P. S. Jangra. C/O, 99 APO.
13. Capt. B. H. Vohra, C/O. 99 APO.

14. Shri Diwan Chand, Bagafa, Tripura.
15. Dr. P. K. Roy, P. O. Mohanpur, Tripura.
16. Shri Priti Bhusan Roy Barman, Sub. Dn. No. III, Agartala.
17. Shri Shyamal Kanti Chakraborty, Ramnagar Road No. 6.
18. Shri T. V. Kochar, C/O. 99 APO.
19. Shri Anjan Roy Barman, P. O. Amarpur, Tripura.
20. Shri Nirmal Ch. Chakraborty, P. O. Narsingarh.
21. Shri D. C. Debnath, Agartala.
22. ShriUmesh Ch. Saha, Statistical Deptt. Agartala.
23. Lt. Col. Jaipal Singh Chouhan, C/O. 99 APO.
24. Major Narinder Singh, C/O. 99 APO.
25. Shri Mahak Singh, P. O. Bagafa, Tripura,
26. Shri Kulada Prasad Roy, M. B. B. College, Agartala.
27. Shri Hari Sankar Sarkar, D. M.'s Office. Agartala.
28. Shri Biswa Ranjan Chatterjee, Agartala.
29. Shri R. B. Budhrani, Narsingarh.
30. Capt. S. S. Saini, C/O. 99 APO.
31. Capt. Gurdm Singh Rai, C/o. APO.
32. Lt. N. K. Sachar, C/O. 99 APO.
33. Major Hukam Chand, C/O. 99 APO.
34. Shri K. P. Chakraborty, Agartala.
35. Dr. S. B. Chakraborty, Agartala.
36. Shri Dhananjoy Deb Barma, Civil Supplies, Agartala.
37. Shri G. C. Teawarj, N. F. Railway, Teliamura.
38. Shri V. S. Thiruaavvkkarasa, Agartala.
39. Dr. Ashit Kr. Kar, G. B. Hospital, Agartala.
40. Shri Nepal Krishna Roy, Special Branch Agartala..
41. Shri Sudhir Adhikari, Special Branch, Agartala,
42. Shri Madhusadan Bhattacharjee, P, O. Bishalgarh, Tripura.
43. Dr. R. N. Sarkar, P. O. Ambasa, Tripura.
44. Major J. R. Sethi, C/O. 99 APO.
45. Shri K. B. Basat, Agartala.
46. BHN Surinder Singh. C/O. 99 APO.
47. Lt. Col. D. S. Barar, C/O. 858, F. P. C. Agt.
48. Shri Nepal Krishna Nath, Co. Operative Officer. Dhamanagar, Agartala.
49. Shri Ranjit Kr. Bhowmik, Co. Operative Deptt. Agartala.
50. Major Manmohan Lal Bhaia, C/o. 99 APO.
51. Shri S. N. Bhattacharjya, Dharmanagar.
52. Smt. Ratna Das, Agartala.
53. Shri Sunil Barunsar Choudhury, L. A. Sec. Agartala.
54. S. C. Seal, G. B. Hospital, Agartala.
55. Shri S. K. Biswas, Indian Airlines, Agartala.
56. Shri B. Bhattacharjya, P. A. To Chief Secretary, Agartala.
57. Dr. Sc. C. Some, Dharmanagar.
58. Shri S. S. Rakhi, Tripura Engg. College, Tripura.
59. Shri Gautam Deb Barman, Direcotrate of Public Service, Agartala.
60. Col. B. S. Sidhu, C/o. Station H. Q. Agartala.
61. Dr. B. B. Bhowmik, G. B. Hospital, Agartala.
62. Shri Nepal Ch. Dutta, Apptt. and Services Department, Agartala,
63. Shri Narayan Danuk, Abhoynagar, Agartala.
64. Lt. N. D. Prasad, C/o. 99APO.

65. Lt. Rajhwardar Singh, C/o. 99 APO.
66. Shri S. Das Gupta, 23, Gariahat, Calcutta, 19.
67. Lt.Col. C. L. Chopra, Supply Point, Agartala.
68. Jimat Bhar Majumder, Central Zone, Agartala.
69. Shri Smriti Ranjan Chatterjee, Statistical Deptt. Agartala.
70. Sub. Major R. C. Nagar, C/o. 99 APO.
71. Shri C. Subba Rao, Gumti Project Circle, Agartala.
72. Shri Subir Das, Statistical Deptt. Agartala.
73. Shri Haridas Vev, G. T. C. Lembucherra,
74. Shri Pijush Kanti Paul, Sadar East Block Jirania, Tripura.
75. Shri Ramwatar Jadav, P. O. Kunjaban, Agartala.
76. Shri Subodh Kr. Bhattacharjya, M. B. B. College, Agartala.
77. Shri Ramendra Bhattacharjee, G, T. C, Lembucharra.
78. Shri Pallab Barun Majumder, Central Zone, Agartala.
79. Shri Ashutosh Majumder, Belonia, Tripura.
80. Shri Indra Mohan Bhowmik, Salama.
81. Shri Santosh Ranjan Gupta, Thana Road, Agartala.
82. Shri G. S. Bajwa, H. Q. Agartala.
83. Shri B. K. Chanda, Senior Lecturer, Womens College, Agartala.
84. Trilok Singha Pathania, C/o. 99 APO.
85. Shri Bimal K. Kar, C/o. Lecturer, Basic Training College, Agartala.
86. Shri Ranjit Kr. Saha, C/o. Mantri Bari Road, Agartala.
87. Shri P. C. Banerjee, Asstt. Director, Industries, Agartala.
88. Shri Malay Kr. Saha, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
89. Shri S. K, Das Purakayastha, Account Officer, Agartala.
90. Dr. S. K. Kar, M. B. B. S. G. B. Hospital, Agartala.
91. Shri P. L. Nath, Steno to the Director of Industries, Agartala.
92. Shri B. B. Kar, Agartala Electric Supply, Agartala.
93. Shri Sujit Kumar Dey, Store Keeper, Central Marketing organisation Agartala,
94. Shri M. C. Paul, P. A. to D. M. & Collector, Agartala.
95. Shri Paresh Chandra Das, Industrial Training Institute, Agartala.
96. Shri J. L. Datta. C. F. O. Agartala
97. Shri K. K. Deb Barma, Education Directorate, Agartala.
98. Shri Shyamal Kanti Chakraborty, C/o. Ramnagar Road No. 6, Agartala.
99. Shri Piriti Bhusan Roy Barman, Akhaura Road, Agartala.
100. Shri Prabir Datta Gupta, Ramnagar Road No. 6, Agartala.
101. Shri Bimal Chandra Datta, Civil Secretariat, Agartala.
102. Shri S. N. Mehrotra, Hindi Training College, Agartala.
103. Shri Narayan Chandra Roy, Education Directorate, Agartala.
104. Shri Prahlad Chandra Roy, Education Section, Agartala.
105. Shri K. M. Ghosh, Narsingarh, Tripura.
106. Shri Bijan Behari Bhattacherjee, Narsingarh, Triaura.
107. Shri S. P. Chakraborty, M. B. B. College, Agartala.
108. Shri Biswanath Deb Roy, Barjala, Tripura.
109. Shri Bhulan Singh, Hindi Training College, Agartala.
110. Shri Ashoke Kr. Das, P. W. D. Agartala.
111. Shri Arun Ranjan Das Gupta, Investigation Sub. Dn. No. 1.
112. Shri Bhupendra Nath Datta, Electrical Sub. Dvi. Agartala.
113. Shri Priya Ranjan Choudhury, Central IV Agartala.
114. Shri D. B. Chakraborty, Agartala Division IV, Agartala.
115. Shri Ranjit Kr. Datta, J. C. S. Court, Agartala.

116. Shri Suresh Chanda, Nutanbazar, Tripura.
117. Shri Pratapadity Majumder, G. B. Hospital, Agartala.
118. Dr. Ramendra Choudhury, G. B. Hospital, Agartala.
119. Capt. S. S. Aulakh, C/o. Supyly Point, Agartala.
120. Shri Sarbdeo Narayan Jha, B. T. College, Agartala.
121. Shri B. K. Bhattacherjee, C/o. Office of the Deputy A. G. Tripura.
122. Shri D. K. Chaudhari, S. D. O. Agartala.
123. Shri B. N. Sinha, Kailashahar, Tripura.
124. Shri S. R. Saha, B. T. College, Agartala.
125. Major Barinder Sihgh, C/o. 99 APO.
126. Shri Biswa Nath Dhar, S.I.B. Agartala.
127. Shri Ramendra Kishore Choudhury, Food Section, Agartala.
128. Shri G.R. Choudhury, C/O. 99 A.P.O.
129. Shri Ramendra Barman, B.T. College, Agt.
130. Shri Dhirendra Nath Choudhury, P.W.D. Agartala
131. Shri Mrlnal Kanti Deysarkay, Agartala. M.B.B. College.
132. Shri Dilip Kr. Bhattacharjee, Deptt. of Forest, Agartala.
133. Shri Gobinda Ch. Biswas, Forester, D.F.O, Agartala.
134. Shri S. Chauhan: Bagafa, Tripura.
135. Shri H.B. Barua, X Ray deptt. Agartala,
136. Shri Bhabatosh Datta, Civil Sectt. Agt.
137. Shri Supriya Choudhury, I.T.I. Agartala.
138. Shri Manojendu Bikash Saha, Tripura Engg, College, Barjala,
139. Shri Karanamoy Bhattacharjee, P.W.D. Agartala.
140. Shri Plaban Das, Division No. I. Tripnra.
141. Shri Kiriti Deb Barman, Inspector, Trible Welfar, Agartala.
142. Shri B. N. Sarkar, Printing & Stationery Department, Agartala.
143. Shri Sachendra Lal Chowdhury, Inspector, Lembucharra,
144. Capt. B.B. Deo, C/O. 99 APO.
145. Major S. N. Singh, C/O. 99 APO.
146. Capt. R. S. Panwar, C/O. 99 A.P.O.
147. Shri Haridada Ghosh, Udaipura, Tripura,
148. Shri Surinder Jit Jingh, C/O. 99 A.P.O.
149. Shri V. G. Hegde, Executive Engineer, Agartala.
150. Shri C. Bhardhan, Dharmanagar,
151. Dr. Monoj Kr. Chakraborty, G. B. Hospital, gartala.
152. Shri Jatindra Biksh Chakma, Dharmanagar.
153. Major K. K. Goswami, C/O. Station H. Q. Agartala.
154. Shri Jhulan Deb Barma, Agartala Div. No. I, Agartala.
155. Shri Sunil Ch. Ray, Arundhutinagar, Agartala.
156. Shri Sitanath Sengupta, B. T. College, Agartala.
157. Shri N. N. Chopra, Executive Engineer, Agartala.
158. Shri B. K. Nandy, Sonamura, Tripura.
159, Shri P. Roy, Tripura Electrical Circie, Agartaia.
160. Shri Bimal Ch. Chakraborty, S. E. Office, Agartala.
161. Shri Shibesh Ch. Biswas, P.E. Office, Agartala.
162. Shri Nepal Krishna Sen Choudhury, Directorate of Health Services, Agartaia.
163. Sub. Major Ram Chand Nagar, C/O. 99 A. P. O.
164 Jatesh Ch. Gupta, C/O. 99 A.P.O.
165. Shri Ranadhir Paul Choudhury, 91 Battalion, B.S.F. Agartala.

166. Shri Pranjit Sengupta, P.W.D. Agt.
167. Dr. Guru Saday Chakraborty, G. B. Hospital, Agartala.
168. Shri Satya Pravo Banerjee, Udaipur, Tripura.
169. Shri P. R. Roy, Arundhutinagar, Agartala.
170. Shri Upananda Debantath, Dharmanagar,
171. Shrimati Arati Choudhury, U.C. D.P.P. P. Agartala.
172. Shri Prafulla Kr. Ratho, Public Health Services, Agartala.
173. Shri Shambhu Nath Bhattacharjee, Fishery Extension Asstt. Lembuchhera.
174. Dr. P. K. Roy, G. B. Hospital, Agartala.
175. Shri Khagendra Lal Kar, Health Directorate, Agartala.
176. Shri Aranya Singh, P.O. Avoynagar, Tripura
177. Shri Prangopal Basak, Motor Stand Road, Agartala.
178. Shri S. K. Chakraborty, Supdt, of Agriculture, Agartala.
179. Shri Shukdeo Narayan Sinha, P.T.G. Physics, Central School, Agartala.
180. Snri Nirmal Bhattacharjee, Research Farm, Arundhutinagar, Agartala.
181. Shri Nepal Ch. Chakraborty, V.M. Hospital, Agartala.
182. Shri Tarapada Sen Gupta. Statistical Deptt. Agartala.
183. Shri A B.L. Gupta, Asstt. Engineer, Agartala.
184. Shri S.S.R. Potty, P.E.S. Office, Agartala.
185. Shri Ashitobha Aich, Senior Women's. College, Agartala.
186, Shri Sudharanjan Bhattacharjee, M.B.B. College, Agartala.
187. St. P. S. Harse, C/O. N.C.C. Directorate, Shillong
188. Dr. V. G. Ramshastry, C/O. 99 A.P.O.
189. Shri Chittaranjan Dighal, N.B. Road, Agt.
190. Shri Mohan Lal Saha, N. B. Road, Agartala.
191. Maj. R.L. Atri C/O. 99 A.P.O.
192. Shri Pratap Ch. Dev, Wireless Licence Inspector, Agartala.
193. Shri Chhani Mukherjee, C/O. S. Mukherjee, Kunjaban, Agt,
194. Shri K. Sreenivasaiah, S.D.O. Div. No. I. Agartala.
195. Lt. H. S. Sandhu, C/O. 99 A.P.O.
196, Shri A. P. Ray, Asstt. Director, Cencus Operation, Agartala.
197. Shri Nanda Lal Sinha, Printing & Stationery Deptt, Agartala.
198. Shri P. Das Gupta, I.S P.W, Station, Agartala.
199. Shri P. K. Dey, I.S. P.W. Station Agartala.
200. Shri P. K. Dilip Singha, Senior Instructor, or, Youth Programme, Agartala.
201. Shri Kalyan Dighal, U.K. Academy, Agartala.
202. Shri Kabindra Bhaumik. C/O. Bhaumik Bari, Agt.
203, Capt. Yashwant Singh, C/O. 99 A.P.O.
204. Dr. Babul Deb Roy, C/O. Sj. Manindra Ch. Deb Roy, Krishnanagar, Agartala.
205. Shri D. K. Bhattacharjee, Agri. Information office, Agartala.
206. Shri Asit Bamdhu Bhattacharjee, Arundhutinagar, Agartala.
207. Shri R. V. God Bole, Gumti Project Circle, Agartala.
208. Shri C. Subba Rao, Gumit Project, Agartala.
209. Shri Uddipanta Narayan Ray, Mantri Bari Road, Agartala.
210. Dr. Dipak Lal Majumder, Ramnagar Road, Agartaia.
211. Lient Prem Kumar, C/O. 99 A.P.O.
212, Shri K. Ramanathan, 'Agartala Aerodrome.
213. Shri Deepta Deb Barma, C/O. Office of Asstt. Registrar, Agartala.
214. Shri G. D. Sharma, States Range H. Q. C,O. 99 A.P.O
215, Shri Badri Nath Ghosh, P.O. Abhoynagar. Agartala.
216. Shri Asis Kr. Kar Bhowmik, Kailasahar.

217. Shri Smritiranjan Chatterjee, Statistical Deptt. Agartala.
218. Shri K. B. Chakraborty, P. o. Gokulpur, Tripura.
219. Captain BPS Bains. C/o. 99 APO.
220. Capt R. Ojha, c/o. 99 APO.
221. Shri S. K. Roy Choudhury, M. B. B. College, Agat.
222. Capt. S. S. Khandekar, C/o. 99 APO.
223. Shri Camal Chakraborty, C.o. S.D.O. Sub, Dn, No. I, Agartala.
224. Shri Ramendu Sundar Khan, M. B. B. College, Agartala.
225. Shri Narayan Banik, Asstt. Teacher, Abhoynagar, Agartala.
226. Shri Balwant Singh, Field Officer, Special Bureau, Agartala.
227. Maugal Singh, C/o. 99 APO.
228. Shri J. C. Varma, ISPW ? Agartala.
229. Shri B. S. Nag, Director of Agriculture, Agartala.
230. Shri R. Lodh, S. D. O. Agartala.
231. Shri Basudev Bhattacharjee, Bisramganj.
232. Major, G. K. Bhatta, C/o. 99 APO.
233. Shri Biswanath Mal, Kailasahar.
234. Shri S. K. Mukhopadhyay, B. S. F. Tripura.
235. Shri Kartar Singh, Inspector, Investigation, Shillong.
236. Shri A. V. Anand, Asstt. Aerodrome Officer, Agartala.
237. Shri O. N. Rajnansh, M. B. B. College, Agartala.
238. Dr. Milan Chakraborty, G. B. Hospital, Agt.
239. Shri R. S. Singh, Hindhi College, Agt.
240. Shri H. B. Mukherjee, All India Radio, Agartala.
241. Shri Mukhtirr Singh, All India Radio, Agartala.
242. Shri K. K. Chanda, Asstt. Dist. Panchyat Officer, Agartala.
243. Shri Gopika Ranjan Chakraborty, Udaipur.
244. Shri Somesh Bhattacharjee, Seded Multiplication Officer, Udaipur.
245. Shri Ramendra Mohan Sarma, P. W. D. Agartala.
246. Shri L. K. Wasnik, P. W. D, Agartala.
247. Shri K, N. Das Asstt. Engineer, Public Health, Agartala.
248. Asstt. Commandant G. D. Sharma, 6 Assam Rifles.
249. Dr. Anjan Chakraborty, C/o. N. L. Chakraborty, Banamalipur, Agartala.
250. Capt. Sudershan Singh, C/o. Station H. Q. Agartala.
251. Shri D. Ray, Tribal Welfare Officer, Agartala-
252. Shri S. N. Saha, PWD Agartala.
253. Shri Pinakpani Gupta, Music College, Agt.
254. Major Ramesh Bhusan Das, Directorate of Settlement and land Records, Agt.
255. Shri Subhash Chandra Sengupta, Education Directorate, Agart ala.
256. Shri Bhupendra Kr. Bhowmik, Office, Supdt. Survey & Settlement, Agt.
257. Shri Sukhendu Bhattacharjee, G. B. Hospital, Agartala.
258. Sh.i P. K. Ray Mukherjee, Enforcement & Anti Corruption organisation, Agt.
259. Naib Subendra Dayal Singh, C/o. 99 APO.
260. Shri G. K. Kaura, T. P. Road, Agartaa.
261. Shri Asoke Kr. Majumder, Asstt. Teacher, Ramnagar Road' No. 5 Agartala.
262. Subdar J. S. Ternandez, C/o. 99 APO.
263. Shri J. M. Sarkar, Section Officer, Investigation Sub Dn. No. II Udaipur.
264. Dr. N. R. Majumder, State Homoeopath, Agartala.
265. Shri Nihar Ranjan Guha raja, C/o. Directorate of Food & Civil Supplies, Agartala.
266. Shri Amitabha Ghosh, Arundhutinagar, Agartala.

267. Shri T. K. Sen, All India Radio, Agartala.
268. Shri Haripada Deb Roy, Co-operative Societies, Agartala.
269. Dr. Brahmabandhab Das, Gandhigram, Agartala.
270. Shri R. D. Banik, Statistical Investigator, Agartala.
271. Shri Amitava Gupta, Mechanical Sub-Dvn. PWD. Agartala.
272. Shri Dayal Singh, 32 Bn, C. R. P. Agt.
273. Shri Ranadhir Datta. Asstt. Engineer, P. W. D. Agartala.
274. Shri Snigdhanda Bikash Dey, Overseer, PWD, Agartala.
275. Shri N. D. Gupta, Tripura Electrical Circle, Agartala.
276. Shri R. C. Cilotra, Asstt. Engineer, Agartala.
277. Shri Debaru Deb Barma, Old Melarmath, Agartala
278. Dr. M. P. Jaiswal, M. B. B. College, Agartala.
279. Shri Pranab Kr. Ray, Education Directorate, Agartala.
280. Shri A. C. Das, Income tax Office, Agartala,
281. Capt. R. C. Lobo, Station H. Q. Agt.
282. Shri J. S. Dadhwal, Asstt. Commandent 91 Battalion, B. S. F., Agartala.
283. Sri Rabi Ranjan Bhatterjee, Statistical Deptt. Agartala.
284. Shri Bidhu Bhushan Bhowmik, Statistical Deptt. Agartala.
285. Shri S. K. Sinha, Capt. Ad. Corps, C/o. 99 APO.
286. Major S. N. Juyal, Assam Rifles, Agt.
287. Shri Chandra Mohan Sharma, Assam Rifles, Ggartala.
288. Shri Gopinath das, Aerodrome, Agartala.
289. Shri V. Rammurty, P. M. G. 's Office, Shillong.
290. Shri S. K Gupta, Divisional Engineer, Gauhati, Assam.
291. Shri A. Bakathan Dayuthapani, S. D. O. Telegraph, Silchar, Assam.
292. Shri D. Mukherjee, All Inhia Radio, Agartala.
293. Shri Harendra Kr. Datta. Investigator, Statistieal Deptt. Agartala.
294. Shri Harendra Kr. Datta, Statistical [Deptt. Agartala.
295. Shri Ajit Dhar Choudhury, registrar, Sadar, Agartala.
296. Shri Sukhamoy Ghosh, M. B. B. College, Agartala.
297. Smti. Chhaya Ray, M. T. Girls' School, Agartala.
298. Shri Amiya Kr. Singh, Civil Secretariat, Agartala.
299. Shri Dinesh Ch. Dey, Education Directorate, Agartala.
300. Shri Kamal Chakraborty, Civii Secreteriate, Agartala.
301. Shri Shyamapada Datta, F. Deptt. Agt.
302. Shri S. L. Madan, C/o. 99 APO.
303. Shri Manash Kr. Gahgopadhyay, Supdting Office, Agartala.
304. Shri Nagendra Ch. Laha, N. S. S. Statistical Deptt, Agartala.
305. Shri Benudhar Chakraborty, Statistical Deptt. Agartala.
306. Shri Gopal Chandra Choudhury, Statistlcal Deptt. Agartala.
307. Shri Tapash Kr. Ray, D. M. B. 'S Office, Agartala.
308. Shri JoytiLal Saha, Internal Electrificatihn, Agartala.
309. Lt. P. K. B. Barma, 6 Assam Rifles, C/o. 99 APO.
310. Shri B. C. Saha, S. D. O. Teliamura, Agartala.
311. Shri K. Sukershan Singh, C/o. Station H. Q. Agartala.
312. Shri A. R. Sarkar, ONGC, Agartala.
313. Shri N. C. Das Majumder, S. D. O. Kumarbzri,
314. Shri Sadhan Ch. Chakraborty, Add. Circle, Agartala.
315. Shri H. D. Sinha., P. O. Abhoynagar, Agt.
316. Shri A. C. Datta, P. O. Abhoynagar, Agt.
317. Major P. P. Singha, C/99 APO.

318. Shri K. R. Chanda, O.N.G,C, Agartala.
319. Shri Swapan Kr. Chakraborty, Khadi & Village Scheme, Agartala.
320. Shri D. S. Narayan, C/o. 99 APO.
321. Sqn. Ldr. R. Kholi, C/o. 99 APO.
322. Shri J. C. Sharma, C/o. 99 APO.
323. Shri Pradip Kr. Bhattacharjee, C/o. B. C. Bhattacharjee, Agartala.
324. Shri Paritosh Das, PWD, Agartala.
325. Shr. Keshab Ch. Bhattacharjee, Amarpur, Division, Amarpur.
326. Shri Indu Bhushan Sil, Govt. Press, Agt.
327. Majoı Jawahar Singh, C/o. 99 APO.
328. Shri Ram Kumar Vats, 32 Bn Crp, Tripura.
329. Shri D. K. Ray, Pottey Deptt. Agt.
330. Shri Gitesh Ranjan Acharjee, M. B. B. College, Agartala.
331. Shri M. K. Baidya, ONGC, Agartala.
332. Shri Dhirendra Ch. Ray, Statistical Deptt. Agrrtala,
333. Shri Jalan Lal Deb Barma, Water Supply, Agartala.
334. Shri Dwipendra Hom Ray, Agartala Water Supply, Agartala.
335. Shri Nirmalya Das Gupta, S. D. O. Agt.
336. Shri R. S. Chanda, Dharmanagar.
337. Capt. Dipak Mukherjee, C/o. 99 APO.
338. Capt. K. C. Katoch, C/o. 99 APO.
339. Manas Kr. Gangopadhyay, S. E, 's Office, Agartala.
340. Shri Amal Kanta Bhattacharjee, C. I. of Police Sonamura.
341. Lt. Col. M. S. Jarg, 3 Assam Bn. N· C. C.
342. Miss Shail Sharma, Senior Lecturer, Women's College, Agartala.
343. Nishi Kanta Saha, S/o. PWD. Agartala.
34.4 Parimal Das, S. O. PWD, Agartala.
345. A. K. Ghosh, Senior Lecturer, M. B- B. College, Agariala.
346. Shri J. L. Chakraborty, Supdt. of Physical Education. Agt.
347. Abha Barnan Ray, Sr. Lecturer, Women's College, Agartala.
348. Shri Prasanta Kr. Bhattachajee, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
349. Shri Amarendra Narayan, Chakraborty, Lecturer, M. B. B. College' Agartala.
350 Shri Bimai Kr. Podder, M. B. B. College, Agartala.
351. Shri Apparna Rani Dey, M. B. B. College, Agartala.
352. R., K. Bhattacharjee, Sanichara Dispensary, Tripura.
353. Shri K. M. Mehrotra, Asstt. Commandant C. R. P. Ramnagar, Agartala.
354. Major Jai Singh Savant, C/o. Supply Point, ASC, Agartala,
355. Shri Nitai Ch. Biswas, Town and Country Planning org. Agartala.
356. Shri N. C. Das Majumder, Kurnal Bari, Agartala,
357. Shri Santosh Kumar Ray. Deptt. of Agri. Dharmanagar.
358. Shri B. B. Sukla, Supdt. Post Office, Agortala.
359. Shri H. Misra, Station H. Q. Agartala.
360. Shri Tushar Kanti Paul, Sr. Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
361. Shri Subodh Ch. Banik, M. B. B. College, Agartala.
362. Major Honey Lient Hans Raj Tangri,
C/o. Supply point, Agartala.
363. Maj. S. S. Walia, Assam Regt, Centre,
C/o. 99 APO.
364. Dr. A. K. Ray. V. M. & G. B. Tripura, Agartala.
365. Shri S. N. Das Gupta, Asst. Engineer, Agartala.
366. Shri Shibesh Ch. Biswas, Overseer, PES, Agartala.

367. Dr. Bijoli Ghosh, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
368. Maj. R. K. Kala, C/o. 99 APO.
369. Shri G. H. Saha, S. D. O. Kumarghat, Tripura.
370. Shri Kamal Chandra, Overseer, C/o. Principal College, Agartala.
371. Shri Santosh Rn. Das, Assembly Secretariat, Agartala.
372. Shri Sitanath Majumder, Hrishyamukh H. S. School, Belonia, Tripura.
373. Shri Manindra Singh, C/o. 93 Bn. B. S. F, Teliamura, Tripura.
374. Shri Premjit Singh, 93 Bn. Security Force, Teliamura, Tripura.
375. Dr. M. S. Rawat, V. M. & G. B. Hospital, Agartala.
376. Shri Samarendra Deb Choudhury, Asstt. Settlement Officer, Kamalpur.
377. Shri Karnamay Bhattacharjee, Instructor, Health, Lembuchhera, Tripura.
378. Shri H. P. Massar, Income Tax Officer, Agartala.
379. Smti. Saadhya Choudhury, Asstt. Teacher, Arundhutinagar, Jr. Basic School, Agartala.
380. C. L. Gupta, Supervisor. 10 F. D. Workshop, GREF, C/o. 99 APO.
381. Dr. S. P. Laha, P. O. Fatikray, Tripura.
382. Shri Sitangshu Bhattacharjee, Food Section, Civil Supplies, Agartala.
383. Shri Cittaranjan Laskar, Telephone Exchage, Agartala.
384. Shri P. Roy, Gumti Project, Tripura.
385. Shri R. G. Kelvekar, P. O. Radhakishorepur, Udaipur.
386. Miss Sipra Biswas, Lecturer in Commerce, M.B.B. College, Agartala.
387. Shri Debanath Bhattacharjee, Civil Secretariat, Agartala.
388. Shri Bijoy Kr. Chakraborty, Asstt. Teacher, Gram Sevak Training Centre, Lembuchhera, Tripura.
389. Shri P. K. Das, Tripura Engineering College, Barjala, Tripura.
390. Shri Arun Bandhu Bhowmik, Deptt. of Agri, Agartala.
391. Shri Bijoy Bhowmik, M. B. B. E. College, Agt.
392. Shri Radha Binode Singha, Munsiff, Belonia, Sabroom, Tripura.
393. Shri A. T. Sasu, Finance Accountants Officer, O. N. G. C. Agartala.
394. Shri Nani Gopal Saha, 13, Tripura Bn. N.C.C. Agartala.
395. Shri Kiran Ch. Nath, I.S.P.W. Agt.
396. Shri Mrinal Jyoti Purkayastha, M.B.B. College, Agartala.
397. Shri J. S. Cipher, I.S.P.W, Agartala.
398. Captain Tara Chand Varma. C/o. Supply Point, Agartala.
399. Shri T. C Roy, Internal Electrification, Agartala.
400. Shri P. Roy, Gumti Project, Tripura.
401. Shri Ranjit Singh, Meteorological Officer, Agartala.
402. Shri M. S. Chauhan, Asstt. Commandant, 91 Bn. B.S.F. Agartala.
403. Shri Rabinda Kamal Chakraborty, C/o. 63 N. S. Road, Agartala.
404. Shri R. Lodh, Store Sub. Dvn. Agt.
405. Shri Dilip Kr. Bhattacharjee, P.C. Kunjaban, Agt.
406. Shri Haridas Nandy, Power House, Agt.
407. Mrs. Renu Goswami, 11/37, Kunjaban, Agartala.
408. Shri B. K. Sharma, B. K. House, T. P. Road, Agartala.
409. Shri V. S. Thirunavukkarasu, Asstt. Engineer, Agartala.
410. Shri K. N. Das, Asstt. Engineer, Public Health, Sub. Dvn. No. II, Agartala.
411. Shri K. T. Sambandam, Asstt. Surveyor of Works, P.E.'s Office, Agt.
412. Capt. K. R. R. Kurup, Station H. Q. Agartala.
413. Shri Arunlal Chakraborty, Civil Secretariat, Agartala.
414. Capt. B. K. Roy, [illegible] Station H.Q. Agartala.
415. Capt. Balli Singh [illegible]. C/o. 99 APO.

416. Shri Indu Bhusan Sil, Tripura Govt. Press, Agartala.
417. Shri Tapesh Chandra Roy, Internal Electrification Sub-Dvn, Agartala.
418. Shri Sachindra Ch. Bhowmik, Tripura Govt. Press, Agartala.
419. Shri Arabinda Deb Barma, Civil Secretariat, Agartala.
420. Dr. Anal Kanti Nath, Health Centre, Pecharthal, Tripura.
421. Shri J. R. Sohal, Kunjaban, Agartala.
422. Capt. N. S. Virk, C/o. 99 APO.
423. Shri Nikhil Kr. Naha Biswas, Directorate of Settlement and Land Records, Agartala.
424. Shri Ambar Kumar Sen, Asstt. Settlement Officer, Ramnagar Road No. 6, Agartala.
425. Shri Majindra Nath De, Civil Secretariat, Agartala.
426. Shri Gobinda Gopal Basak, South Tripura, S. I. of Police.
427. Dr. Mrs. Ela Choudhury, G. B. Hospital, Agartala.
428. Shri Satyendra Chakraborty, Abhoynagar, H. S. School, Agartala.
429. Dr. Mrs. Tita Das, V. M. Hospital, Agartala.
430. Shri Ranjit Kumar Das, Training Institute, Agartala.
431. Shri Bejoy Kr. Chakraborty, Revenue Deptt. Agt.
432. Shri Tushar Kanti Deb, P.O. Salema.
433. Shri Mrinal Kanti Deb, Education Inspectorate, Agartala.
434. Shri A. N. Ray, Deptt. of Food & Civil Supplies. Agartala.
435. Shri Sukumar Das, M. B. B. College, Agt.
436. Shri A. S. Baila, I. S. P. W. Agartala.
437. Sgt. Yadav M. S. Education Inspector, Air Force, C/o. 99 APO.
438. Capt. R. C. Gupta, 13 Tripura Bn. N.C.C.
439. Shri Parimal Debnath, Electrical Sub-Dvn. III, Dharmanagar, Tripura.
440. Shri Chitta Ranjan Dutta, Tripura Legislative Assembly.
441. Shri Bholanath Roy, Abhoynagar, Agartala.
442. Shri A. M. Gojwani, A.G.'s Office, Agartala.
443. Shri M. R. Nag, Technical Officer, Deptt. of Agriculture, Agartala.
444. Shri Jiban Kumar Bhattacharjee, Steno to Surveyor of works, Agartala.
445. Shri R. M. Aneja, Dy. Commandent, C/o. 99 APO.
446. Shri Paresh Ch. Das, Overseer, C/o. P. E's Office, Agartala.
447. Shri Birendra Kishore Paul, Medical Officer, Police Hospital, Agartala.
448. Shri H. B. Sinha, Special Bureau, Govt. of India, Agartala.
449. Shri A. C. Dutta, Spl. Bureau, Agartala.
450. Shri Satyendra Kumar Sengupta, Civil Secretariat, Agartala.
451. Shri Durgadas Chakraborty, Kailasahar, Investigator.
452. Major K. M. Verma, 10 Bihar, C/o. 99 APO.
453. Shri K. K. Areja, Asstt. Executive Engineer, Agartala.
454. Shri S. C. Biswas, S.D.O. Electrical, Teliamura.
455. Shri S. P. Majumder, Section Officer, Transmission Sub-Divn. Teliamura.
456. Shri Bijoy Kumar Laskar, Overseer, P. W. D. Agartala.
457. Shri Indrajit Singh, Arundhutinagar, Agartala.
458. Shri Amalesh Ghosh, P.W.D. Agartala.
459. Shri Montosh Banerjee, S. A. Deptt. Agartala.
460. Shri Dipak Sengupta, Weights & Measures, Agartala.
461. Shri S. B. Choudhury, Accounts Officer, A. D. M. Udaipur.
462. Lt. Col. M. S. Dhillon, Ministry of [illegible], Agartala.
463. Major K. M. Verma, 10 Bihar, C/o. 99 APO.
464. Shri [illegible] Gopal [illegible], Asstt. Director of Settlement & Land Records, Agartala.

465. Major S. V. B. Kamat, Station H. Q. Agartala.
466. Dr. P. K. Roy Choudhury, Kailasahar.
467. Shri R. P. Sharma, C/o. Chief Secretary, Agartala.
468. Shri Manjugopal Das, B. T. College, Agartala.
469. Md. A. Khan, Forest Deptt. Agt.
470. Shri Sunil Kr. Dutta, Asstt. Civil Secretariat, Agartala.
471. Shri Rabindra Kr. Majumder. Steno Civil Secretariat, Agartala.
472. Shri Sudhir Ch. Bhowmik, Settlement Officer, Agartala.
473. Shri Tapash Kr. Sen, Civil Secretariat, Agartala.
474. Shri Makhan Lal Roy, West Tripura, Agartala.
475. Shri N. C. Bhowmik, A.E.O. Sub-Regional Employment Exchange, Agt.
476. Shri M. Roy, B.D.O. Kumarghat.
477. Shri S. C. Chakraborty, R. P. G. B. Hospital, Agartala.
478. Dr. N. L. Roy, Surgical Unit. G. B, Hospital, Agartala,
479. Shri V. K. Gupta, Asstt. Surveyor of works, . Gumti Project, Agartala,
480. Shri Sunil Mazumder, Jr, Lecturer, Zoohogy, M. B. B. College, Agartala.
481. Shri Benoy Bhusan Sarkar, Statistical Deptt, Agartala,
482. Shri Subhas Chandra Dutta, Stenographer. Civil Sectt. Agartala,
483. Shri Jyoti Bikesh Roy, Accountant, Industial Estate, Arundhutinagar, Agartala,
484. Shri P. Roy. G. D. O. Gr. Deptt. of Surgery, G. B. Hospital, Agartala.
485. Shri Jyotirmoy Ghosh, Inspector, Supplies, Directorate of Food and Civil Supplies,
486. Shri Bijoy Kr. Bhowmik, Gram Sevak Training Centre, Lembucherra, Tripura,
487. Shri Jagadish Chakraborty, Office Superintendent, Superigtending Engineer, Agt.
488. Shri Jagamohan Sarkar, Investigation, Sub-Division, No. II. P. O. R. K. Pur Tripura.
489. Shri D. K. Serene, H. Q. 57 Mountain Artillery Brigade. C/o. 99 A. P. O.
490. Shri Prasanta Kr. Bhattacharjee, Social Education Organiser, Mohanpur Block, Tripura,
491. Shri Sasanka Sekhor Chakraborty, Superintending Engineering Office, Tripura, Agartala,
492. Shri Kanti Bikash Chakraborty Asstt. Accountant S, A, Deptt, Agartala,
493. Shri P. K. Chakraborty Asstt. Engineer, R. S. Sub–Division No. 1, Kanchanpur,
494. Shri Rabindra Nath Das, Lecturar in Mech. Engg. Narsingarh, Tripura.
495. Shri A. K. Tiwary. Station H. Q. P. O. Kunjaban, Agartala.
496. Shri Amalendu Deb Roy, Sub-Regional Employment Exchage, Agartala,
497. Shri Sankar Singha, Physical Instructor, M. B. B. College, Agartala.
498. Shri Ramesh Chandra, NCC Coy 3rd Sig Bn CRPF, Ramnagar, Agartala,
499. Dr, Miss Sipra Ghosh. C/o. Sibilash Ch. Ghosh. Advocate. Dharmanagar. Tripura,
500. H. K. Chakraborty, L. M. F. Gr. I Madhuban Badharghat Govt. Dispencery, Agartala.
501. Shri Sankar Prasad Mukharjee, Overseer, P. W. D. Central VI Sub-Division, Agartala.
502. Shri S, K. Ghosh, Statiscal Officer, Education Directorate of Welfare for S/T and S/C
503. Shri Pranab Chandra Chanda Head-Master, Kaulikura Sr, Basic School, Kailashahar, Tripura.
504. Shri Narayan Chandra Ghosh, Tripura Electrical Circle, Agartala.
505. Shri Ajit Kumar Deb Nath, Asstt, Engineer, Tripura Electrical Circle, Agartala.
506. Shri Mihir Ranjan Paul, Asstt, Survey Officer, Bishalgarh Settlement Office,
507. Shri Sekhar Bhattacharjee, Lecturer, M, B, B, College, Agartala,

508. Shri S, R, Narsimhan, Executive Engineer, No, II Dharmanagar, Tripura,
509. Shri Balai Chandra Saha, Section Officer, Office of th Executive Engineer, Agartala.
510. Shri Purnendu Kanti Das, Lecturer in Chemestry. M, B, B, College, Agartala.
511. Shri Arun Kanti Biswas, Press Information Buerau, Laxminarayan Bari Road, Agartala.
512. Shri Nagendra Ch, Deb Barma, Law Deptt, Agartala.
513. Shri Birmani Kr. Singha, U, D, Asstt, Home Police Deptt, Agartala.
514. Shri Adinath Baidya, Asstt, Information Officers Office Agartala.
515. Shri Amalendu Majumder P, A, to the I, G, P. Tripura, Agartala.
516. Shri Amarnath Bhattacharjee, Head Clerk, Supdt, of Agriculture, Office. Agartala.
517. Shri S. Barua S. D. O. (PWD) Dharmanagar,
518. Shri Haripada Saha, Section Officer, Hospital Sub-Division Agartala, Divn.No.IIIAgt.
519. Shri Haridas Dutta, Hospital Sub-Divn, Agartala Divn, No, III Agartala.
520. Smti Namita Chakraborty, Finance Deptt, Civil Sectt, Agartala.
521. Shri Rama Prasanna Gupta, Inspector of Police, Sadar Police Court, Agartala,
522. Shri Haripada Mazumder, Staff Officer, to I, G, P Agartala.
523. Shri Sachindra Nath Ghosh Choudhury, Hd, Clerk, I, G, P. Office, Agartala.
524. Rafiqul Islam, Inspector of Police, Police Training College, Agartala,
525. Shri Dhirendra Ch, Banik, Instructor I, T, I Indranagar Agartala,
526. Shri Makhanlal Kar, S, I, of Police, C, I, F, Office Agartala,
527. Shri Rupak Roy Barman, Asstt, Engineer, Transmission Sub Divn, Dharmanagar,
528. Shri Brajendra Kishore Mallik, Investigator, T, W, Directorate, Agartala,
529. Shri Kalinath Das, Public Health Engg, Sub-divn, II, Agartala,
530. Shri Anil Kumar Chakraborty, Inspector, National Sample Survey, Statistical Deptt, Agartala,
531. Shri Lalit Mohan Paul, Deptt, of Agriculture, Agartala,
532. Shri Narayan Ch; Dhar, U, D, Clerk, Civil Secretariat, Agartala,
533. Shri Gopal Ch, Dutta, S. D, O, Planning P, E,'s office, Agartala,
534. Shri S. K. Chakraborty, Asstt, 91 Bn. B,S,E, Salbagan, Agartala,
535. Shri Hiranmay Chakrabarty, Election Inspector, Chief Electoral Officer, Agartala,
536. Shri J. P. Gupta, S,D,O Khowai. West Tripura,
537. Shri A. T. Datta, T. C. S. Grade II, D, M, & Collector office, West Tridura, Agartala
538. Dr. P. B. Pramanik, Medical Officer, in charge, Agartala.
539. Dr. Santosh Kr. Das, G.D.O. II G.B. Hospital, Agartala.
540. U. B. Parto, I.S.P.W, Agartala,
541. Shri Anitabha Debroy, Lecturer of M,B,B, College, Agartala.
542. Shri Sanjib Kr. Das Gupta,
543. Shri Prabir Sankar Das Gupta, G,D,O II, VM/GB Hospital, Agartala.
544. Smti Purabi Mallik, A/T, Banibidyapith, Agartala,
545. Shri B. Gupta, C/O. A. C. Gupta, Indranagar, Agartala.
546. Manohar Lal J, I, O. S. I, B, Agartala,
547. Shri Subhendu Majumder, Asstt, Horti Officer, P.O. Arundhutinagar, Agartala,
548. Shri Sunij Kr, Paul, Investigator, Statistical Deptt, Agartala,
549. Shri Narayan Ch. De, Dairy Supervisor, Directorate of Animal Husbandry, Agartala.
550. Shri C. R. Bhattacharjee, Managing Director, Tripura Small Industries Corporation, Agartala.
551. Capt. R. D. Kadyan, Hd. Quarters, 57 Mountain Divn. C/o. Station H. Q. [illegible]
552. Shri Santipada Roy, [illegible]

553. Shri Amar Kanti Ghosh, Technical Assistant, Sadar East Block, Jirania, Tripura.
554. Shri Naginder Singh Spl, Bureau, G/I, Agartala,
555. Mrs, Uma Das Overseer, office of the S, E, Agartala,
556. Shri Mihir Lal Chowdhury, Overseer, S, W, Section, Tripura Electric Circle, Agartala,
557. Shri Ram Bhatia- Asstt Engineer, A, A, Road Sub-division, Kunjaban, Agartala,
558. Shri DiiipKr, Choudhury, U,D,C, E:s Office, Agartala,
559. Shri Pijush Kanti Dutta, Gumti Project circle· Agartala,
560. Shri Shankar Lal Chowdhury, Stenographer, Minor Irrigation divn, Agartala,
561. Shri K, R, Ruchandani, Asstt, Surveyor of Works, I office of S, E. Addl, Circle, Agartala,
662. Shri Sunil Kr, Chakraborty, Senior Research Asstt, Soil Testing Laboratory, Agartala,
563. Shri Phatik Dhar, Overseer, D, M, & Collector, R,W,S Section, Agartala,
564. Sr. Pijus Kanti Das, C,A,S, Gr, II Central Jail, Agartala,
565. Shri Debendra Kumar Dey, S, P, 25th Bn CRPF, Agartala,
566. Dr. Ajit Kr Das, M, O, Santir Bazar Primary Health Centre, Santir Bazar, Tripura.
567. Shri Karunamay Das, Lecturer, M,B,B College, Agartala,
568. Shri A K, Kanjilal, Officer in charge,PVT, Wirless, Transmitting and Receiving Agartala,
569. Shri N, R, Mukherjee, Programme Executive, All Indin Radio, Agartala,
570. Dr, Utpal Bhattacharjee, Dentist, G, B, Hospital, Agartala,
571. Shri Baresh Ch, Sen Roy, Office of the S,D,O, Mech, Agartala,
572. Shri A, S, Gupta, Engineering Supervisor, C/o, S.D,O Telegraphs Agartala,
573. Sri Jyotilal Chakraborty, Supdt, of Physical Education, Northern Dist,
574. Shri Purnendu Kr, Palit. Asstt, Engineer, Refugee Relief, South Tripura.
575. Sri J. Eapen, Commandent, 38th, Bn, CRPF, Agartala
576. Shri J. N. Baidya, Inspector T, W C/o, Director, Tribal Welfare, Agartala,
577. Sri Gouranga Ch, Sutraphar, Overseer, S, E, S, Office, Tripura Electrical Circle, Agartala,
578. Shri Debabrata Chakraborty, Inspector Food & Civil Supplies, Dharmanagar, Tripura,
579. Dr. C. R. Roy, Officer in charge, State Poultry, Agartala,
580. Shri Narayan Ch. Saha, Overseer, Radhakishorepur, Tripura,
581. Shri D. Nag, Asstt, Conservator of Porests, D. F. O Agartala,
582. Shri M. S. Roy, S. D. O Kumarghar, Transmission Sub Divn. Tripura.
583. Shri Kalipada Roy, Quarter No, II 69 Kunjaban, Town Ship, Agartala,
584. Shri Kulendra Dey, Supervisor, Police Radio, H, Q, Agatala.
585. Shri M. L. Chakraborty, Jailor, Central Jail, Agartala.
586. Captain S, Sahni, H. Q. S. Eatern Air Commend, Shillong, Assam,
587. Shri Pramil Chandra Acherjee, Clerk Tribal Welfare, Agartala,
588. Shri Ajoy Kr Banarjee, L, D, Assitant, Civil Secretariate, Agaratala,
589. Shri Priya Ranjan Roy, Civil Secretariat, Agartala,
590. Shri Sibapada Sengupta, Senior Research Asstt, Melaghar, Tripura,
591. Shri Debashis Das Gupta, Executive Engineers office, Agartala Divn, No, I Agartala.
592. Shri D, N, Gupta Lecturer M, B, B, College, Agartala,
593. Shri Sushil Ray Bardhan, Tripura Police, Agartala,
594. Shri Kantimay Ghosh, Lecturer, Polytechnic Institute, Agartala,
595. Shri Sushil Rn, Bhattacharjee, Asstt, Hedmaster, Sukhamay H, S, School, Airport,
596. Capt, J, S, Verma, Field Security Officer, C/O, 99 A, P, O, Agartala,

597. Shri Anil Baran Roy, Agri. Inspector, (J) Sadar North Block, Mohanpur, Tripura.
598. Shri Swrander Singh, D. S. P. 25th Bn C. R. P. F.Agartala.
599. Shri Haribans Singh, C/o, Deputy Director, N. S. Road, Agartala.
600. Shri Nepal Ch. Bhattacharjee, Krishnanagar, P. O. Agartala.
601. Shri Ashok Dutta, C/o. 2-Hospital Lane, Agartala.
602. Shri Monoranjan Dey, C/o. Shri Narendra Nath Das, 19 Krishnanagar Lake Road, Agartala.
603. Shri Bhupendra Nath Roy, Akhaura Road, Agartala.
604, Shri C. K. Roy, P. O. Rakhal Goni, Tripura.
605. Shri Hiralal Jain, Hari Ganga Basak Road, Agartala.
606. Shri S. B. Dutta, Govt. Contractor, Dharmanagar, Tripura.
607, Shri Deba Prasad Nandi, Operation officer, Indian Oil, Corporation, Kamishawr. Dharmanagar.
608. Shri Satya Pal Gaind, C/o. Shri Nirmal Kanti Choudhury, Palace Compound, Agartala.
609. Shri Dipu Das, C/o, Jogesh Ch. Das, Natunpalli, Agartala.
610. Smti. Gayatri Laul, w/o. Major J. N. Laul, C/o. L. Subodh Deb Barma, Agartala.
611. Shri S. K. Sur, Welford Transport Ltd, Banamalipur, Agartala.
612. Shri Rogar Marcil, P. O. Reshambagan, Agartala.
613. Shri Sujit Singh Bindra, C/o, S. Ram Singh Bindra, Judicial Commissioner, Tripura.
614. Shri Bidyut Kr. Sen, C/o. Shri Manindra Nath Sen, Old Thana Road, Agartala.
615. Shri R. P. Gupta, C/o. D. N. Gupta, Kunjaban, Agartala.
616. Shri H. L. Dutta, C/o. D. C. Das, Banamalipur, Agartala.
617. Shri C. N. Duluy, P. O. Arundhutinagar, Agartala.
618. Shri Umesh Ch. Deb, 89 Motor Stand Road, Agartala.
619. Shri Sudhi Sur, 28, Akhaura Road, Agartala.
620. Shri N. K. Bhattacharjee, 14, Thana Road, Agartala.
621. Shri Ratanlal Setjia, 19/2 Lake Road, Agartala.
622. Shri Rajendra Kr. Sethia, 19/2, Lake Road, Agartala.
623. Shri Proloy Kr. Kar, Banamalipur, Agartala.
624. Shri Sc. C. Ghosh, Air Lines, Agartala.
625. Shri Monatosh Datta. C/o. Shri Hem Kr. Dutta, Ramnagar, Agartala.
626. Shri Chittaranjan Sen, C/o. Studio Senco, H. G. Basak Road, Agartala.
627. Station in Charge, Planters Airways Private Ltd, Agartala.
628. Shri Dilip Kr. Ghosh, Jharna Book Agency, H. G. Basak Road, Agartala.
629. Mr. Mario Freitas, C/o. Kamani Engineering Corp. Ltd, Lake Road,Krishnanagar,
630. Shri Nirode Baran Chakraborty, Senior Officer, United Commercial Bank, Agartala.
631. Shri Vijoy Chopra, Tripura Industrial Corporation, 44 H. G. Basak Road, Agartala.
632. Shri Kanai Deb Barma Prof. M/s. Ether Equipments, Hariganga Basak Road, Agartala.
633. Shri Nityananda Chakraborty, C/o. Ananda Bhaban, Ramnagar, Agartala.
634. Shri Monoranjan Ghosh, 50, Office Lane, Agartala.
635. Shri Pijush Kanti Bhattacharjee, C/o. D. Bhattacharjee, Civil Sectt. Agartala.
636. Shri Pinu Lal Paul C/o. Surjya Kanti Paul, Agartala.
637. Shri J. K. Grover, Kalachera Tea Estate, P. O. Kalachera, Tripura.
638. Shri Rathindra Nath Dhar, Ramnagar Road No. 5. Agartala.
639. Shri Kamal Krishna Roy, Akhaura Road, Agartala.
640. Shri Sankar Ch. Dey, Contractor, Banamalipur, Agartala.
641. Shri Hemendra Lal Choudhury, State Bank of India, Agartala.

642. Shri Mihir Das Gupta, 5 Hospital Road, Agartala.
643. Shri Indu Bhusan Roy Barman, Head Clerk, State Bank of India, Agartala.
644. Shri J. P. Rau Barman, United Bank of India, Agartala.
645. Shri Chandan Roy, Shib Nagar, College Road, Agartala.
646. Shri Chittaranjan Roy, 69/1 Akhaura Road, Agartala.
647. Shri G. M. Dutta, 7 Hospital Road, Agartnla.
648. Shri S.R. Dutta Govt. Contractor, College Road, Agartala.
649. Shri Samarendra Saha, C/o. Rabindra Kr. Rathindra Kr. Saha, Central Road, Agarta
650. Shri Brajendrajit Singh, P. O. Avoynagar, Agartala.
651. Shri Monoranjan Singha. P. O. Avoynagar, Agartala.
652. Shri Sudha Kar, C/o. Silchar Automobiles, Agartala.
653. Shri S. K. Biswas, C/o. Shri J. M. Dev Barman, 8-Krishnanagar, Agartala.
654. Shri John Lagarads, United Commercial Bank, Agartala.
655. Shri Joyant Jain, C/o. Jain Textile, Agartala.
656. Capt. B. R. Chatterjee, P. O. Abhoynagar, Agartala.
657. Shri Santosh Kr. Saha, C/o. Dinabandhu Roy, Advocate, Sonamura, Tripura.
658. Shri Kusum Ranjan Sengupta, C/o, Shri Arun Kr. Sengupta, I. A. C. Agartala.
659. Shri B. K. Chakraborty, Chartered Accountant, Krishnanagar, Agartala.
660. Shri V. K. Tiwari, C/o. Paritosh Datta, Ramnagar Road No. 5 Agartala.
661. Shri K. K. Das, Site Engineer, R. K. Mission Road, Dharmanagar.
662. Shri S. N. Ganguli, 44/3, Central Road, Agartala.
663. Shri Jagdish Prasad Gupta, West Pratapgarh, Agartala.
664. Shri Amarendra Nath Dutta, C/o. Auto Spares, 89-Motor Stand Road, Agartala.
665. Shri Nitya Nanda Pau , P. O. Badharghat, Agartala.
666. Shri D. L. Chakraborty, 242-Dhaleswar, Agartala.
667. Shri P. K. Choudhury, Traffic Asstt. Indian Air Lines, Agartala.
668. Shri N. G. Bhattacharjee, 33-Office Lane Agartala.
669. Shri Bimalendu Deb Barma, C/o. Supdt. of P. O. Tripura Division, Agartala.
670. Shri Shyamal Kanti Paul, C/o. Pustak Bhavan, 9 Central Road, Agartaia.
671. Shri P. C. Sinha, C/o. Shri Madan Mohan De, Krishnanagar, Agartaln.
672. Shri Dwijendra Kr. Bhowmik, Manager, Malabati Tea Estate,
673. Shri Chriamjoy Bose, C/o. Sj, Satya Ranjan Bose, Agartala.
674. Shri Dandin Roy, C/o. Jatindra Ch, Saha, 62 Central Road, Agartala.
675. Shri Jatindra Ch. Saha, 7 Mantri Bari Road, Agartala.
676. Shri Bhanatosh Roy, Govt. Contractor, Banamalipur, Agartala.
677. Shri Matilal Bhattacharjee, C/o. Tripureswari Rice M & Oil Mills, N. S. Road, Agartala.
678. Shri K. P. Banerjee, Junior Officer, Calcutta Insurance Ltd. Central Road, Agartala.
679. Mrs. S. Agarwal, M/154 Quarters, Agartala Airport, Agartala.
680. Shri Rakesh Grover, C/o. Harishnagar Tea Estate, Bishalgarh, Tripura.
681. Shri Jugal Kishore, Harishnagar Tea Estate, Bishalgarh, Tripura.
682. Shri Bani Gopal Choudhury, Development Officer, Life Insurance Corporation of India.
683. Shri Nitya Gopal Banik, 40/1, Central Road, Agartala.
684. Shri Karnna Kanta Datta, C/o. United Traders, Office tilla, Dharmanagar, Tripura.
685. Shri Sita Nath Podder, C/o. Surja Ghar, Surja Road, Agartala.
686. Shri Jiban Lal Lodh, Accounts I/C Indian Air Lines, Agartala.
687. Shri Pannalal Bhattacharjee, C/o. Sj. Ishita Ranjan Bhattacharjee, Old Melarmath.
688. Shri Sankar Guha, C/o. Sukumar Guha, Town Bardowali, Agartala.
689. Shri Manik Paul, C/o. Mukunda Paul, 28, Gangali Road, Agartala.
690. Shri Kalipada Paul, C/o. P. M. Bhandar, N. S. Road Agartala.

691. Shri P. C. Bhowmik, Anandamoyee Kutir, Battala, Tripura.
692. Shri D. Ghosh, Accountant, State Bank of India, Agartala.
693. Shri Keshab Choudhury. C/o. Nani Gopal Choudhury, Abhoynagar, Agartala.
694. Shri Mrinmoy Deb, C/o. Ramesh Ch. Deb, Ramnagar Road No. 5, Agartala.
695. Shri Gouranga Saha, Contractor, Motorstand Road, Agartala.
696. Shri Dilip Deb Roy, Prof. Studio Click, Mantribari Road, Agartala.
697. Shri S. K. Bardhan, Shift. Supdt. Indian Oil Corporation Ltd, Agartala.
698. Shri N. K. Mitra, Shift. Supdt. Indian Oil Corporation Ltd. Agartala.
699. Shri Ranindra Kr. Chakraborty, Dhaleswar, Agartala.
700. Shri Sukhendu Shekhar Gupta, C/o. Sj. Hiran Ch. Gupta, 16, Office Lane, Agartala.
701. Shri Milan Gupta, C/o. Shri Mukunda Gupta, Tripura Cooperatiye Land Mortgage, Agartala.
702. Shri Pradip Kr. Nath, C/o. Airway India Ltd. I. A. C. Freight Section, Agartala.
703. Shri V. P. Sharma, Accountant N. P. C. C, Ltd, Gumti Project Agartala, Tripura.
704. Shri Chittaranjan Gupta. M/s. Gupta Brothers, H. G. Basak Road, Agartala.
705. Shri Anil Kr. Paul, C/o. Dil Khosh, Mantribari Road, Agartala.
706. Shri Nepal Krishna Nath, Raj Bai Dharmanagar, Tripura.
707. Shri Ramendra Choudhury, C/o. Samir Ch. Saha, Telephone Exchange, Agartala.
708. Shri Binoy Bhusan Roy, C/o. Nakul Ch. Saha, Hawkers Korner, Agartala.
709. Shri Rabindra Ch. Bhowmik. Ramnagar, Road No. 2 Agartala.
710. Shri R. R. Baura Aircraft Tecinician, Indian Airlines, Agartala.
711. Shri Bhagirath Prasad Kankani, C/o. Bhaghirath Trading Co. Arundhutinagar.
712. Shri Pramananda Deb Nath, Ram Charan Deb Nath, Jogendranagar, Agartala.
713. Shri Krishna Kar, Car 7 co. Central Road, Agartala.
714. Shri Chandra Chakraborty, 24, Krishnanagar Road, Agartala.
715. Shri Dulal Chakraborty, C/o. Moto Lal Chakraborty, Krishnanagar Agartala.
716 Shri Sadhan Chakraborty. C/o, M/s. New Medical Hall, Battaia, Agartala.
716A. Shri Sekhar Dasgupta, Indian Air Lines, Agartala.
717. Shri Nirmal Kanti Choudhury, 9/3 N. S. Road, Agartala.
718. Shri Paramesh Chakraborty, Asstt. Cashier, United Commercial Bank of India, Agartala.
719. Shri Pulak Chakraborty, Vill. Katasheola, Jogendranagar, Agartala.
720. Shri Subodh Kr. Ghosh, C/O. Tripura Dairy Products, Gangail Road, Agartala.
721. Shri Amal Roy, C/O. Jatish Roy, Ramnagar Rd. No. 10, Agartala.
722. Shri Jatish Roy, United Commercial Bank, Agartala.
723. Shri Nilmani Singh, Banamalipur, Agartala.
724. Shri Ram Gopal Sinha, Fatikcherra, Tripura.
725. Shri V. D. Mehta, C/O. Shri Ram Avtra Sharma, B. K. Road, Agartala.
726. Shri Chitranjan Ray, C/O. Tripura Agency, H. G. Basak Road, Agartala.
727. Shri Swaraj Bhowmik, Govt. Contractor, 73, H. G. Basak Road, Agartala.
728. Shri B. S. Chandhok, 89, Motor Stand Road, Agartala.
729. Shri Bhupinder Singh, C/O. S. R. Dutta & Bros. 123, Motor Stand Road, Agartala.
730. Shri Sasanka Sekhar Chakraborty, Bidhu Bhusan Chakraborty, Office Lane, Agartala.
731. Shri Manindra Deb, C/O. Harendra Ch. Deb, North Bhadharghat, Agartala.
732. Shri Animesh Kar, C/O. Nirmal Kanti Kar, Krishnanagar, Agartala.
733. Shri Rupen Bhowmik, Director, Indian Agro Industrial, H. G. Basak Road, Agartala.
734. Shri R. K, Chikra, 8 Krishnanagar, Agartala.
735. Smti. Manju Ghosh, C/o. Niranjan Sen, Battala Bazar, Agartala.

736. Shri Ratan Kr. Das, C/O. Ramani Mohan Das, Arundhutinagar, Agartala.
737. Shri Hiralal Banik, Pather Sani, Central Road, Agartala.
738. Shri Kamakhya Prasad Ray, C/O. S. S. C. Engineer, 6. Thana Road, Agartala.
739. Shri Kamal Prasad Ray, C/O. K. P. Ray, Advocate, Dharmanagar.
740. Shri B. D. Ray, Palace Compound, Agartala.
741. Smti. Hiran Prava Ray, Kurt Road, Dharmanagar, Tripura.
742. Shri Dulal Ch. Choudhury, Agartala Furnitures, Agartala.
743. Shri Shyamal Kanti Kar, 13 Krishnanagar, Agartala.
744. Shri Ranjit Kr. Deb, C/o. Sudhir Kr. Chanda, Ramnagar Road No. 7, Agartala.
745. Shri Swadesh Ch. Bhowmik, Phyari Babus Garden, Agartala.
746. Shri Samir Saha, C/O. Monoranjan Saha, College Road, Agartata.
747: Shri Upendra Ch. Purkustha, Dharmanagar, Tripura,
748. Shri Jatindra Nath Ray, Modern Commercial Service, Dharmanagar, Tripura.
749. Shri Dulu Ray, C/O. Vibekananda Pharmecy, Motor Stand Road, Agartala.
750. Smti. Manju Dutta, C/o. Dutta Brothers, Dharmanagar, Tripura.
751. Shri Suvirendu Dutta, C/O. Lt. Abinash Ch. Dutta, Dharmanagar, Tripura.
752. Shri J. B. Majumder, C/O. Sri Sunil Rn. Bose, Lake Compound Middle Dimsagar, Agartala.
753. Shri Nani Gopal Dutta Gupta, 22 Krishnanagar, Agartala.
754. Shri Kantilal Parakh, C/O. S. Nahata & Sons, Motor Stand Road, Agartala.
755. Shri Ramendra Lal Ray, Contractor, B. K. Road, Agartala.
756. Shri Haradhan Chakraborty, C/O. Smti. Kanak Prava Dev, Krishnanagar, Agartala.
757. Shri Jinan Kr. Chakraborty, 18 Sukantala Road, Agartala.
758. Major G. S. Kohri. Security Force, United Commercial Bank, Agartala.
759. Shri J. P. Nag, P. O. Kameswar, Tripura.
760. Shri Makhan Lal Nath, C/O. State Bank of India, Dharmanagar, Tripura.
761. Shri P. K. Mukherjee, State Bank of India, Dharmanagar, Tripura.
762. Shri Bibhuti Deb Barma, C/O. Partha Dresses. Hawkers Korner, Agartala.
763. Shri Sushil Choudhury, C/O. Tarak Bhowmik, West Joynagar, Agartala.
764. Shri Shyamal Nishtala, Kunjaban, Agartala.
765. Shri Ajit Kr. Bhowmik, C/O. Mr. Pyari Mohan Bhowmik, Motor Stand Road, Agartala.
766. Shri P. B. Gupta, Sub-Accountant, State Bank of India, Agartala,
767. Shri P. K. Sinha Ray,-141, Motor Stand Road, Agartala.
768. Shri Sujit Das, State Bank of India, Agartala.
769. Shri Parasmall Saraogi, T. G. Road, Agartala.
770. R. D. Bagal, N. S. Road, Agartala.
771. Shri B. R. Mehta, Motor Stand Road, Agartala.
772. Sudhangshu Paul, Chittaranjan Road, Agartala.
773. Shri R. K. Deb, Chouringhe Trading, H. G. Basak Road, Agartala.
774. Shri N. Palit, C/O. P. Choudhury, Ramnagar, Agartala.
775. Shri Ranjit Kr. Chakraborty, C/O. Dr. Jotish Ch. Chakraborty, Agartala.
776. Shri B. K. Majumder, Secretary Children Welfare Association, Agartala. P. O. Agartala, College, Agartala.
727. Shri Badal Chand Sethia. Ratan Textils, H. G. Basak Road, Agartala.
778. Shri Dilip Kr. Choudhury, C/O. Saha Medical Hall, P. O. R. K. Pur.
779. Shri Monoranjan Dutta Gupta, Sankar Choumuhani, Agartala.
780. Shri I. B. Bhowmik, State Bank of India, Agartala.
781. Shri Monomohan Deb Nath, C/O. Sri Sudhir Ch. Bhowmik, Agartala.
782. Shri Sukhamoy Das Gupta, Opposit to Power House, Agartala.

783. Shri Pradip Kr. Dutta Choudhury, C/O. Shri Dipak Kr. Dutta Choudhury, Krishnanagar, Agartala.
784. Shri Amiya Bhusan Sen Gupta, P. O. Jogendranagar, Agartala.
785. C. H. Debnath, State Bank of India, Agartala.
786. Shri A. K. Dutta, 22 Krishnanagar, Agartala.
787. Shri Ranjit Kr. Das, C/O. Pitambar Perfumery Work, Akhaura Road, Agartala.
788. Shri Braja Gopal Das, Battala Bazar, Agartala.
789. Shri Deepak Khendelwal, Shilchar Atomobiles, Agartala.
790. Shri Pradip Bhowmik, State Bank of India, Agartala.
791. T. P. Singha, C/O. IndiaAir Lines, Agartala.
792. Shri Dilip Kr. Sarkar, Advocate, Bar Association, Agartala.
793. Shri Bijoy Krishna Roy, Physical Educatton Section, Agartala.
794. Shri Subimal Dhar Choudhury, Ramnagar Rd. No. 4 Agartala.
795. Central Transport of India, Agartala Branch, Agartala.
796. Shri S. K. Biswas, C/O. Shri Rathindra Kr. Biswas, Stenographer, Civil Secretariat, Agartala.
797. Jamair Co. (P) LTD, 38, Akhaura Road, Agartala.
798. Dr. Dilip Kr. Deb Barma, C/o Shri Radha Charan Deb Barma, Civil Secretariat, Agartala.
799. Shri Hari Dev, C/O. Shri S. K. Nandy, Banamalipur, Agartala.
800. Shri Aurn Kr. Sen Gupta, Indian Airlines, Agartala.
801. Shri Gopi Mohan Deb Barma, Banamalipur Agartala.
802. Shri Lalit Mohan Deb Barma, Krishnanagar, Agartala.
803. Shri Jitendra Ch. Saha, C/O. Saha Medical Hall, R. K. Pur, Tripura.
804. Shri Hara Nidhi Dutta, Tripura Khadi & Village Industries Board, H. G. Basak Road.
805. Kamal Choudhury, C/O. Sukumar Choudhury, Ramnagar Rd. No. 7, Agartala.
806. Shri Nirode Baran Das, C/O. Shri Dhirendra Ch. Das, Ramnagar Road No. 3 Agartala.
807. Shri Hari Sankar Nath, Jogendranagar, Agartala.
808. Shri Anil Krishna Sarkar, Near Dhaleswar, Agartala.
809, Shri Bimal Kar Bhowmik, Bar Library, Agartala.
810. Shri Manish Kar Bhowmik, Bar Library, Agartala.
811. Shri Deshab Lal Chakraborty, Gangail Lake View, Agartala.
812. Shri Anil Krishna Paul, United Bank of India, Agartala.
813. Shri Debendra Ch. Deb, C/O. M. L. Das Gupta, Dhaleswar,Agartala.
814. Shri B. Gupta, C/O. Shri A. C. Gupta, Kunjaban, Agartala.
815. Shri P. T. Narshese, Union Tyers. 38, Akhaura Road, Agartala.
816. Shri P. D. Antony, Union Tyers, Udaipur, Tripura.
817. Shri Diralal M. C. Ray, The New Town Medical Hall, Mathchoumohani, Agartala.
818. Shri Milan Das, Cooperative Inspector, P. O. R. K. Pur, Tripura.
819. M/S. Biswakarma Glass, H. G. Basak Rd., Agartala.
820. Shri Santosh Kr. Banik, S/o. Shri Sukhlal Bani7, 142/1 Motor Stand Rd. Agartala.
821. Shri Paritosh Saha, Asram Choumohani, Agartala,
822. Shri D. C. Sethia, Tripura Trading Company, Agartala.
823. Shri Kamal Ranjan Majumder, Govt. Contractor, Ramnagar, Agartala.
824. Continental Transport Agency, Motor Stand Road, Agartala.
825. Shri Dwijendra Ch. Dey, M/S. Dev Tyere Service, B. A. Road, Dharmanagar, Tripura.
826. Shri Samiran Ray, C/O. Jiban Kr. Bhattacharjee, T. G. Road, Agartala.

827. Shri Kalyan Prasad Saha, C/O. Shri Nitai Ch. Saha, Chitta Ranjan Road, Agartala.
828. Shri Bidhan Ch. Sarkar, Ramnagar Road No. 6, Agartala.
829. Shri Bidhan Ch. Das Gupta, Banamalipur, Agartala.
830. Shri Chidananda Choudhury, Surjoya Road, Agartala.
831. Shri Naresh Chandra Dutta, S. I. of Police, Interogation Pool, Agartala.
832. Shri Dhiresh Chandra Dutt, U. D. Assistant, Civii Secretariat, Agartala.
833. Shri Radha Charan Deb Barma, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
834. Shri Dhruba Deb Barma, L.D.C.A.T.C's Office, Agartala.
835. Shri Manish Roy Choudhury, Accountant, M.B.B. College, Agartala.
836. Shri Sambhunath Lala Education Inspectorate' Dharmanagar.
837. Shri Sachindra Nath Ghosh Choudhury, Head Clerk, I.G.P's Office, Agartala.
838. Shri Nripendra Choudhury, U.D.C.E.E. (Elec.), P.W.D. Agartala.
839. Shri Prasanta Kumar Majumder, Head Clerk, Tripura Investigation Division, P. W. D.
840. Shri Haridas Nandi, Shift in charge, Agartala Power House, Agartala.
841. Dr. Bikash Bhattacharjee, Dist. Family Planning Bureau, Agartala.
842. Shri Ajoy Bikash Ray, Office of the S.S.W.P.WD., Agartata.
843. Shri Dhirendra Chandra Roy, Stat. Department.
844. Shri Shyamal Rn. Majumder, Industries Departmeut.
845. Shri Biplab Roy. Lecturer, Budhjung Higher Secondary School.
846. Shri Ajit Kumar Gupta, S.D.O. Elec.
847. Shri Sankar Lal Choudhury, Steno, C.E's Office, Agartala.
848. Shri Jitendra Kr. Sarkar, (Overseer) Survey Sub-Divssion, P.W.D., Kurmabari, Amarpur.
849. Shri Dhirendra Ch. Banik, Instructor, I.T.I, Indranagar.
850. Shri Manik Saha, Overseer, Electrical, Agartala,
851. Shri Manik Ranjan Nag, Tech. Officer, Department of Agriculture. Agartala.
852. Shrj Manindra Nath Dey, Accountant, Civil Secretariat, Agartala.
853. Shri Dr. Ram Gopal Saha, G.D.O. II, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
854. Shri Narayan Chandra Paul, Woskshop Supdt. Engg. College, Agartala.
855. Shri Swapan Kr. Chakraborty' Lec. Tripura Engg. College.
856. Shri Rabindra Chandra Deb, Sr. Instuctor. Physical Education, Agartala.
857. Shri Bikram Kishore Das Gupta, L. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
858. Shri Hemandra Sen, Physical Instructor, Physcial Education, N. S. Road, Agartala.
859. Shri Dinesh Chandra Sarkar, Instructor, Civil Supplies, Agartala.
860. Shri Amulya Chandra Deb, Asstt. Head Master, Kalyanpur, H. S. School, Kalyanpur.
861. Shri Ananta Bijoy Deb Barma, Dance Instructor, Govt. Music College, Agartala.
862. Shri Bimal Roy Choudhury, Lec. Basic Training College, Agartala.
863. Shri Rajat Kanti Chakraborty, Jr. Lec. Tripura Engg. College.
864. Shri Anil Chakrabortv, Inspector' N. S. S. Statistical Department, Agartala.
865. Shri Ramendra Kr. Sen, Overseer, Investigation Sub-Divn. I, P. W. D., Agartala.
866. Shri Manik Kr. Sen. Overseer, S. E. Circle I, Agartala.
867. Thri Uma Das Bhattacharjee, Lec. B. B. College, Agartala.
868. Shri Nripendra Ch. Sen, Investigator, Stat. Department.
869. Shri Sudha Ranjan Bhattacharjee. Lec. B B. College, Agartala.
870. Shri Srinath Chandra Sil, G. D. O. II, G. B. Hospital, Agartala.
371. Seri Chittaranjan Dighal, Head Clerk, Education Department, Agartala.
872. Shri Mohan Lal Saha, Steno, Education Directorate, Py. Edn. Agartala.

873. Shri Sukhendu Bhattacharjee, G. D. O. II, G. B. Hospital, Agartala.
874. Shri Haridas Deb, Farm Supdt. Research Cum Demonstration Farm, A. D. Nagar.
875. Shri Rabi Ranjan Chatterjee, Accountant, Statistical Department.
876. Shri Bidhu Bhusan Bhowmik, Stat. Department, Agartala.
877. Shri Bimal Chandra Chakraborty, Asst. Engineer, P. W. D. Public Health Engg. Sub-Divn.
878. Shri Jhulan Deb Barma, Overseer, Public Health Engineering.
879. Shri Khagendra Lal Kar, O. S. D. H. S. Office, Agartala.
880. Shri Bhulal Singh, Sr. Lec. Hindi Teacher s Training College, Abhoynagar.
881. Shri D. K. Chaudhury, P. A. to S. E. Agartala.
882. Shri H. Mukherjee. Sr. Engg. Assistant, All India Radio, Agartala.
883. Shri Amitabha Ghosh, Inspector, Food and Civil Supplies, Agartala.
884. Shri Harbans Singh, Athletie Coach, Dy. Dir. (Y. P.) Agartala.
885. Shri Joga Mohan Sarkar, Overseer, Investigation Sub-Division. II R. K. Pur.
886. Shri Arabinda Guha, Asst. Surveyor of Work.
887. Shri Priya Ranjan Choudhury, Overseer, B Sub-Division, Agartala.
888. Shri Haripada Saha. Overseer, E. E. Divn. III, Agartala.
889. Shri Anil Chandra Bhattacharjee, Civil Secretariat, Agartala.
890. Shri Bolai Chandra Saha, Overseer, S. E. 2nd Circle, Agartala.
891. Shri Ashok Kr. Bardhan, Overseer, Gumti Project, Agartala.
892. Shri Vijay Kr. Gupta, Asst. Surveyor of Works, Gumti Project.
893. Shri J. L. Chakraborty, Supdt. of Physical Education, Dharmanagar.
894. Shri Ashit Kr. Gupta, Head Clerk, Office of the Supdt. Engineer, Agartala.
895. Shri Achintya Ghosh Roy, Overseer (Elec), Agartala, Elec Supply, Agartala.
896. Shri Ranjit Lodh, Asstt. Engineer, C/o. SEO (Elec)t Agartala.
297. Shri Nihar Bhattacharjee, Assistant Engineer, S. S. W. S. W. I, Agartala.
898. Shri Santimoy Choudhury, Assistant Engineer, S. S. W. SW-II, P. W. D., Agartala.
899. Shri Pijush Kanti Datta, Overseer, S. E's Office, Gumti Project Circle.
900. Shri Nepal Chakraborty, Sr. Jechnition. V. M. and G. B. Hospital, Agartala,
901. Shri Pradip Ranjan Ray, Plant Protection Officer, A. D. Nagar.
902. Shril Sunil Kumar Goswami, Steno, Civil Secretariat, Agartala.
903. Shri Asitabha Aich, Sr Lec. Women's College, Agartala.
904. Shri Sital Chandra Bhowmik, Head Clerk' Women's College, Agartala.
905. Shri Ramdas Banik, Statistical Investigator, Agartala.
906. Shri Apurba Kr. Roy, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
907. Shri Pranit Ch. Acharjee. L. D. Clerk, Directorate of T. W. S. C.
908. Shri Pannalal Bhattacharjce, Inspector, Civil Supplies, Agartala.
909. Shri Srikanta Dam, Accounts Clerk, Food & Civil Supplies- Agartala.
910. Shri Dinesh Chandra Deb Nath, Sr. Computor, Stat. Department.
911. Shri Sudhir Dhar, Extension Officer, Melaghar.
912. Shri Akhil Ranjan Chakraborty, U.D. Assistant, Civil Secretariat.
913. Shri Phani Bhusan Das, Kanungo, Settlement Office, Agartala.
914. Shri Snehangshu Bikash Datta, Settlement Office, Agartala.
915. Shri Biswanath Deb Roy, Lec. Tripura Engg. College, Agartala.
916. Shri Gopika Rajan Chakraborty, Sr. Cooperative Inspector, Udaipur.
917. Shri Santosh Kr. Roy, Assistant Teacher, Govt. Girl's School, Sonamura.
918. Shri Amarendra N. Chakraborty, Lec. M. B. B. College, Agartala.
919. Shri Prabhat Ch. Ghosh, M.B.B.S. Govt. Dis. Jatibasha, Agartala.
920. Shri Birendra Ch. Podder, G.D.O. II, G. B. Hospital, Agartala.

921. Shri Dipak Lal Majumder. G. B. Hospital, Agartala.
922. Dr. Nani Gopal Roy, G.D.O. II, P. H. Centre, Kakraban.
923. Dr. Biswajit Choudhury, G. D. O. II, Narsingarh, P.H.C.
924. Shri Santosh Baran Roy, Sanitary Inspector, Sonamura.
925. Shri Sankar Kr. Das, Surveillance Inspector.
926. Shri Subhas Chandra Dutta, Steno. Civil Secretariat. Agartala.
927. Shri J. Kamaeshwar Rao, Asst. Director, Khadi & Village Industries.
928. Shri Kalinath Das, Asst. Engg., P. H. Engg. Sub-Divn. II,
929. Shri Paresh Ch. Das, Overseer, S.E.W's Office, S.W.I, Agartala.
930. Shrt Priti Bhusan Roy Barman, Overseer, S.E.W's Office, S. W. I. Agart ala.
931. Shri Jiban Kr. Bhattacharjee, Steno S. E's Office.
932. Shri Mrinal Kanti Choudhury, Overseer, S. E. P. W. D. Agart ala.
933. Shri K. K. Aneja, Asst. Engg., Abhoynagar.
934. Shri Prabir Sankar Das Gupta, G.D.O. II, G. B. Hospital, Agartala.
935. Shri Bhava Sankar Nag, Supdt. of Agri, Agartala.
936. Srri Shyamal Das Gupta, Lec. M. B. B. College,
937. Shri Rabindra Bhowmik, Lec. M B. B. College, Agartala.
938. Shri Suchintya Bhattacharjee, Lec. M. B. B. Coilege, Agartala
939. Shri Kiran Ch. Nath, Operator, I. S. P. W. Kunjaban.
940. Shri Nagendra Chandra Deb Barma, Clerk, Law Department
941. Shri J. B. Bandhopadhya, Station Supdt. I. S. P. W, Kunjaban.
942. Shri Sunil Kumar Paul, Investigator. N. S. S. Stat. Departmant.
943. Shri Sanjit Kr. Gupta, N. S. S. Statistical Department. Agartala.
944. Shri Nimal Bardhan Rau, Central Store, Food Civil Supplies, Agartala,
945. Shri Hiralal Ray, Steno, Civil Secretariat.
946. Shri Birmani Singh, U. D. Assistant, Civil Secretariat.
947. Shri Rukimini Narayan Bhattacharjee, Supdt. Civil Secretariat, Agartala.
948. Shri Madhu Sudhan Chakraborty, Jailor, Central Jail, Agartala.
949. Shri Sankar Lal Choudhury, Steno. Minor Irrigation, Agartala.
950. Shri Parimal Das, Overseer, E. E. 's Office, Divn. IV. P. W. D. Agartala.
951. Shri Gopal Chandra Haldar, Lec. M.B.B. College, Agartala.
952. Shri. Mihir Kr. Guha, Lec. M.B.B. College Agartala.
953. Shri. Tushar Kanti Paul, Sr. Lec. M. B. B. College, Agartala.
954. Shri J. C. Verma, Radio Tech. I.S.P.W. Station, Agartala.
955. Shri Arun Lal Saha, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Tripura.
956. Shri Brojendra Kishore Mallik, Investigator, Welfare of S.T.S.C.
957. Shri Rama Prasanna Gupta, Inspector Sadar Police Court, Agartala.
958. Shri Dilip Kr. Das, Labour Inspector, Agartala.
959. Shri Chitta Ranjan Roy, State Poultry Farm, Gandhigram.
960. Shri Makhan Lal Kar, S. I. of Police Agartala.
961. Shri Hiranmoy Chakraborty, Assistant Employment Officer, Udaipur.
962. Shri Shymal Ranjan Majumder, I.T.I. Indranagar, Agartala.
963. Shri Phatik Dhar, Overseer, D. M.'s Office. Dev. Section, Agartala.
964. Shri Milan Das, Co-operative Inspector, Udaipur.
965. Shri Binoy Bn. Sarkar, State, Department. Agartala.
266. Shri Pulin Behari Deb Barma, B.D.O. Udaipur.
967. Shri Sushil Ray Bardhan, S.I, of Police. M.T.D. Agartala.
968. Shri Debabrata Chakraborty, Inspector, Food and Civil Supplies.
969. Shri Purnendu Kanti Das, Lec M.B.B. College, Agartala.
970. Shri Amalendu Deb Ray, Employment Exchange Officer, Agartala.
971. Shri Prasun Kr. Bhattacharjee, Vet. Asst. Surgeon, D.A.H. Department.

972. Shri Mriganka Roy, Deputy Collector Office of the P.E.O. Sabroom.
973. Shri Kalimohan Roy, Sr. Accounts Clerk, Office of the A.C. Second Circle Agartala.
974. Shri Nani Gopal Bhattacharjee. Overseer, P.A. Engineering Sub-Division, Agartala.
975. Shri Anjan Chakraborty, L.D.C. D.A.G.'s Office, Agartala.
976. Shri Phanindra Kr. Chakraborty, S.D.O. P.W.D. Kanchanpur.
977. Shri Debasish Das Gupta, Overseer, E,E.'s Office.
978. Shri Manindra Kr. Acharjee. Overseer, E.E' 's Office.
979. Shri Sisir Baran Deb, Overseer, E.E.'s Office, Agartala Divn. No. 1.
980. Shri Digendra Kr. Bhattacharjee, Overseer, E.E.'s Office, Agartala.
981. Shri Tribeni Nath Chakraborty, Asst. Director, Settlement, Agartala.
982. Shri R. B. Singh, Assistant Commandant, 6 Assam Rifles, Kunjaban, Agartala.
983. Shri Ahindra Chandra Saha. Jr. Lec. Tripura Engg. College, Barjala.
984. Shri A. L. Choudhury, Accountant, Office of the Spl. Officer, Agartala.
985. Shri Sridam Chandra Dey, Inspector, Spl. Nutrition Progromme, Agartala.
986. Shri P. K. Deb Barma, U. D. Clerk, Office of the Special Offieer, T. W. Agartala.
987. Shri Ahi Bhusan Nandi, U. D. C. Office of the S, S.W. Agartala.
988. Shri Nishi Kanta Saha, E.E,'s Office, Divn. No. IV. Agartala.
989. Shri Narayan Chandra Ghosh, Overseer, Tripura Elec. Circle, Agartala
990. Shri Subhas Chandra Paul, Overseer, Transmission Sub-Division, Agartala.
991. Shri Satyendra Narayan Roy Choudhury, Overseer, Investigation Divn. Agartala.
992. Shri S. K. Dey, Sub-Duputy Collector, D.M. and Collectors's Office, Agartala.
993. Shri Narayan Ch. Dutta Choudhury, Agartala.
994. Shri Nirendra Chakraborty, M.O. Badarghat Govt. Dis.
995. Dr. Miss Sipra Ghosh, Melagarh Hospital, Agartala.
996. Shri Ranjit Chakraborty, Accountant D.H.S, Office, Agartala.
997. Shri Gostha Behari Deb Barma, U. D.C. D.H.S. Office, Agartala.
998. Sr. Milan Kr. Chakraborty, G.D.O. II G.B. Hospital, Agartala.
999. Shri Ajit Kr. Choudhury. Sub-Inspector, I.G.P. Office, Agartala.
1000, Dr. Mrs Gita Das, Gr. II. V.M. Hospital, Agartala.
1001. Shri Surjya Kanta Datta, U. D. Assistant Civil Secretariat,
1002. Dr. R. Choudhury, G.D.O. II. V.M. and G.B. Hospital, Agartala.
1003. Miss Aloka Deb Barma, Librarian, Govt. Women College, Agartala,
1004. Dr. Hiresh Lal Roy, G.D.O. II. G. B. Hospital, Agartala.
1005. Sr. Suprasanna Sarkar, Overseer, E.E's Office. M. I. Divn. Agartala.
1006. Shri P. C. Bhattacharjee U.D. C. Agartala. Divn. No. I,
1007. Shri Sunil Roy, S/o. Offien of the S.D.O. P.W.D. Divn, I. Agartala
1008. Shri S. B. Dutta, Spl. Officer. Nutrition Programme, Agartala.
1009. Mrs. Sipra Biswas, Lec. M.B.B. College, Agartala.
1010. Shri Amulya Deb Barma, S. I. of Police C/o. P. R. Bari, South Tripura.
1011. Shri Ganga Das, Under Secretary, Civil Secretariat, Agartala.
1012. Shri Rakhal Chandra Modak, Assistant Auditor, D.A.G's Office, Agartala.
1013. Shri Pradip Ranjan Dhar, L.D.C. D.S.L.R. Office Agartalal
1014, Shri P. B. Kar. Shift in charge Agartala Elec. Supply, Agartala.
1015. Shri B. B. Chakraborty. Draftsman, E.E's Office, Elec. Divn. I, Agartala.
1016. Shri Gour Das Patel. Estimator, E E. El c. Divn. No. I., Agartala.
1017. Shri R. R. Das, Overseer, M.I. Divn. P.W.D. Agartala.
1018. Shri P. K. Bhattacharjee, A. E. Elec. Sub-Division, Agartala.
1019. Shri S. P. Mukherjee, Overseer, Office of the E.E. Agartala Divn. No. I.
1020. Shri Gopendra Kr. Malakar, Overseer, S.S.W. Office Agartala.
1021. Shri R. Bhattacharjee, Overseer, S.S.W. Office, P.W.D.
1022. Shri P. K. Das, Phy. Instructor. Tripura Engineering College. Agartala.

1023. Mrs. Abha Barman Roy, Sr. Lec. Women's College, Agartala.
1024. Shri S. R. Nandi, Majumder, Asst. Record Keeper. Settlement Office.
1025. Shri S. R. Choudhury, M.M.O. D.H.S. Office, Agartala.
1026. Shri S. N. Saha, U.D.C. Civil Secretariat, Agartala.
1027. Shri N. K. Naha Biswas. A.S.O. Settlement Office.
1028. Shri M. Roy, Asst, Engineer, Elec. Store, Sub-Division, Agartala,
1029. Shri N. C. Roy, Head Clerk, D/S. C. S. T. Agartala.
1030. Shri Paresh Ch. Dey, Sr. Instructor, Crafts Teachers Training Institute.
1031. Shri S. N. Lala, Extension Officer, Industries. Melagarh Block Office.
1032. Shri N. V. R. Subraju, Asstt. Engineer, All India Radio, Agartala,
1033. Shri Supriya Choudhury, Store Keeper, Industrial Estate, A. D. Nagar.
1034. Shri T. K. Paul, Sr. Lec. M. B. B. College, Agartala.
1035. Shri Priya Gopal Dutta, Inspector of School, Education Directorate, Agartala.
1036. Shri P. K. Bhattacharjee, Social Edn. Organiser, Mohanpur.
1037. Shri D. L. Ghosh, Accountant, Agri. Directorate, Agartala.
1038. Shri S. K. Chakraborty, Supdt. of Agri.
1039. Shri S. R. Deb, Market Research Office, Agri. Department, Agartala.
1040. Shri D. K. Ghosh, Tech. Officer, (Engg) Agri Office, Radhakishorepur.
1041. Shri N. R. Mukherjee, Programme Executive All India Radio, Agartala.
1042. Shri N. R. Sarkar, L. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1043. Shri R. C. Biswas, L. D. C. Settlement Office, Agartala.
1044. Smti Gouri Sen, U. D. C. Directorate of Welfare for Sc. and ST Agartala.
1045. Shri K. L. Malhotra, Sr. Engg. Asstt. All India Radio, Agartala.
1046. Shri S. N. Banerjee, Overseer, Internal Elec. Sub-Division, Agartala.
1047. Shri Kamal Saha, Overseer, S. E's Office 1st circle Agartala.
1048. Shri D. Choudhury, Overseer, Office of the S.S.W. P.W.D. Agartala.
1049, Shri A. Bhattacharjee, Assistant Engineer, A. A. Road, Sub-Divn. Agartala.
1050. Shri P. M. Jacor, Overseer, A. Sub-Division Agartala.
1051. Shri S. Ray, Steno, Directorate of Welfare.
1052. Shri Manindra Ch. Sarma, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1053. Shri S. Chakraborty, Circle Organiser, S. S. B. Agartala.
1054. Shri J. L. Das, S. L. E. E. Divn. 4, Agartala.
1055. Shri N. C. Saha, Overseer, E. E. Southern Divn. No. 1, Udaipur.
1056. Shri D. R. Choudhury, Overseer, Elec. Agartala Elec. Supply, Agartala.
1057. Shri M. K. Chakraborty, Overseer. Elec Constn. Sub-Divn.
1058. Shri A. Chakraborty, Overseer, E. E. (Elec)
1059. Shri P. Sarkar, Overseer (Elec) Store Sub-Division, Agartala.
1060. Shri H. Acharjee, Lec. M. B. B. College, Agartala,
1061. Shri P. R. Bhowmik, Accountant, Education Department.
1062. Shri A. Dutta, Tribal Welfare Officer, Agartala.
1063. Shri A. K. Ray, Overseer, E. E. Agartala Divn. No. III.
1064. Shri M. L. Goswami, Overseer, A. Sub-Division, E. E. Agartala.
1065. Shri S. Majumder, E. E. Agartala.
1066. Shri S. B. Paul, G. D. O. II, Agartala.
1066. Shri K. K. Sarma, R/Tech. I. S. P. W. Kunjaban.
1067. Shri Ashutosh Das, W/C Elec. Mistry, Internal Snb-Divn. Agartala.
1068. Shri Haridhan Nandy, Sanitary Inspector, Agartala Municipality.
1069. Shri M. L. Chakraborty, Asst. Dairv Dey. Officer.
1070. Shri Debabrata Majumder, U. D. Clerk, Industries Department, Agartala.
1071. Shri H. L. Deb Nath, Instructor, Tripura Engineering College, Agartala.
1072. Shri J. Singh Dhiloan, Asstant Commandant, 90 B.S.F.

1073. Shri S. Deb Roy, L. C. Clerk, D. W. for S. C. ST.
1074. Shri S. N. Rakshit, L. D. Clerk.
1075. Shri P. C. Dey, Supervisor, D. Welfare of SC. and St.
1076. Shri D. Choudhury, C. O. G.G.S. P.O. Sabroom.
1077. Shri M. R. Deb Nath, Instructor, Central Marketting Organiser, Industries, Agartala.
1078. Shri S. K. Bhattacharjee, Overseer, S.D.O. Store Sub-Div.
1079. Shri P. P. Sen Gupta, Asst. Engg. S.E. 1st Circle, P.W.D. Agartala.
1080. Shri Mihir Dutta, Overseer, 1st Circle, S.E. Tripura.
1081. P.C. Dhar. Lec. M.B.B. College.
1082. Shri R. Bhattacharjee, Tech. Assistant,
1083. Shri T. K. Barman, L.D.C. Tripura Engineering College, Agartala.
1084. Shri N. Chakraborty, Asst. Teacher, Bagabasa Sr. Basic School.
1085. Shri M.S. Chouhan, Asst. Commandant.
1086. Shri Ravi Kumar, Dy. S.P.C.R.P.F.
1087. Shri B. R. Sharma, Dy. S.P.
1088. Shri Sudeb Chandra Das, Sr. Observer, Materiological Deptt.
1089. Shri R. K. Majumder, Supdt. Civil Secretariat, Agartala.
1090. Shri Mathew John, Asst. S.P.West Tripura, Agartala.
1091. Shri Ashit Rn. Das, Steno, Directorate of Research, Agartala.
1092. Shri Haripada Datta, S.D.O.'s Office, Kailashahar.
1093. Shri D. N. Choudhury, E. E. Ambassa, Divn. Ambassa.
1094. Shri T. N. Atuk, STn. Headquarters.
1095. Shri A. Deb Barma, U.D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1096. Shri S. K. Ray, Stat. Department(
1097. Shri S. Das Biswas, Head Clerk, D.M. West Office.
1098. Shri Sunil Kr. Saha, O.S.T.R.T.C.
1099. Shri A. K. Roy, C.A.S. Gr. II, Ishanpur, Govt. Disp.
1100. Shri. N. B. Seal, G.D.O. Gr. I. Durjoynagar.
1101. Dr. G. S. Choudhury, M.O. Jolaibari, P.H.C. Belonia.
1102. Shri B. B. Majumder, Kendirya Vidyalaya, Agartala.
1103. Shri N. C. Das, Camp Sup. S.D.O. Sadar, Agartala.
1104. Shri A. K. Chakraborty, D. M. Office, Agartala.
1105. Shri T. K. Barman, V. L. W. Sadar South Block, Bishalgarh.
1106. Shri D. Deb Ray, Steno High Court, Agartala.
1107. Shri U. R. Ghosh, Assistant Foreman, T. R. T. C. Agartala.
1108. Shri C. Majumder, -do-
1109. Shri J. L. Deb Nath, S. O. Election Department, Madhyabadarghat, Agartala.
1110. Shri T. Banerjee, Overseer, Agartala Electric Supply, Agartala.
1111. Shri S. K. De, Stenographer, Agartala.
1112. Shri D. K. Laskar, Overseer,
1113. Dr. A. K. Karan, Vety, Asstt. Surgeon, Agartala.
1114. Shri M. Chakraborty, Head Clerk-cum-Accountant, Agartala.
1115. Shri C. R. Chakraborty, U. D. Clerk, Agartala.
1116. Shri Nitai Bihari Ghosh, P.A. to Deputy Minister, Agartala.
1117. Shri S. N. Ghosh, Overseer, Agartala.
1118. Shri K. K. Aneja. Asst. Engineer, Agartala.
1119. S. Roy, Overseer, Agartala.
1120. Shri G. Gon Choudhury, Sub-Regional Employment Officer, Agartala.
1121. Shri A. Majumder, Overseer, Dharmanagar.
1122. Dr. S. K. Bhattacharjee, G. D. O. II Agartala.
1123. Shri R. P. Roy, Asst. Foreman, Agartala, Govt. Press.

1124. Shri P. Choudhury, Revisor, Agartala.
1125. Shri M. L. Das Gupta, Executive Officer, Agartala.
1126. Shri S. K. Singha, D.E.F. Agartala.
1127. Shri G. R. Chakraborty, Senior Cooperative Inspector, Agartala.
1128. Shri A. K. Bhowmik, Overseer, Ambassa.
1129. Shri S. Choudhury, Overseer, Teliamura.
1130. Shri N. C. Saha, Head Clerk-Cum-Accountant, Agartala.
1131. Shri S. R. Chakraborty, Surveyor, Agartala.
1132. Shri Dharmanath Gupta, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
1133. Shri Harish Chandra Bhattacharjya, U. D. Clerk, Agartala.
1134. Shri N. Paul, Overseer, Agartala.
1135. Shri S. K. Ray, Finance Officer, Agartala.
1136. Shri S. K. Dey, Purakayastha, Finance Officer, Agartala.
1137. Shri M. Roy, Overseer, Teliamura.
1138. Shri M. K. Majumder, Senior Lecturer, B. T. C., Agartala.
1139. Shri P. Sarkar, Overseer, Agartala.
1140. Shri T. W. Pakyntein, Assistant Collector, Magistrate, West Tripura.
1141. Shri B. K. Sarkar, Asst. District Panchayat Officer, Agartala.
1142. Shri A. K. Das, Asst. Dist. Panchayat Officer, Agartala.
1143. Shri D. K. Bhattacharjee, Sub-Deputy Collector, Teliamura.
1144. Shri M. K. Datta, Asst. District Panchayat Officer.
1145. Shri S. C. Bhaumik, Accountant D.C.R. and S. Agartala.
1146. Shri H. R. Kapoor, C/O. 99 A.P.O.
1147. Shri R. N. Choudhury, St. II, Radio Mechanic.
1148. Shri R. N. Ganguli, Dy. Dir. Department of Agriculture, Agartala.
1149. Shri P. Chakraborty, L.D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1150. Shri L. Chand Olla, Subedar, 65, Mountain Unit Lines.
1151. Shri B. Das, Head Clerk, Central Jail, Agartala.
1152. Shri R. De, Sub-Jailor, Central Jail, Agartala.
1153. Shri T. K. Bhattacharjee, C.A.S. Gr. I, V.M. and G. B. Hospital.
1154. Shri Amritalal Singha Roy, Foreman. Director of Pnblic Relations and Tourism.
1155. Dr. P. R. Laskar, G.D.O. Gr. II, V.M. and G. B. Hospital, Agartala.
1156. Shri R. Bhattacharjee, D.S.P. Enforcement and Anti Corruption, Agartala.
1157. Shri N. Majumder, L. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1158. Shri R. K. Roy, S.D.O. Telegraphs, V. M. Hospital Compound, Agartala.
1159. Shri C. R. Deb Barma, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1160. Shri Haripada Chakrakorty, Steno, Supdt. Engineer, Second Circle, P.W.D., Agartala.
1161. Shri Nilmani Saha, Overseer, 2nd Circle, P.W.D., Agartala.
1162. Shri T. Goswami, S. I. of Police, C.I. office, Sadar.
1163. Shri T. K. Chakrakorty, Fishery Asstt. Agri. Department, Agartala.
1164. Shri Ashim Kr. Sen, Assistant Employment Officer, Agartala.
1165. Shri H. Deb Barma, Typist, Civil Secretariat, Agartala.
1166. Shri M. M. Singh, Asstt. Collector, West Tripura.
1167. Shri S. Singh, Grewal. Assistant Collector, West Tripura.
1168. Shri N. L. Singh, Store Keeper, Printing and Stationery Department.
1169. Shri Gopal Ch. Haldar, M. B.B. College, Agartala.
1170. Shri B. Chakrakorty, S.G.C. Dy. A.G.'s Office, Agartala.
1171. Shri Pijush Pal Choudhury, J. R. Asst. Soil Testing Laboratory, K. Nagar, Agartala.
1172. Shri H. J. Roy, Fishery Stat. Officer, College Tilla, Agartala.
1173. Shri S. Sen Gupta, Sr. Research Assistant, Melaghar.
1174. Shri G. C. Das, Sudpt. Sales Emporium, Department of Industries.

1175. Shri D. R. Dey, S. I, Agartala, Secretariat, Security Force.
1176. Shri H. Choudhuri. G.D.M.O. Gr. II, Gokulnagar, Govt. Dispensary, Gokulnagar.
1177. Shri J. Chakraborty, G.D.O. II, Kadamtala, P.H.C. Kadamtala.
1178. Shri T. B. Chakraborty, G.D.O. II, Santirbazar, P.H.C. Santirbazar.
1179. Dr. R. N. Sarkar, G.D.O. II, Simnachera Govt. Dispensary.
1180. Shri Bikash Rn. Dhar, L. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1181. Shri N. Rakshit, U. D. Assistant, Tripura Public Service Commission, Agartala.
1182. Shri P. Bhattacharjee, U. D. Assistant T.P.S. Commission.
1183. Shri B. R. Chakraborty, Assistant Accountant, T.P.S. Commission.
1184. Shri S. N. Roy Choudhury, Steno, Directorate of Welfare for Sch. Tribes and Castes.
1185. Shri K. Bhattacharjee, U.D.C. S.D.O.'s Office, Khowai.
1186. Shri G. C. Bhowmik, Head Clerk, Office of the S. P. West, Agartala.
1187. Shri S. N. Dutta. Cashier, Office of the S. P. West, Agartala.
1188. Shri T. C. Roy, Overseer (Elec) Internal Elec. Sub-Divn. Agartala.
1189. Shri S. K. Singh, U.D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1190. Shri B. Dutta, L.D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1191. Shri A. Majumder, G.D.O. II, V.M. Hospital, Agartala.
1192. Shri S. B. Sen, Sr. Off. Set. Operator Agri Research Farms, A.D. Nagar.
1193. Shri R. N. Saha, Supervisor, Machine tabulation Unit, Statistical Department.
1194. Shri M. K. Gangopadhyay, Asst. Engineer, Office of the C.F.O. Agartala.
1195. Shri K. K. Bhattacharjee, U. D. Clerk, 13, Tripura Battalion, N.C.C.. College Tilla.
1196. Dr. R. Deb Nath, Research Officer, Directorate of Pilot Project.
1197. Shri K. Bhadra, L. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1198. Shri T. K. Chakraborty, Sr. Lec. M.B.B. College, Agartala.
1199. Shri V. Tulsi Das, Assistant Collector, South Tripura. Agartala.
1200. Shri A. Majumder, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
1201. Shri S. Bimal Roy Sarkar, S.I. of Police, South Tripura.
1202. Shri Ranjit Singh Bajaj, Dy. S. P., South Tripura.
1203. Shri Jyoyilal Baidya, Inspector, Tribal Welfare Office of the S.D.O.S., Sabroom.
1204. Shri H. N. Chakraborty, Stenographer, Office of the Supdt. Surveyor of Works,
1205. Shri A. Das Gupta, Overseer, Office of the S.D.O. Mechanical Sub-Divn. Agartala.
1206. Shri B. L. Saha, Astt. Teacher, Pallimangal H. S. School. Khyarpur,
1207. Shri S. Chauhan, Deputy Commandant, 90 Bn. B.S.F. Bishalgarh.
1208. Shri P. K. Bhattacharjee, Overseer, Agartala Municipality.
1209. Shri B. Sen Gupta, Head Clerk, D.F.O., Udaipur Division, P.O. R. K. Pur.
1210. Shri T. R. Choudhury, Officer-in-charge, Directorate of Settlement and Land Records,
1211. Shri N. Chakraborty, Lec. M.B.B. College, Agartala.
1212. Mr. S. Ghaki, Programme Executive, A.I.R.
1213. Shri M. L. Roy, Magistrate 1st Class, Sadar, Agartala.
1214. Shri C. S. Sarma, Lec. Education, M.B.B. College, Agartala.
1215. Shri K. Das, Lec. M. B. B. College, Agartala.
1216. Shri L. N. Chanda, Stat. Inspector,
1217. Dr. S. Kumar Sinha. Lec. M. B.B. College, Agartala.
1218. Shri A. Deb, Inspector, Food and Civil Supplies, Agartala.
1219. Shri Bijan Kanti Dhar, Overseer, Office of the S.D.O., No. 1, Sub-Division, Agartala.
1220. Shri N. G. Talapatra, Kanungo, Settlement.
1221. Shri R. K. Roy, Steno, Directorate of Agriculture, Agartala.
1222. Shri B. K. Saha, Stenographer, Directorate of Agriculture, Agartala.
1223. Smti. Madhury Dey, Staff Nurse, G. B. Hospital.
1224. Shri R. K. Sen, Overseer, Office of the Asstt. Engineer, Investigation Sub-Division.
1225. Shri Nepal Chandra Saha, Overseer, S.W. II under office of the S.S.W., P.W.D., Agartala.

1226. Shri Bidhan Ch. Das Gupta, C/O. Usha Rn. Das Gupta, Banamalipur, Agartala.
1227. Shri C. Choudhury, 22, Town Sibnagar, Agartala.
1228. Shri S. R. Das, Town Pratapgarh, Agartala.
1229. Shri J. Dutta Choudhury. Bhatiabhoynagar, Agartala.
1230. Shri H. L. Saha, Santipara, Sibnagar, Agartala.
1231. Shri S. Choudhury, Sankar Choumuhani, Ramnagar, Agartala.
1232. Shri N. Pal, Radhanagar, P.O. Kunjaban, Agartala.
1233. Shri G. Goswami, L. N. Bari Road, Agartala.
1234. Shri B. G. Majumder, Tripura Enterprise, M. B. Road, Agartala.
1235. Shri B. Dutta, Gangail Road, Agartala.
1236. Shri H. Dutta, Kalimata Stores, N. S. Road, Agartala.
1237. Shri P. Roy, Santi Kutir, Bhati Abhoynagar.
1238. Shri B. Das, Dayananda Medical Hall, Durga Choumuhani,
1239. Shri D. C. Das, Town Bordowali, Near Tripura Distillery, Agartala.
1240. Shri Nandi Goala, C/O. Nandi and Sons, H.G.B. Road, Agartala.
1241. Shri M. K. Das, C/O. Dr. P. Das, Ramnagar Road No. 2, Agartala.
1242. Shri S. K. Ghosh, Jail Ashram Road, Agartala.
1243. Shri Mangal Pal, C/O. L. N. Studio, Agartala.
1244. Shri S. N. Ghosh Dastidar, Eastern Pharmaecuticals, Ramnagar.
1345. Shri S. R. Dutta, Dutta Lottery, Agartala.
1246. Shri G. Banerjee, M. B. Road, Agartala.
1247. Shri P. Dhar, C/O. Shri S. Dhar, Timber Shop, N. S. Road, Agartala.
1248. Shri A. Chakraborty, C/O.
1249. Shri P. Sinha, C/O. Benudhar Goswami, L. N. Bari Road, Agartala.
1250. Shri D. Roy, 62, Central Road, Agartala.
1251. Shri G. K. Bhowmik, Cashier, State Bank of India, Agartala.
1252. Shri K. Deb Roy, College Tilla, Agartala.
1253. Shri J. K. Chakraborty, Banamalipur, Agartala.
1254. Shri J. K. Chakraborty, Sakuntala Road, Agartala.
1255. Shri N. Pal, Badarghat, Agartala.
1256. Shri Nepal Chandra Bhattacharjee, Dev. Officer, Life Insurance Corpn. of India.
1257. Shri Mihir Das Gupta, 5, Hospital Lane, Agartala.
1258. Shri B. N. Roy, Sakuntala Road, Agartala.
1259. Shri S. R. Barman, C/O. Samir Barman, M.L.A. Agartala.
1260. Shri N. C. Singh, Old Guest House, Agartala.
1261. Shri C. R. Gupta, New Gupta Brothers. Hawkers Corner.
1262. Shri S. K. Saha, 68/1, Central Road, Agartala.
1263. Shri S. N. Podder, Surjyaghar, Agartala.
1264. Shri S. C. Banik, Sakuntala Road, Agartala.
1265. Shri K. K. Dutta, Hospital Road, Dharmanagar.
1266. Shri S. Deb Roy, Mantribari Road, Agartala, Tripura.
1267. Shri P. K. Bhattacharjee, Prachyabharati H. S. School.
1268. Shri D. Das C/O. L. Jogesh Das, North of Central Jail, Dhaleswar.
1269. Shri P. K. Deb Barma, Kunjaban, Agartala.
1270. Shri S. Choudhury, B. K. Road, Agartala.
1271. Shri C. Das, C/O. D. C. Das, Banamalipur,
1272. Shri K. Banerjee, C/O. Sushan Rn. Choudhury, Jirania.
1273. Shri A. Ch. Das.
1274. Shri I. B. Saha, Banamalipur, Agartala.
1275. Shri D. Banik, C/O. Shri N. Banik, L. N. Bari Road, Agartala.
1276. Shri R. C. Ghosh, Banamalipur, Agartala.

1277. Shri D. K. Sarkar, Advocate Bar Library, Agartala.
1278. Shri C. Sen, Studio Senco, H. G. B. Road, Agartala.
1279. Shri. P. K. Chakraborty, Indian Air Lines, Agartala.
1280. Shri P.T. Varghese, 38, Akhaura Road, Agartala.
1281. Shri C. Roy, Silchar Automobiles. Agartala.
1282. Shri N. G. Saha, Surjya Road, Agartala.
1283. Shri B. L. Banik, C/o. Auto Engineering Works, Agartala.
1284. Shri S. Sur, C/O. Sur Battery, Agartala.
1285. Shri K. Deb Barma, Multipurpose Contrac and Supply Agency.
1286. Shri P. Bhattacharjee, Station in charge, Planters Airways, Agartala.
1287. Shri S. Roy, Nayapara, Dharmanagar, Tripura.
1288. Shri S. C. Deb, 72, H.G.B. Road, Agartala.
1289. Shri B. C. Kar, Akhaura Road, Agartala.
1290. Shri A. K. Pal, Mantribari Road.
1291. Shri C. K. Das, Sreekrishna Stores, N. S. Road, Agartala.
1292. Shri P. Das Gupta, Central Road, Agartala.
1293. Shri L. Misra, Manager, Central Transport of India, S. Road, Agartala.
1294. Shri B. G. Das, Battala Bazar, Agartala.
1295. Shri N. L. Singh, Joynagar, Agartala.
1296. Shri A. K. Bhowmik, H. G. Insurance Co. Agartala.
1297. Shri P. K. Sinha Roy, Sterling Gen. Insurance 141, M. S. Road, Agartala.
1298. Shri C. R. Saha, Tripura Veneers, Bordowali.
1299. Shri S. K. Das Gupta, Banamalipur, near Power House.
1300. Shri S. R. Chakraborty, C/O. Air Lift, Agartala.
1301. Shri S. Roy. C/O. J. K. Bhattacharjee, Ramnagar, Road No. 5. Agartala.
1302. Shri S. K. Banik, 142/1, Motor Stand Road, Agartala.
1303. Shri M. R. Unithan, Regional Sales Office, Telco, Agartala.
1304. Shri J. C. Saha, Saha Medical Stores, Udaipur.
1305. Shri R. Mukherjee, H. G. Road, Agartala.
1306. Shri P. C. Ghosh, United Bank of India, Agartala.
1307. Shri S. Das Gupta, Kunjaban, Agartala.
1308. Shri P. Bhowmik, H. G. B. Road, Agartala.
1309. Shri B. Singh, Krishnanagar, Agartala.
1310. Shri J. N. Roy, Modern Commercial Service, Kalibari Road, Dharmanagar.
1311. Shri D. C. Dey, Deb Tyres Service, Dharmanagar, Tripura.
1312. Sharma Automobiles, M, S. Road, Agartala.
1313. Shri D. Roy C/O. Shri M. Roy, Bivekananda Pharmacy, Dharmanagar,
1314. Shri G. Saha, Agragati Building, Sakuntala Road, Agartala.
1315. Shri J. Dutta, Cachar Motor Works, M. S. Road, Agartala.
1316. Shri M. Dutta, C/O. Manindra Mohan Dutta, Datta Brothers, Dharmanagar.
1317. Shri S. Dutta, C/O. Shri K. P. Dutta, Office Tilla, Dharmanagar.
1318. Shri N. B. Nath, Dharmanagar, Tripura.
1319. Shri B. C. Ghosh, Jharna Kutir, K. Nagar.
1320. Shri Bidhu Bn. Sen, Lalchera Sabajpur, Dharmanagar.
1321. Shri D. Singha, Joynagar, Battala.
1322. Shri S. Chakraborty, M.G.H.S. School, Agartala.
1323. Shri A. K. Pal. United Bank of India, Agartala.
1324. Shri D. Khandelwal, M. S. Road, Agartala.
1325. Shri T. Chand, Cachar Motor Works, Agartala.
1326. Shri S. B. Chakraborty, Jogendranagar, Tripura.
1327. Shri S. K. Dey, I.A.C.

1328. Shri S. Gupta, Kunjaban, Agartala.
1329. Shri S. Pal, 141, Motor Stand Road, Agartala.
1330. Mr. A. Roy, W/O. Parimal Roy, Kamarpukurpar.
1331. Shri R. K. Pal, Hospital Road, Agartala.
1332. Shri K. B. Choudhury, Khowai, Tripura.
1333. Shri N. Ganguly Road. No. 1, Ramnagar.
1334. Shri B. Dutta. Bordowali, Agartala.
1335. Shri D. Deb Barma, C/O. Hemanta Deb Barma, Bijoy Kr. Choumuhani.
1336. Shri T. Das Gupta, C/O. J. N. Roy Choudhury, Ranirbazar.
1337. Shri K. Barari, Joynagar, Agartala.
1338. Shri K. Roy, Bishalgarh, Tripura.
1339. Shri K. K. Saha, B. K. Choumuhani, Agartala.
1340. Shri D. Choudhury, 46, H. G. Basak Road, Agartala.
1341. Shri R. C. Saha, Durga Choumuhani, Agartala.
1342. Shri Kochhar, C/O. S. Nahata and Sons, M. S. Road, Agartala.
1343. Shri H. N. Banik, Kasuri Patti, Agartala.
1344. Shri Arun Ch. Sen Gupta, P.W.D. Office, Netaji Subhash Road, Agartala.
1345. Shri H. Roy, 80, Akhaura Road, Agartala.
1346. Shri K. K. Chakraborty, 25 H. G. B. Road, Agartala.
1347. Shri S. L. Choudhury, C/O. Dhirendra Choudhury, R. K. Pur.
1348. Shri B. Banik, 40/2, Central Road, Agartala.
1349. Shri S. Saha, Gita Stores, M. S. Road, Agartala.
1350. Shri D. Banerjee, W/O. Shri J. Banerjee, C/O. Ajit Gupta, Sr. Ward Master, G. B. Hospital.
1351. Shri A. Gupta, C/O. A. C. Gupta, Indranagar.
1352. Shri J. Das Gupta, M. B. Road, Agartala.
1353. Shri N. B. Dutta, State Bank of India, Agartala.
1354. Shri B. J. Talukdar, C/O. A. M. Lodh, Editor, Tripura Times.
1355. Shri S. Das Gupta, C/O. N. C. Das Gupta, I.A.C. Calcutta.
1356. Shri Parimal Roy, Late Pyari M. Roy, M. B. B. College.
1357. Shri S. Roy C/O. Shri P. K. Dey, III-12, Kunjaban.
1358. Shri Ajit Roy, Grantham, M.B. Road, Agartala.
1359. Shri G. Dey, C/O. Delight, M. B. Road, Agartala.
1360. Shri S. B. Dey, Sree Durga Tailong M. B. Road, Agartala.
1361. Shri S. Dutta, Kalitara Stores, N. S. Road.
1362. Shri S. R. Dhar, Gangail Road, Agartala.
1363. Shri R. Majumder, C/O. Pran Ballav Das, N.S. Road.
1364. Shri H. N. Chakraborty, Old Kalibari Road. Krishnanagar.
1365. Shri S. Deb Nath, C/O. D.C. Deb Nath, Central Road, Agartala.
1366. Shri G. Desoja, C/O. Wajirdhand, Desuja, Banamalipur.
1367. Shri D. Bhattacharjee, C/O. L. Gangesh Bhattacharjee, Badarghat.
1368. Shri R. K. Das, 34, Assam Agartala Road, Agartala.
1369. Shri N. Sil. C/O. L. R. Sil Sekerkot, Tripura.
1370. Shri Kajal Majumder, Tripura Enterprise, M. B. Road, Agartala.
1371. Shri S. Bhattacharjee, Bishalgarh, Tripura.
1372. Shri N. Sarkar, C/O. L. Prafulla Sarkar,
1373. Shri T. Barman, C/O. L. S. Barman, Dhaleswar.
1374. Shri S. Dhar Choudhury C/O. Saday Ch. Dhar, Kumarghat.
1375. Shri R. Kumar C/O. B. Kumar, 38, Motor Stand Road, Agartala.
1376. Shri S. K. Ghosh, C/O. Shri S. C. Ghosh. N. S. Road, Agartala.
1377. Shri M. Lal. C/O. S. Madanlal, Badarghat.

1378. Shri J. M. das Gupta, C/O. M. Das Gupta, Indranagar, C/O. A. C. Das Gupta.
1379. Shri K. R. Sen Gupta, C/O. S. Sen Gupta, State Bank of India, Agartala.
1380. Shri S. K. Karmakar, C/O. L. M. M. Majumder. P.O. and Vill. Melaghar.
1381. Shri S. Banik Anandamoyee Kutir, Battala, Agartala.
1382. Shri A. K. Bandhopadhya, C/O. Shri A. K. Bandhopadhya, M. S. Road, Agartala.
1383. Shri S. Bhowmik, Anandamoyee Kutir, Battali, Agartala.
1384. Shri G. Misra, 35, H. G. B. Road, Agartala.
1385. Shri U. Das, C/O. Badal Fruit Products, Agartala.
1386. Shri S. Roy, M/S. S. K. Stores, M. S. Road, Agartala.
1387. Shri M. Ray Choudhury, M. S. Road, Agartala.
1388. Shri S. K. Saha, C/O. M/S. A. K. Roy Choudhury, Petrol Depot. Durgabari, Agartala.
1389. Shri R. Sutradhar, M. G. M. School, Agartala.
1390. Shri H. Sen Gupta, C/O. J. Sen Gupta, Banamalipur, Agartala.
1391. Shri A. Pal, C/O. Shri G. Pal, Bishalgarh, Tripura.
1392. Shri P. Dey, 27/1, Thakurpalli Road, Agartala.
1393. Shri R. Lal Dutta, Santan Press, Agartala.
1394. Shri M. L. Saha, Palace Compound, Agartala.
1395. Shri K. M. Saha, C/O. Sree Ram Oil and Flour Mills, N. S. Road, Agartala.
1396. Shri N. K. Dutta, Agartala Air Port.
1397. Shri P. Dey, I.S.P.W., Stn. Kunjaban.
1398. Shri S. R. Das, Ranjan Kutir, Dhaleswar, Agartala.
1399. Shri Anath Bandhu Chakraborty, Dutta Stores, 10 H. G. B. Road, Agartala.
1400. Lt. Col. H. C. Kar, C/O. L. Nagesh Ch. Kar, Melarmath, Agartala.
1401. Shri A. Saha, C/O. Khir Mohan Saha, Sibnagar.
1402. Shri K. Lall Brothers, C/O. K. Lall Biad, A. D. Nagar, Agartala.
1363. Shri P. L. Bakshi, C/O. B. B. Roy Barman, Krishnanagar, Agartala.
1404. Shri Dr. Lalji Pandy, Assam Bengal Carriers, 136, M. S. Road.
1405. Shri G. Singh, Raza Tailor, M. B. Road, Agartala.
1406. Shri S. B. Khandelwall, C/O. Mahabir P. Jain, 1, Ramnagar Road, Agartala.
1407. Shri J. Gupta, Sarala Tea Estate, P.O. Brajendranagar.
1408. Shri I. Bhatta. Hariganga Basak Road, Agartala.
1409. Shri A. Das Gupta, C/O. L. P. B. Das Gupta, A. D. Nagar.
1410. Shri D. C. Deb Barma, C/O. L. K. M. Deb Barma, Krishnanagar.
1411. Shri Direndra Chandra Bhattacharjee, State Bank of India, Agartala
1412. Shri Pran K. Deb Nath, Jogendranagar.
1413. Shri A. R. Das, Jogendranagar.
1414. Shri D. K. Biswas, Rajar Banda, P.O. Durga Choudhurypara.
1415. Shri C. Deb, C/O. L. Jogesh Chandra Dutta, Gangail Road, Agartala.
1416. Shri P. Deb, Modern Cycle Stores, M. B. Road, Agartala.
1417. Shri K. C. Ghosh, Bidur Karta Choumuhani, Agartala.
1418. Shri N. Majumder, 69, H. G. B. Road,
1419. Shri G. M. Dutta, 3/1, Officers Quarters Lane, Agartala.
1420. Shri Debendra Ch. Dhar, Ramnagar Road No. 2, Agartala.
1421. Shri P. B. Ghosh, C/O. M. M. Ghosh, Dhaleswar.
1422. Shri S. Ray, C/O. Gopal Roy, Road No. 6, Ramnagar, Agartala.
1423. Shri S. R. Ghosh, Arundhutinagar, Agartala.
1424. Shri S. C. Saha, C/O. Saha Medical Hall, Central Road, Agartala.
1425. Shri R. B. Sinha Ray, S/O. Shri U. C. Sinha Roy, 9, H. G. B. Road, Agartala.
1426. Shri S. R. Choudhury, Joynagar, Agartala.
1427. Shri H. L. Saha, Palace Compound, Agartala.
1428. Shri G. Ch. Bhattacharjee, S/O. S. C. Bhattacharjee, Mantribari Road, Agartala.

1429. Shri J. Tarafdar, S/O. Shri Jamini Tarafdar, Ramnagar Road No. 8, Agartala.
1430. Shri R. K. Chakraborty, Udaipur, P.O. Matabari.
1431. Shri P. Sarma, Santipara, Sibnagar, Agartala.
1432. Shri M. Biswas, S/O. Manoranjan Biswas, Shymali Bazar.
1433. Shri S. B. Singha, S/O. Thakur K. K. Singh, Dhaleswar, Agartala, Tripura.
1434. Shri P. Mammen, W/O. C. K. Mammen, C/O. Tripura Tyres, Banamalipur, Agartala.
1435. Shri N. M. Saha, The Saha Engineers, A. A. Road, Agartala.
1436. Dr. J. C. Saha, Saha Pharmacy, A. A. Road, Agartala.
1437. Shri N. Bhattacharjee, S/O. Shri M. C. Bhattacharjee, L. N. Bari Road, Agartala.
1438. Shri B. Chakraborty, C/O. G. C. Goswami, L. N. Bari Road, Agartala.
1439. Shri P. K. Chakraborty, Shri Kali Chakraborty, Banamalipur, Agartala.
1440. Shri T. K. Sen, S/O. Shri H. R. Sen, Bhati Abhoynagar, Agartala.
1441. Shri N. G. Bhattacharjee, S/O. L. Nibaran Ch. Bhattacharjee, 33, Office Lane, Agartala.
1442. Shri B. C. Gupta, S/O. A. Gupta, Colonel Chowmuhani, Agartala.
1443. Shri S. K. Ghosh, S/O. Shri P. Ghosh, Nutanpalli, Krishnanagar, Agartala.
1444. Shri P. Modak, C/O. Tripura Whole Sale Consumerss' Cooperative Stores, M.S. Road,
1445. Shri K. Sinha, S/O. N. K. Sinha, A. A. Road, Moth Choumuhani, Agartala.
1446. Shri Haridas. S/O. M. Das, 166, M. S. Road, Agartala.
1447. Shri C. Prakash. S/O. M. Prakash, Dhaleswar, Agartala.
1448. Shri H. M. Chakraborty, S/O. H. S. Chakraborty, Mat Choumuhani, Agartala.
1449. Shri S. K. Dey, S/O. L. C. C. Dey, Town Indranagar, Agartala.
1450. Shri A. M. Sen Gupta, S/O. L. A. M. Sen Gupta, Chandrapur, Tripura.
1451. Shri J. C. Saha, Tripureswari Press, Udaipur.
1452. Shri K. B. Saha, Bidhurkarta Chowmuhani, Agartala.
1453. Shri P. N. Bhattacharjee, Ramnagar Road No. 6, Agartala.
1454. Shri S. K. Chakraborti, Bishalgarh, West Tripura.
1455. Shri S. Singha Roy, S/O. Shri A. Singha Roy, H. G. Basak Road, Agartala.
1456. Shri N. K. Nath, Ramnagar Road No. 3, Agartala.
1457. Shri G. C. Deb, Matchoumuhani, Agartala.
1458. Shri M. K. Das, C/O. Mr. J. C. Das, Dhaleswar, Nutan Pally, Agartala.
1459. Shri S. C. Deb C/O. Shri A. K. Sarkar.
1460. Shri D. K. Nath, Dhaleswar, Agartala.
1461. Shri S. K. Saha, S/O. L. T. C. Saha, Ranirbazar.
1462. Shri J. C. Basak S/O. L. N. B. Basak, A. D. Nagar, Agartala.
1463. Shri A. B. Datta, Krishnanagar, Road, Dutta Kutir Lane, Agartala.
1464. Shri G. C. Dhar, West Pratapgarh, A. D. Nagar, Agartala.
1465. Shri P. C. Tarafdar, Silchar Automobiles. Agartala.
1466. Shri J. L. Saha, 4/2, Central Road, Agartala.
1467. Shri D. Dey. Commercial Cooperative Municipal Road, Agartala.
1468. Shri S. Dutta, S/O. Dr. M. C. Dutta, Sibnagar.
1469. Shri T. Talapatra, Pratapgarh. A. D. Nagar.
1470. Shri A. Chakraborty, Banamalipur, Agartala.
1471. Shri B. Ghosh, Anandamoyee Kuti, H. G. B. Road, Battala. Agartala.
1472. Shri B. Dhar. Naresh Chandra Dhar, Shyamasundar Medical Hall, A. Road, Agartala.
1473. Shri P. Roy Choudhury S/O. S. M. Ray Choudhury. Oid Melarmath, Agartala.
1474. Shri V. I. Cherian. S/O. Ithac New India Tyres, Melarmath, Agartala.
1475. Shri K. C. Saha. 71, Central Road, Agartala.
1476. Shri P. Bhowmick, State Bank of India, Agartala.
1477. Shri S. K. Bhowmik, United Bank of India, Agartala.
1478 Shri. M. L. Saha. 68, Central Toad, Agartala.
1479 Shri J. Giria, Ratan Textiles, H. G. B. Road, Agartala.
1480 Shri S. Sunder, C/O. Cachar Motor Works Agartala.
1481 Shri S. R. Dey, Radhanagar Mohanpur, Tripura.
1482. Shri P. P. Lodh, S/O. Shri Jogesh Ch. Lodh, Joynagar, Agartala.

NAMES AND ADDRESS OF APPLICANTS FOR AUTORICKSHAW, FROM 1970 TO JULY, 1973.

1. Shri Arun Roy, Narayan Pur, Dharmanagar, Tripura.
2. Shri Kalipada Dey, Kunjaban, Agartala.
3. Smti. Kakshmi Rani Dey, Hotel O. K., Agartala.
4. Shri Sudhir Ranjan Datta, P.O. Bisramganj, Tripura.
5. Shri Biplab Ch. Ray Choudhury, Ramnagar, Agartala.
6. Shri Jnanotash Datta, Ramnagar, Road No. 5, Agartala.
7. Shri Sachindra Kr. Datta Gupta, Ramnagar, Rd. No. 6. Agartala.
8. Shri Sankar Saha, Belonia, Tripura.
9. Shri Panna Lal Ray Barman, Joynagar, Agartala.
10. Shri Manash Ray Barman, Akhaura Road, Agartala.
11. Shri Satya Ranjan Chakraborty, Town Bardwali, Agartala.
12. Shri Jitindra Mohan Das, Ramnagar, Agartala.
13. Shri B. S. Gupta, Ramnagar, Agartala.
14. Shri Nihar Ranjan Chakraborty, 33 Office Lane, Agartala.
15. Shri Amalesh Bhattacharjee, Ramnagar, No. 2 Agartala.
16. Shri Ranjit Chakraborty, Akhura Road, Agartala.
17. Shri Ramendra Bikash Deb Nath, Madhya Para, Agartala.
18. Shri Subrata Roy, Banamalipur, Agartala.
19. Shri Tapan Barman, New Palli, Dhaleswar, Agartala.
20. Shri Purnendu Roy Barman, Arundhutinagar, Agartala.
21. Shri Jahar Sen Gupta, Banamalipur, Agartala.
22. Shri Arun Ch. Saha, Central Road, Agartala.
23. Shri Sunil Kr. Choudhury, C/O. Hemeswar Das, New Town Road. Udaipur. Tripura.
24. Shri gopal Ch. Laskar, Melaghar, Tripura.
25. Shri Dilip Rn. Chakraborty, C/O. Sukdeb Chakraborty, Ramnagar, Agartala.
26. Shri Subodh Bagchi, Krishnagar, Agartala.
27. Shri Kalyan Deb Roy, S/O. Mani Lal Deb Roy, College Tilla, Agartala.
28. Haripada Bhattacharjee, C/O. Upendra Bhattacharjee, Ramnagar, Rd. No. 4. Agartala.
39. Shri Biswapada Ghosh, C/O. 1. Khirode Mohan Ghosh, 13, Joynagar, Agartala.
30. Shri Nalani Rn. Deb Nath, C/O. L. Tillak Ch. Deb Nath, 10 Joynagar, Agartala.
31. Shri Kamal Choudhury, C/O. Sakumar Ch. Choudhury, Ramnagar, Rd. No. 7. Agartala
32. Shri Bidyarthi Chakraborty, C/O. L. Naresh Ch. Chakraborty, Agartala. North of Rajbari.
33. Shri Jishnu Prasad Chakraborty, P.O. Chandrapur, Dharmanagar, Tripura.
34. Shri Sepal Roy, C/O. Shri Heralal Das, Dimsagar, Agartala.
35. Shri Nit ya Randa Roy, C/O. Shri Suresh Ch. Roy, Khosh Mahal, Agartala.
36. Shri Pradip Das Gupta, 8/1. Sakuntala Road, Agartala.
37. Shri Sudhir Ch. Deb, Joynagar, Agartala.
38. Nitish Ch. Roy, Arundhutinagar. Agartala.
39. Shri Haragobinda Choudhury, Palace Compound, Agartala.
40. Shri Sisir Roy, Bardwali, Agartala.
41. Shri Paresh Ch. Deb Nath, C/O. Mamal Kanak Deb Nath, Abhoynagar, Agartala.
42. Shri Aswini Kr. Deb Nath, Jyothi Bhavan, Power House Road, Agartala.
43. Shri Hare Krishana Das, C/O. Jarindra Kr. Das, Tulabagan, Tripura.
44. Shri Samarendra Nath Choudhury, C/O. S. C. Choudhury, Krishanagar, Agartala.
45. Shri Pradip Roy, Ramnagar, Road, No. 6 Agartala.
46. Pijush Kanti Ghosh, C/O. Snehamaya Datta, Ramnagar Road, No. 6, Agartala.
47. Asit Kr. Dhar, 28, Krishanagar, Agartala.
48. Ajoy Chakraborty, C/O. M/S. Sushama Varieties Stores, H. G. Basak Road, Agartala.

49. Pranemesh Saha, C/O. Lt. Jogesh Saha, Dimsagar. Agartala.
50. Shri Jitendra Ch. Chandra Gope, C/O. Rash Mohan Gope, Ramnagar, Agartala.
51. Shri Rakhal Chandra Poddar, Melarmath, Agartala.
52. Shri Narayan Ch. Ghosh, P.O. Reshambagan, Agartala.
53. Shri Sadhan Ch. Deb, C/O. Sukumar Ch. Chakraborty, Agartala Melarmath,
54. Shri Ranendra Podder, C/O. Shri Brajendra Podder, Arundhutinagar, Agartala.
55. Shri Sudip Podder, C/O. Bishnu Bhandar, H. G. Basak Road, Agartala.
56. Shri Dilip Sen, M. B: Road, Agartala.
57. Santipada Bhattacharjee, C/O. Popular Chemical Works, College Tilla, Agartala.
59. Dilip Kr. Acherjee, C/O. Motilal Dey, Radhanagar, Agartala.
60. Shyamal Kanti Ghosh, C/O. Sri M. L. Das Gupta, Jai Ashram Road, Agartala.
61. Anil Ch. Paul, C/O. Bhakta Mohan Saha, College Tilla, Agartala.
62. Hrishikesh Deb Roy, C/O. Narayan Deb, College Tilla, Agartala.
63. Ranindra Deb Nath, C/O. Jogendranagar, Agartala.
64. Sadhan Ch. Choudhury, 14/1 Sen Bari, Agartala.
65. Pijush Kanti Sen Gupta, C/O. Charuvilas, Banamalipur, Agartala.
66. Shri Dipal Kanti Roy, C/O. Sj. Jamini Dr. Roy, P.O. Arundhutinagar, Agartala.
67. Shri Rati Lal chandra, C/O. Sri Khogendra Kr. Chand, Debinagar, Ranirbazar,
68. Shri Adim Deb Barma, No. 5 Thakurpalli Road, Agartala.
69. Shri Haradhan Choudhury, P.O. Halahali, Kamalpur.
70. Shri Bijay Bhusan Ray, P.O. Sidabari, Sonamura.
71. Shri Sunil Chandra Das, 34/4 Khoshbagan, Agartala.
72. Shri Parthasarathi Deb, C/O. Shri A. C. Deb, No. 3 Second Lane, Joynagar.
73. Shri Manabendra Chakraborty, North Badharghat P.O. Arundhatinagar.
74. Shri Mriganka Mouli Bhattacharjee, P.O. Kameshwar, Dharmanagar,
75. Shri Anil Chandra Dev Nath, C/O. Haricharan Dev Nath, Sonamura Town.
76. Shri Samir Saha, C/O. L. Ganga Ch. Saham, College Road, Shibnagar.
77. Shri Ajoy Chakraborti, C/O. Susama Variety Stores, 45, HG Basak Road, Agartala.
78. Shri Himansu Ghosh, C/O. Sadhana Mistanna Bhandar, Math Choumuhani, Agartala.
79. Shri Subhas Chandra Bhattacharjee, Math Choumuhani, P.O. Agartala College.
80. Shri Debabrata Choudhury C/O. K. B. Choudhuri, P. O. Ramnagar Road No. 5, Agartala.
81. Shri Narayan Bhattacharjee, Harinakhola, Fatickcherra, Tripura.
82. Shri Ranjit Chandra Majumder, Jamjuri, Udaipur.
83. Shri Harinarayan Das, Jamjuri, Udaipur,
84. Minti Ghosh, C/O. Kusum Dresses, Hawkaers' Corner Road, Agartala.
85. Shri Sikumar Chandra Ghosh, C/O. Gobinda Ghose, Agartala Municipality.
86. Shri Bidhan Biawas, Nutan Palli, Dhaleswar, Agartala.
87. Shri Parimal Nath, Deocherra, Tilthai, Dharmanagar.
88. Shri Pranav Kumar Dey, C/O. Gita Bhavan, Narayanpur, Dharmanagar.
89. Shri Satyendra Das, C/O. Dhirendra Chandra Das, Town Pratapgar, Agartala.
90. Shri Kajal Chakraborty, C/O. A. B. Chakraborty, Badharghat, Arundhutinagar.
91. Shri Rajdut Ghosh, C/O. M. L. Ghosh, Melarmath, Agartala.
92. Shri Alok Ray Barman, North Badharghat, Agartala.
93. Shri Dilip Ray, 34, Akhaura Road, Agartala.
94. Shri Amarendra Saha, Banamalipur, B. K. Road, Agartala.
95. Shri Dipan Dar Choudhury, Shankar Choumohani, P.O. Agartala.
96. Shri Ajit Kr. Saha, Old Ojir Bari, Agartala, Tripura (W)
97. Shri Rankit Kr. Baidya, C/O. Nattun Palli, Dhaleswar, Agartala.
98. Shri Ratan Chanda, Jail Ashram Road, Agartala.
99. Shri Rankit Kr. Bhattacharjee, C/O. Prafulla Sutradhar, Town Bordwali, Agartala.

100. Shri Satyanit Roy, 23, Akhura Road, Agartala.
101. Shri Mukti Brata Saha, C/O. Pullin Behari Saha, Banamalipur, Agartala.
102. Monoranjan Modok, Ramnagar, Agartala.
103. Shri Sunil Chakraborty, Old Thana Road, Agartala.
104. Amar Saha, South Sibnagar, P. O. College Tilla, Tripura (W)
105. Shri Pritish Deb Barma, C/O. Bipin Behari Deb Barma, Krishanagar, Agartala.
106. Shri Sujit Kr. Chakraborty, Colonel House, Krishnagar, Agartala,

ANNEXURE—B.

NAMES OF PERSONS ALLOTTED CAR FROM JANUARY 1970

1. Brig. S. S. Harsh, Director National Cadet Corps (Assam, Manipur, Tripura, Nagaland and Nefa) Shillong, Assam.
2. Shri A. K. Bhattacharjee, Professor in Chemistry, Tripura Engineering College, Agartala
3. Shri Kailash Chandra Bansal, 149/1, Motor Stand Road, Agartala.
4. Shri Kishan Lall Bhura, S/O. Dwip Chandji Bhura, P.O. Manur, Tripura.
5. Messrs. Popular Chemical Works, College Tilla, Agartala.
6. Shri Pranab Kr. Deb Barma, S/O. Kumar Nirmal Chandra Deb Barman, Agartala.
7. Shri Vedabrata Chakraborty, S/O. Late. Probodh Ch. Chakraborty, Old Kalibari Lane,
8. Shri Bikram Chandra Chopra, S/O. L. Gawaharmal Chopra, Khowai, Tripura.
9. Brig. S. C. Das, Subordinate Judge, Tripura.
10. Brig. R. N. Misra, VRC. Commandar, Hq. 311 Indep Inf. Bdge. GP. C/O. 99 A.P.O.
11. Dr. Jatish Chandra Chakraborty, S/O. Shri Satish Chandra Chakraborty, 87, H. G. Basak Road.
12. Shri Umesh Chandra Deb, Prop. Auto Lubricant Stores, 89, Motor Stand, Agartala.
13. Shri Swadesh Ranjan Dutta, C/O. Dutta Soap Works, Netaji Subhas Road, Agartala.
14. Shrimati Lakshi Rani Dey, Prop. Hotel O.K. H. G. Basak Road, Agartala.
15. Speaker, Tripura Legislative Assembly, Agartala, Tripura.
16. Dr. Anjan Chakraborty, General Duty Officer, Gr. II, G. B. Hospital, Agartala.
17. Sqn. Leader, S. S. Malhotra (EAC) Airforce Officers Mess. Agartala.
18. Dr. Hiranmoy Paul, C/O. Shri M. C. Das, Old Kalibari Road, Agartala.
19. Shri Shefal Kanti Bhowmik, S/O. Late Santi Kumar Bhowmik, Joynagar, Agartala.
20. Shri Sanjoy Choudhury, C/O. Tapas Ranjan Choudhury, Bhati Abhoynagar, Agartala.
21. Shri Hari Kishore Deb Barma, Colonel House, Agartala, Tripura.
22. Lt. Col. Gur Baksh Singh, G. S.OI (Int) Headquarters, 57, Moutain Divn. 99 A.P.O.
23. I.C. 5120 Lt. Col. P.S. Mehta, 6th Bn. Assam Rifles, Kunjaban, Agartala.
24. Lt. Col. N. S. Issar, 92, Mountain Regiment, C/O. 99 A.P.O.
25. Shri Ratan Kumar Mantri, M/S. Duffo Meals Agencies, Badarghat, Agartala.
26. Shri Haraka Chand Maheta, C/O. M/S. S. Mahata and Sons, Motor Stand Road, Agartala.
27. Shri Satish Chandra Roy, S/O. Late Ambika Charan Roy, Colonel Choumuhani, Agartala.
28. Shri M. S. Deshmukh, Oil and Natural Gas Commission, Agartala.
29. Shri V. Ketey, I.A. and A.S. Addl. A. G. Assam, Meghalay, Shillong.
30. Station in charge, All India Radio, Agartala.
31. Maj. R. L. Atri, 6th Bn. Assam Rifle, C/O. 99 A.P.O.
32. Shri Animoy Sen Gupta, 15 Thana Road, Banamalipur, Agartala.
33. Shri Prassanna Kumar Laskar, Nayapara, Dharmanagar, Tripura.
34. Shri Prabir Kr. Shyam, Vill. Brahma Kundu, Sihna, Tripura.
35. Shri R. P. Srivastava, Sr. Dy. A. G. (OAD) Assam, Meghalay and Nagaland, Shillong.

36. Dr. P. R. Roy Choudhury, Resident Physician, V. M. Hospital, Agartala.
37. Sr. Phani Bhusan Das, S/O. Late Govinda Chandra Das, Krishnanagar (Palace Compound)
38. Shri Madhushudan Bhattacharjee, Bordowali, (Near A.O.C.) A. D. Nagar, Tripura.
39. Dr. D. L. Chakraborty, Dhaleswar, Agartala.
40. Shri Budhmal Jain, Jute Supply Co. Arundhutinagar, Agartala.
41. Shrimati Kamal Prova Debi, W/O. R. K. Dev Varma, Kunjaban, Agartala.
42. Shrimati Tehera Begum W/O. Shri Munsar Ali, Sonamura, Tripura.
43. Shri A. P. Joglekar, Assistant Prof. in Applied Mechanics, Tripura Engineering College.
44. Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal, M.L.A., Teliamura, Tripura.
45. to 49 Director of Rehabilitation, Government of Tripura, Agartala.
46. Shri Mrinal Kanti Bhowmik, S/O. Late Santi Bhusan Bhowmik, Joynagar, Agartala.
47. Shri A. Bhattacharjee, Under Secretary to the Government of Tripura, Law Department.
48. Shrimati Sati Biswas, Lecturer, M. T. B. Girls High School, Agartala.
49. Shri B. K. Deb Barma, Ram Mandir, Agartala.
50. Shri Benode Behari Saha, Maharajganj Bazar, Agartala.
51. Shri Jawahar Ghosh, Masjid Road, Sibnagar, Agartala.
52. Shri Anil Kumar Paul, C/O. Shri Basanta Kumar Paul, Mantribari Road, Agartala.
53. Shri Karuna Ranjan Dhar, C/O. Ramesh Chandra Nandi, Joynagar, Agartala.
54. Shri Amarendra Chakraborty, C/O. Late Bama Charan Chakraborty, 72, H. G. Basak Road.
55. Dr. Lalit Mohan Mukherjee, Sr. Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
56. Shri S. K. Dewanji, Advocate, Agartala.
57. Shri Santi Lal Saraf, Amar Textiles, H. G. Basak Road, Agartala.
58. Shri Nirmalendu Ghosh C/O. Shri Subodh Chandra Ghosh, Bhati Abhoynagar, Agartala.
59. Hindusthan General Insurance Society Ltd. 129/2, M. S. Road, Agartala.
60. Brig. J. S. Bawa, Agartala, Tripura.
61. Shri Jahar Roy, C/O. Shri Jatindra Mohan Roy, North Badarghat, Agartala.
62. 8 Nos. Ambassador Cars for Government.
63. Shri Debendra Kishore Choudhury, Finance Minister.
64. Shrimati Basana Chakraborty, Deputy Minister.
65. Special Secretary to the Governor, Tripura.
66. Shri Sachidananda Banerjee, Under Secretary to the Government of Tripura.
67. Shri Sailesh Chandra Shome, Deputy Minister.
68. Shri Hemchandra Nath, Advocate General, Tripura.
69. Shri Nilmani Deb Barma, M.O.T.B. Chest Clinic, Agartala.
70. Shri Anil Roy Choudhury, Badurtali, T. P. Road, Agartala.
71. Shrimati Anu Mukherjee, Krishnanagar, Agartala.
72. M/S. Ranibari Tea Estate P.O. Satsangam, Tripura.
73. Shri Dhananjoy Kr. Saha, C/O. Shri Benode Behari Saha, Radhanagar.
74. Shri Sukumar Das, C/O. Shri P. K. Das, H. G. Basak Road, Joynagar, Agartala.
75. Shri Fariduddin Khan, Dargapur, Sonamura, Tripura.
76. Shri Samarendra Dutta Gupta, Assistant Commandant (Tec) 90, B.S.F.
77. Shri Narayan Chandra Pal, Workshop Supdt. Tripura Engineering College.
78. Shri Bhupati Bhusan Roy Barman, A. E. Under D. M. (Now R. R. Department)
79. Shri Amalendu Sen Gupta, Deputy Director of Health Services, Agartala.
80. The United Bank of India, Agartala.
81. Shri Sambhunath Datta, Ramnagar Road No. 2, Agartala.
82. Shri S. N. Gupta, Agent, State Bank of India, Agartala.

83. Shri Ranjit Kumar Das, 34, Akhaura Road, Agartala.
84. Shri H. G. Pal, Finance Secretary to the Government of Tripura, Agartala.
85. Dr. N. G. Saha, M.B.B.S. Khosah Bagan, Agartala.
86. Major K. S. Bajwa, Offg. Commandant 38th Bn. C.A.P. Agartala.
87. Shrimati Bibha Rani Majumder, Head Mistress, Bodhjung Girls Higher Secondary.
88. Shri L. N. Sinha, Dy. Commandant, B.M.P. Agartala.
89. Shri I. P. Gupta, Chief Secretary, Tripura.
90. Shri Chandrajit Singh. Executive Engineer, Elec. Divn. III.
91. Shri Ram Niranjan Agarwalla, Industrial Estate, Agartala.
92. Shri Makhan Lal Saha.
93. Dr. N. G. Saha, M.B.B.S., Khosah Bagan, Agartala.
94. Major A. C. Chatterjee, C/O. 6th Bn. Assam Rifles, 99 A.P.O.
95. Shri Taj Prakash Vats, Resident Electrical Engineer, Agartala Electrical Supply.
96. Shri C. C. Saha, Sub-Divisional Medical Officer, P.O. Belonia, Tripura.
97. Shri R. Rajagopal Regional Assistant Dir. Recional Corordinating Ogn. Shillong, Assam.
98. Major Bhupal Singh, P.S.C. 22 Rajput Regiment, C/O. 99 A.P.O.
99. Shri O.P. Bhutani, Inspector General of Police, Tripura.
100. Shri A. B. Paul, S/O. Late Bidhur Bhusan Pal, Sonamura, Tripura.
101. Shri Debendra Chandra Das, Prop. S. Das and Co. Sakuntala Road, Agartala.
102. Shri P. K. Lahiri Dy. Accountant General, Assam and Nagaland, Agartala Branch.
103. Shri R. N. Sinha, Medical Officer, Singerbil, Agartala, Tripura.
104. Shri G. N. Narayana, Executive Engineer, Minor Irrigation Division. Agartala.
105. Major Y. I. Beotra, 482, Ind. Fd. Comp. C/O. 99 A.P.O.
106. Dr. S. Deb Nath, V. M. Hospital, Agartala.
107. Shri B. K. Roy, C/O. Indian Airlines, Agartala.
108. Shri S. K. Mukherjee, Divisional Forest Officer, Sadar, Agartala.
109. Messrs. Jain Trading, Dharmanagar, Tripura.
110. Shri Mulchand Shand, S/O. Badhakishan Stand, P.O. Pecharthal, Tripura.
111. Shri Anil Roy Choudhury, S/O. Shri Nalini Roy Choudhury, Motor Stand Road, Agartala.
112. Shri Mukunda Mohan Saha, C/O. Shri Monoranjan Saha, College Road, Agartala.
113. Shri Pranjit Singh Bawa, Supdt. of Police, Agartala.
114. Major Gen. V. B. Tuli, Inspector General of Assam Rifles, Agartala, Tripura.
115. Prof. M. Das, Head of the Department of Civil Engineering, Tripura Eng. College.
116. Dr. S. B. Roy Choudhury, Dy. Supdt. of V. M. and G. B.-Hospital, Agartala.
117. Dr. Bejoy Trehan, C/O. Walford Transport Limited, Banamalipur, Agartala.
118. M/s. Air Link (P) Ltd., Agartala.
119. M/S. Chowranghee Trading Co., H. G. Basak Road, Agartala.
120. Rani Jogal Kishore Debi, W/O. Major Rajkumar Rana Dahaljung Bahadur, Palace Compound.
121. M/S. Continental Transport Agency, Agartala,
122. Shri M. L. Rawal, Director of Telegraphs, Microwave Progeject.
123. Shri A. K. Sinha, Divisional Forest Officer, Tripura Forest School, Tripura.
124. Shri R. Badrinath. District Magistrate and Collector. Tripura.
125. Major B. S. Malik, Station Headquarters, Agartala.
126. Dr. P. C. Das Gupta, Physician, G. B. Hospital, Agartala.
127. Shri R. N. Bose, Engineer in chief, Dharmanagar, Agartala Survey, N. F. Railway.
128. Shri U. Radhakrishnan, Vigilance Officer, Assam Circle, Shilong.
129. Shri Bholanath Saha, S/O. Lalitmohan Saha, H. G. Basak Road, Agartala.
130. Shri Sanwarmal Agarwal, Netaji Subhas Road, Agartala.

131. Shri Brojendra Chandra Das, Sr. Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
132. Shri A. Bhattacharjee, Director of Census, Agartala.
133. Shri N. K. Sharma, Principal Engineer, Tripura, Agartala.
134. Dr. R. Data, Supdt. V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
135. Shri P. D. Gogi, Director of Health Services, Government of Tripura, Agartala.
136. Shri R. S. Bindra, Judicial Commissioner, Tripura, Agartala.
137. Shri Hardit Singh Bhatti, Hardit and Co, Akhaura Road, Agartala.
138. Shri Dalan Chand Bhura S/O. Bhikamchand Bhura, Pecharthal, Tripura.
139. Shri Nagendra Prasad Tiwari, C/O. Nandi Jadav, Netaji Subhas Road, Sibnagar.
140. Shri Burkely D. Pugh, Deputy Director, Backward Classes Welfare, Govt. of India.
141. Dr. M. L. Saha, Specialist in Obstetries and Gynaecology, V. M. and G. B. Hospital.
142. Shri V. K. Kalia, Inspector General of Police, Tripura, Agartala.
143. Flying Officer, B. K. K. Reddy, No. 121, Signals Unit Air Force, C/O. 99 A.P.O.
144. Dr. R. M. Banik, Dy. Supdt. V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
145. Shri Om Prakash Dutta, S/O. Ved Prakash Dutta, Dutta Rice and Mill, H. G. Board.
146. Dr. Mrs. Santa Kar, G. O. II, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
147. Shri Tola Ram Pagulia, C/O. M. S. Jettmal Bhikam Chand A. D. Nagar, Agartala.
148. Shri Ram Dutta Bujar Barua, C/O. Dam's Lodge, Kunjaban, Agartala.
149. Shri Satchidananda Supdt. Engineer, (Addl Circle), Agartala.
150. Dr. Surendra Kumar Minocha, Physcian, Specialist, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
151. Shri B. K. Majumder, Sr. Lecturer, B. T. (STT) College, Agartala.
152. Shri S. Ganeshan, Executive Engineer, Southern Division, No. I. R. Pur, Tripura.
153. Shri K. P. Chakraborty, I.A.S., D.M. and Collector, South, Tripura, Agartala.
154. Shri K. Vonkat Rathnam, Addl. Judicial Commissioner, Tripura, Agartala.
155. Branch Manager, The Union Cooperative Insurance Ltd. H. G. Basak Road, Agartala.
156. Shri Jodhraj Jain, General Assurance Society Limited, Banamalipur, Agartala.
157. Sardit Ajit Singh, C/O. Hardit and Co, Akhaura Road, Agartala.
158. Shri R. Sankaranarayanan, Director of Settlement and Land Records, Agartala.
159. Shri Baldev Thakural, Walford Transport Limited, B. K. Road, Agartala.
160. Shri S. C. Balasubrahmanian, Executive Engineer, Amarpur Divin, Amarpur, Tripura.
161. Shri Indra Sahey, Jt. Secretary, Government of India, Ministry of Rehabilitation.
162. Shri J. N. Gupta, Development Commissioner, Tripura.
163. Dr. Krishnan Mohan, Orthopaedic. Surgeon, G. B. Hospital, Agartala.
164. Dr. Abani Mohan Majumder, Physician Specialist, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
165. Shri Dinesh Chandra Nandy, Banamalipur, Agartala.
166. Shri J. S. Phulkan, C/O. M/S Jatindra Chandra and Gopal Chandra Saha, Assam-Agartala.
167. Shri P. K. Deb Barma, Secretary, Tripura Legislative.
168. Shri D. Patwary, Executive Engineer, Aviation Works Divn. C.P.W. Camp, Agartala.
169. Shri S. Chandra, Executive Engineer, Gumti Project Divn. No. 1, P.O. Gumti Project.
170. Major M. S. Bajaj, 311 Inf. Bde, C/O. 99 A.P.O.
171. Lt. Col. J. C. Bali, C/O. Station Headquarter, Agartala.
172. Lt. Col. Tilak Raj, C/O. 6th Assam Rifles, Agartala.
173. Major James Vimal Abraham, C/O. Station Headquarters, Agartala.
174. Major Vijoy Uppal, 4 Guards (1st Rajput) C/O. 99 A.P.O.
175. Lt. Col. D. S. Bahl, 65 Mountain Regiment, C/O. 99 A.P.O.
176. Lt. Col. C. K. Dev Varma, Commandant, 93 Bn. B.S.F. Teliamura, Tripura.
177. Flt. Lt. P. K. Vaid, Vr. C (6892) E(P) No. 110 Helicopter Unit A.F.C./O 99 A.P.O.
178. Dr. S. K. Datta, G. D. OII Udaipur Hospital, R. K. Pur, Tripura.
179. Shri Monoranjan Banik, C/O. M/S Radha Soap and Biscuits, Dharmanagar.
180. Shri Prakash Chandra Bhura, S/O. Suganchan Bhura, Pecharthal, Tripura.

181. Shri Tekchand Jadav, Eastern Merchantile, Banamalipur, Tripura.
182. Shri Manik Chand Barua, Gurkha Basti, Kunjaban, Agartala.
183. Shri Haridas Mukherjee, D. M. and Collector, North Tripura.
184. Shri R. P. Sen Gupta, Director, Village Industries,
185. Dr. Kamalesh Chandra Seal, ENT G. B. Hospital, Agartala.
186. Shri B. K. Mukherjee, I.G.P., Tripura.
187. Shri T. S. Krishnamurthi, Secretary to the Government of Assam.
188. Shri Nani Gopal Ghosh, S/O. Late Akhil Chandra Ghose, Kailashahar.
189. Shri Ajit Kumar Saha, Sree Gurga Bastralaya, Masjid Road, Agartala.
190. Shri Monoranjan Dhar, Lake Compound, Dimsagar, Agartala.
191. Dr. Subodh Chandra Basak, Gynaecologist, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
192. Shri Dipen Bhowmik, Krishnanagar, Agartala.
193. Shri Pritiranjan Sen Gupta, Prof. of Physics, Tripura Engineering College.
194. Shri Kulada Prasad Roy, Head of Deptt. of Physics, M. B. B. College, Agartala.
195. Shri J. P. Singhal, Executive Engineer, P.W.D., Public Health Engineering.
196. Dr. Puspa Dey, Resdent Surgeon, V. M. Hospital, Agartala.
197. Shri B. R. Basu, Secretary, Transport Department, Government of Tripura, Agartala.
198. Shri T. S. Vedagiri, Chief Engineer, Agartala.
199. Shri N. K. Sinha, Supdt. Engineer, Government.
200. Shri Samarendra Parasad Das, C/O. Shri Satya Prasad Das, Town Bordowali, Agartala.
201. M/S. Surana Motor Private Limited, Assam-Agartala Road, Agartala.
202. 7 Cars to Government Departments.
203. Shri Jitendra Kumar Deb, C/O. Shri H. P. Datta, Joynagar, Agartala.
204. Shri Tapash Ranjan Chatterjee, E.E. P.W.D.
205. Shri R. C. Gilotra, Surveyor of Works, P.W.D., Agartala.
206. Shri Satchidananda Waddader, S.D.M.O., Dharmanagar.
207. Dr. Bikash Roy, G.D.O. II, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
208. Shri S. K. Dutta Choudhury, G.D.O.I., S.D.M.O., Khowai Hospital, Agartala.
209. Shri J. N. Sondhi Surveyor of Works, P.W.D., First Circle, Agartala.
210. Dr. S. Bhattacharjee, G.D.O. II, V.M. and G. B. Hospital, Agartala.
211. Shri Ajoy Sinha, D. M. and Collector, Tripura.
212. Shri S. Banerjee, Special Bureau, Government of India.
213. Dr. D. N. Choudhury, G. B. Hospital, Agartala.
214. Shri Ganga Das, D. M. and Collector, South Tripura.
215. Dr. P. B. Pramanik, S. D.M.O. Sonamura.
216. Shri K. D. Menon, Secretary to the Govt. of Tripura, Civil Secretariat, Agartala.
217. Shri C. S. Shamal, Jt. Secretary, Civil Secretariat, Tripura.
218. Shri S. M. Sarkar, I.A.S. Director of Public Relations and Tourism.
219. Shri R. N. Sheopory.
220. Dr. U. R. Ganguly, G.D.O. II, G.B. and V. M. Hospital Agartala.
221. Shri Ajit Bhattacharjee, Director of Census.
222. Shrimati Arati Das, Silchar Automobiles, Agartala.
223. Shri Dilip Kumar Sarkar, Advocate, Agartala.
224. Shrimati Laxmi Rani Dey, Prop. Hotel O.K. Agartala.
225. M/S. Bhutoria Brothers(P) Limited, B. K. Road, Agartala.
226. Shri Ranjit Lal Ray, B. K. Road, Agartala.
227. Kumar N. C. Deb Barma, Pranab Villa, Kunjaban.
228. Shri Amal Nandi, Udaipur.
229. Shri Raju Dutta, Joynagar, Agartala.
230. Shri P. C. Bhowmik, H. G. Basak Road, Agartala.
231. Shri Prafulla Kr. Das, M.L.A., Agartala.

232. Shri B. B. Das, M.L.A., Agartala.
233. Sri Madhabendra Deb Barma, Surjya Road, Agartala.
234. Dr. Phani Bhusan Das, Palace Compound, Krishnanagar, Agartala.
235. Her Highness Maharani Rajmata Kanchan Prava Debi, U. Palace, Agartala.
236. Shri J. N. Das, Inspector in charge of Oriental Fire and General Insurance.
237. Miss Laxmi Nag, M.L.A.
238. Shri Mono Ranjan Saha, Sibnagar, Agartala.
239. Shri S. B. Paul, Radhakishorepur, Tripura.
240. Shri Prabir Chakraborty, 18, Sakuntala Road, Agartala.
241. Shri Sujit Kumar Banik, Tripura Paint and Hardware Stores, Agartala.
242. Shri Benoy Bn. Salal, Agent, State Bank of India, Dharmanagar, Tripura.
243. Shri Sourindra Kumar Sen, Walford Transport Ltd., 81/Sakuntala Road, Agartala.
244. Shri Sailenda Chandra Nath, Madhyapara, Agartala.
245. Shri Rajat Kumar Mukherjee, Krishnanagar, Agartala.
246. Shri Dulal Barman Ray, Matabari, R. K. Pur, Tripura.
247. Shri Bhanu Nandi Majumder, Sadhutilla, A. Nagar, Tripura.
248. Shri Gouranga Biswas, Banamalipur, Tripura.
249. Shri Ranjit Pal. Agartala.
250. Shri Satya Ranjan Das, Math Choumuhani,
251. Shri Haradhan Banik, R. K. Pur, Tripura.
252. Shri Amar Ch. Saha, Bishalgarh.
253. Shri Dilip Kr. Paul, Thakur Palli Road.
254. Shri Subrata Roy, Teliamura,
255. Shri D. Bhattacharjee, Ramnagar, Agartala.
256. Shri Manik Dey, Champaknagar,
257. Shri Asok Kr. Barman, Sankar Choumuhani, Agartala.
258. Shri Jahar Lal Ghosh Dastidar, Joynagar, ...
259. Shri Ajit De, Krishnanagar, Agartala.
260. Shri Amir Hossain, Kadamtali, Bishalgarh.
261. Shri Ashish Ch. Datta, Sonamura.

NAMES OF PERSONS ALLOTTED SCOOTERS FROM JANUARY 1970 TO JULY 1973

1. Shri K. N. S. Mani, Assistant Technical Officer, Aerodantical Communication Station,
2. Shri J. L. Baidya, Inspector, T. W. Sadar, Office of the S.D.O., Central Zone,
3. Shri Debiprasad Roy Choudhury, Supervisor, Karangicherra, Ex-Servicemen's Rehab. Colony, Khowai, Tripura.
4. Shri N. B. Majumder, Sectional Officer, Tripura P.W.D., 23, Garaihat Road, Calcutta.
5. Shri Hiralal Sill Sharma, Lecturer, Basic Training College, Agartala.
6. Shri Asoke Kr. De, Lecturer, Basic Training College, Agartala.
7. Shri Sudhir Chandra Lodh, Sectional Officer, Office of the E. E. (P.W.D.). Agartala. Div. No. 1.
8. Shri Jatindra Mohan Nath Bhowmik, Laboratory Technician, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
9. Shri L. M. Mukherjee, Lecturer in Chemistry, M.B.B. College, Agartala.
10. Shri M. L. Kali, Assistant Surveyor of Works, Addl. Circle (P.W.D.). Agartala.
11. Capt. S. N. Jayal, Adm. Headquarters, 6th Bn. Assam Rifles, C/O. A.P.O.
12. Shri Tarak Chandra Saha, Lecturer in Commerce, M.B.B. College, Agartala.
13. Shri Ajit Kumar Das, U. D. Clerk, Education Directorate, Agartala.
14. Shri Dharma Nath Gupta, Lecturer, M. B.B. College, Agartala.

15. Shri R. Dutta, F.R.C.S., Supdt. V.M. and G.B. Hospital, Agartala.
16. Shri S. C. Poddar, Overseer, Central IV Sub-Divn, Kunjaban Township.
17. Major M. L. Malhotra, AWD 6311 (Ind) FD. WKSO Coy, C/O. 99 A.P.O.
18. Shri S. B. Bhatnagar, Technical Assistant to Principal Engineer, Agartala.
19. Shri R. R. Ghosh Roy, Deputy Field Officer, Ministry of Home Affairs, Agartala.
20. Shri Jagadish Chandra, Sub-Divisional Officer (P.W.D.), Ambassa Sub-Divn. No. 1.
21. Capt. D. S. Meratha, A.D.M. Headquarters 6th Bn. Assam Rifles, C/O. 99 A.P.O.
22. Shri G. S. Chakraborty, Inspector of Income Tax, Tripura, Agartala.
23. Shri Sankar Deb Roy, Asst. Registrar of Cooperative Societies, Agartala.
24. Dr. D. L. Roy, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
25. Dr. P. K. Lahiri, C.A.S. Grade I.G.B. Hospital, Agartala.
26. Shri Chittaranjan Sen, C/O. Studio Senco, H. G. Basak Road, Agartala.
27. Dr. S. C. Datta, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
28. Shri A. K. Sen Gupta, S.D.O. (P.W.D.) C-III, Agartala.
29. Shri J. P. Gupta, Sub-Deputy Collector, Attached to D.M.'s Office, Agartala.
30. Shri Anil Dey, Indian Airlines, Agartala.
31. Shri Arun Kumar Sen Gupta, Indian Airlines, Agartala.
32. Shri H. C. Dhawan, Assistant Engineer, Investigation Sub-Division No. II Agartala.
33. Capt. I. Pandy, 92, Mountain Regiment, C/O. 99 A.P.O.
34. Dr. S. B. Roy Choudhury, Dy. Supdt. V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
35. Shrimati Ratna Das, Qurator, Tripura Govt. Meseum, Agartala.
36. Shri B. Bhattacharjee, P.A. to Chief Secretary, Agartala.
37. Shri A. R. Das, Lecturer, M.B.B. College, Agartala.
38. Shri S. Das Gupta, Liaison Officer, Govt. of Tripura 23, Garihat Road. Calcutta 9.
39. Shri Jitendra Chandra Deb, Prof. Messrs. Deb Automobiles, Motor Stand Agartala.
40. Shri Nepal Krishna Roy, S.I. of Police, Agartala.
41. Shri Birendra Narayan Chatterjee, Store Superintendent Health Directorate.
42. Shri Gautam Deb Barma, Exhibition Officer-cum-Artist, Directorate of Public Relations
43. Shri Nirmal Bhattacharjee, Senior Research Assistant, A. D. Nagar.
44. Shri S. N. Mehrotra, Hindi Teachers Training College, Agartala.
45. Shri Anil Kumar Bhusan, Sectional Officer, Northern Division, Dharmanagar, Agartala.
46. Shri Madhusudan Bhattacharjee, Panchayat Extension Officer, Sadar South Block.
47. Shri B. K. Chanda, Senior Lecturer, Woemen's College, Agartala.
48. Shri Hari Sankar Sarkar, Surveyor I.A. Section, D.M.'S Office, Agartala.
49. Shri Ranjit Kumar Bhowmik, Statistical Assistant, Cooperative Department, Agartala.
50. Dr. Monoj Kumar Chakraborty, Emergency Medical Officer, G. B. Hospital, Agartala.
51. Shri Sachindra Lal Choudhury, Instructor, G.T.C. Lembucharra.
52. Shri Paresh Nath Roy, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
53. Shri Ahindra Deb Barma, Assistant Publicity Officer, Agartala.
54. Shri P. C. Banerjee, Assistant Director of Industries, Agartala.
55. Shri Sudhangsu Bikash Datta, Govt. Contractor, Dharmanagar.
56. Shri Montosh Datta, C/O. Shri Hem Chandra Dutta, Ramnagar Road No. 6, Agartala.
57. Shri Pinu Lal Paul, C/O. Shri Surjya Kanta Paul, Agartala.
58. Shri Amit Das Gupta, Indian Air Lines, Agartala.
59. Shri Sujit Singh Bindra, C/O. Shri Ram Singh Bindra, Judicial Commissioner, Tripura.
60. Shri G. M. Datta, Hospital Road, Agartala.
61. Shri N. N. Choudhury, Assistant Registrar, Cooperative Societies, Agartala.
62. Shri Pran Gopal Basak, Assistant Investigator, Stat. Department, Agartala.
63. Shri Promathesh Deb Roy, Assist. Supdt. National Sample Survey, Stat. Department. Agartala.
64. Dr. Nayan Ranjan Majumder, State Homoeopath, Agartala.

65. Shri Bashudeb Bhattacharjee, Farm Manager, Industries.
66. Shri P. Das Gupta, Inter State Police Wireless Station, Agartala.
67. Shri Prafulla Bhattacharjee, Assistant Station Manager, I.A.C. Agartala.
68. Shri Kalyan Chanda, Assistant District Panchayat Officer, Agartala.
69. Shri Sambhunath Bhattacharjee, S.D.O. Elec. Sub-Division, No. 1, Dharmanagar.
79. Shri A. B. L. Gupta, Assistant Engineer, Divn. No. 1, Agartala.
71. Shri M. C. Paul, Steno to D.M. and Collector West Tripura, Agartala.
72. Shri P. K. Ratho, Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Agartala.
73. Shri L. K. Wasnik, S.D.O., Mechanical, P.W.D. Agartala.
74. Shri E. C. Gilhotra, Assistant Engineer, P.W.D., Agartala.
75. Shri R. B. Budhrani, S.D.O. P.W.D. Narsingarh, Agartala.
76. Shri B. B. Deb, Civil Aviation Department, Narsingarh, Agartala.
77. Shri K. P. Roy, Senior Lect. M. B.B. College, Agartala.
78. Shri S. K. Sen, Walford Transport Limited, Agartala.
79. Shri P. C. Sinha, C/O. Shri M. M. Dey, Krishnanagar, Agartala.
80. Shri Tara Prasad Sen Gupta, Inspector, Statistical Department.
81. Shri D. B. Chakraborty, Overseer, Agartala Division No. IV, Agartala.
82. Shri Narayan Banik Assistant Teacher, Abhoynagar, H. S. School, Agartala.
83. Shri Bhupendra Bhattacharjee, Hospital Road, Agartala.
84. Shri P. Roy Tech. Assistant to S.E. (Elec) Agartala.
85. Shri Ashish Kr. Bhowmik, Jail Road, Agartala.
86. Shri Sitanath Sen Gupta, Librarian, Basic Training College, Agartala.
87. Shri Narayan Prasad Saha, Assistant Lec. Poly Institute, Agartala.
88. Shri Ashit Kr. Kar. E.M. G. B. Hospital, Agartala.
89. Shri Sunil Baran Sur Choudhury, Surveyor, D.M's Office, Agartala.
90. Shri Pallab Baran Majumder, Cooperative Inspector, Central Zone, Agartala.
91. Shri H. B. Barua, Medical Officer-in-charge X-Ray Department, G. B. Hospital.
92. Shri Jatindra Bikash Chakma, S.O. (Elec.), Transmission Sub-Division, Dharmanagar.
93. Shri P. K. Dey, S.O. Inter-State Police Wireless Station, Agartala.
94. Shri L. K. Wasnik, S.D.O. (Mechanic), P.W.D. Agartala.
95. Shri A. K. Ghosh, Senior Lecturer, M.B.B. College, Agartala.
96. Shri H. Misra, Station Headquarters, Agartala.
97. Shri Jiban Lal Lodh, Accountant I/C. Indian Airlines, Agartala.
98. Shri Rabindra Kumar Bhowmik, Ramnagar Road No. 2, Agartala.
99. Shri Shyamal Kanti Kar, 13, Krishnanagar, Agartala.
100. Shri C. N. Dubey, C/O. Tripura Spun Pipe Co. A. D. Nagar, Agartala.
101. Shri Sudhangshu Ranjan Paul, C/O. Shri Panchanan Paul, Chittaranjan Road.
102. Shri Paritosh Das, Overseer, P.W.D. Agartala.
103. Shri Rathindra Nath Das Gupta, Overseer, P.W.D.
104. Shri Nirmal Kr. Bhattacharjee, S/O. Shri Prafulla Kumar Bhattacharjee, Agartala.
105. Shri B. R. Pal Choudhury, V. M. and G. B. Hospital , Agartala.
106. Dr. P. K. Roy, M.O. in charge Pry. Health Centre, P.O. Mohanpur, Tripura.
107. Dr. Babul Deb Roy, C/O. Shri Manindra Ch. Deb Roy, Advocate, Nutanpalli, Agartala.
108. Shri C. Subha Rao, Ex-Engineer, Gumti Project, Agartala.
109. Shri S. N. Das Gupta, Assistant Engineer, Bridge Construction Sub-Division, Agartala.
110. Shri Druba Mukherjee, Announcer, All India Radio, Agartala.
111. Shri Dilip Singh, Senior Instructor, Office of the Dy. Dir. Youth Programme.
112. Shri Subodh Chandra Banik, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
113. Capt. I. Pandy, 92, Mountain Regiment, C/O. 99 A.P.O.
114. Shri Sujit Kumar Dey, Store Keeper, Central Marketing Orgn. Agartala.
115. Major S. S. Wallia, Assam Regiment Centre, C/O. 99 A.P.O.

116. Shri Swapan Kr. Chakraborty, Tripura Khadi and Village Industries Board, Agartala.
117. Shri D. Ghoshal, Head Clerk, State Bank of India, Agartala.
118. Shri Nanigopal Dutta Gupta, 22, Krishnanagar, Agartala.
119. Shri Rupen Bhowmik, Director, Indian Agri. Industrial Enterprise.
120. Dr. P. K. Roy Choudhury, Resident Physician, Agartala.
121. Shri I. J. Singh, Deputy S. P. 32 C.R.P.F.
122. Shri Amalendu Ghosh, Overseer, Gumti Project.
123. Shri Sushil Ranjan Choudhury.
124. Shri Nani Gopal Saha, Accountant, Engineering College.
125. Dr. Uddipanta Narayan Roy, M.B.B.S. G.D.O. II, G. B. Hospital.
126. Sr. S. C. Chakraborty, R.P.-G.B. Hospital.
127. Shri Kartar Singh, Inspector, Investigation Office, C.I.B. Shillong.
128. Shri Dayal Singh, Dy. S. P. 32, Bn. C.R.P. New Police Lines, Agartala.
129. Shri A. S. Baila, R/Tech. I.S.P.W. Station, Agartala.
130. Shrimati Sadhana Choudhury, A.T. A.D. Nagar J. B. School.
131. Shri Tapesh Ch· Roy, Overseer (Elec) Internal Elec. Sub-Divn. Agartala.
132. Shri Bimal Chandra Dutt, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
133. Shri Shyamapada Dutta, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
134. Shri Arunlal Chakraborty, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Tripura,
135. Shri A. M. Goswami, A. G.'s Office, Agartala.
136. Shri Roshanlal, Trying Magistrate. Dharmanagar, Tripura.
137. Shri T. P. Sinha, I.A.C., Agartala.
138. Miss. Shyamala Nishtala, Kunjaban, Agartala.
139. Shri Sujit Kumar Gupta, Secretariat.
140. Shri Montosh Banerjee, Secretariat.
141. Shri S. P. Majumder, Overseer, Electrical.
142. Shri B. N. Dutta, Overseer, Electrical.
143. Shri Harisankar Nath.
144. Shri Jyotirmoy Ghosh.
145. Shri Manik Kar Bhowmik.
146. Shri A. T. Datta, Deputy Collector attached to D.M. West.
147. Shri Balwanta Singh, Field Officer, Spl. Bureau, Govt. of India, Agartala.
148. Dr. B. K. Paul, Police Hospital, Agartala.
149. Shri N. K. Das Gupta, Overseer, Office of the S.D.O., Electrical.
151. Shri R. S. Singh, Lecturer, Hindi Teachers, Hindi Training College, Agartala.
150. Shri M. G. Das, Lec. B.T.S.T.T. College, Agartala.
152. Shri B. K. Bhowmik, Lecturer, Lembucharra G.S.T. School, Agartala.
153. Shri R. P. Sharma, Administrator, C.R.O. Office, Agartala.
154. Shri Nepal Chandra Dutt, Head Assistant, Transport Department.
155. Shri D. K. Roy, Animal Husbandry Department.
156. Shri H. P. Massar, Income Tax Officer, Agartala.
157. Shri M. Deb, North Badarghat, A. D. Nagar, Agartala.
158. Shri Priyathosh Datta, Field Officer, Director of Industries, Agartala.
159. Shri Parimal Roy, Supervisor, Public Health Sub-Divn. II, Agartala.
160. Shri Gour Baran Sen, Stenographer, Education Department.
161. Shri A. B. Bhowmik, Supdt. of Agri. Agartala.
162. Shri Amiya Kumar Singh, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Tripura, Agartala.
163. Shri Indu Bhusan Sil, Proof. Reader, Govt. Press, Agartala.
164. Dr. M. S. Rawat, M. S. Surgeon, Specialist, Agartala.
165. Shri Haripada Majumder, Staff Officer to the I.G.P.
166. Shri Sanjib Kumar Das, L. D. Clerk, D.M.'s Office, Agartala.

167. Shri Narayan Chandra De, Dairy Supervisor, Directorate of Animal Husbandry.
168. Dr. Utpal Bhattacharjee, Dentist, G. B. Hospital, Agartala.
169. Shri J. Eapen, Commandant 28th Bn. C.R.P.F. Agartala.
170. Shri Nakuleswar Datta, Joyangar, Agartala.
171. Shri Kalyan Prasad Saha, S/O. Shri Nitai Chandra Saha, Chittaranjan Road, Agt.
172. Shri Dilip Kumar Ghosh, Jharna Book Agency, H. G. Basak Road, Agartala.
173. Shri Paramesh Chakraborty, United Commercial Bank, Agartala.
174. Shri Monoranjan Ghosh, 50, Office Lane, Agartala.
175. Shri Haranidhi Dutta, Tripura Khadi and Village Industries Board, H.G.B. Road.
176. Shri Kamal Choudhury, Ramnagar Road No. 7, Agartala.
177. Shri Bidhan Chandra Sarkar, M.A. B.L. LL.B. C/O. Shri Jamini Kumar Sarkar.
178. Shri Manik Deb, Lecturer, M.B.B. College, Agartala.
179. Shri Satyendra Kumar Sen Gupta, U. D. Assistant, Civil Secretariat.
180. Shri Samir Ranjan Chakraborty, A/T. Agartala.
181. Shri Kiranmoy Dutta, Overseer, Agartala Electric Supply, Agartala.
182. Shri S. K. Gupta, Statistical Assistant C/O. Grantham, Agartala.
183. Shri Santosh Ranjan Das, G. D. O II, G. B. Hospital,
184. Shri Chandan Bhattacharjee, Steno. Directorate of Food and Civil Supplies.
185. Shri Shyamal Ranjan Majumder, L. D. Clerk, Industrial Training Institute.
186. Shri Ansu Priya Roy, Assistant Director, Census Operation.
187. Shri Binal Kanti Chakraborty, Stat. Asstt. Dir. of Manpower, Govt. of Tripura.
188. Shri Bidhan Kanti Majumder, Sr. Research Assistant. Research Cum-Dem. Farm
189. Shri Karunamoy Bhattacharjee, G.T.C. Lembucherra.
190. Srimati Bandana Deb Barma, W/O. Shri Jiban Krishna Deb Barma, 8, Krishnanagar.
191. Shri Krishnadas Kar, Karr and Co., Central Road, Agartala.
192. Shri Babul Kanti Bhowmik, United Commercial Bank Limited, Agartala.
193. Shri Nirmalendu Ghosh C/O. Shri Probodh Chandra Ghosh, Abhoynagar, Agartala.
194. Ex-Capitain B. R. Chatterjee, Abhoynagar, Agzartala.
195. Shri Phani Bhusan Sen Gupta, Sengupta's Symphony, H. G. Basak Road, Agartala.
196. Shri Jayanta Jain, C/O. Jain Textiles, Agartala.
197. Shri Gopal Chandra Dutt, Mantribari Road, Agartala.
198. Shri Jibananda Goswami, Sheristadar, D.J's Court, Agartala.
199. Shri Gopal Chandra Dutta, Assistant Surveyor of Works, S.E's Office, Agartala.
200. Shri Ramendra Kishore Choudhury, U. D. Assistant, Civil Secretariat, Agartala.
201. Shri Prematosh Roy J.M.O., G.D.O. Gr. II, V.M. and G.B. Hospital, Agartala.
202. Shri Amar Kanti Ghosh, T.A. Plant Protection, Agri, Department.
203. Shri Dipak Kr. Sen Gupta, Inspector, Weights and Measures, Krishnanagar, Agartala.
204. Shri Rabindra Nath Das, Lecturer, Polytechnic Institute, Narsingarh, Agartala.
205. Shri Kamal Chanda, Assistant Engineer, P.W.D. S.E.'s Office, Agartala.
206. Miss Saila Sarma. Sr. Lecturer, Women's College, Agartala.
207. Shri Kanti Ranjan Ghosh Roy, Deputy Collector, D.M.'s Office, Agartala.
208. Shri C. Lalchuma, Dy. A. G. Agartala.
209. Shri Alokmoy Datta, T. W. Officer, Agartala.
210. Shri Mrinal Kanti Ghosh, Surveillance Inspector, Kakraban, Udaipur, Tripura.
211. Shri Ratan Lal Jain, The New India Insurance Co. Ltd., Banamalipur.
212. Shri Ranjit Kr. Ganguli, Thana Road, Agartala.
213. Shri Rebati Majumder, Teacher, Pallimangal H. S. School, Sibnagar.
214. Shri Pradip Kumar Datta, B. K. Choumuhani, Krishnanagar, Agartala.
215. Shri Gouranga Saha, Usha Co. Motor Stand, Agartala.
216. Shri Kajal Kumar Datta, Bordowali, Agartala.
217. Shri Amal Kanti Ghosh, Overseer, Agartala Electric Supply.

218. Shri Sushil Datta, Steno, Civil Secretariat, Tripura.
219. Shri Pratapaditya Majumder, G. B. Hospital, Agartala.
220. Shri A. K. Datta, Assistant Director, Small Savings, Agartala.
221. Shri Kalyan Choudhury, Instructor, I.T.I. Indranagar.
222. Shri Shyamal Kanti Chakraborty, Director of Project, Amarpur.
223. Shri Anjan Bhusan Roy Barman, Overseer, P.W.D., Sub-Divn. 3, Agartala.
224. Shri Santosh Rn. Gupta, Urban Community Dev. Project, Agartala.
225. Shri Subodh Kumar Bhattacharjee, Sr. Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
226. Shri Ranjit Kumar Datta, U. D. Assistant, Gauhati High Court, Agartala.
227. Shri Kamal Krishna Roy, Tracer, Gumti Project, Agartala.
228. Shri Nepal Krishna Sen Choudhury, Head Clerk, D. H.'s Office, Agartala.
229. Shri Sambhu Nath Bhattacharjee, G.S.T. Centre, Lembucherra, Tripura.
230. Shri Asok Kumar Majumder, Assistant Teacher.
231. Shri Upananda Deb Nath, Inspector, Weights and Measures, Office Tilla, Dharmanagar.
232. Shri Nihar Ranjan Guha Raja, Inspector, Civil Supplies, Agartala.
233. Shri O. N. Rajbansh, Lecturer, M. B.B College, Agartala.
234. Shri Sunil Sen Gupta, Head Clerk, Office of the Settlement & Land Records.
235. Shri Dwijendra Home Roy, Overseer, P. H. Engineering Sub-Division. No. I.
236. Shri Hirendra Kumar Datta, Investigator, Statistical Department, Agartala.
237. Shri Kamal Chakraborty, Civil Secretariat, Tripura.
238. Shri Bijoy Krishna Roy, Physical Instructor, Physical Education.
239. Shri Naresh Chandra Sen Roy, U. D. Clerk, Office of the S.D.O. (NECS) P.W.D. Agartala.
240. Shri Gitesh Ranjan Acharjee, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
241. Shri Jiban Lal Deb Barma, Overseer, Public Health Eng. Sub-Divn. I, College Tilla.
242. Shri Nitai Biswas, Draftsman, Town and Country Planning, Agartala.
243. Shri Sankar Prasad Lala. S.D.M.O., Amarpur.
244. Shri Sunil Kumar Datta, U. D. Assistant, Civil Secrtariat, Agartala.
245. Shri Rabindra Kumar Majumder, Steno, Civil Secretariat, Agartala.
246. Shri Tapash Kumar Sen, Steno, Civil Secretariat, Agartala.
247. Shri Ranjit Kumar Nandy, Office of the Executive Engineer, Divn. I, Agartala.
248. Shri Narayan Chandra Bhowmik, Assistant Employment Officer, Agartala.
249. Shri Sunil Kumar Majumder, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
250. Shri Haridas Datta, Overseer, Agartala, Divn. III Agartala.
251. Shri T. W. Pakyntein, Assistant Collector and Magistrate, West Tripura.
252. Shri Madan Mohan Singh, Assistant Collector, West Tripura.
253. Shri Mathew John, Assistant S. P. West Tripura.
254. Shri Kanti Kumar Mukherjee, Assistant Teacher, Birendranagar, H. S. School.
255. Shri Ashutosh Raha, Extension Officer, Industries Department, Agartala.
256. Shri Shyama Prasad Chakraborty, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
257. Shri Rameswar Jadav, Lecturer, B. B. Evening College, Agartala.
258. Shri Malay Kumar Saha, Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
259. Shri S. Kumar, Sr. Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
260. Shri Kabindra Bhowmik, Lec. Education Inspectorate.
261. Shri Bhupendra Bhowmik, O.S. D.S. and L. R. Office, Agartala.
262. Shri Sreemat Chandra Seal, G.D.O. II, V.M. and G. B. Hospital, Agartala.
263. Shri Dinesh Ch. Dey, Statistical Assistant, Agartala.
264. Shri S. C. Biswas, S.D.O. (Electrical), Teliamura.
265. Dr. P. Das, C.A.S., Grade II, Central Jail, Agartala.
266. Shri Chittaranjan Bose, Akhaura Road, Agartala.
267. Shri Pulak Chakraborty, Katashola, Jogendranagar, Agartala.

268. Shri Chandan Chakraborty, 24, Krishnanagar Road, Agartala.
269. Shri Dulal Chakraborty, -do-
270. Shri Jatish Roy, United Commercial Bank, Agartala.
271. Shri Badal Ch. Shetia, Ratan Textiles, H. G. Basak Road, Agartala.
272. Shri Om Prakash Dutta, Dutta Rice and Oil Mills, A.D. Nagar, Agartala.
273. Shri Monoranjan Dutta, Sankar Chowmuhani, Agartala.
274. Shri Kamalesh Pal, Mantribari Road, Agartala.
275. Shri Arun Kr. Sen Gupta, Indian Airlines, Agartala.
276. Shri Sujit Das, State Bank of India, Agartala,
277. Shri Nepal Chandra Bhattacharjee, Life Insurance Corporation of India, Agartala.
278. Shri Rathindra Nath Dhar, Ananta Pharmacy, Durga Choumuhani, Agartala.

NAMES OF PERSONS ALLOTTED LAMBRETTA SCOOTER

1. Shri Salanamoy Bhattacharjee, Assistant, Education Directorate, Agartala.
2. Shri Narayan Chandra Das, Head Clerk-cum-Accountant, Director of Industries.
3. Shri Priyatosh Datta, Field Officer, Director of Industries, Agartala.
4. Shri S. C. Deb, Extension Officer, Industries, Agartala.
5. Shri A. N. Parameswaran, Warrant Officer, 121, Signals Unit Airforce, C/O. 99 A.P.O.
6. Shri Abani Mohan Dey, Demonstrator in Dying, Rural Industries Project Dye House.
7. Shri Bimal Roy Choudhury, Inspector, Tribal Welfare Department,
8. Shri Cen. Suraj Bhan, 1, Tripura Bn. N. C. C. Agartala.
9. Shri R. P. Yadaba, Hindi Pracharak, Hindi Teachers' Training College, Agartala.
10. Shri G. M. Datta, 7, Hospital Road, Agartala, Tripura.
11. Shri Arun Kumar Nath, C/O. Director of Industries, Tripura.
12. Shri N. K. Kidave, Estimator, Office of the E. E. Agartala Divn. No. 1, Agartala.
13. Shri Mohinder Singh Arya, Assistant Commandant, 91, Bn. B. S. F. Agartala.
14. Smti Gyatri De Sarkar, Lecturer, Basic Training College, Agartala.
15. Shri Rabindra Mohan Paul, Land Utilisation and Dey. Officer, Department of Agri.
16. Shri A. K. Singh, Divisional Forest Officer, Agartala.
17. Modh. Ayub Khan, Divisional Forest Officer, Agartala.
18. Capt. B. R. Yadav, Officer in charge 6311 (205) Indep Ed. Wesp. Coy, C/O. 99 A.P.O.
19. Shri Sudhendu Ranjan Das Gupta, Supervisor, Loan Remission Section, D. M. and Collector.
20. Shri M. L. Choudhury, Ramnagar Road No. 5, Agartala.
21. Shri Ashit Kr. Nandi, Bordowali, Agartala.
22. Shri Tripurendra Das, Supervisor, Loan Remission Section, D.M. and Collector.
23. Shri B. K. Bhattacharjee,.Accounts Officer, Office of the Dy. A. G. Agartala.
24. Shri D. B. Chakraborty, Overseer, P.W.D. Agartala Division No. IV. Agartala.
25. Shri Shibesh Chandra Biswas, Overseer, P.E.'s Office, Agartala.
26. Shri Satya Pal Gaind, C/O. Shri Nirmal Kanti Choudhury, Palace Compound, Agartala.
27. Shri Keshab Chandra Bhattacharjee, Bordowali, Agartala.
28. Shri Sampat Lal Bothra, C/O. Bhanwarlal Sampat Lal, P.O. Dharmanagar, Tripura.
29. Shri Usha Ranjan Das Gupta, S/O. Shri Birendra Kishore Das Gupta, 5, Hospital Road.
30. Shri Sailendra Chandra Saha, S/O. Shri Satish Chandra Saha, Saha Medical Hall, Central Road, Agartala.
31. Shri Dayal Singh, D.S.P., C.R.P. A.D. Nagar, Agartala.
32. Shri Manish Roy Choudhury, Accountant Tripura Bn. N.C.C. Agartala.
33. Shri K. B. Pal Choudhury, Stat, Officer, Director of Industries, Agartala.

34. Shri Dipak Ranjan Roy, Kanungo, Indranagar, Agartala.
35. Shri G. R. Choudhury, 121, Signal Unit, Air Force, C/O. 99 A.P.O.
36. Shri M. L. Dua, 6th Bn. Assam Rifles, C/O. 99 A.P.O.
37. Shri K. K. Das, Site Engineer, Dharmanagar, Tripura.
38. Shri Bidyut Ranjan Saha, Madhyapara, Agartala.
39. Shri Kanchan Banerjee, Hariganga Basak Road, Agartala.
40. Shri Dibesh Chandra Bose, C/O. Lalita Bose, Sisu Bihar, Agartala.
41. Shri Monoranjan Deb Barma, R.M. Tripura Police Radio, Agartala.
42. Shri S. K. Biswas, Supdt. of Agri, Department of Agriculture, Agartala.
43. Shri Chittaranjan Deb Barma, U. D. Assistant, Law Department , Civil Secretariat.
44. Shri Suranjan Dey, C/O. Asst. Engineer, P. W. D., No. II, Sub-Division, Dharmanagar.
45. Shri S. K. Chatterjee, Dy. Supdt. of Police, Agartala.
46. IC-14017 Mamor Ramesh Yadav, 923/92 Mountain Regiment, C/O. 99 A.P.O.
47. Shri G. K. Kaura, Dy. Field Officer, Spl. Bureau, Bidur Karta House, Agartala.
48. Shri Dwipendra Kumar Datta, Stenographer, Enforcement and Anticorruption.
49. Shri V. D. Mehta, S/O. Shri Ramesh Ch. Mehta, C/O. Shri Ram Avtar Sharma, B. K. House.
50. Shri Chidananda Halder, C/O. Mukul Roy, Town Bordwali.
51. 2nd Lt. P.S. Tangra, 92 Mountain Regiment, C/O. 99 A.P.O.
52. Shri Bidhu Bhusan Chakraborty, Supervisor, Land Remission Section, D.M's Office.
53. Shri N. C. Das Majumder, S.D.O., P.W.D. Kurmabari, Tripura.
54. Shri Bimal Kumar Podder, Lecturer, M.B.B. College, Agartala.
55. Dr. R. K. Bhattacharjya, C.A.S. Gr. II, Sencherra Dispensary, Tripura.
56. Shri Mrinal Jyoti Purkayastha, Lecturer, M.B.B. College, Agartala.
57. Capt. K. R. R. Karup Station Headquarters, Kunjaban, Agartala.
58. Major C. S. Kohri. Secrutiy Officer, United Commercial Bank, Agartala.
59. Shri R. D. Bagal, Netaji Subhash Road, Agartala.
60. Shri B. R. Mehta, Motor Stand Road, Agartala.
61. Capt. B. K. Rai, C/O. Station Headquarters, Agartala.
62. Shri K. Ramanathan, Radio Tech, Qr. N.R/10, Agartala Aerodrome, Agartala.
63. Shri S. K. Seghal, Assistant Commandant, 91, B.S.F., Agartala.
64. Shri Arun Bandhu Bhowmik, Head Clerk, Department of Agriculture.
65. Shri Lalit Adhikary, C/O. Shri Sudhir Adhikary, Banamalipur, Agartala.
66. Shri Sudhir Saha, H. G. B. Road, Agartala.
67. Shri Joyanta Sanghrajaka, 61, Central Road, Agartala.
68. Shri R. S. Joshi, 29, Mantribari Road, Agartala.
69. IC-15712 Major Jawhar Singh, 10 Bihar C/O. 99 A.P.O.
70. IC-22456 Major S. N. Juyal, 6th Bn. Assam Rifles, Agartala.
71. Shri P. S. Minani, Inspector, 92, B.S.F. Teliamura, Tripura.
72. Shri Nripendra Datta Bhowmik, U. D. Clerk, Directorate of Industries, Agartala.
73. Shri Arun Ranjan Das Gupta, Overseer, Investigation Sub-Division, Agartala.
74. Shri Arun Kanti Biswas, Press Information Bureau, Govt. of India., Agartala.
75. Shri Uddipanta Narayan Paul, G.D.O. II, V. M. and G. B. Hospital, Agartala.
76. Shri Santosh Ranjan Roy Choudhury, Kanungo, Town Rampur, P.O. Ramnagar, Agartala.
77. Shri Amiyamoy Choudhury, Materological Office, Agartala Aerodrome, Agartala.
78. Shri S. B. Datta, C.O. Directorate General of Security Office of the Area Organiser,
79. Shri Santosh Ranjan Gupta, Kanungo, Director of Settlement and Land Records, Agartala.
80. Shri P. K. Roy Mukherjee, Dy. S. P., Enforcement and Anticorruption, Agartala.
81. IC 19108 Capt, Dipak Mukherjee, 10 Bihar C/O. 99 A.P.O.

82. IC 12247 Capt. K. C. Katoch, 10 Bihar C/O, 99 A.P.O.
83. Flt. Lt. K. A. Vijj, Air Force Unit, A. D. Nagar, Agartala.
84. Shri A. M. Tewari, Dy. S. P. C.R.P.F. 32, Bn. C.R.P.F. P.O. Fatikroy, North Tripura.
85. Capt. R.P.S. Shisodia, Headquarter D. Sector (Delta)
86. Major S. P. Malhotra, Officer in charge, Interogation Team C/O. 99 A.P.O.
87. Shri Ravindra Nath Sharda, Dy. S. P. 38 Bn. C.R.P.F. Agartala.
88. Shri A. Tiwari, Station Headquarters, Kunjaban, Agartala.
89. Shri Dhirendra Chandra Roy, Accountant, Statistical Department, Agartala.
90. Major M. S. Dhillong, 65 Mtn. Brigade C/O. 99 A.P.O.
91. Shri Subhas Chandra Nandy, Foreman, Tripura Engineering College, Agartala.
92. Shri Joyti Bikash Ray, Accountant, Industrial Estate, A. D. Nagar, Agartala.
93. Shri B. Nandi Choudhury, Estate Manager, Industrial Estate.
94. Shri Monoranjan Bikash Saha, Lecturer, Tripura Engineering College.
95. Shrimati Chhaya Roy, Assistant Teacher, M.T.B. Girls School, Agartala.
96. Shri Naba Kumar Bhattacharjee, Head of Department, M. B. B. College, Agartala.
97. Shri Jyotilal Baidya, Inspector, Tribal Welfare, Agartala.
98. Shri Achinta Ghosh Roy, Overseer (Elec). Agartala.
99. Shri Kamada Rn. Choudhury, 24, Krishnanagar, Agartala.
100. Shri R. C. Batla, 80/2 Bivakananda Road, Agartala.
101. Shri R. S. Rawat, 37, Chittaranjan Road, Agartala.
102. Shri M. K. Nath, 80/1, Thakurpalli Road, Krishnanagar, Agartala.
103. Shri P. K. Banerjee, A. A. Road, Agartala.
104. Shri Hari Pada Deb Nath, Sub-Overseer, B.D.O.'s Office, Rajnagar, Belonia, Tripura.
105. Shri Kumud Behari Pal Choudhury, Revenue Inspector, D.M's Office, South Tripura.
106. Shri Gouranga Sutradhar, Overseer (Elec) Tripura Elec. Circle.
107. Shri Bibhur Behari Chakraborty, Divisional Accountant, E.E's Office, Tripura.
108. Shri Ajit Kumar Deb Nath, Assistant Engineer, S.E's Office,
109. Shri Dwijendra Chandra Das, Overseer, Transmission Sub-Division, Teliamura.
110. Shri Tushar Kanti Deb, Walford Transport Limited, Agartala.
111. Shri S. N. Bhattacharjee, Contractor, Nayapara, Dharmanagar.
112. Shri S. R. Mehta, 8, Old Thana Road, Banamalipur, Agartala.
113. Shri B. K. Ghosal, 43, N. S. Road, Agartala.
114. Shrimati Purabi Mallik, Asst. Teacher, Bani Vidyapith Girls H. S. School, Agartala.
115. Shri Satyabrata Paul, G.D.O. II, D.H.S. Office, Agartala.
116. Shri Mahipal Singh Chouhan, Assistant Commandant, Dist. Armed Reserve, West Tripura.
117. Shri Bidya Prasad Dey, Assistant Engineer,
118. Shri Anil Kumar Chakraborty, Sr. Lecturer, M. B. B. College, Agartala.
119. Shri Indra Mohan Bhowmik, Cooperative Inspector, Sonamura Circle.
120. Shri Anil Naskar, 39/1, Central Road, Agartala.
121. Shri Swadesh Rn. Datta, Datta Soap Factory, Agartala.
122. Shri Bishan Chand, C/O. Mela Chand, Near A.O.C. Petrol Dep. Bishalgarh.
123. Shri S. R. Choudhury, C/O. M. R. Choudhury, 69, Akhaura Road, Joynagar.
124. Shri Sankar Prasad Mukherjee, Overseer, Office of the E. E. Agartala Divn. No. 1.
125. Shrimati Gouri Sen, U.D.C. Directorate of Welfare for S.C. S.T. Tribes, Agartala.
126. Shri Narayan Chandra
127. Dr. Satyabrata Paul, G.D.O. II, D.H.S. Office, Agartala.
128. Shri Debabrata Majumder, U. D. Clerk, Industries Department, Agartala.
129. Shri Monoranjan Deb Nath, Instructor, Central Marketting Organiser, Agartala.
130. Shri Haripada Dutta, S.D.O's Office, Kailashahar.
131. Shri Dhirendra Kishore Bhattacharjee, Sub-Deputy Collector, Teliamura.

132. Shri S. Singh Grewal, Assistant Collector, West Tripura, Agartala.
133. Shri Pijush Pal Choudhury, Junior Research Assistant, Soil Testing Laboratory.
134. Shri Biswa Ranjan Chakraborty, Assistant Accountant, T.P.S. Commission.

NAMES OF PERSONS WHO HAVE BEEN ALLOTTED AUTORICKSHOWS FROM 1970 TO JULY, 1973

1. Shri Arun Roy, C/O. Machu Sen, Naya Para, Dharmanagar, Tripura.
2. Smti. Lakshmi Rani Dey, C/O. Hotel O.K. Agartala.
3. Shri Sudhir Ranjan Datta, Bisramganj Bazar, P.O. Bisramganj, Tripura.
4. Shri Biplab Ch. Ray Choudhury, Ramnagar Road, No. 6 P.O. Ramnagar, Agartala.
5. Shri Janotosh Datta, Ramnagar Road, No. 5 Agartala.
6. Shri Sachindra Kr. Datta Gupta, Redt. Govt. Servant, Ramnagar Road, No. 6 Agartala.
7. Shri Panna Lal Roy Barman, Akhaura Road, Agartala.
8. Shri Manash Ray Barman, C/O. Sj. Benoy Bhusan Ray Barman, Akhaura Road, Agartala.
9. Shri Satya Ranjan Chakraborty C/O. Shri Rebati Majumder, Town Bordwali, Agartala.
10. Shri Jitendra Mohan Das, C/O. Ananta Pharmacy, Durga Chomohani, Agartala.
11. Shri Nihar Rn. Chakraborty, 33 Office Lane, Agartala.
12. Shri Amalesh Bhattacharjee, Ramnagar Rd. No. 3 Agartala.
13. Shri Ranjit Chakraborty, C/O. Sadhan Ch. Das, Akhaura Road, Agartala.
14. Shri Dulal Chakraborty, C/O. B. C. Chakraborty, 10/3. Ramnagar, Rd. No. 4 Agartala.
15. Shri Ramendu Bikash Deb Nath, Madhya para Lane, Agartala.
16. Shri Subal Kr. De, Town Indranagar, Agartala.
17. Shri Tapan Barman, New Palli, Dhaleswar, Agartala.
18. Shri Benu Kr. Singh, Dhaleswar, Agartala.
19. Shri Purnendu Ray Barman, C/O. Amrita M. Ray Barman, Arundhutinagar, Agartala.
20. Shri Jahar Sen Gupta, 70/2 Banamalipur, Agartala.
21. Shri Narayan Saha, Banamalipur, Agartala.
22. Shri Gopal Ch. Laskar, S/O. Akhil Ch. Laskar Melaghar, Tripura.
23. Shri Dilip Rn. Chakraborty, Agartala.
24. Shri Subodh Bagchi, Agartala.
25. Shri Kalyan Deb Roy, Agartala.
26. Shri Haripada Bhattacharjee, Agartala.
27. Shri Sephal Roy, Agartala.
28. Shri Nitya Nanda Roy, Agartala.
29. Shri Pradip Kr. Das Gupta, Agartala.
30. Shri Sudhir Ch. Deb. Agartala.
31. Shri Nitish Ch. Roy, Agartala.
32. Shri Haragobinda Choudhury, Agartala.
33. Shri Sisir Roy, Agartala.
34. Shri Paresh Ch. Deb Nath, Agartala.
35. Shri Aswini Kr. Debnath, Agartala.
36. Shri Hare Krishna Das, Fatikchara, Tripura.
37. Shri Samarendra Choudhury, Agartala.
38. Shri Pradip Roy, Agartala.
39. Shri Ashit Kr. Dhar, Agartala.
40. Shri Pranamesh Saha, Agartala.
41. Shri Jitendra Chandra Gope, Agartala.
42. Shri Rakhal Ch. Poddar, Agartala.
43. Shri Narayan Ch. Ghosh, Agartala.
44. Shri Ramendra Podder, Agartala.
45. Shri Sukip Podder, Agartala.
46. Shri Dilip Sen, Agartala.
47. Shri Santi pada Bhattacharjee, Agartala.
48. Shri Dilip Kr. Acharjee, Radhanagar Agartala.
49. Shri Shyamal Kanti Ghosh, Jail Ashram Road, Agartala.
50. Shri Anil Ch. Paul, Jojaharmura, Agartala.

UNSTARRED QUESTION NO. 142

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ইং এর জুন মাস পর্যান্ত সরকারী কর্মচারীদের (অফিসার সহ) বিরুদ্ধে মোট কতটি দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে তার ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক হিসাব।

২) এর মধ্যে কতটি সি, বি, আই এবং কতটি রাজ্য কমিটি তদন্ত করেছেন ?

৩) কতজনকে দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১) অফিসার সহ ৭৯৯টি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যার ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া গেল :—

বিভাগের নাম	গেজেটেড	নন-গেজেটেড
১) পূর্ত্ত বিভাগ	৫	১৬৬
২) পুনর্ব্বসতি বিভাগ	১৬	২১
৩) জরীপ বিভাগ	৫	৮
৪) স্বাস্থ্য বিভাগ	১৮	২
৫) জেলা শাসক	২৯	৫১
৬) মুদ্রণ বিভাগ	১	৩০
৭) জনসংযোগ	৫	—
৮) পুলিশ	8	৫
৯) সমবায়	—	৮
১০) শিক্ষা বিভাগ	১	১৮
১১) পাইলট রিসার্চ প্রোজেক্ট	—	১
১২) পশু পালন বিভাগ	১	৫
১৩) সেক্রেটারীয়েট	—	১৯৪
১৪) পৌর প্রতিষ্ঠান	১	২
১৫) বন বিভাগ	—	৩
১৬) শিল্প বিভাগ	১	১
১৭) খাদ্য বিভাগ	—	২৫

	বিভাগের নাম	গেজেটেড	নন্-গেজেটেড
১৮)	কৃষি বিভাগ	১	৮
১৯)	বিধান সভা সেক্রেটারীয়েট	১	১
২০)	যান বাহন	১	৩
২১)	অগ্নি নির্ব্বাপন	—	১৪৯
২২)	লেবার ডিপার্টমেন্ট	১	১
২৩)	পঞ্চায়েৎ	৩	২
২৪)	উপজাতী ও তপশিল অভ্যর্থনা বিভাগ	—	১
		৯৪	৭০৫

২) এর মধ্যে ৬টি সি, বি, আই ও ৭৯৩টি রাজ্য দুর্নীতি দমন বিভাগ তদন্ত করিতেছে।

৩) কাহারও বিরুদ্ধে এখনও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 174

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই-এর বিমান ঘাঁটিটি যাতে তুলে দেয়া না হয় তার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন চিঠি দিয়াছেন কি ?

২) চিঠি দিয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিক্রিয়ার কথা সরকারের জানা আছে কি?

উত্তর

১) না, কেননা এই বিমান সার্ভিস এখনও চালু আছে

২) প্রশ্ন উঠে না।

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—6-9-74—225.